

GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Class No. 180JC

Book No. 87.32

C.2

N.L.38

রাধাতন্ত্রম্।

সংস্কৃত টীকা বঙ্গভাষানুবাদ সহিতং।

12
67

শ্রীযুক্ত কুমুদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের
প্রাক্কানুশারে

শ্রীকৃষ্ণ শঙ্কর শাস্ত্রীর দ্বারা প্রকাশিত।



কলিকাতা

শ্রীমদ্বৈকানথ চৌধুরী অপরিচিৎপুররোড শোভাবাজার ২৮৫
সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৮৩ সাল।



বিজ্ঞাপন ।

কাল পরপ্রভৃতি নানাকারণ বশতঃ যে চিত্রপ্রচলিত সনাতন
বিভিন্ন হিন্দুধর্ম দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তদ্বিঘ্নে হিন্দু-
ধর্মগী পুরাতন পুস্তকাদির অভাব ও একটা প্রধান কারণ;
হিন্দুধর্মাবলম্বী অনেকেই উক্ত অভাব নিরাকরণ নামে
অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া বাহাতে বিলুপ্ত প্রায়
হিন্দুধর্ম পুনঃ প্রবল হইয়া ভারতবর্ষকে উজ্জ্বল করে এমন
চেষ্টা করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের অনুগামী হইয়া “রাধাতন্ত্র”
নামক পুস্তকখানি মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গ্রন্থে নানা-
প্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা শাক্ত বৈষ্ণব নব-
জবই অনেক উপকার হইতে পারে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ক
দলের ইষ্টমাধন বিষয়ে অশেষ উপকার হয়। গ্রন্থখানি অভি-
যেষপূর্বক আদ্যোপাত্য পাঠ করিলে ভক্তশাস্ত্রে “বিলক্ষণ অন্তি-
জ্ঞানো; আমি যতদূর জানি তাহাতে বিলক্ষণ বলিতে পারি
যে, এইরূপ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে এত অধিক উপদেশ অতি বিরল।
এই গ্রন্থের সংস্কৃত নিত্য সুরল রূপে ওতএব সাধারণের স্ব-
বোধ হেতু সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত
করিলাম। যদিও গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত বটে তথাপি টীকা ও অনু-
বাদের সাহায্যে ইহার কলেবর বিলক্ষণ স্কুল হইয়াছে; ইহার
মুদ্রাক্ষণ বিষয়ে পরিভ্রমের ভ্রমী করা যায় নাই কতদূর কৃতকার্য
হইয়াছি বলিতে পারি না। জীবন্ত চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের
দ্বারায় সংস্কৃত টীকা অনুবাদ ও বঙ্গভাষা সংশোধন করিয়া
লইলাম আর এই তন্ত্র যদি আমার অনুমতি ভিন্ন কেহ মুদ্রিত
করে তাহা হইলে তাহার উপর আইন ও দাবি করিব এইকণ যদি
এই গ্রন্থ দ্বারা হিন্দুধর্মকে কিঞ্চিদ্দূর উপকার হয় তবেই
শ্রম সফল ও অর্থব্যয় সার্থক বোধ করিব।

শ্রীকামাখ্যানাথ মুখোপাধ্যায় ।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ।

— ৩ —

রাধাতত্ত্বম্ ।

শ্রীপার্কতুবাচ ।

গণেশ নন্দি চন্দ্রেশ দ্বিনুনা পরিষেবিত ।

দেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয় সনাতন ॥ ১ ॥

ভাষা ।

শ্রীমঙ্গলেন্দ্রনন্দিনী মহাদেবকে ভক্তি পাঠপূর্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে চন্দ্রশেখর । হে নন্দিবন্দিত । হে প্রামথগণা-
দীশ । হে নারায়ণ পরিষেবিত পাদ, হে মহাদেব । তুমি সকল দেব
শ্রেষ্ঠ ; তুমি মৃত্যুকে জয় করির । মহাপ্রলয়ান্তেও বিরাজমান
আছ ; তুমি সর্ববেত্তা, সর্বদর্শী এ জগতে তোমার কিছুই অগো-
চর নাই ॥ ১ ॥

অন্তার্থঃ ।

শ্রীকৃষ্ণায়নমঃ । যস্যায় পূর্বতনঃ কৰ্মক্লমিচয়েঃ স্মৃতা মৃতদাঃ জন্তুঃ
স্পৃপং কল্কালবৎ সতিগতঃ শ্রীবাদিদানাদয়ঃ । বাবানী দ্বিনুনাঃ স্তুতিঃ
স্তুতিমতাং সিন্দ্যাতি বিদ্যাবিতাং সাতানী বসত্যমসমঃ সসি ময়াজানন্ততা-
জংগিনী ॥ তদ্বসারঃ সমুদয়ঃ তাদ্বিসংগাঃ মনোমুদে । রাধাতত্ত্বম্

রাধাতন্ত্র ।

ব্রহ্মাং বাসুদেবস্যা রাধাতন্ত্রং মনোহরং ।
পূৰ্ণং হি স্মৃতিং দেব কথা মালেন শঙ্কর ॥
কুণয়া কথরেশান তন্ত্রং পরম দুৰ্লভং ॥ ২ ॥

ভাষা ।

এইক্ষণ এ অধিনীর প্রতি কৃপাবলোকন পূর্বক ত্রৈলোক্য
পূৰ্বা বীকৃত মানোহর পরম চুল্ল বসুদেব তনয়কপী নারায়ণ
ব্রহ্ম রাধাতন্ত্র আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বস ॥ ২ ॥

অর্থঃ ।

সুউৎকৃষ্ট শ্রীরামাদি ব্রহ্মবৈষ্ণব ত্রৈলোক্য ত্রিভুবন ভোগকারী নর
নরিনী নিখিল লোক পরিভ্রমণ চিরীর্থী বচিতি জ্ঞান
দেবতাকাব্যাদি কৌশল্য আকাশযাত্রীভি মনসিকৃত্য শুদ্ধ পারদর্শিনঃ
সকল তন্ত্র বক্তারং ভগবন্তং দেব দেবঃ মহাদেবং স্বাক্ষিপায় গতি পুচ্ছতি
ঈশানভ্যুবাচতি ॥ গণেশেত্যাদি । হে গণেশ গণনাং প্রদানঃ
কৃত্যমুচরাণং ঈশ অধীশ্বরঃ হে নন্দিল্লেশ নন্দিনঃ নন্দিকেশ্বরস্য
চন্দন্য চ শশিমৌলিত্বাং ঈশ নিয়ন্তাঃ হে বিষ্ণুনাপরিবেদিত বিষ্ণুনা
নারায়ণেন পরিবেদিত আরাধিত । তথাচ মহাপুরুষ বাক্যঃ হৃদিকে
সাহস্রাং কমনপলি মাখায় পদার্থোদেকোনে তদ্বিদিদ যদ ব্রহ্মদেব
কমলং । হে দেবদেব দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং দেবঃ হে মহাদেবঃ হে সূত্যা-
জ্ঞঃ যম বিজ্ঞতাঃ হে সনাতন নিত্য মহাশ্রয়ঃ স্বামিন ॥ ১ ॥ হে শঙ্কর
সকলজ্ঞঃ পূৰ্ণং পূৰ্ণমিনু কথনাত্রেণ বাজ্যাত্রেণ স্মৃতিং রাধাতন্ত্রঃ
পদ্যামীতি ঐতিহ্যং বাসুদেবস্যা বসুদেবভূতস্য কামোদি দৈত্যাদিনা-
কার্য বসুদেবভূত কুণবদীর্ঘীল্য নারায়ণস্য ব্রহ্মাং গোপনীয়াং মনো-
হরং রাধাকমল মনোরঞ্জন কেতুভূতং পরম দুৰ্লভং দুস্প্রাপ্যং রাধাতন্ত্রং
নারায়ণাখ্যং তন্ত্রং রাধামোদায় শাস্ত্রং কুণয়া ময়্যবগচ্ছন কথয় দদি-
ত্বং সৰ্বং বচি মোক হয়েনাময় ॥ ২ ॥ পার্শ্বভীষণানন্তরং পরম-

বহস্যং বাসুদেবস্য রাধাতন্ত্রং বরাননম্ ।
অত্যন্ত গোপনং তন্ত্রং বিশুদ্ধং নির্মলং সদা ॥
কালীতন্ত্রং যথা দেবি তোলনঞ্চ তথ্যং ত্রিধৈঃ ।
সর্বশক্তিময়ং বিদ্যা বিদ্যায়াঃ সাধনায় বৈ ॥
নিগদামি বরারোহে সাবধানা বধারয় ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

পার্বতী জিহ্মানন্তর পরম কৃপাবান মহাদেব বাসুদেব
বহস্য রাধাতন্ত্র প্রকাশ মানসে পার্বতীর প্রতি কহিতেছেন ; যে
প্রিয় হৃদয়ি ! যেমন কালীতন্ত্র ও তোলনতন্ত্র দুটি বিশুদ্ধ ও
নির্মল তন্ত্রগণ অতি স্বল্পপদ সঙ্গোপদেশপূর্ণ সর্বশক্তিময় ও পুণ্য-
সার্থ সাধন ব্রহ্মজ্ঞানের হেতুভূত বাসুদেব বহস্য রাধাতন্ত্র মোক্ষ
জিতার্থ তোমার নিকট বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অনুসার্যঃ ।

কৃষ্ণজুতগবান্ মহাদেবো বাসুদেব বহস্যং রাধাতন্ত্রং বস্তু নিম্ন
পার্বতীঃ প্রত্যাহ ঈশ্বরউবাচেতি । যে বরাননে আরহলোচনে যে
বরারোহে গরুডা স্থানরি ; যে দেবি যে জিহ্মে প্রীতিল্লি আগরমতে
ইতি যাবৎ যথা কালীতন্ত্রং নীলতন্ত্রং তোলনং ত্রিধৈঃ তন্ত্রক নির্মলং
নিরুদ্বিগ্নং সঙ্গোপদেশ পূর্ণমিত্যর্থঃ । বিশুদ্ধং পারমং তথা অত্যন্ত
গোপনং কদাপি ন প্রকাশিতং বাসুদেবস্য বিষ্ণোরূপস্য হ্রীং অঙ্কং
সদা তদ্ব্যক্তিঃ সর্বশক্তিময়ঃ সর্বসক্তাঙ্গনম্ অসং সাধন সাধনং বিদ্যা
পরামর্ষিত্য পুরুষার্থ সাধনীভূতা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা তস্য সাধনম্ বিদ্যায়াঃ
নিগদামি বরারোহে সাবধানাবধারায় সাবধানঃ শৃণু ইত্যর্থঃ । বহস্য
বাসুদেব ইত্যাদি । বিদ্যায়াঃ সাধনায় নিগদামিতি যদুতঃ তদেব বিদ্যা

বাসুদেবো মহাভাগঃ সন্তরং মম সন্নিধিং ।
 আগত্য পরমেশানি যদুক্তং তচ্ছৃণু প্রিয়ে । ৪ ।
 দৃষ্ট্বাঙ্গম মহাবাহো কিং কৰোমি জপং প্রভো ।
 তস্মৈ বদ মহাভাগ বৃষধ্বজ নমোহস্ততে । ৫ ।
 সংসার তরণে দেব তরণিস্ত্বং তপোধন ।
 জ্ঞাং বিনা পরমেশানমহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে । ৬ ।

ভাব্য ।

হে পরমেশানি প্রাণবলভে পার্শ্বতি । মহাভাগ বসুদেব তনয়
 সন্তর আমার নিকট আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি
 শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

হে মহাবাহো । তুমি সৰ্বনিয়ন্তা সৰ্বেশ্বর তুমি মৃত্যুকে জয়
 করিয়াছ ; এইজন্য কি জপ করি তাহা আমার প্রতি অনুগ্রহ
 প্রদর্শনপূর্বক উপদেশ কর, হে বৃষবাহন । তোমাকে নন্দকারকরিণী
 হে যোগনিষ্ঠ এই ভবজলধি তরণে তুমি তরণিস্বরূপ তুমি
 বিনা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না ॥ ৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

বোধ্যং । হে পরমেশানি ইত্যত্রি হে প্রিয়ে ঐতিহ্যে, মহাভাগো বাসুদেবঃ
 সন্তরং সীমং স্বরাস্যাতরা মম সন্নিধিং মননমীণঃ আগত্য উপস্থায়
 স্থিত্যনেনতি শেবা যদুক্তং মন্ত্রং পুত্রং সাধনোপায়মিতি । সমঃ তৎস্বাস্ত্র-
 দেবাহোজং শৃণু আকর্য ॥ ৪ ॥ বাসুদেবোজিহ্মাহ মৃত্যুঞ্জয় ইত্যাদি । হে
 প্রভো । জগদধীশ হে মৃত্যুঞ্জয় যদুক্তং বৃষবাহন তে জুল্যং নমোহস্ততে ॥
 ৫ ॥ সংসার ইত্যাদি হে তপোধন বদা যোগ তপসু, দেব জং সংসার
 তরণে ভবজলধি পার সমনে, তরণি নৌবরুগঃ ক্রমেব লোকান্ স্ববরুগধি
 সারং নরনি ইতি ভাবঃ । জ্ঞাং বিনা যদুক্তং সিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং নহি
 অজ্ঞানভে নোৎপদ্যতে স্রমেব পুরুষার্থ সাধনং স্বাক্ষরমিতি ভাঃ ॥ ৬ ॥

এতচ্ছূ। মহেশানি বিকো রনিত তেজসঃ।
 পীযুষ সংযুতং বাক্যং বাসুদেবস্য যোগিনি।
 যদুক্ৰং বাসুদেবায় তৎসর্বং শৃণু পার্শ্বতি। ৭।
 না ভয়ং কুরু ভো বিকো ত্রিপুরাং ভজ শূন্যরীং।
 দশবিদ্যা বিনা দেব নহি সিদ্ধিঃ প্রজাযতে। ৮।

ভাব।

হে পরমেশ্বর! যোগ পরামর্শে। আমি বসুদেব তনয় আমি
 তন্ত্ৰজা-বিধুর সেই পীযুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাসুদেবের
 নিকট যে কোন আশঙ্কায় রাখিত্ত বন্ধিত্যহি তাহা ভোমার
 নিকট বলিতেছি এবং বল ॥ ৭ ॥

হে বাসুদেব! তুমি ভীত হইও না ত তীর বিদ্যা ত্রিপুরাশূন্য
 রীর আরাধনা কর। দশবিদ্যার আরাধনা ব্যতিরেকে সুখ
 হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

অর্থার্থঃ।

এতচ্ছূ। মহেশানি। হে পরমেশ্বর! পরমেশ্বর হে যোগিনি যোগবতি
 অমিত তেজসঃ অতুল শক্তি বাসুদেবস্য বাসুদেবব্যক্তিগত বিকো
 পীযুষ সংযুতং অমৃতময়ং এতৎ বাক্যং কুরু। বাক্য বাসুদেবায় যিচ্ছ
 যদুক্ৰং করিতঃ। যেরূপে শ্রেষ্ঠ হে পার্শ্বতি বসুদেবিনি তৎসর্বং শৃণু
 আকর্ষ্য ভূমিশেষঃ। ময়া বাসুদেবায় সাধনোপায় ভূতং রত্নাধাতম মুক্তং
 তৎসর্বং দগ্ধমিহি ইতি বারং ॥ ৭ ॥ না ভয়ং। নিত্যাদি হে বিকো ভয়
 নাশক নাভীশী। ত্রিপুরাং শূন্যরীঃ। ত্রীপুরবিদ্যাঃ তৎ। আরাধনং দশবিদ্যা
 বিনা। কাল্যাণি দশবিদ্যাযুক্তে সিদ্ধিঃ বোধ্যমান নহি। অজ্ঞাতঃ বোধনরূপে
 ইত্যর্থঃ তথাচ। তদ্ব্যক্তরে। কালী ত্রাপ বহাবিদ্যা বৈকলী। তুবনেশ্বরী

প্রদাতক ।

১। দশম বিদ্যায় প্রদানং ত্রিপুরা পরা ।
বর্গ প্রদাং দেবানীশ্বরীং বিশ্বনোহিনীং ১২।
পরীং পরমারাধ্যাং বিশ্বপালন তৎ পরাং ।
২। মম হৃদি স্থাংতাং নমস্কৃত্য বদাম্যহং ১৩।

ভাষ্য ।

এই কালিকাদি দশ বিদ্যার মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী সর্ব-
শক্তি। তিনি ধর্ম তর্ক কাম মোক্ষাত্মক চতুর্ভুজ প্রদান করিতে
সেই ত্রিভুবনেশ্বরী বিশ্ববিনোহিনী ত্রিপুরাদেবী স্বরূপ
শ্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি সকলকেই বিনোদিত করিয়া-
৥ ১২ ॥

এদা আমার হৃদয়বাসিনী পরমারাধ্যা জগৎকর্ত্রী সেই ত্রিপুরা
দিকে নমস্কার করিয়া তাঁহার আরাধনার ক্রম ও মন্ত্র বলি-
প্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

অন্তর্ভাষ্য ।

১। দ্বিগুণতঃ বিদ্যা দুমানভীতবা । বর্ণনা দিছি বিদ্যাট মাতঙ্গী
শ্রীকঃ এতাদশমহাবিদ্যা সিদ্ধিবিমলং প্রকীর্তিতঃ ॥ ১ ॥ অসামি-
। দশম বিদ্যায় কালিকায়িহু মধ্যে ত্রিপুরাসুন্দরী প্রদানং শ্রেষ্ঠ-
চতুর্ভুজপ্রদাং ধর্মার্থ কাম মোক্ষদায়িনীং বিশ্বনোহিনীং ত্রিভু-
বানবহনীং অম্বা রূপেণ বিহারেযোপি দুহন্তে বভিষাবিঃ ॥ ২ ॥
নিত্যাহি । পরমারাধ্যাং পরমারাধিনীয়াং বিশ্বপালনে জগৎকাল-
ন নিয়তায় পরা মম বসিহাং হৃদয়বাসিনীং তাং হৃদয়ভূতায় সুন্দ-
ত্রিপুরাসুন্দরীং নমস্কৃত্য প্রণম্য পরং বদামি ॥ ১৩ ॥ অম্বা মনো-

ব্রহ্মাণীঞ্চ সমুদ্ভূত্য ভগবীজং সমুদ্ধর ।
 রতিবীজং সমুদ্ভূত্য পৃথিবীজং সমুদ্ধর ।
 মায়ামন্ত্রে ততো দত্ত্বা বাগ্ধবং কুরু যত্নতঃ ।
 ইদংহি বাগ্ধবং কূটং সদা ত্রৈলোক্য মোহনং ॥ ১১
 শিববীজং সমুদ্ভূত্য ভৃগুবীজং ততঃপরং ।
 কুমুদতীং ততো দেবি শূন্যঞ্চ তদনন্তরং ।
 পৃথিবীজং ততশ্চোক্ত্বা অস্ত্রেমায়ী পরাক্ররীং ।
 কামরাজমিদং দেবি কূটং পরম দুর্লভং ॥ ১২ ॥

ভাষা ।

মন্ত্র যথা, ছাদশস্বরে বিন্দুযোগ করিয়া ককারে লকার ঙ্কার
 ১ বিন্দুযোগ করিবে । তৎপরে মায়াবীজ ও বাঘীজযোগ করি-
 লেই এক মন্ত্র হইল । এই বিশ্ব-বিমোহন মন্ত্র অতি গোপনীয়
 ও দুর্লভ ॥ ১১ ॥

মন্ত্রান্তর বলিতেছি, প্রথমতঃ হকার তৎপরে লকার, তৎপরে
 ককার যোগ করিয়া মায়াবীজ যোগ করিবে এই কূট মন্ত্রের নাম
 কামরাজ মন্ত্র ইহা অতি দুর্লভ জানিবে ॥ ১২ ॥

অস্যার্থঃ ।

কারোযথা । ব্রহ্মাণী অকারঃ ভগবীজং ওকারঃ ছয়োট্টরক্যেন সবিন্দু
 ছাদশ স্বর উদ্ধৃতঃ । ততো রতি বীজং ততঃ পৃথ্বী বীজং লকারঃ । অস্ত্রে,
 মায়ী বাগ্ধবঞ্চ দত্ত্বা মন্ত্রং বিভাবয়েদিতি । ইদং এতদুক্তং বাঘীজ পুটিতং
 ত্রৈলোক্য মোহনং ॥ ১১ ॥ মন্ত্রান্তরং যথা । শিববীজং হকার ভৃগুবীজং
 লকারঃ কুমুদতী ককারঃ । শূন্যং নাদবিন্দু যুক্তং । পুনঃ পৃথ্বীবীজং

ভৃগুবীজং সমুদ্রত্যা সমুদ্রকর কুমুদতীং ।
 ইন্দ্রবীজং ততো দেবি তদন্তে বিকটা পরা ॥ ১৩ ॥
 বাসুদেবোহপি তং শ্রদ্ধা দ্রুতং কাশীপুরং যযৌ
 যত্র কাশী মহামায়া নিত্য যোনি স্বরূপিনী ।
 সা কাশী পরমারাধ্যা ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিষেবিতা ।

১১৪ ।

ভাষা ।

মন্ত্রান্তর কহিতেছি শ্রবণ কর প্রথমে সকার তৎপরে ককার
 তদন্তে লকার উদ্ধার করিয়া সর্বাঙ্গে মায়াবীজ যোজনা করিবে
 ইহাতে চতুরঙ্গরী মন্ত্র হইল ॥ ১৩ ॥

বাসুদেব সেই মন্ত্র শ্রবণ করিয়া দ্রুতবেগে কাশীধামে গা
 করিলেন যে কাশীপুরী নিত্য ও যোনি স্বরূপিনী সেই পদ্ম
 মারাধ্যা কাশীকে ব্রহ্মাদি দেবগণ সদা সেবা করিতেছেন । ১৪ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

লকারঃ । অন্তে মায়া সবিন্দু হকার রেফ লকারঃ । ইদং মন্ত্রং পরম
 দুর্লভং । কুটং বাস্তব কুটং ॥ ১২ ॥ মন্ত্রান্তরং বক্ষ্যামি ভৃগুবীজ-
 মিত্যাदि ভৃগুবীজং সকারং উদ্রুত্যা উল্লিখ্য কুমুদতীং ককারং উদ্রুত্যাং ।
 হে দেবি তত স্তংপশ্চাৎ ইন্দ্রবীজং লকারং উদ্রুত্রেদিতি শেষঃ । তদন্তে
 সকার ককার লকারাণামন্তে বিকটা মায়াবীজং উদ্রুত্রেদিতি শেষঃ ।
 এতেন চতুরঙ্গরী মন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইত্যাদি ।
 বাসুদেবঃ তং মন্ত্রং শ্রদ্ধা দ্রুতং শীঘ্রং যথা তথা কাশীপুরং যযৌ
 গতবান্ । মহামায়া বিশ্ববিমোহিনী ॥ ১৪ ॥ শ্রুত্বুর্মিত্যাदि । যত্র

মুহূর্ত্তং যত্র যজ্ঞপ্তং লক্ষবর্ষ ফলং লভেৎ ।
 তত্র গম্বা বামুদেবঃ সংপূজ্য জপমারভেৎ ॥১৫॥
 সংপূজ্য বিধিবদ্দেবীং ভবানীং পরমেশ্বরীং ।
 আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য বরাননে ।
 সদাশিব পুরেরম্যে পুঙ্করে শক্তিসংযুতে ।
 ভূমৌ শিরঃ প্রোথনঞ্চ পাদোর্দ্ধং পরমেশ্বরী ১৬

তাষা ।

কাশীতে মুহূর্ত্ত কাল জপ করিলে লক্ষবর্ষ পর্য্যন্ত সেই ফল
 ভোগ হয় ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর বামুদেব ষথাবিধি পূজা কার্য্য সমাপন করিয়া
 ভগবতীর আরাধনা আরম্ভ করিলেন, শিবপুরী বারাগসীতে
 পুঙ্কর তীর্থে ও শক্তি সন্নিধানে আত্মমন বাক্যের ঐক্য করিয়া
 কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

কাশ্যাং মুহূর্ত্তমপি যৎ জপ্তং তেন জপেন লক্ষবর্ষফলং লভেৎ লক্ষবর্ষ
 পর্য্যন্তঃ ফলভোগী ভবতীতি ভাবঃ । বামুদেব স্তত্র কাশ্যাং গম্বাজপঃ
 আরভেৎ ॥ ১৫ ॥ সংপূজ্যেত্যাদি । বিধিবৎ বিধি মনু স্তত্বেত্যর্থঃ পর-
 মেশ্বরীং ত্রিপুরাসুন্দরীং । আত্মনা মনসা বাচা একীকৃত্য আত্মবাক্যানোক্তি
 রেকাং দেবীং বিস্তার্য ইত্যর্থঃ । পুঙ্করে পুঙ্করাখ্য তীর্থে । শক্তি সংযুতে
 শক্তি সন্নিধৌ বরাননে পরমেশ্বরীতি পার্শ্বত্যাঃ সন্মোদনং । ভূমৌ
 শিরঃ প্রোথনং কিতৌ শিরঃপ্রোথনং কৃত্বৈত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পাদোর্দ্ধং পাদা-
 বুর্দ্ধীকৃত্য । সদাশিবপুুরে কাশ্যাং । পুঙ্করং কর্ণ দুঃসাধ্যং তপশ্চরণং
 কৃৎসাপি সিদ্ধিঃ সাধনং নহি জগতে নসিদ্ধিঃ ভবতীত্যর্থঃ । অন্যৎ সুগমং ।

কৃষ্ণা স্তুদুষ্করং কৰ্ম নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 এবং কৃতে মহেশানি সহস্রাদিত্য সংজ্ঞকং ।
 গতবান্ বাসুদেবস্য বিষ্ণে রমিত তেজসঃ ।
 তথাপি পরমেশানি নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥১৭॥
 আবিরাঙ্গী মহামায়া তৎক্ষণাৎ কমলেক্ষণে ।
 আবিভূষ মহামায়া ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ।
 বিলোকয়েদ্বাসুদেবং শ্বাসধারণ মাত্রকং ।
 বিলোক্য রূপয়া দৃষ্ট্যামৃতৈঃ সিঞ্চেদিব প্রিয়ো ১৮
 ভাষা ।

হে বরাননে ! বাসুদেব ভূমিতে মন্তক প্রোথিত করিয়া
 উৰ্দ্ধপাদ হইয়া সেই পরমেশ্বরী তবানী ত্রিপুরাসুন্দরীর আরা-
 ধনায় তৎপর হইলেন । কিন্তু এইরূপ দুষ্কর কঠোর তপস্তা
 করিয়াও তাহার কোনরূপেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইল না । হে
 পরমেশানি ! অমিত তেজা বিষ্ণু এইরূপ কঠোর ব্রতসাধন
 করিতে করিতে সহস্র সূর্যের স্থায় দীপ্যমান হইলেন ॥ ১৭ ॥

হে পরমেশানি বাসুদেব উক্ত প্রকার তপস্তা করিয়াও
 সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলেন না । হে কমলাক্ষি ! তৎক্ষণাৎ
 মহামায়া আবিভূতা হইলেন । মহামায়া ত্রিপুরাসুন্দরী আবি-
 ভূত হইয়া বাসুদেবকে প্রাণমাত্রাবশিষ্ট দেখিলেন, এবং কৃপা-
 দৃষ্টিতে তাহার প্রতি অবলোকন করিয়া অমৃতভিষেকে পুন
 রুজ্জীবিত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অন্তার্থঃ ।

তথাপীত্যাদি । তথাপি পূৰ্ব্বোক্ত তপস্করণেনপি ॥ ১৭ ॥ আবিৰ্ভিত্যাদি ।
 হে কমলেক্ষণে পশ্যনেত্রে । তৎক্ষণাৎ মহামায়া আবিরাঙ্গী প্রত্যক্ষী

ত্রিপুরোবাচ ।

উত্তিষ্ঠ বৎস হে পুত্র কিমর্থং তপ্যসে তপঃ ।
 ভোপুত্র শীঘ্র যুক্তিষ্ঠ বরং বরয় রেমুত । ১৯ ।
 তচ্ছ্রদ্ধা পরমং বাক্যং ত্রিপুরায়াঃ সুধাশ্রবং ।
 বাক্য স্তস্য স্তুতঃ শ্রদ্ধা ত্যক্ত্বা যোগস্ত তৎক্ষণাৎ ।
 পপাত চরণোপান্তে ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে । ২০ ।

ভাষা ।

হে বৎস ! তুমি শীঘ্র উঠ কেন এই কঠোর তপস্যা করি-
 তেছ ; তুমি শীঘ্র উঠিয়া আমার নিকট অভিনয়িত বর প্রার্থনা
 কর ॥ ১৯ ॥

বাসুদেব ত্রিপুরার সেই অমৃতবর্ষি পরম পরিতোষজনক
 বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ যোগ পরিত্যাগপূর্ব্বক ত্রিপুরার
 চরণোপান্তে নিপতিত হইলেন ॥ ২০ ॥

অর্থার্থঃ ।

বভূব । মহামায়া ত্রিপুরা আবির্ভূত সাক্ষাৎ ভূত্বা বাসুদেবং স্বাস ধারণ
 মাত্রকং প্রাণ মাত্রাবশিষ্টং বিমোক্ষয়েৎ পশ্যেদিত্যর্থঃ । হে প্রিয়ে
 কৃপয়া দৃষ্ট্যা কৃপাপরোণ চক্ষুযা দিলোক্য দৃষ্ট্বা তমিতিশেষঃ অমৃতৈঃ
 সিকৈঃ অমৃতসেকেন স্বহ মকরোৎ ॥ ১৮ ॥ ত্রিপুরোবাচ । হে বৎস পুত্র
 উত্তিষ্ঠ কিমর্থং কিং প্রয়োজনং তপস্তপ্যসে । ভোপুত্র শীঘ্রং উত্তিষ্ঠ
 রেমুত বরং অভিনয়িত কামং বরয় প্রার্থয় ॥ ১৯ ॥ ত্রিপুরায়াঃ পরমং
 সুধাশ্রবং অমৃত বর্ষিণং তবচঃ শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ যোগং ত্যক্ত্ব হে শুচি-
 স্মিতে বিশদ মন্দহাসে । ত্রিপুরায়াঃ চরণোপান্তে পপাত বাসুদেব ইতি
 শেষঃ ॥ ২০ ॥ ততো বাসুদেবঃ ত্রিপুরাং শুচি নমস্ত ইত্যাদি হে দুঃখ

নমস্তে ত্রিপুরে মাত নমস্তে দুঃখনাশিনি ।
 নমস্তে শঙ্করাধ্যে কৃষ্ণাধ্যে নমোহস্ততে ।
 ত্রিলোক জননী মাত নমস্তে মৃতদায়িনি ।
 আবিভূতাতু যা দেবী বিষ্ণো হৃদয় সংস্থিতা ॥২১॥
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে প্রথমঃ পটলঃ ॥

ভাষা ।

তদনন্তর বাসুদেব শ্রব করিতেছেন । হে ত্রিপুরাসুন্দরি !
 তুমি জীবের দুঃখনাশ কর হে মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার করি ।
 তুমি শঙ্করের আরাধ্যা ও নারায়ণের চিন্তনীয়্য তোমাকে
 নমস্কার করি । তুমি ত্রিভুবন প্রসব করিয়াছ এবং এইক্ষণ
 অমৃতসেক করিয়া আমার চেতনা প্রদান করিয়াছ হে মাত !
 তোমাকে নমস্কার করি । তুমি বিষ্ণুর হৃদয়বাসিনী আমাকে
 প্রত্যক্ষ দেখা দিয়াছ হে মাত ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ২১ ॥

ইতি প্রথম পটল ।

অর্থার্থঃ ।

নাশিনি মাত ত্রিপুরে তে ভুভ্যং নমোহস্ত । হে শঙ্করাধ্যে শিবসেব্যে
 হে কৃষ্ণাধ্যে নারায়ণচিন্ত্যে স্বং ত্রিলোক জননী ত্রিভুবন প্রসবিত্রী ।
 হে অমৃতদায়িনি ! অমৃত দানেন মর্ত্যৈতন্য দাত্রি বিষ্ণো হৃদয় সংস্থিতা
 যাত্বং আবিভূতাতু মৎপ্রত্যক্ষতাংগতাতু ভুভ্যং নমোহস্ত ॥ ২১ ॥

ইতি জীচক্ষুসুয়ার ভট্টাচার্য্য বিরচিত্তে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন

প্রথম পটলঃ ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো শূণ্ণমে পরমং বচঃ ।
 ত্বংহি দেব সূত শ্রেষ্ঠ কিমর্থং তপ্যসে তপঃ ।
 কুলাচারং বিনা পুত্র নহিসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 শক্তি হীনস্যতে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুত্রক ॥ ২২ ॥
 মমাংশ সম্ভবাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বাকিং তপ্যসেতপঃ ।
 বৃথাশ্রমং বৃথা পূজাং জপঞ্চ বিফলং সূত ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

বাসুদেবের স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ত্রিপুরাসুন্দরী কহিতেছেন
 হে মহাবাহো বাসুদেব ! আমার সারভূত বাক্য শ্রবণ কর তুমি
 কি নিমিত্ত এই কঠোর তপস্যা করিতেছ কুলাচার ব্যতিরেকে মন্ত্র
 সিদ্ধি হয় না তুমি শক্তিহীন কি কপে তোমার সিদ্ধি হইতে
 পারে ॥ ২২ ॥

আর দেখ লক্ষ্মী আমার অংশসম্ভূতা তুমি তাহাকে পরিত্যাগ
 করিয়া কেন বৃথা তপস্যা করিতেছ । হে সূত ! শক্তিবোগ ব্যতি-
 রেকে পূজা জপ ও তপস্যাদির পরিশ্রম সকলই বৃথা ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্রিপুরোবাচেত্যাদি । হে বাসুদেব মেমম পরমং সারভূতং বচঃ
 শূণ্ণ । হে সূত শ্রেষ্ঠ ত্বং কিমর্থং তপ্যসেতপ্যসে । হে পুত্র কুলাচারং বিনা
 সিদ্ধির্নহি জায়তে শক্তিহীনস্য শক্তিরহিতস্য তে ভব সিদ্ধিঃ কথং ভবতি
 শক্ত্যা কুলাচারক বিনা ন কোপি সিদ্ধোভবতীতি ভাষঃ ॥ ২২ ॥ মমাংশে-
 ত্যাদি । মম অংশ সম্ভূতাং একাংশেনোৎপম্মাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত্বা কিং তপ-
 তপ্যসে । হে সূত মমং তপশ্চরণায়ামং বৃথা পূজাং বৃথা জপং চিত্তনঞ্চ

সংযোগং কুরু যত্নেন শক্ত্যাসহ তপোধন ।
 যোগং বিনা স্মৃতশ্রেষ্ঠ বিদ্যা সিদ্ধির্নজায়তে ॥২৪॥
 সাধকে ক্ষোভমাপন্যে দেবতা ক্ষোভ যাপ্নুয়াৎ ।
 তস্মাদভোগ যুতো ভূত্বা জপকর্ম সমারভেৎ ।
 ভোগং বিনা স্মৃতশ্রেষ্ঠ নহি মোক্ষঃ প্রজায়তে ।
 শৃণু তত্ত্বং স্মৃত শ্রেষ্ঠ দীক্ষায়া আনুপূর্বিকীং ॥২৫॥

ভাষা ।

অতএব তোমাকে উপদেশ দিতেছি হে তপোধন ! তুমি
 যত্নপূর্বক শক্তির সহিত যোগ কর শক্তিযোগ না হইলে কদাচ
 পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না ॥ ২৪ ॥

পুরুষার্থ সিদ্ধির অভাবে সাধক ক্ষোভিত হইলে দেবতা ও
 ক্ষোভ প্রাপ্ত হন । ভোগযুক্ত হইয়া জপকর্ম আরম্ভ করা
 বিধেয় । হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ ! ভোগ ব্যতিরেকে অপবর্গ লাভ হইতে
 পারে না । তোমাকে হিতোপদেশ দিতেছি তুমি দীক্ষার আনু-
 পূর্বী অবলম্বন কর ॥ ২৫ ॥

অর্থার্থঃ ।

বিকলমিত্যর্থঃ । কৃৎস্নতিশেষঃ শক্ত্যাবিনা পূজাদিকং কৃত্বা ন কিমপি
 ফলসিদ্ধির্ভবতীতিভাবঃ ॥২৩॥ হে তপোধন যত্নেন শক্ত্যাসহ যোগং কুরু ।
 যোগং প্রকৃতি পুরুষয়ো রৈক্যং বিনা বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থসাধনং
 নজায়তে ॥ ২৪ ॥ সাধকেত্যাদি । যদি সাধক স্তপশ্চরণ বৈকল্যাৎ পরা-
 ভবমাধোতি তদা দেবতাপি স্কন্ধা ভবেদिति । তস্মাদিতি ভোগ যুতঃ
 ভোগবান্ । ভোগং বিনা ভোগাভাবেন মোক্ষো নদায়তে ইতি ।
 দীক্ষায়া আনুপূর্বিকীং দীক্ষাক্রমং ॥২৫॥ দশবর্ষে সংপ্রাপ্তে দশম বর্ষে ।

দশবর্ষেতু সংপ্রাপ্তে দ্বাদশাভ্যন্তরে যুত ।
শৃণুয়াক্ষরি নামানিষোড়শানি পৃথক্ পৃথক্ ॥২৬॥
হরিনাম্নো বিনা পুত্র কৰ্ণশুদ্ধি নর্জায়তে ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু মাত মহামায়ে বিশ্ববীজ স্বরূপিণি ।
হরিনাম্নো মহামায়ে ক্রমং বদ সুরেশ্বরী ॥২৮॥

ভাষা ।

দশমবর্ষ হইতে দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ষোড়শ হরিনাম পৃথক্
পৃথক্ শ্রবণ করিবে ॥ ২৬ ॥

হে পুত্র হরিনাম বিনা কৰ্ণশুদ্ধি হয় না ॥ ২৭ ॥

বাসুদেব কহিতেছেন হে মাত ! তুমি বিশ্বের কারণীভূত
মহামায়া স্বরূপা আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া হরিনাম আমার
নিকট বল ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বাদশাভ্যন্তরে দ্বাদশ বর্ষ মধ্যে । শৃণুয়াক্ষরিনামানি গুরুতঃ পৃথক্ পৃথক্
হরিনামানি শৃণুয়াৎ ॥ ২৬ ॥ হরি নাম ইত্যাদি । হে পুত্র হরিনাম্নো বিনা
হরিনাম দীক্ষাভাবে ন কৰ্ণশুদ্ধির্জায়তে ॥২৭॥ বাসুদেব উবাচেতি হে মহা-
মায়ে হে বিশ্ববীজ স্বরূপিণি ক্রমং কারণভূতে শৃণু আকর্ষণ মম্বর নিতি
শেষঃ । হরিনাম্নঃ ক্রমং বদ কথয় ॥২৮॥ বাসুদেবন্যাগ্রহাতিশয্য দর্শনে

ত্রিপুরোবাচ ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে । ২৯ ।

ষাট্রিংশ দক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্বদা ।

শৃণুচ্ছন্দঃ স্মৃত শ্রেষ্ঠ হরিনামঃ সদৈবহি । ৩০ ।

ছন্দোহি পরমং গুহ্যং মহৎপদ মনব্যয়ং ।

সর্বশক্তিময়ং মন্ত্রং হরিনাম তপোধন ॥ ৩১ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে পুত্র! অবগ কর বলিতেছি ;
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥ ২৯ ॥

এই ষাট্রিংশদক্ষর হরিনামই কলিযুগে জ্ঞান করে ।
হে স্মতশ্রেষ্ঠ ! এই মন্ত্রের ছন্দ অতি স্বগোপ্য হে তপোধন ! এই
হরিনামাত্মক মন্ত্র সর্ব শক্তিময় ॥ ৩০ ॥

এই মন্ত্রের চিন্তনে সর্বশক্তির চিন্তা করা হয় এবং মহৎপদ
প্রাপ্ত হয় ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবী জাহ ত্রিপুরোবাচেতি । হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি ঐষএব ষাট্রিংশদক্ষরো
হরিনামঃ ॥ ২৯ ॥ কলৌ সর্বদা সর্কেষু কালেষু ষাট্রিংশদক্ষরাণ্যেব নামানি
হরিনামানি এতন্মাম কীর্তনেনৈব কলৌ মোক্ষো ভবতীতি ভাবঃ । পরমং
গুহ্যং অতি গোপ্যং ছন্দঃ হরিনামছন্দঃ শৃণু ॥ ৩০ ॥ হে তপোধন হরিনাম
মন্ত্রং সর্বশক্তিময়ং সর্বশক্ত্যাঙ্ককং মহৎপদং মহৎ পদ প্রাপ্তি হেতু-
ভূতং ॥ ৩১ ॥ হরিনামঃ ইত্যাদি । হরিনামঃ হরিনামাত্মকস্য মন্ত্রস্য বাস্তুদেব

হরিনাম্নো মন্ত্রস্য বাসুদেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ।
 গায়ত্রী ছন্দ ইত্যুক্তং ত্রিপুরা দেবতা মতা ।
 মহাবিদ্যা স্মসিক্যার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 এতমন্ত্রং স্মৃত শ্রেষ্ঠ প্রথমং শৃণুয়ান্নরঃ ॥ ৩২ ॥
 ঋত্বাদিজ মুখাৎ পুত্র দক্ষ কর্ণে তপোধন ।
 আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং ঋত্বা শুদ্ধো ভবেন্নরঃ ।
 দ্বাদশাভ্যন্তরে ঋত্বা কর্ণশুদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

হরিনাম মন্ত্রের বাসুদেব ঋষি গায়ত্রী ছন্দ ত্রিপুরাসুন্দরী
 দেবতা পুরুষার্থ সাধনে ইহার নিয়োগ হয় । হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ ! প্রথ-
 মতঃ এই মন্ত্র শ্রবণ করিবে ॥ ৩২ ॥

হে তপোধন ! ব্রাহ্মণমুখ হইতে দক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিবে ;
 মন্ত্র শ্রবণের ক্রম এই যে আদিতে ছন্দ তদনন্তর মন্ত্র শ্রবণ
 করিবে এইরূপে দীক্ষিত হইলে সকলেই শুদ্ধ হয় । এবং
 দ্বাদশবর্ষ মধ্যে এই হরিনাম মন্ত্র শ্রবণ করিলে কর্ণশুদ্ধি
 হয় ॥ ৩৩ ॥

অন্বার্থঃ ।

ঋষিঃ । ছন্দোগায়ত্রী, দেবতা ত্রিপুরাসুন্দরী । মহাবিদ্যাস্মসিক্যার্থং পুরুষার্থ
 সাধনায় বিনিয়োগঃ বিনিঘোজনং ॥ ৩২ ॥ বিজমুখাৎ ব্রাহ্মণস্য শুভ্রোমুখাৎ
 দক্ষকর্ণে দক্ষিণ শ্রবণে । দ্বাদশাভ্যন্তরে দ্বাদশবর্ষন্থে ছন্দো মন্ত্রাদিকং
 ঋত্বা কর্ণশুদ্ধিঃ প্রাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ কর্ণেত্যাदि যঃ পুরুষঃ নারীবা কর্ণ

কর্ণশুদ্ধিং বিনা পুত্র মহাবিদ্যা মুপাস্যচ ।
 নারীবা পুরুষো বাপি তৎকর্ণা মারকী ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
 ততস্ত্ব ষোড়শে বর্ষে সংপ্রাপ্তে সুরবন্দিত ॥
 মহাবিদ্যাং ততঃ শুদ্ধাং নিত্যাং ব্রহ্ম স্বরূপিণীং ।
 শ্রদ্ধা কুল মুখাং বিপ্রাং সাক্ষা দ্রুময়ো ভবেৎ ॥
 ১৩৫ ৷

কুর্যাৎ কুলরহস্যং যঃ শিবোক্তং তপোধন ।
 বিদ্যা সিদ্ধির্ভবেত্তস্য অর্থে শ্রুত্যা নবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩৬ ॥
 ভাষা ।

আদৌ দেবতা তৎপরে ছন্দ ও তৎপরে মন্ত্র অবগত করিবে
 দ্বাদশবর্ষ মধ্যে কর্ণশুদ্ধি ব্যতিরেকে যে পুরুষ কিংবা নারী এই
 মন্ত্র অবগত করে তাহার তৎকর্ণাং নরকগামী হয় ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর ষোড়শবর্ষ সময়ে শুদ্ধা নিত্যা ব্রহ্ম স্বরূপিণী
 বিদ্যা । কুলচাররত বিপ্রমুখ হইতে অবগত করিলে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
 ময় হয় ॥ ৩৫ ॥

হে তপোধন ! যে ব্যক্তি শিবোক্ত কুলরহস্য বিধিতে নিরত
 থাকে তাহার বিদ্যাসিদ্ধি হয় ও অনিমাди অষ্টসিদ্ধিলাভ
 হয় ॥ ৩৬ ॥

অর্থার্থঃ ।

শুদ্ধিং বিনা ব্রহ্মসিদ্ধৌ তৎকর্ণাদেব নরকগামী ভবেদিত্তি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥
 ব্রহ্মস্বরূপিণীং ব্রহ্মময়ীং নিত্যাং সনাতনীং । কুলমুখাং বিপ্রাং সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-
 ময়োভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ কুর্যাদিত্যাदि । হে তপোধন শিবোক্তং কুল-
 রহস্যং যোজনঃ কুর্যাৎ তস্য বিদ্যাসিদ্ধিঃ মোক্ষসাধনং ভবেৎ স অর্কঃ

রহস্যংহি বিনা পুত্র শুম এবহি কেবলং ।
 অতএব সূত শ্রেষ্ঠ রহস্য রহিতস্যতে ।
 রহস্য রহিতাং বিদ্যাং ন জপেতু কদাচন । ৩৭ ।
 এতদ্রহস্যং পরমং হরিনাম স্তপোধন । ৩৮ ।
 হকারস্ত সূত শ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষাম সংশয়ঃ ।
 রেফস্ত ত্রিপুরাদেবী দশমূর্তিময়ী সদা ।
 একারঞ্চ ভগং বিদ্যাং সাক্ষাৎ যোনিং তপোধন ।
 হকারঃ শূন্য কপীচ রেফো বিগ্রহ ধারকঃ । ৩৯ ।

ভাষা ।

মন্ত্রার্থাদি ব্যতিরেকে কেবল পরিশ্রমমাত্র সার হয়, হে সূত-
 শ্রেষ্ঠ ! তুমি রহস্যহীন কিপ্রকারে সিদ্ধি হইতে পার । রহস্য
 রহিতা বিদ্যার কদাচ আরাধনা করিবে না ॥ ৩৭ ॥

অতএব তোমাকে হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি হরিনাম মন্ত্রের গোপ-
 নীয় পরম রহস্য বলিতেছি ॥ ৩৮ ॥

হকার সাক্ষাৎ শিব রেফ দশবিদ্যাময়ী ত্রিপুরাদেবী একার
 যোনিপীঠ স্বরূপ । হে তপোধন ! পুনর্বার হকার, চিহ্ন
 ঈশ্বরকপী রেফ শরীরধারী ব্যক্ত ঈশ্বর স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

অন্যার্থঃ ।

স্বর্ঘ্যঃ অনিমাди অষ্ট শক্তিঃ অবাধায়াং ॥ ৩৩ ॥ হে পুত্র রহস্যং মন্ত্রার্থ-
 মজ্ঞ চৈতন্যাদিকং বিনা শ্রম এব কেবলং ন কিঞ্চিদিউসিদ্ধির্ভবতি । রহস্য
 রহিতস্য মন্ত্রার্থাদিজ্ঞান হীনস্য ॥ ৩৭ ॥ এতদিত্যাদি । হরিনাম মজ্ঞস্য
 রহস্যং নিগূঢ়ার্থঃ শূন্যিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥ হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি মন্ত্রার্থ-
 মাহ হকারেত্যাদি । হকারঃ হরেকৃষ্ণ ইত্যত্র হপদং । রেফঃ রূপদং

হরিস্তু ত্রিপুরা সাক্ষা নম মূর্তি নসংশয়ঃ ।
 ককারং কামদা কামকপিণী ক্ষুরদব্যয়া ।
 ঞ্জকারস্ত সূত শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা ।
 ককারঞ্চ ঞ্জকারঞ্চ কামিনী বৈষ্ণবী কলা । ৪০ ।
 ষকার শচন্দ্রমা দেবঃ কলা ষোড়শ সংযুতঃ ।
 ণকারঞ্চ সূত শ্রেষ্ঠ সাক্ষানিবৃতি কপিণী ।
 দ্বয়োরৈক্যং তপঃ শ্রেষ্ঠ সাক্ষা ত্রিপুর ভৈরবী ॥ ৪১ ॥

ভাষা ।

হকার ও রেফমিলিত হরি এই শব্দার্থ সাক্ষাৎ আমার মূর্তি
 স্বরূপ জানিবে । কৃষ্ণ এই পদান্তর্গত ককারের অর্থ কামপ্রদা
 কামকপিণী নিত্যশক্তি ও ঞ্জকারের অর্থ পরমশক্তি । আর
 ককার ও ঞ্জকার মিলিতকৃ এই পদে বৈষ্ণবী কলা ॥ ৪০ ॥

ষকারের অর্থ ষোড়শকলাপূর্ণ শশধর, এবং ণকারের অর্থ-
 শাস্তিপ্রদাশক্তি ও ষকার ণকার মিলিতকৃ এই পদের অর্থ
 সাক্ষাৎ ত্রিপুর ভৈরবী ॥ ৪১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দশমূর্ত্তিময়ী দশবিদ্যাস্বরূপা ত্রিপুরা ত্রিপুরাসুন্দরী । একারং ভগং যোনি
 পীঠং । হকারঃ শূন্যরূপী চিগ্নয়ঃ রেফো বিগ্রহধারকঃ দেহবান্ । ৩৯ ।
 হরিঃ মজ্জান্তর্গত হকার রেফ মিলিত হরিশব্দঃ নম ত্রিপুরায় মূর্ত্তিঃ ।
 ককারং কৃষ্ণ ইত্যত্র কবচং কামদা কামদাত্রী কামস্বরূপিনী কামাত্মিকা ।
 ঞ্জকারঃ কৃষ্ণ ইত্যত্র ঞ্জবচং শ্রেষ্ঠা পরমশক্তিঃ ইরিতা কথিতা ককারঞ্চ
 ঞ্জকারঞ্চ ককার ঞ্জকারং মিলিতং সঃ কৃহিত্যকরং কামিনী কামপ্রদায়িনী
 বৈষ্ণবী কলা বিম্বশক্তিঃ । ৪০ । ষোড়শকলাসংযুতঃ পূর্ণইত্যর্থঃ । নিবৃতি
 কপিণী শাস্তিস্বরূপা । দ্বয়োঃ ষকার ণকারয়োঃ ঐক্যঃ কৃ ইত্যকরং ত্রিপুর

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সূত শ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্ময়ী ।
 হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিনী ॥ ৪২ ॥
 হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময়ী পরা ।
 রেফস্ত ত্রিপুরা সাক্ষাৎ দানন্দামৃত সংযুতা ।
 মকারস্ত মহামায়া নিত্যাত্ম রুদ্ররূপিনী ॥ ৪৩ ॥
 বিসর্গস্ত সূত শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী পরা ।
 রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং সূত ।
 হরে হরে পিচ পদং শক্তিদ্বয় সমন্বিতং ॥ ৪৪ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ এই পদের অর্থ জগন্ময়ী মহামায়া হরে এই শব্দের অর্থ প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ॥ ৪২ ॥

হরেরাম এই শব্দার্থ জ্যোতির্ময়ী প্রকৃতি । রেফ সাক্ষাৎ ত্রিপুরাসুন্দরী মকার সাক্ষাৎ জ্যোতির্ময়ী নিত্যাশক্তি ॥ ৪৩ ॥

বিসর্গে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি বোধ হয় রাম রাম এই পদ শিবশক্তি জাপক হরে হরে এইপদে উভয়শক্তি বুঝায় ॥ ৪৪ ॥

অন্যার্থঃ ।

ভৈরবী ত্রিপুরাসুন্দরীরূপা ॥ ৪১ ॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি পদদ্বয়ং জগন্ময়ী জগৎ-
 স্বরূপা মহামায়া । শিবশক্তিস্বরূপিনী প্রকৃতি পুরুষাত্মকং ব্রহ্মইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥
 আনন্দ সংযুতা নিত্যানন্দময়ী । রুদ্ররূপিনী রুদ্রশক্তিঃ ॥ ৪৩ ॥ বিসর্গ ইত্যাদি
 বিসর্গঃ সিম্বদ্বয়াক্রমকো বর্ণবিশেষঃ । কুলকুণ্ডলিনী কুলধারিণী
 শিবশক্তিঃ । অন্যং সুবোধং ॥ ৪৪ ॥ আদ্যন্তে ইত্যাদি আদ্যো অন্তে চ মন্ত-

আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা যোজ্যপে দশধা দ্বিজঃ ।
 স ভবেৎ সূত বর শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দরঃ ॥ ৪৫ ॥
 এষা দীক্ষা পরাশ্রিত্য জ্যেষ্ঠা শক্তি সমন্বিতা ।
 হরিনাম্নঃ সূত শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠাতু বৈষ্ণবী স্বয়ং ॥ ৪৬ ॥
 বিনাশ্রী বৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাদং সদা রৌর্ধনা ।
 কোটিবর্ষং সমাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥

ভাষা ।

হে সূতশ্রেষ্ঠ ! এই মন্ত্রের আদ্যন্তে প্রণব যোজনা করিয়া
 যে সাধক ষোড়শবার মাত্র জপ করে সে মহাবিদ্যা বিষয়ে বিশেষ
 জ্ঞানবান হয় ॥ ৪৫ ॥

হে সূতশ্রেষ্ঠ ! আদ্যাশক্তিসুতা এই দীক্ষা সকল দীক্ষার
 প্রধান এই সর্বপ্রধান হরিনাম দীক্ষা স্বয়ং বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ৪৬ ॥

বৈষ্ণবী দীক্ষা ও সদ্গুরুর কৃপাব্যতিরেকে কোটিবর্ষ জপ
 করিলেও তাহার সিদ্ধি হয় না প্রত্যুত ঘোরতর নরকগামী
 হয় ॥ ৪৭ ॥

অন্যার্থঃ ।

সেইতি শেষঃ প্রণবং ওম্ ইতি মন্ত্রং দত্ত্বা সংযোজ্য যঃ সাধকো দশধা দশ-
 বারং জপেৎ স মহাবিদ্যাসু মহাবিদ্যা বিষয়েষু সুন্দরঃ লক্ষ্যমানঃ ॥ ৪৫ ॥
 এষেত্যাদি স্তবোধং ॥ ৪৬ ॥ বিনেত্যাদি বৈষ্ণবীং দীক্ষাং বিষ্ণুমন্ত্রগ্রহণং ওম্
 সদ্গুরোঃ প্রসাদং কৃপাং বিনা কোটিবর্ষং সমাদায় জপ্ত্বাপি রৌরবং
 রৌরবাখ্যং মহামোরং নরকং ব্রজেৎ ॥ ৪৭ ॥ এবং পুরোক্তানি হরেহুহু

এবং ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশ দক্ষরাণি চ ।
 আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা চতুস্ত্রিংশদন্তত্তমং ১৪৮।
 হরিনামা বিনা পুত্র দীক্ষাচ বিফলা ভবেৎ ।
 কুলদেব মুখাচ্ছৃষ্ট্বা হরিনাম পরাক্ষরং ।
 ব্রাহ্মণ ক্ষত্র বিট্ শূদ্রাঃ শ্রুত্বা নাম পরাক্ষরং ।
 দীক্ষাং কুৰ্যুঃ স্মৃত শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যাসু সুন্দর ১৪৯।

ভাষা ।

হরেক্ষঃ ইত্যাদি মন্ত্রাস্তর্গত ষোড়শনাম ও দ্বাত্রিংশদক্ষর
 মন্ত্র আদ্যন্তে প্রণবযোজনা করিয়া জপ করিবে ॥ ৪৮ ॥

হে পুত্র ! হরিনাম ব্যতিরেকে দীক্ষা বিফল হয় । ব্রাহ্মণ,
 ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ষর্গেই কুলগুরুর নিকটে পরমাক্ষর
 হরিনাম শ্রবণ করিয়া মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হইবে ॥ ৪৯ ॥

অস্বার্থঃ ।

ইত্যাদি মন্ত্রাস্তর্গতানি ষোড়শনামানি দ্বাত্রিংশদক্ষরাণি মন্ত্রানিচ । ৪৮ ।
 হরীত্যাदि । হরিনামা বিনা হরিনাম ব্যতিরেকেণ, দীক্ষা মন্ত্র সংস্কারঃ ;
 পুত্র ইতি সম্বোধনং । কুল ইত্যাদি কুলদেবমুখাং কুলগুরোঃ সকাশাৎ পরা-
 ক্ষরং পরমব্রহ্মরূপং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রবিট্ শূদ্রাঃ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ ।
 সর্বেষাং এব হরিনামাধিকারিণ ইতি ভাবঃ । স্মৃতশ্রেষ্ঠ সুন্দর ইতি পদ-
 দ্বয়ং সম্বোধনং ॥ ৪৯ ॥ হরিনামেত্যাদি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি হরিনাম, অথ
 সমুচ্চয়ে দীক্ষাং মন্ত্রপ্রণবং শূদ্রমুখাং বা বিদ্বা অকুলাং কুলগুরাদিভির্মিত্যং
 যোজনোগৃহীয়াৎ তস্য পাপফলং শূণু আকর্ষয়েত্যর্থঃ ॥ শূদ্র ইত্যাদি ।
 শূদ্রাণ্যঃ শূদ্র পত্ন্যাঃ । বিদ্যাং পুরুষার্থ সাধনং জ্ঞানং । কোটি
 বর্ষান্ শতলক্ষবৎসরং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ । রৌরবং মহামোরনরকং । অন্যৎ

হরিনামাথ দীক্ষাং বা যদি শূদ্রমুখাং প্রিয়ে ।
 অকুলাদ্যস্ত গৃহীয়াং তস্য পাপ ফলং শৃণু ।
 ঋত্বা শূদ্রোহপি শূদ্রাণ্য বিদ্যাং বা মন্ত্রমুত্তমং ।
 কোটিবর্ষান্ সমাদায় রৌরবং প্রতি গচ্ছতি ৷৫০৷
 অপিদাতৃ গৃহীত্রোর্বা দ্বয়োরেব সমং ফলং ।
 ব্রহ্মহত্যা মবাপ্নোতি প্রত্যক্ষর মিতীরিতং ।
 শৃণুপুত্র বাসুদেব প্রসঙ্গা দ্বচনং নম ॥ ৫১ ॥
 ইতি দ্বিতীয়ঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! যে ব্যক্তি কুলগুরুর অন্যত্র কিম্বা শূদ্রের নিকট
 দীক্ষিত হয় বা হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করে ; তাহার পাপফল বলি-
 তেছি অবগ কর । যদি শূদ্র ও শূদ্রাণীর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া
 মহাবিদ্যায় দীক্ষিত হয় তবে তাহার শতলক্ষবর্ষপর্যন্ত মহাঘোর-
 নরকে বসতি করিতে হয় ॥ ৫০ ॥

উক্ত রূপ দীক্ষায় গুরু শিষ্য উভয়েরই মন্ত্রাকর সমসংখ্যক
 ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী হইতে হয় ; হে পুত্র বাসুদেব ! প্রসঙ্গ-
 ক্রমে দীক্ষা বিষয়ে কিছু বলিতেছি অবগ কর ॥ ৫১ ॥

অন্যার্থঃ ।

সুবোধং ॥ ৫০ ॥ অপীত্যাদি । দাতৃগৃহীত্রোঃ ঋত্বাশিষ্যয়োর্বয়োঃ কসং
 সমং ফলং উভাবোৰ্ণাপিনাবিভিভাবঃ । পাপমেব বিবৃণোতি ব্রহ্ম-
 হত্যেত্যাদি । প্রত্যক্ষরং অক্ষরং অক্ষরং প্রতি । মন্ত্রাকর সম সংখ্যক
 ব্রহ্মহত্যা পাপভাগ্যুবভী ভাবঃ । বচনং দীক্ষা বিচারবাক্যং ॥ ৫১ ॥

দ্বিতীয় পটল ব্যাখ্যা ।

ত্রিপুরোবাচ ।

সংপ্রাপ্তে ষোড়শবর্ষে দীক্ষাং কুর্যাৎ সমাহিতঃ
যদি নো কুরুতে পুত্র সংপ্রাপ্তে বর্ষে ষোড়শে ।
হরিনাম বৃথা তস্য গতেতু বর্ষে ষোড়শে ॥ ১ ॥
তস্মাদ্ধ্বজেন কর্তব্য। দীক্ষাহি বর্ষে ষোড়শে ।
অন্যথা পশুবৎ সর্বং তস্য কর্ম ভবেৎ সূত ॥ ২ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরাদেবী, আমি তোমার নিকট প্রসঙ্গক্রমে দীক্ষাবিষয়ক সমস্ত ক্রম বলিব এই পূর্বপ্রতিশ্রুত বিষয় বলিতেছেন; ষোড়শ-বর্ষ প্রাপ্ত মাত্রেই সুসমাহিত হইয়া দীক্ষা কার্য্য করিবে; যদি ষোড়শবর্ষ মধ্যে কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ না করে তবে ষোড়শবর্ষ গতে হরিনাম দীক্ষার অধিকার থাকে না। তাহার সেই হরিনাম দীক্ষা বৃথা জানিবে ॥ ১ ॥

অতএব ষোড়শবর্ষ মধ্যেই যজ্ঞপূর্বক হরিনাম গ্রহণ করিবে। অন্যথা তাহার সকল কর্ম পশুকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফল হয় ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শৃণুপুত্র মহাবাহো! প্রসঙ্গাঘটনং মমেন্তি যৎপূর্ব্বং প্রতিশ্রুতং তদে-
বাহ ত্রিপুরোবাচেতি ॥ ষোড়শবর্ষে সংপ্রাপ্তে সমুপস্থিতে সুসমাহিতঃ
সুসংযতঃ সন্ম দীক্ষাং কুর্যাৎ । ষোড়শবর্ষ এবদীক্ষায়াঃ প্রশস্তকাল ইতি
ভাষঃ । হে পুত্র হরে! যদি ষোড়শবর্ষে নোকুরুতে দীক্ষামিতিলেখঃ ।
ষোড়শবর্ষগতে ষোড়শবর্ষাৎ পরং তস্য ষোড়শবর্ষমধ্যে অদীকৃতস্য
হরিনাম বৃথাভবেৎ নাতিমহৎ ফলপ্রদং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তস্মাৎ
ষোড়শবর্ষস্যেব প্রশস্তকালত্বাৎ ষোড়শবর্ষে দীক্ষামন্ত্রগ্রহণং কর্তব্য।

বাসুদেব মহাবাহো রহস্যং পরমং শৃণু ।
 প্রকটাত্ম্যং হরেনাম সত্যায়ং যত্র তত্রবৈ ।
 মহাবিদ্যা সূত্র শ্রেষ্ঠ তদগুপ্তা ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
 প্রজপে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং তপোধন ।
 অশুচিৰ্বা শুচিৰ্বাপি গচ্ছং স্থিষ্ঠন্ স্বপন্নপি ॥৪॥

ভাষা ।

হে বাসুদেব ! পরমরহস্য বলিতেছি অরণ্য কর ; হে সূত্র-
 শ্রেষ্ঠ ! সত্যতে কি অল্প যে কোন স্থানেই হউক সর্বত্রই হরি-
 নাম প্রকাশ্য এই হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা কদাচও গুপ্তা
 নহে ॥ ৩ ॥

হে পুত্র তপোধন ! অশুচি কি শুচি, গমনশীল কি স্থিতিশীল
 অথবা শয়ানই হউক সর্বদাই মহাবিদ্যাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিধেয়া । অন্যথা বোড়শবর্ষাদবধীক্ দীক্ষাং বিনা ওস্য অদীকিতস্যসকলং
 কর্মপশু বন্ধবেং পশোঃকর্মইব নিষ্ফলং ভবতীতিভাবঃ ॥ ২ ॥ হে মহা-
 বাহো বাসুদেব পরমং রহস্যং শৃণু আকরয় ; হরেনাম সত্যায়ং পরিসমি
 ত্রতত্র যন্নিম্ন কন্মিংশ্চিদেবস্থানে প্রকটাত্ম্যং প্রকটনীয়ে । হে সূত্র-
 শ্রেষ্ঠ মহাবিদ্যা এষা হরিনামাত্মিকা মহাবিদ্যা অগুপ্তা সর্বত্রৈব হরিনাম
 প্রকাশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ প্রজপেদিত্যাদি । হে পুত্র তপোধন অশুচি-
 পবিত্রঃ শুচিঃ পবিত্রঃ গচ্ছন্ গমনশীলঃ স্থিষ্ঠন্ স্থিতিশীলঃ স্বপন্ নিদ্রাং
 লভন্ অনিশং নিরন্তরং মহাবিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাবিদ্যা

মহাবিদ্যাং জপেদ্ধীগান যত্র কুত্রাপি মাধব !
 সংপূজ্য শিবলিঙ্গম্ মহাবিদ্যাং জপেত্তু যঃ ॥৫॥
 পূজয়ে দ্বিবিধং লিঙ্গং বিলুপত্রাদিভিঃ প্রিয়ে ।
 ভাবয়ে দনিশং পুত্র মহাবিদ্যাং হৃদায়না ॥৬॥
 নিশায়াং শক্তিয়ুক্তশ্চ পূজয়ে দ্বিবিধং জপেৎ ।
 শবোক্ত তন্ত্রবৎ সৰ্বং কুলাচারংহি মাধব ॥৭॥

ভাষা ।

হে মাধব ! যে ধীমান্ ব্যক্তি যেকোন স্থানে শিবলিঙ্গ অর্চনা
 করিয়া মহাবিদ্যা জপকরে ॥ ৫ ॥

এবং বিলুপত্রাদিদ্বারা বিবিধ শিবলিঙ্গপূজা করিয়া সর্বদা
 হৃদয়ে মহাবিদ্যা ধ্যানকরে ॥ ৬ ॥

কিন্তু নিশাযোগে শক্তিয়ুক্ত হইয়া শিবোক্ত তন্ত্রানুসারে
 কুলাচার পুরঃসর মহাবিদ্যার আরাধনা করিবে ॥ ৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মিত্যাदि । ধীমান্ জ্ঞান সম্পন্নঃ যত্রকুত্রাপি যন্মিন্ কন্মিন্ স্থানে অন্যৎ
 ভুগমৎ ॥ ৫ ॥ পূজয়েদিত্যাদি । হেপ্রিয়ে ইতি পার্শ্বভী সঙ্কোচনং ।
 বিলুপত্রাদিভিঃ বিবিধং লিঙ্গং শিবলিঙ্গং পূজয়েৎ আত্মনা হৃদা স্বীয়
 মনসা মহাবিদ্যাং বিভাবয়েৎ চিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥ নিশায়ামিত্যাदि ।
 নিশায়াং রাত্রৌ শক্তিয়ুক্তঃ সশক্তিকঃ । শিবোক্ত তন্ত্রবৎ শিব কথিত
 তন্ত্রানুসারেণ সৰ্বং কুলাচারং যঃসাধকঃ কুর্হ্যাৎ তস্য শিক্দিয়াতে সদিদ্ধো
 ভবতীর্থঃ ॥ ৭ ॥ কুলাচারমিত্যাदि হে পুত্র কুলাচারং বিনা বামাচার

যঃ কুর্যাৎ সততং পুত্র তস্য সিদ্ধির্হি জায়তে ।
কুলাচারং বিনা পুত্র তব সিদ্ধি ন জায়তে ॥৮॥

ত্রিপুরোবাচ ।

শৃণু পুত্র মহাবাহো নম বাক্যং মনোহরং ।
রহস্যং পরমং গুহ্যং সুগোপ্যং ভুবনত্রয়ে ।২।
কথয়িষ্যামিতে বৎস কথাং চিত্র বিচিত্রিতাং ।
বক্ষঃস্থল সমাসীনাং মালাং চিত্র বিচিত্রিতাং ।১০

ভাষা ।

হে পুত্র ! যে ব্যক্তি সর্বদা কুলাচার রত হইয়া আরাধনা
করে তাহার বিদ্যা সিদ্ধি হয় কুলাচার ব্যতিরেকে কখনও তোমার
সিদ্ধি হইবে না ॥ ৮ ॥

ত্রিপুরা কহিতেছেন হে পুত্র মাধব ! পরমরহস্য ত্রিভুবনে
সুগোপ্য অতি মনোহর আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৯ ॥

হে বৎস ! অতি মনোহরা কথা তোমাকে বলিব এবং
আমার হৃদয়বাসিনী অতিচিত্র বিচিত্রিতা যে মালা আছে তাহাও
তোমার নিকট প্রকাশ করিব ॥ ১০ ॥

অস্বার্থঃ ।

ব্যতিরেকে ন সিদ্ধির্ন জায়তে ন সিদ্ধির্বভীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ত্রিপুরা পুনরপ্যাহ
ত্রিপুরোবা চেত্যাদি ॥ হে পুত্র ভুবনত্রয়ে ত্রিভুবনে সুগোপ্যং গোপনীয়ং
পরমং রহস্যং শৃণু ॥ ৯ ॥ কথয়িষ্যামীত্যাদি । হে বৎস চিত্রবিচিত্রিতাং
অতি মনোহরাং কথাং কথয়িষ্যামি বক্ষঃস্থল সমাসীনাং নম হৃদয়বাসিনীং
মালাং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ সন্দেহ্যাদি । আশ্চর্যরূপা বেদ-

সদা আমায় কপাচ বিভাতি হৃদয়ে মম ।
 মাণিক্য রচিতা মালা যবাকুসুম সম্বিতা ॥ ১১ ॥
 নানারত্ন প্রসূতাচ হস্ত্যশ্ব রথ পদ্ময়ঃ ।
 কৌস্তভো মণিনামাথ মালামথো বিরাজতে ॥ ১২ ॥
 হস্তিনীয়ং মহামালা মম দূতী সদা সূত ।
 অন্যাহি পদ্মমালায়া বিভাতি হৃদয়ে মম ॥ ১৩ ॥

ভাষা ।

বেদশ্বকপা যবাকুসুমের স্তায় অতিলোহিতা মাণিক্যনির্মিতা
 মালা আমার হৃদয়ে সদা বিরাজিত আছে ॥ ১১ ॥

ঐ মালা নানারত্নশ্রবিনী ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি প্রদায়িনী ।
 কৌস্তভ মণিনির্মিত যে মহামালা অধোভাগে বিরাজিত আছে
 তাহার নাম হস্তিনী মালা ॥ ১২ ॥

এই মালা সদা আমার দূতী স্বকপিণী । অন্য যে পদ্মমালা
 তাহা সদা আমার হৃদয়ে বিরাজিত আছে ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বকপিণী মাণিক্য রচিতা মাণিক্যনির্মিতা যবাকুসুম সম্বিতা যবাপুস্প বদতি
 লোহিতা মালা সদা মম হৃদয়ে বিভাতি বিরাজতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ নানৈ-
 ত্যাদি । নানারত্ন প্রসূতা মণিমাণিক্যশ্রবিনী হস্ত্যশ্ব রথ পদ্ময়ঃ হস্ত্যশ্ব
 রথপতি প্রদায়িনী কৌস্তভঃ কৌস্তভ স্বরূপা মালা অথো বিরাজতে
 বিভাতি ॥ ১২ ॥ হে সূত ইয়ং মহামালা হস্তিনী হস্তিন্যাখ্যা সদা সৰ্ব্বদৈব
 মম দূতী স্বরূপা দৌত্যকর্ম কর্ত্রী ॥ অন্যেত্যাদি । অন্য য়া পদ্মমালা
 মম হৃদয়ে বিভাতিবিরাজতে ॥ ১৩ ॥ সাপঞ্জিনী পরমাশ্চর্যা অতিমনোহরা ।

পদ্মিনী পরমাশ্চর্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনী রূপিনী ।
 চিত্র মালাতু যা পুত্র নানা চিত্র বিচিত্রিতা ॥ ১৪ ॥
 এষা তু চিত্রিনী জ্ঞেয়া চিত্র কৰ্ম্মানু সারিনী ।
 যামালা গন্ধিনী প্রোক্তা পরমাশ্চর্য্য গন্ধভাক ॥ ১৫ ॥
 এষা দূতী সূত শ্রেষ্ঠ সদা মম হৃদিস্থিতা ।
 এষা দূতী সূত শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যৈশ্চর্য্য সমন্বিতা ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

ইহা পরমাশ্চর্যা সাক্ষাৎ পদ্মিনী স্বরূপিনী পদ্মিনীমালা ।
 আর যে নানাচিত্র বিচিত্রামালা তাহা চিত্রিনী ॥ ১৪ ॥
 এই চিত্রিনীমালা চিত্রকৰ্ম্মানুসারিনী জানিবে । পরমাশ্চর্য্য
 গন্ধবতী যে মালা তাহার নাম পদ্মিনী ॥ ১৫ ॥
 এই পদ্মিনী মালা সদা আমার হৃদয়বাসিনী ও সিদ্ধিকার্য্যে
 দূতী স্বরূপা । আর এই পদ্মিনীমালা অনিমাди অষ্টশক্তি-
 যুক্ত ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চিত্রমালা চিত্রাংগমালা ॥ ১৪ ॥ এষেত্যাদি । চিত্রকৰ্ম্মানুসারিনী
 চিত্রকৰ্ম্মপ্রয়োজিকা । চিত্রিনীমালা চিত্রকৰ্ম্মণ্যেব কুশলা । পরমাশ্চর্য্য
 গন্ধভাক অতিমোহর গন্ধবতী যামালা সাগন্ধিনী ॥ ১৫ ॥ এষা দূতী-
 ত্যাদি । হে সূতশ্রেষ্ঠ এষা পদ্মিনী মালা দূতী সাধন সহকারিনী অষ্টৈ-
 শ্চর্য্য সমন্বিতা অনিমাди অষ্টশক্তি যুক্তা ॥ ১৬ ॥ হস্তিনীত্যাदि । হস্তি-

হস্তিনী পদ্মিনী চৈব চিত্রিনী গন্ধিনী তথা ।
 যামালা পদ্মিনী পুত্র সদাকাম কলাযুতা । ১৭ ।
 চিত্রিনী চিত্রকপেণ ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ।
 গন্ধিনীচ তথা পুত্র সৰ্বং ব্যাপ্য বিজৃম্বতে ।
 হস্তিনী চ সূত শ্রেষ্ঠ সৰ্বং দিগ্গজ সঞ্চয়ং । ১৮ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া ত্রিপুরা বাণ লোচনা ।
 পারিজাতস্য মালায়াঃ পদ্মস্য চ তপোধনে । ১৯ ।
 সূত্রেণ রহিতা মালা গ্রথিতা কাম সূত্রেণ ।
 অসিদ্ধ সাধনৌ মালা গ্রথিতা কাম সূত্রেণ । ২০ ।

ভাষা ।

হে পুত্র ! হস্তিনী, পদ্মিনী, গন্ধিনী ও চিত্রিনী এই চতু-
 ষ্ঠম মালা কামকলা যুক্ত ॥ ১৭ ॥

চিত্রিনীমালা চিত্রকপে সৰ্বত্র ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান আছে ;
 গন্ধিনীমালা গন্ধকপে সৰ্বত্র প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১৮ ॥

বাণলোচনা ত্রিপুরাদেবী এইকপে পারিজাত ও পদ্মমালা
 বর্ণন করিলেন ॥ ১৯ ॥

যে মালা সাধারণ সূত্ররহিত ও কামসূত্রে গ্রথিত তাহা অসিদ্ধ
 সাধনী ॥ ২০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ন্যাং চতুবিধা মালা সদা কামকলাযুতা কামাংশবতী ॥ ১৭ ॥ চিত্রিনী-
 ত্যাং চিত্রিনী মালা ব্রহ্মাণ্ডং নিখিলং জগৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি বর্ততে । বিজ-
 র্জতে প্রকাশতে । হস্তিনী মালা দিগ্গজ সঞ্চয়ং দিগ্গজ সচুহং ব্যাপ্য তিষ্ঠ-
 তীত্যর্থঃ । ১৮ । হে তপোধন বাণলোচনা বাণাক্ষী ত্রিপুরা । পারিজাতস্য

নানারত্নময়ী মালা বিদ্যুৎ কোটি সমপ্রভা ।
 পঞ্চাশ মাতৃকা বর্ণ সহিতা বিশ্বমোহিনী ॥ ২১ ॥
 অর্থদা ধর্মদা মালা কামদা মোক্ষদা সূত ।
 বাসুদেব মহাবিষ্ণু শূণু পুত্র তপোধন ॥ ২২ ॥
 মমমায়া দুরাধর্ষা মাতৃকা শক্তি রব্যয়া ।
 আশ্চর্য্যং পরমং পশ্য সাবধানেন মাধব ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

নানা রত্নময়ী বিদ্যুৎকোটি সমপ্রভা পঞ্চাশমাতৃকাবর্ণ
 সহিতা এই মালা বিশ্বমোহিনী ॥ ২১ ॥

হে বাসুদেব! ধর্মার্থকাম মোক্ষাত্মক চতুর্দর্শ প্রদায়িনী
 মালা তোমাকে বলিলাম অবহিতচিত্তে অবগন কর ॥ ২২ ॥

আমার মায়াকপিণী মাতৃকাশক্তি এই নিত্য শক্তি বিশ্ব-
 ব্যাপিনী কেহই ইহাকে অতিক্রম করিতে পারেনা । হে মাধব !
 তুমি সাবধানে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন কর ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পদ্মস্য চ মালামিতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ সূত্রেণ রহিতা লৌকিক সূত্রেণ বিনা ।
 কামসূত্রেণ প্রথিতা মতী অদিষ্টদায়িনী ॥ ২০ ॥ নামেত্যাदि । বিদ্যুৎ
 কোটি সমপ্রভা অতিভজনি । পঞ্চাশমাতৃকাবর্ণ সহিতা অকারাদি
 ক্ষকারাদি পঞ্চাশবর্ণময়ী ॥ ২১ ॥ অর্থদেত্যাदि । এতেন মালেয়ং চতু-
 র্দর্শপ্রদা, সূত ইতি বাসুদেব সঙ্কেতনং ॥ ২২ ॥ মমেত্যাदि । মাতৃকা-
 শক্তির্মমমায়া দুরাধর্ষা দুরতিক্রমণীয়া অব্যয়া নিত্য ॥ ২৩ ॥ ইতী-

ইত্যুক্ত্ব। ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ।
 মালা মাকুষ্য মালায়াঃ কুষ্যায় সত্ত্বরং দদৌ ।
 আশ্চর্য্যং পরমং কিঞ্চি দদশয়িত্বা জনার্দনং । ২৪।

মহাদেব উবাচ ।

তত্রাশ্চর্য্যং মহেশানি বর্ণিতুং নহি শক্যতে ।
 অকারাদি ক্ষকারান্তা পঞ্চাশ ন্মাতৃকা ব্যয়া । ২৫

ভাষা ।

বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী বিষ্ণুকে এই মাত্র বলিয়া
 স্ত্রীয় মালা হইতে মালা সমাকর্ষণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরমাশ্চর্য্যরূপ
 প্রদর্শন করিয়া শীঘ্র মালা সমর্পণ করিলেন ॥ ২৪ ॥

মহাদেব বলিতেছেন যে মহেশানি ত্রিপুরাদেবী জনার্দনকে
 যে পরমাশ্চর্য্য রূপ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমি বর্ণন করিতে
 অক্ষম । অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকাশক্তি
 নিন্ত্যা ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্যাগি । বিষ্ণুমায়া জগন্ময়ী ত্রিপুরাদেবী ইতি এবম্প্রকারেণ উক্তা মালা-
 মিতিশেষঃ মালায়াঃ সমালাভঃ মালামাকুষ্য আদায় সত্ত্বরং যথা নিষ্কবে
 দদৌ দদাতিহ । আশ্চর্য্যং পরমং একটনামি পরমাত্মত্বং ॥ ২৪ ॥
 মহাদেবউবাচেতি । যে মহেশানি পার্শ্বতি ত্রিপুরাদেবী জনার্দনং যৎ-
 পরমাশ্চর্য্যং দর্শয়ামাস তদ্বর্ণিতুং নহি শক্যতে ময়েতিশেষঃ । মাতৃকা কিস্তা-
 বদিত্যাহ অকারাদীতি ষোড়শবরাঃ ষট্ক্রিংশৎ ব্যঞ্জনানি সমাহারেন
 পঞ্চাশন্মাতৃকা ভবতীতি ॥ ২৫ ॥ অব্যয়েত্যাদি । অব্যয়ানিন্ত্যা

অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ত্রিপুরা কণ্ঠসংস্থিতা ।
 ককারাৎ পরমেশানি কোটি ব্রহ্মাণ্ডরাশয়ঃ ২৬
 প্রমুখ তৎক্ষণাৎ সর্বং সংহারঞ্চ তথাপিবা ।
 এবং ক্রমেণ দেবেশি পঞ্চাশমাতৃকা সদা ২৭।
 সৃষ্টিস্থিতিং চ কুরুতে সংহারঞ্চ তথা প্রিয়ে ।
 ক্রমোৎক্রমা মহেশানি দৃষ্ট্বা মোহং গতৌ হরিঃ ।

॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা মাতৃকা মালা অব্যয়া ও অপরিচ্ছিন্না ।
 হে পরমেশানি ! মাতৃকাস্তম্ভগত ককার হইতে কোটি কোটি
 ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল ॥ ২৬ ॥

হে দেবি ! এইকপে তৎক্ষণাৎ পঞ্চাশমাতৃকাগণ সক-
 লেই কতকত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদন স্থিতি • বিলয় করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

এবং অনুলোম বিলোমে মাতৃকাবর্গ হইতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়
 দেখিয়া হরি মুগ্ধ প্রায় হইলেন ॥ ২৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অপরিচ্ছিন্না ইয়ওয়া পরিচ্ছেদ্বুমশক্যা । ককারাৎ মাতৃকাস্তম্ভগত কবর্গাৎ
 কোটি ব্রহ্মাণ্ডা আসন্ন ইতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ প্রমুখ্যেত্যাदि প্রমুখ উৎপাদ্য
 তৎক্ষণাৎ সংহারকাকরোদিত্যর্থঃ । পঞ্চাশমাতৃকাপি এবং ক্রমে সৃষ্টি-
 দিক মকরোদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ সৃষ্টিত্যাदि । ক্রমোৎক্রমাৎ অনুলোম
 বিলোমেণ সৃষ্টিস্থিতি সংহারঞ্চ কুরুতে । দৃষ্ট্বা মাতৃকা প্রভাবমিতি শেষঃ ।
 হরিঃ মোহং গতঃ বিম্বিতোহভূদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষো জনাৰ্দ্ধনঃ

গতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষে বাসুদেব স্তপোধনঃ ।
 অগুরাশৌ মহেশানি সৰ্বং দৃষ্ট্বা জনার্দনঃ ॥ ২৯ ॥
 সৰ্বং দৃষ্ট্বা বিনিশ্চিত্য হৃদয়ে বিষ্ণু রব্যয়ঃ ।
 পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং পরমং পদং ॥ ৩০ ॥
 নিত্য। ভগবতী তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
 সতীদেহং পরিত্যজ্য পার্বতীত্বং গতা পুনঃ ॥ ৩১ ॥
 তবাক্ষাৎ পরমেশানি কুন্তলং যত্র পার্বতি ।
 পতিতং যত্র দেবেশি স্থানেতু নগনন্দিনি ॥ ৩২ ॥

ভাষা ।

অনন্তর পুণ্ডরীকাক্ষ জনার্দন অন্তত মাতৃকা মহাত্ম্য দর্শন
 করিয়া বিনিশ্চিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

সনাতন বিষ্ণু পরমাশ্চর্য্য সকল দর্শন করিয়া পঞ্চাশৎ পীঠ
 সংযুক্ত ভারত প্রদেশ পরম পবিত্র স্থান মনে মনে চিন্তা করি-
 লেন ॥ ৩০ ॥

সেই ভারত প্রদেশে জগন্ময়ী মহামায়া সতীদেহ পরিত্যাগ
 করিয়া পার্বতীদেহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

হে ঈশ্বর! যে স্থানে তোমার অঙ্গ হইতে একটীমাত্র কেশ
 পতিত হইয়াছে সেই স্থানই পীঠস্থান বলিয়া গণ্য ॥ ৩২ ॥

অন্তার্থঃ ।

সৰ্ব্ব মন্তুতং দৃষ্ট্বা গতবান্ মহেশানীতি পার্বতী স্তপোধনং ॥ ২৯ ॥
 অব্যয়ঃ নিত্যঃ পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্তং ভারতং তদাক্ষ্যৎ প্রদেশং পরমং
 পদং পবিত্র স্থান মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ নিত্যত্যাগাদি । নিত্য। জগন্ময়ী মহা-
 মায়া তত্র ভারতে সতীদেহং ত্যক্ত্বা পার্বতীত্বং গতা পরমতনুদিনি আসী-
 দিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ হে পরমেশানি পার্বতি তবাক্ষাৎ যত্র কুন্তলং কেশং

সর্বং দৃষ্টং মহেশানি কামাখাদ্যাঃ পৃথক পৃথক্ ।
 যদ্যদৃষ্টং মহাপীঠং সর্বং বহু ভয়াবহং । ৩৩ ।
 সৌম্যমূর্তিঃ শ্ৰীমহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ।
 দৃষ্ট্বাতু পরমেশানি আশ্চর্য্যং স্থান মুক্তমং । ৩৪ ।
 তৎক্ষণাৎ পরমেশানি সৰ্ব্বাহন্ত হিতাঃ ভবন্ ।
 মাতরো মাতৃকাদ্যাশ্চ দর্শয়িত্বা জনার্দনং । ৩৫ ।

ভাষা ।

হে দেবি ! আমি কামাখ্যা প্রভৃতি সকল পীঠস্থান পৃথক
 পৃথক রূপে দেখিয়াছি কিন্তু আমি যতবত মহাপীঠস্থান দর্শন
 করিয়াছি তাহা সকলই অতি ভীষণ ॥ ৩৩ ॥

কেবল মথুরা ও ব্রজমণ্ডলে তোমার সৌম্যমূর্তি দর্শন করি-
 য়াছি । ঐ স্থানে আমি বাহা দেখিয়াছি তাহা অতি উত্তম ও
 চমৎকার ॥ ৩৪ ॥

মাতৃকাগণ ও মাতা ত্রিপুরাদেবী এই রূপে জনার্দনকে দর্শন
 দিয়া তৎক্ষণাৎ সকলে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৩৫ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

পতিতং ॥ ৩২ ॥ হে মহেশানি সর্বং পীঠস্থানং দৃষ্টং । কামাখ্যাদ্যাং যে
 মহাপীঠান্তেইপি পৃথক পৃথক্ অত্যেকং দৃষ্টা ইতি শেষঃ । যদ্যদ্যমহাপীঠং
 ময়া দৃষ্টং তত্বেব ভয়াবহং ভয়ঙ্করং ॥ ৩৩ ॥ হে মহেশানি মথুরা ব্রজ-
 মণ্ডলে মথুরায়ঃ ব্রজে চ সৌম্য মূর্তিঃ শান্তপ্রকৃতিঃ ॥ ৩৪ ॥ মাতৃকাদ্যা
 মাতরঃ তৎক্ষণাদেব অন্তর্হিতাঃ অন্তবন ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব সূত শ্রেষ্ঠ হৃদয়ে কিং বিভাব্যসে ।
 বিমনা স্ত্রুং কথং পুত্রমালাং কণ্ঠে বিধারয় ॥ ৩৬ ॥
 মালায়াস্তু প্রভাবেন ভদ্রং তব ভবিষ্যতি ।
 রহস্যং পরমং গুহ্যং পঞ্চাশত্ত্ব সংযুতং ॥ ৩৭ ॥
 কলাবতী মহামালা মম কণ্ঠে সদা স্থিতা ।
 শুক্লাভা রক্তবর্ণাভা পীতাভা কৃষ্ণকপিণী ॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে স্বতশ্রেষ্ঠ বাসুদেব! তুমি মনে মনে
 কি চিন্তা করিতেছ, কেনইবা এত উদ্বিগ্ন হইয়াছ এই মালা কণ্ঠে
 ধারণ কর ॥ ৩৬ ॥

এই মালা প্রভাবে তোমার মঙ্গল হইবে । এই পঞ্চাশত্ত্ব
 সংযুতা মালা অতিগোপনীয় ॥ ৩৭ ॥

এই কলাবতী মালা সদা আমার কণ্ঠে বিরাজমান থাকিত,
 এই মালা নামভেদে নানাকপিণী হয় ॥ ৩৮ ॥

অন্যার্থঃ ।

কিং বিভাব্যসে কিং চিন্তয়সি । বিমনাঃ অন্যাসক্ত চিত্ত ইব উদ্বিগ্ন ইতি
 যাবৎ ॥ ৩৬ ॥ মালা মাহাত্ম্যত স্তব মঙ্গলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । গুহ্যং
 স্ত্রোগোপ্যং পঞ্চাশত্ত্ব সংযুতং অক্ষরাঙ্গি পঞ্চাশদ্বর্ণাক্ষরং ॥ ৩৭ ॥
 কলাবতী পুত্রকলা । কাচিন্মালা শক্লবর্ণা কাচিৎ রক্ত পীতাঙ্গি বর্ণা ॥ ৩৮ ॥

পদ্মোদ্ভবাতু যা মালা রত্নিনী কুমুমপ্রভা ।
 হস্তিনী শুক্লকপাচ শুক্ল স্ফটিক সমিতা । ৩৯ ।
 চিত্রিনী পীতবর্ণাভা সর্ব সৌভাগ্য দায়িনী ।
 গন্ধিনী যা স্নাতশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণা গন্ধ সমপ্রভা । ৪০ ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া আদিশক্তিঃ সনাতনী ।
 পরংব্রহ্ম মহেশানি বস্যাস্তু নখরদ্বিষঃ । ৪১ ।

ভাষা ।

পদ্মোদ্ভবা যে মালা তাহা শতমূলী কুমুম প্রভা, হস্তিনী
 মালা স্ফটিকের আয় উজ্জল শুক্লবর্ণ ॥ ৩৯ ॥

চিত্রিনী মালা পীতবর্ণা এই মালা হইতে সর্বসম্পদ লাভ
 হয় । গন্ধিনীমালা শোভাগ্রন কুমুমসম কৃষ্ণবর্ণা ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশক্তি সনাতনী মহামায়া ত্রিপুরাদেবী এই রূপে
 উপদেশ প্রদান করিলেন । বাহার নখর প্রভা পরংব্রহ্ম
 স্বরূপ ॥ ৪১ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

মালাসারবর্ণানামান্যাহ পদ্মোদ্ভবেত্যাদি; রত্নিনী কুমুমপ্রভা রত্নিনী
 শতমূলী তৎপুষ্পাভা । হস্তিনী বামালা সাস্ত্রকবর্ণা ॥ ৩৯ ॥ চিত্রিনী
 মালা পীতবর্ণা । গন্ধিনী মালা কৃষ্ণবর্ণা গন্ধসমপ্রভা শোভাগ্রন কুমুম
 প্রভা ॥ ৪০ ॥ আদিশক্তিঃ আদ্যা প্রকৃতিঃ সনাতনী নিত্য হে মহে-
 শানি পার্শ্বতি বস্যা নখরপ্রভা পরংব্রহ্ম স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ বস্যা

যস্যাস্তু নখকোট্যাংশঃ পরং ব্রহ্ম সনাতনং ।
 যস্যাস্ত নখরাগ্রস্য নির্মাণং পঞ্চদৈবতং ৷৮২৷
 ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ ।
 এতে দেবা মহেশানি পঞ্চজ্যোতির্ময়াঃ সদা ৷৮৩৷
 জাগ্রৎস্বপ্ন সুষুপ্তিস্তু তুরীয়ং পরমেশ্বরি ।
 সদাশিবো যন্তু দেবি সুপ্ত ব্রহ্ম সএবহি ৷৮৪৷

ভাষা ।

যে দেবীর নখরশতলকাংশ সনাতন ব্রহ্মস্বরূপ, যাহার
 নখরাগ্রভাগ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই পঞ্চদেব
 বহন করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

হে মহেশানি ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব এই
 পঞ্চদেব সর্বদা জ্যোতির্ময় ॥ ৪৩ ॥

হে পরমেশ্বরি ! ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহ জাগ্রদবস্থাপন্ন
 কেহবা স্বপ্নাবস্থ কেহবা সুষুপ্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন । যিনি
 সদাশিবরূপী তিনি সুপ্তব্রহ্ম ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নখ কোট্যাংশঃ নখরশত লক্ষভাগঃ । সনাতনং নিত্যং । নখরাগ্রস্য
 দেব্যা নখরাগ্রভাগস্য নির্মাণং গঠনং পঞ্চদৈবতং ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতা বিন্য-
 স্তং ৷৮২৷ কেতে পঞ্চদেবা স্তদেবাহ ব্রহ্মেত্যাদি । হে মহেশানি এতে
 ব্রহ্মাদয়ঃ পঞ্চদেবা জ্যোতির্ময়া স্তজ্জ্যোতিরাঃ ॥ ৪৩ ॥ জাগ্রদিত্যাদি ।
 স্বপ্নঃ নিদ্রা সুষুপ্তিঃ পুরীতকী স্নঃসংযোগঃ । তুরীয়ং ব্রহ্ম । হে দেবি
 যঃ সদাশিবঃ সসুপ্তব্রহ্ম যোগ নিজাময় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ হে মহে-

অতঃপরং মহেশানি নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে ।
 বাসুদেবো যন্ত দেবঃ সএব বিষ্ণু রব্যয়ঃ । ৪৫ ।
 শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকে দেবি মূল প্রকৃতি কপিণী ।
 ততস্ত ত্রিপুরা মাতা বাসুদেবায় পার্শ্বতি ।
 যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি তচ্ছৃণু সমাহিতা । ৪৬ ।

ত্রিপুরোবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো মা ভয়ং কুরুরে সূত ।
 এতাং মালাং সূত শ্রেষ্ঠ মূর্তির্বিগ্রহ কপিণী । ৪৭ ।

ভাষা ।

হে মহেশানি ! আমার জ্ঞানে ইতোহধিক আর কিছুই উদ্ভিত
 হইতেছে না যিনি বাসুদেব তিনি সনাতন বিষ্ণু ॥ ৪৫ ॥

হে নির্মল সত্ত্বগুণবতি ! মূলপ্রকৃতিকপিণী ত্রিপুরাদেবী
 তৎপরে বাসুদেবকে মায়া বলিয়াছেন তাহা তোমার নিকট
 বলিতেছি অবহিতচিত্তে অবগন কর ॥ ৪৬ ॥

ত্রিপুরা বলিতেছেন ; হে বাসুদেব ! তুমি ভয় করিও না ;
 তোমাকে যে মালা প্রদান করিয়াছি তাহা মূর্তিমতী বিগ্রহ
 স্বরূপিনী ॥ ৪৭ ॥

অর্থার্থঃ ।

শানি মামকে মদীয়ে জ্ঞানে । অতঃপরং মজ্জান বিষয়ীভূতং কিমপি
 মাস্তীতি ভাবঃ । যো বাসুদেবঃ সএব অব্যয়ে নিত্যো বিষ্ণুরব্যয়ঃ । ৪৫ ।
 শুদ্ধইত্যাদি । শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকে নির্মল সত্ত্ব গুণ বতি । মূল প্রকৃতিকপিণী
 আদ্যাশক্তিস্বরূপা ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায় যদুক্তং হে মৃগশাবাক্ষি বাল
 মৃগলোচনে সমাহিতা অবহিতচিত্তাসতী তৎত্রিপুরোক্তং শৃণু আক-
 র্ণয় ॥ ৪৬ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি । হে মহাবাহো বাসুদেব ভয়ং মাকুরু
 মাটৈভবীঃ এবা মালা মূর্তি মূর্তিমতী বিগ্রহরূপিনী দেহবরূপা ॥ ৪৭ ॥

কার্য্যসিদ্ধিং স্মৃতবর এষা তব করিষ্যতি ।

মাতৈঃ স্মাতৈঃ স্মৃতবর বিদ্যাসিদ্ধিঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪৮

শিব উবাচ ।

বাসুদেবঃ প্রসম্মাত্মা প্রণিপত্য পদাম্বুজে ।

দেবী স্মৃক্তেন সংতোষ্য ত্রিপুরাং পরমেশ্বরীং ॥ ৪৯

তব পাদার্চন স্মৃৎ বিস্মরামি কদাচন ।

কিং করোমি ক্লেগচ্ছামি হে মাতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৫০

ভাষা ।

হে স্মৃতশ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাকে যে মালা অর্পণ করিয়াছি সেই মালাই তোমার কার্য্য সিদ্ধি করিবে । তুমি ভীত হইও না অবশ্য তোমার বিদ্যাসিদ্ধি হইবে ॥ ৪৮ ॥

শিব কহিতেছেন বাসুদেব ত্রিপুরার পাদপদ্মে নমস্কার করিয়া ত্রিপুরাসূক্ত পাঠপূর্ব্বক পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবীকে প্রসম্মা করিলেন এবং স্বয়ং হৃষ্টচিত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

হে মাতঃ পরমেশ্বরী ! আমি তোমার পাদার্চনস্মৃৎ কখনই বিস্মৃত হইব না ; এইক্ষণ আমাকে সত্বপদেশ প্রদান কর যে আমি কি করি ও কোথায় গমন করি ॥ ৫০ ॥

অন্যার্থঃ ।

এষা মালা তব কার্য্য সিদ্ধিঃ অভিসাধ পূর্ব্ব করিষ্যতি । মাতৈঃ ভয়ং নাকুরুঃ বিদ্যাসিদ্ধিঃ পুরুষার্থ সাধনং ॥ ৪৮ ॥ শিব উবাচেতি । বাসুদেবঃ পদাম্বুজে পাদপদ্মে ত্রিপুরায় ইতি শেষঃ প্রণিপত্য নমস্কৃত্য দেবীস্মৃক্তেন ত্রিপুরামন্ত্রেন ত্রিপুরাং সংতোষ্য সংস্কৃত্য প্রসম্মাত্মা হৃষ্ট-চিত্তঃ সন্ উবাচেতি শেষঃ ॥ ৪৯ ॥ বাসুদেবোক্তি মাহ তবৈতাদি । হে মাত ত্রিপুরে কদাচ কদাপি তবপাদার্চন স্মৃৎ নবিস্মরামি তবার্চন স্মৃৎ সন্দিগ্ধ মম স্মৃতিপথাকটং হাস্যভীতি ভাবঃ । অহং কিং করোমি,

ত্রিপুরোবাচ ।

শূণুবিষ্ণো মহাবাহো বাসুদেব পরম্পর ।
 যামালা তব কণ্ঠস্থা সৰ্বদা সা কলাবতী ॥ ৫১ ॥
 সৰ্বংহি কথয়ামাস রে পুত্র গুণসাগর ।
 তস্যা বাক্যং স্মৃত শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা কার্যং সমাচর ॥ ৫২ ॥
 ইত্যুক্তা সা মহামায়া ত্রিপুরা জগদীশ্বরী ।
 তৎকণাঙ্কগতাং মাতা তত্রৈবাস্তুর ধীয়ত ॥ ৫৩ ॥
 ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

ত্রিপুরা বলিতেছেন হে বাসুদেব ! শ্রবণ কর । তোমার
 কণ্ঠস্থিত যে মালা আমি অর্পণ করিয়াছি তাহা কলাবতী ॥ ৫১ ॥
 হে গুণসাগর ! ঐ মালাই তোমাকে সকল উপায় বলিয়া
 দিবে, তাহার বাক্যানুসারে কার্য কর ॥ ৫২ ॥

জগন্মাতা মহামায়া জগদীশ্বরী ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবকে
 এইরূপ বলিয়া তৎকণাৎ সেইস্থানে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

ক কুত্রবা গম্ভীরি ওষদেতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ ত্রিপুরোবাচেতি । হে
 মহাবাহো বিষ্ণো ! শূণু সদুপদেশমিতিশেষঃ তব কণ্ঠস্থা কদম্ববাসিনী
 মদর্পিতেতিশেষঃ যামালা সাকলাবতী পূর্ণা ॥ ৫১ ॥ হে গুণসাগর !
 বহুল গুণ সম্পন্ন । সৰ্বং ভবেদ্বিভং কথয়ামাস সামালেতিশেষঃ । তস্যা
 মালায়া বাক্যংকৃত্বা তবচনানুসারেণেত্যর্থঃ । কার্যং উপশ্রবণাদিকং
 সমাচর কুরু ॥ ৫২ ॥ জগতাং মাতা জগৎকর্ত্রী ত্রিপুরাদেবী ইত্যুক্তা
 বাসুদেবায়ৈতিশেষঃ তৎকণাৎ অন্তরধীয়ত অর্হিতা অন্তবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি তৃতীয়ঃ পটলঃ ।

পার্বত্যুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব বিচার্য্য কথয় প্রভো !
ততঃ কলাবতীং দেবীং মহাদেব সনাতন ॥ ১ ॥
কণ্ঠে মালাং বাসুদেবো বিধৃত্য পরমেশ্বর !
রহস্যং পরমং ভক্ত্যা পৃচ্ছামি সুর পূজিত ! ২ ।

ভাষা ।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবাদিদেব মহাদেব !
তুমি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া কলাবতী দীক্ষা আমার নিকট
বল ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর ! বাসুদেব যে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরম
রহস্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা আমি ভক্তিপূর্বক জিজ্ঞাসা করি-
তেছি ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্বত্যুবাচেতি । হে প্রভো মহাদেব বিচার্য্য সম্যধিবিচ্য কলা-
বতীং দেবীং দীক্ষাং কথয় সবিস্তরং বর্ণয় । সনাতন উপাতি বিনাশা-
ভাববন্ ॥ ১ ॥ হে পরমেশ্বর মহাদেব ! সুরপূজিত দেবারাধ্য !
বাসুদেবঃ কণ্ঠে মালাং বিধৃত্য যৎপরমং রহস্যং আপ ইতিশেষঃ তৎ-
পৃচ্ছামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বরউবাচেতি হে প্রোচে যৌবনাভীতে হৃদয়াবাক্তি

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে অত্যন্ত জ্ঞান বর্দ্ধনং ।
ততঃ কলাবতী দেবী বাসুদেবায় পার্শ্বতি ।
যদুক্তং মৃগশাবাক্ষি সাবধানাবধারণয় ॥ ৩ ॥

কলাবতুবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো বরং বরয় সাম্প্রতং ।
করিষ্যামি ভবং কার্য্য মধুনা সুর পূজিত ।
মালাং দেব সুদুর্ঘাং যত্তচ্ছীঘ্রং স্মর সুন্দর । ৪ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রৌঢ়ে ! তুমি অত্যন্ত জ্ঞান বর্দ্ধন
কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ কর ;
হে পার্শ্বতি ! কলাবতী দেবী বাসুদেবকে যাহা বলিয়াছিলেন,
হে বালমৃগাক্ষি ! তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

কলাবতী কহিতেছেন হে বাসুদেব ! তুমি সাম্প্রতি অভিলষিত
বর প্রার্থনা কর ; হে সুরপূজিত ! এইক্ষণ আমি তোমার কার্য্য
করিব । যে মালা সুদুর্ঘা তাহা শীঘ্র স্মরণ কর ॥ ৪ ॥

অন্তার্থঃ ।

বালমৃগলোচনেপার্কৃতি ততস্তদনন্তরং কলাবতী দেবী বাসুদেবায় অত্যন্ত
জ্ঞানবর্দ্ধনং তত্তজ্ঞানং হেতুভূতং যদুক্তং তন্নিগদামি কথয়ামি শৃণু ॥ ৩ ॥
কলাবতুবাচৈতি হে বাসুদেব সাম্প্রতং সাম্প্রতি বরং বরয় অভিলষিতং
প্রার্থয়, হে সুরপূজিত অধুন। ভবং কার্য্যং করিষ্যামীত্যর্থঃ । যদিভ্যব্যয়ঃ
যাং মালাং সুদুর্ঘাং তচ্ছীঘ্রং স্মর চিন্তয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ বাসুদেব উবা-

বাসুদেব উবাচ ।

যদুর্ঘটং পরমেশানি নহি বক্তুং হিশক্যতে ।
তব পাদার্চনং দেবি সংস্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীপার্কত্যাচ ।

যদুর্ঘটং বাসুদেবেন তৎ সর্বং কথয় প্রভো ।
যদুর্ঘটং পদ্মমালায়া মাশ্চর্য্যং পরমং পদং ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন হে পরমেশানি ! আমি স্বদুষ্টা মালা
বলিতে পারি না, হে দেবি ! কেবল পুনঃ পুনঃ তোমার পাদার্চন
চিন্তা করিতেছি ॥ ৫ ॥

পার্কতী কহিতেছেন হে প্রভো ! বাসুদেব পদ্মিনী মালাতে
যে যে পরমাশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়াছেন তৎসমুদয় আমার
নিকট বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

চেতি হে পরমেশানি কলাবতি দুর্ঘটং মালাং বক্তুং নহি শক্যতে ময়েতি
শেষঃ । পুনঃ পুনঃ সৈব তব পাদার্চনং স্মরামি চিন্তয়ামিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
শ্রীপার্কত্যাচাতি । হে প্রভো ! বাসুদেবেন যদুর্ঘটং তৎ সর্বং কথয় । পদ্ম
মালায়াং যৎ পরমাশ্চর্য্যং যদুর্ঘটং বাসুদেবেনৈতি শেষঃ তদপি কথয় ইত্য
র্থঃ ॥ ৬ ॥ করিমালান্ হস্তিনীমালান্ গজমালান্ গন্ধিনীমালান্

করিমালাসু যদৃষ্টং গন্ধমালাসুচ প্রভো !
 চিত্রমালাসু যদৃষ্টং ক্লেশেন পরমাত্মনা ।
 তৎ সর্বং কথ্যেশান বিচিত্র কথনং প্রভো ॥ ৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমেশানি সাবধানাবধারয় ।
 অতিচিত্রং মহদুগ্ৰহং পীযুষ সদৃশং বচঃ ।
 অতি পুণ্যং মহতীর্থং সর্ব সারময়ং সদা ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

হে প্রভো ! হস্তিনী মালাতেও গন্ধিনী মালাতে এবং চিত্রিণী
 মালাতে পরমাত্মা কৃষ্ণ বাহা সন্দর্শন করিয়াছেন হে ঈশান !
 সেই সকল বিচিত্র কথা আমাকে বলুন ॥ ৭ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি ! অতি বিচিত্র মহদ-
 গ্ৰহ পীযুষসদৃশ মহতীর্থভূত অতিশয় পুণ্যজনক সর্বসারময়
 বাক্য বাসুদেব রহস্য বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চিত্রমালাসু চিত্রিণীমালাসু পরমাত্মনা পরাঙ্ক স্বরূপেণ ক্লেশেন যদৃষ্টমিতি
 শেষঃ তৎসর্বং বাসুদেবেন যদৃষ্ট মিত্যর্থঃ কথয় সবিস্তরং বর্ণয়েতি
 ভাবঃ ॥ ৭ ॥ ঈশ্বরউবাচেতি । হে পরমেশানি ! অতিচিত্রং অত্যাকর্ষ্যং
 মহদুগ্ৰহং অতিগোপ্যং পীযুষ সদৃশং অমৃতোপমং অতিপুণ্যং বহুপুণ্য-
 জনকং মহতীর্থং মহতীর্থ স্বরূপং সর্বসারময়ং জগৎসারভূতং বচঃ সাব-
 ধানাবধারয় সাবহিতচিত্তং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ বাসুদেবেত্যাদি । বাসু-

বাসুদেবস্য কণ্ঠে যা মালা সাচ কলাবতী ।
 পঞ্চাশ দক্ষর শ্রেণী কলা রূপেণ সাক্ষিণী ॥ ৯ ॥
 অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না নিত্য রূপা পরাক্ষরা ।
 পঞ্চাশদক্ষরং দেবি মূর্ত্তি বিগ্রহ ধারিণী ॥ ১০ ॥
 শ্যামাক্ষী চ তথা গৌরী শুদ্ধ স্ফটিক সম্বিতা ।
 তপ্ত হাটক বর্ণাভা কৃষ্ণবর্ণা চ সুন্দরী ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

বাসুদেব হে মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছেন তাহা কলাবতী
 অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী ও কলারূপে সর্বসাক্ষি স্বরূপা ॥ ৯ ॥

ঐ কলাবতী মালা নিত্যরূপা, পরমাত্মস্বরূপা । হে দেবি
 উক্ত পঞ্চাশদক্ষর বিগ্রহধারী মূর্ত্তিমান ইহা অপরিচ্ছিন্না কেহই
 ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না ॥ ১০ ॥

হে সুন্দরী ! কেহ শ্যামাক্ষী কেহবা গৌরবর্ণা কেহ শুদ্ধ-
 স্ফটিকবৎ অতি উজ্জ্বলা কোন দেবী তপ্তকাঞ্চন বর্ণাভা কেহবা
 কৃষ্ণবর্ণা ॥ ১১ ॥

অস্তার্থঃ ।

দেবস্য কণ্ঠে যামালা নিদ্যতে ইতি শেষঃ সামালা কলাবতী পঞ্চাশদক্ষর
 শ্রেণী অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী কলারূপেণ সাক্ষিণী সর্বসাক্ষি ভূতা ॥ ৯ ॥
 অব্যয়েত্যাদি । অব্যয়া নিত্য্য অপরিচ্ছিন্না ইয়ত্তয়াপরিচ্ছেদু মন্যক্যা
 নিত্যরূপা পূর্ণা পরাক্ষরা পরংব্রহ্ম স্বরূপা । হে দেবি ! পঞ্চাশদক্ষরং
 অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণং মূর্ত্তি মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহধারিণী দেহবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
 কলাবতী বিশিনষ্টি শ্যামাক্ষীত্যাди গৌরী গৌরবর্ণা শুদ্ধস্ফটিক সম্বিতা
 শুদ্ধস্ফটিক বদুজ্জ্বলা তপ্তহাটক বর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনম্বিতা কৃষ্ণবর্ণাচ কদাচিত্ত
 কৃষ্ণরূপিন্যপীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ চিত্রত্যাदि । চিত্রবর্ণা নানাবর্ণ চিত্রিতা

চিত্র বর্ণা তথা দেবি নবযৌবন সংযুতা ।
 সদা ষোড়শ বর্ষীয়া সদা চাঞ্জন লোচনা ॥ ১২ ॥
 প্রফুল্ল বদনান্তোজা ঈষৎস্মিতমুখী সদা ।
 দাড়িমী বীজ সদৃশ দন্তপঙ্ক্তি রমুত্তমা ॥ ১৩ ॥
 মৃণাল সদৃশাকারা বাহুবল্লী বিরাজিতা ।
 শঙ্খ কঙ্কন কেমুর নানাভরণ ভূষিতা ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! কেহ নানাবর্ণ বিচিত্রাদ্বী ষোড়শবর্ষীয়া নবীন-
 স্থির যৌবনসম্পন্ন নেত্রাঞ্জন বিভূষিতা ॥ ১২ ॥

কোন দেবীর মুখমণ্ডল প্রফুল্ল কমলের স্থায় সমুজ্জ্বল, কেহ
 সর্ষদা ঈষৎস্মিতবদনা দাড়িমবীজ সদৃশ দন্ত ত্রৈলোচনীতে অতি
 সুশোভিতা ॥ ১৩ ॥

কেহ মৃণালতন্তুসদৃশ অতি সুন্দর কেহবা ভুজলতা পরি-
 শোভিতা, শঙ্খ কঙ্কন ও কেমুরাদি নানাভরণ ভূষিতা ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নবযৌবন সংযুতা অতি যুবতী ; সদা সর্ষদৈব ষোড়শবর্ষীয়া নকদাচি-
 হেতি ভাবঃ । অঞ্জনলোচনা কঙ্কলনেত্রা ॥ ১২ ॥ প্রফুল্লবদনান্তোজা
 প্রফুল্ল কমলাননা, ঈষৎস্মিতমুখী ঈষৎস্মিত বদনা, দাড়িমী বীজ সদৃশয়া
 দাড়িম বীজবদন্তিলোহিতয়া দন্তপঙ্ক্তি দর্শনযোগ্য রমুত্তমা অতি
 শোভনা ॥ ১৩ ॥ মৃণালসদৃশাকারা বিষতন্তু বদন্তি সুন্দর বাহুবল্লী
 বিরাজিতা ভুজলতা শোভিতা । শঙ্খকঙ্কনাদি নানাভরণ

নানাগন্ধ স্নগন্ধেন মোদিতাখিল দিগ্‌মুখা ।
 রুদ্রাঙ্ক রচিতামালা জপমালা বিধারিণী ॥ ১৫ ॥
 এতাঃ সৰ্ব্বামহেশানি মাতৃকাঃ পরদেবতাঃ ।
 মালাকপেণ সা দেবী বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা সদা ।
 শৃণু নামানি দেবেশি মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৬ ॥
 পূৰ্ণোদরীম্যা দ্বিরজা শাল্মলী তদনন্তরং ।
 লোলাক্ষী বহলাক্ষীচ দীৰ্ঘঘোনা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ১৭ ॥
 ভাষা ।

কোন দেবী নানা সুরভিগন্ধে নিখিলদিগ্‌মুখ আনন্দিত
 করিয়া বিরাজিতা আছেন । কেহবা রুদ্রাঙ্কনির্মিত জপমালা
 ধারিণী ॥ ১৫ ॥

হে পরমেশানি ! এই সকল পরদেবতা মাতৃকাগণ ও দেবী
 মালাকপে সৰ্ব্বদা বিষ্ণুর কণ্ঠে বাস করিতেছেন । হে দেবেশি !
 মাতৃকাগণের পৃথক্ পৃথক্ নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

মাতৃকা নাম যথা পূৰ্ণোদরী, দ্বিরজা, শাল্মলী, লোলাক্ষী,
 বহলাক্ষী ও দীৰ্ঘঘোনা এই নামধেয়া দেবতা মাতৃকাশক্তি ॥ ১৭ ॥
 অস্তুার্থঃ ।

জিনতা ॥ ১৪ ॥ নানাগন্ধ স্নগন্ধেন বিবিধ সুরভি সৌরভেণ মোদিতা
 সুরভীকৃত অখিলদিগ্‌মুখাঃ সকল দিগ্‌ভাগায়সা সাতর্ক্যোক্ত্যর্থঃ রুদ্রাঙ্ক
 রচিতা মালাময়াঃ সা জপমালা বিধারিণী অক্ষত্বেবতী ॥ ১৫ ॥
 এতা ইত্যাদি এতাঃ পূৰ্ণোদরীঃ পরদেবতাঃ পরদেবতারূপা মাতৃকা
 মাতৃকাদেবী মালাকপেণ বিষ্ণু কণ্ঠস্থিতা বাসুদেব হৃদয় বাসিনীত্যর্থঃ ।
 মাতৃকায়াঃ পৃথক্ পৃথক্ অত্যেকং নামানি শৃণু আকর্ণয়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
 পূৰ্ণোদেবী পূৰ্ণোদরী নামী কাচিন্মাতৃকা, তদনন্তরং দ্বিরজা শাল্মলী
 কাচিন্মাতৃকা দ্বিরজা নামী কাচিন্মাতৃকাশাল্মলী নামী ; এবং

সুদীর্ঘমুখী গোমুখ্যো দীর্ঘ জিহ্বা তথৈব চ ।
 কুন্তোদযুর্দ্ধকেশীচ তথা বিকৃত মুখ্যপি । ১৮ ।
 জ্বালামুখী ততো জ্বেয়া পশ্চাদুক্ষামুখী ততঃ ।
 সুশ্রীমুখীচ বিদ্যোত মুখ্যোতাঃ স্বরশক্তয়ঃ । ১৯ ।
 মহাকালী সরস্বত্যৌ সর্বসিদ্ধি সমন্বিতে ।
 গৌরী ত্রৈলোক্য বিদ্যাস্যা মন্ত্রশক্তি স্তুতঃপরং ২০ ।

ভাষা ।

ইতোহধিক বলিতেছি; সুদীর্ঘকেশী, গোমুখী, দীর্ঘজিহ্বা
 কুন্তোদরী, উর্দ্ধকেশী, ও বিকৃতমুখী ॥ ১৮ ॥

জ্বালামুখী উল্লামুখী সুশ্রীমুখী ও বিদ্যোতমুখী এই সকল
 দেবতা স্বরশক্তি ॥ ১৯ ॥

মহাকালী ও সরস্বতী; এই দুই দেবী অনিমাди অষ্টশক্তি-
 যুক্তা, এবং গৌরী ও ত্রৈলোক্য বিদ্যা ইহারা মন্ত্রশক্তি ॥ ২০ ॥

অন্যার্থঃ ।

লোলাকী বহলাকী চেত্যাদি নামানি অর্থানি । লোলাকী চকল-
 লোচনা, বহলাকী বহনেন্দ্রা, দীর্ঘঘোনা দীর্ঘনাশা ॥ ১৭ ॥ সুদীর্ঘমুখী
 আরত বদনা, গোমুখী গমাকৃতি মুখা, দীর্ঘজিহ্বা বিকৃত বদনা, কুন্তো-
 দরী কুন্তবন্ধঠরা, উর্দ্ধকেশী উর্দ্ধচিকুরা, বিকৃতমুখী, বিকৃতবদনা ॥ ১৮-এ।
 জ্বালামুখী অগ্নীশ্বমুখা, উল্লামুখী, আলোকিতবদনা, বিদ্যোতমুখী,
 অগ্নীশ্বমুখা, এতাদৃশা পূর্বোদ্ব্যাদি মাতৃকাঃ স্বরস্য মাতৃকাস্তমত অকা-
 রাদি স্বরবর্ণস্য শক্তয়ঃশক্তি রূপিন্যঃ ॥ ১৯ ॥ মহাকালীত্যাদি ।
 সর্বসিদ্ধি সমন্বিতে অনিমাди অষ্টশক্তিবুক্তে মহাকালী সরস্বত্যৌ মহা-
 কালী সরস্বতী চ তথা ত্রৈলোক্য বিদ্যা গৌরীচ মন্ত্রশক্তিঃ মন্ত্রস্যশক্তি স্বর-

আদ্যাশক্তি ভূত মাতা তথা লম্বোদরী মতা ।
 দ্রাবিণী নাগরী ভূমিঃ খেচরীচৈব মঞ্জরী ॥ ২১ ॥
 রূপিনী বীরিনী পশ্চাৎ কাকোদর্যাপি পুতনা ।
 স্যাদুদ্রকালী যোগিন্যো শঙ্খিনী গজ্জিনী তথা ।
 ॥ ২২ ॥

তে কালরাত্রি কুজিন্যো কপর্দিন্যপি বজ্রয়া ।
 জয়াচ স্মুখী শ্বৰ্য্যো রেবতী মাধবী তথা ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

আদ্যাশক্তি, ভূতমাতা, লম্বোদরী দ্রাবিণী, নাগরী ভূমি,
 খেচরী মঞ্জরী ॥ ২১ ॥

রূপিনী, বীরিনী, কাকোদরী, পুতনা, উদ্রকালী, যোগিনী,
 শঙ্খিনী, ও গজ্জিনী, ॥ ২২ ॥

কালরাত্রি কুব্জিনী, কপর্দিনী, বজ্রয়া, জয়া, স্মুখী, ঈশ্বরী
 রেবতী, মাধবী, ॥ ২৩ ॥

অন্তার্থঃ ।

পেত্বার্থঃ ২০ ॥ আদ্যাশক্তি স্মৃগপ্রকৃতিঃ ভূতমাতা কিত্যাদিভূত
 জননী লম্বোদরী দীর্ঘকঠরা দ্রাবিণী নাগরী, ভূমিঃ খেচরী, মঞ্জরীচেতি
 শাক্ত্যশক্তি বিশেষাঃ ॥ ২১ ॥ রূপিনী বীরিনীত্যাदि শাক্ত্যশক্তি
 নামানি । উদেবতনোতি । রূপিনী, বীরিনী, কাকোদরী, অপি লম্বুতনো
 পুতনা, উদ্রকালী, যোগিনী শঙ্খিনী, গজ্জিনী, ॥ ২২ ॥ কালরাত্রিঃ
 কুজিনী কপর্দিনী, বজ্রয়া, জয়া স্মুখী ঈশ্বরী, রেবতী, মাধবী ॥ ২৩ ॥

বারুণী বায়সী প্রোক্তা পশ্চাদ্ভুক্ষ বিদারিণী ।
 ততশ্চ সহজা লক্ষ্মী ব্যাপিণী মায়য়া তথা ॥২৪॥
 এতাস্তু মাতৃকা দেবি মালায়াং সংস্থিতাঃ সদা ।
 যথা তু রুদ্রপীঠস্থা সিন্দূরাক্ষণ বিগ্রহা ।
 বক্তোৎপল কপালাঢ্যা অনকৃত কলেবরা ॥২৫॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্থঃ

পটলঃ ।

ভাষা ।

বারুণী, বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিণী
 ও মায়্যা ॥ ২৪ ॥

এই মাতৃকাদেবীগণ সদা মালাতে অবস্থিতি করিতেছেন ;
 রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রাণীর আয় ইহাদের শরীরকান্তি সিন্দূরবৎ অরুণ-
 বর্ণ ; ইহারা সকলেই রক্তোৎপল ও কপালধারিণী এবং নানা-
 ভূষণে ভূষিত ॥ ২৫ ॥

ইতি চতুর্থপটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

বারুণী, বায়সী, ব্রহ্মবিদারিণী, সহজা, লক্ষ্মী, ব্যাপিণী, মায়্যাচেতি ॥২৪॥
 বারুণী, এতাঃ উক্তাঃ রুদ্রপীঠস্থা রুদ্রপীঠ সংস্থিতা সিন্দূরাক্ষণ বিগ্রহা
 সিন্দূরবদতি লোহিতা রক্তোৎপল কপালাঢ্যা রুদ্রপক্ষ কপাল ধারিণী
 অনকৃত কলেবরা মালাভরণ ভূষিত বিগ্রহা মাতৃকাঃ সদা সর্বদৈব
 মালায়াং মাতৃকামালায়াং সংস্থিতা আসীদিত্যাদিভ্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ঐচক্ষুস্মার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে চতুর্থপটলঃ ।

বাসুদেবো মহাবিশ্বদৃষ্টাশ্চর্য্যং গতঃ প্রিয়ে ।
 একৈকেন মহেশানি কোটিশো হুগুরাশয়ঃ ।
 পৃথক্ পৃথক্ প্রসূয়ন্তে দিবরাশিঃ স্তুচিস্মিতে ॥১॥
 ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি রজঃসত্ত তমোময়ং ।
 তমঃ সত্ত্বং রজে। দেবি রুদ্র বিশ্ব পিতামহাঃ ॥২॥

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! পার্শ্বতি মাতৃ কাগণ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব
 করিতে লাগিলেন এবং একএক মাতৃ কা হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন
 হইল, হে স্তম্ভ মন্দহাসে ! মহাবিশ্ব বাসুদেব এই সকল দেখিয়া
 বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ১ ॥

হে পরমেশানি ! সমস্ত জগৎ সত্ত, রজ ও তমোগুণময়
 হরি বিরিক্তি ও হররূপে অবতীর্ণ হইয়াছে ॥ ২ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

বাসুদেব ইত্যাদি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি মহাবিশ্ববাসুদেবঃ দৃষ্টা
 মাতৃকামাহাত্ম্যমিতি শেষঃ আশ্চর্য্যংগতঃ বিস্ময়মগমদিত্যর্থঃ । একৈকেন
 মাতৃকাবর্গেন কোটিশঃ বহুকোটয়ঃ অগুরাশয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডঃ প্রসূয়ন্তে উৎপা-
 দ্যন্তে ইত্যর্থঃ । হে স্তুচিস্মিতে বিশদমন্দহাসে ; পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যে-
 কেন দিবরাশিঃ ব্রহ্মাণ্ডং ॥ ১ ॥ ব্রহ্মাণ্ডমিত্যাদি । ব্রহ্মাণ্ডং জনং
 রজঃ সত্ত্ব তমোময়ং ত্রিগুণাক্ষকং । হে দেবি তমঃ সত্ত্বং রজ এতদ্ব্যুৎপা-
 তয়ং রুদ্র বিশ্ব পিতামহাঃ শিব বিশ্ব ব্রহ্মাণঃ ॥ ২ ॥ সত্ত্বাশয় সংস্কৃতং

ব্রহ্মাণ্ডং পরমেশানি সপ্তাবরণ সংযুতং ।
তদ্বার্যং বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া কোটিকোটিশঃ ।

॥ ৩ ॥

দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহেশানি বিষ্ণুস্তু বিস্ময়াস্থিতঃ ।
প্রতিভিস্থে মহেশানি ব্রহ্মাদ্যাঃ পরমেশ্বরী ।৪।
প্রতিভিস্থং বরারোহে এতদ্বিশ্বোপমং প্রিয়ে ।
সর্বং দৃষ্টং মহেশানি ক্রুক্ষেণ পরমাত্মনা ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বরী ! এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তাবরণ সংযুত মাতৃকাগণ ঐকপ
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৩ ॥

হে মহেশানি ! ঐকপপ্রতি ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
বিরাজমান আছেন । বিষ্ণু ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে হৃন্দরি ! মাতৃকাগণ যে যে ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছিল
তাহা সকলই এই অখিল জগতুল্য পরমাত্মা বিষ্ণু ঐকপ
অদ্ভুত ব্যাপার সকল দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

অর্থার্থঃ ।

সপ্তাঙ্গাদন পরিত্রুতং সপ্তমাগর আচীর বেষ্টিতমিতি যাবৎ । তদ্বিশ্বং
সমস্তং ব্রহ্মাণ্ডং হেলয়া অনায়াসেন ধার্য্যং ধারণীয়মিত্যর্থঃ মাতৃকাভি-
রিতিলেশঃ ॥ ৩ ॥ দৃষ্টেত্যাদি । হে মহেশানি বিষ্ণুঃ আশ্চর্য্যং
বিস্ময়করমিত্যর্থঃ দৃষ্টা বিস্মিতঃ আশ্চর্য্যং গত ইত্যর্থঃ । প্রতি ভিস্থে
প্রতিব্রহ্মাণ্ডেব ; ব্রহ্মাদ্যাঃ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাঃ আসমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ প্রভী-
ত্যাди । হে বরারোহে হৃন্দরি প্রতিভিস্থং প্রত্যেকং ব্রহ্মাণ্ডমেব এতদ্বি-
শ্বোপমং এতজ্জগতুল্যং । হে মহেশানি পরমাত্মনা ক্রুক্ষেণ সর্বং মাতৃকা-

দৃষ্টংহি ভারতং বর্ষং পঞ্চাশৎ পীঠ সংস্থিতং ।
তত্র সর্বাণি পীঠানি মহাভয় যুতানি চ ॥ ৬ ॥
মথুরা মণ্ডলং দেবি যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।
তত্র বৃন্দা মহামায়াদেবী কাত্যায়নী পরা ।
আন্তে সদা মহামায়া সততং শিব সংযুতা ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

এবং তন্মধ্যে পঞ্চাশৎ পীঠসংযুক্ত ভারতস্থান দর্শন করি-
লেন, তাহাতে যত যত মহাপীঠস্থান দেখিলেন সকলই অতি
ভয়ঙ্কর ॥ ৬ ॥

হে দেবি ! কেবল মথুরামণ্ডল শাস্ত্রস্থান দেখিলেন, যেখানে
গোবর্দ্ধনগিরি সতত বিরাজমান আছে । সেই মথুরাতে শিব
সহিতা মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নীরূপে সর্বদা স্থিত
আছেন ॥ ৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

চেতিতং দৃষ্টং অপশ্যাদিতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ দৃষ্টমিত্যাदि । পঞ্চাশৎ
পীঠসংযুক্তং ভারতং বর্ষং ভারত বর্ষাধ্যাদেশং দৃষ্টং তত্র ভারতবর্ষে
মহাভয় যুতানি অতি ভয়ঙ্করানি সর্বাণিপীঠানি দৃষ্টানি বিস্মনেতি-
শেষঃ ॥ ৬ ॥ মথুরেত্যাদি । মথুরা মণ্ডলং মথুরাখ্যস্থানং । যত্র
মথুরায়াং গোবর্দ্ধনগিরিঃ গোবর্দ্ধন পর্বতঃ আন্তে ইতি শেষঃ । তত্র
মথুরায়াং মহামায়া বৃন্দাদেবী কাত্যায়নী কাত্যায়নীরূপা সততং শিব
সংযুতা সর্বদা শিবসহিতা আন্তে বিদ্যতে ॥ ৭ ॥ মথুরা ব্রজ মণ্ডলং

শিবশক্তিময়ং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ।
 তবাজ্ঞানি দেবেশি পীঠানি বিবিধানি চ ॥ ৮ ॥
 মথুরা যা মহেশানি স্বয়ংশক্তি স্বরূপিনী ।
 যমুনা যা মহেশানি সাক্ষাৎ শক্তিঃ শুচিস্মিতে ॥ ৯ ॥
 গোবর্দ্ধনং মহেশানি উর্দ্ধ শক্তি বীরাননে ।
 নানাবন সমায়ুক্তং নারায়ণ সমন্বিতং ।
 নানাপক্ষি গণাকীর্ণং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং ।
 কোটরং বহুরম্যংহি নানাবল্লী সমাকুলং ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! মথুরা ও ব্রজমণ্ডল উভয়ই শিবশক্তিময় । হে
 দেবেশি ! তোমার অজ্ঞাত বহুবিধ পীঠস্থান আছে ॥ ৮ ॥

হে মহেশানি ! মথুরা যে পীঠস্থান তাহা শক্তিস্বরূপিনী ।
 হে মহেশানি ! মথুরা ও ব্রজমধ্যবর্তিনী যে যমুনা আছে তাহাও
 সাক্ষাৎ শক্তিরূপা ॥ ৯ ॥

মথুরাতে যে গোবর্দ্ধনগিরি আছে তাহা উর্দ্ধশক্তিময় ।
 হে সুন্দরি ! ঐ গোবর্দ্ধন গিরি ; নানা উপবন শোভিত ও বহু
 কোটরবিশিষ্ট অতি মনোহর ॥ ১০ ॥

অন্তার্থঃ ।

শিবশক্তি ময়ঃ শিবশক্ত্যাক্করং । হে দেবেশি তবাজ্ঞানি স্বদেহ জ্ঞানি-
 পীঠানি ত্বদেহ ঋণপতিত স্থানানি । সম্বীতিশেষঃ ॥ ৮ ॥ হে মহেশানি
 যা মথুরা সা স্বয়ং শক্তিস্বরূপিনী শক্তিরূপা । যা যমুনা সাপি শক্তিরিত্য-
 স্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ গোবর্দ্ধনং গোবর্দ্ধনগিরিঃ উর্দ্ধশক্তিঃ আকাশ শক্তিঃ ।
 নানাবন সমায়ুক্তং বিবিধবর্ষযুতং নারায়ণ সমন্বিতং নারায়ণাধিষ্ঠিতং
 নানাপক্ষিগণৈঃ বিবিধবিহঙ্গৈঃ আকীর্ণং ব্যাপ্তং বল্লীবৃক্ষ সমাকুলং নতঃ

সহস্রদল পদ্মাস্ত মধ্যং সর্ব বিমোহনং ।
গোপ গোপী পরিবৃতং গোধনৈঃ পরিতো বৃতং ।
॥ ১১ ॥

এবং ব্রজং মহেশানি ভারতেষু বরাননে ।
দৃষ্ট্বাতু বিস্ময়া বিষ্টো বিষ্ণুঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ॥ ১২ ॥

ভাষা ।

গোবর্ধন গিরি সহস্রদল কমল গর্ভ, সর্ব বিমোহন ও
গোপ গোপীগণ পরিবৃত । তাহার চতুর্দিকে সর্বদা বৃন্দাবনস্থ
গোপীগণ বিচরণ করে ॥ ১১ ॥

হে মহেশানি ! কমল লোচন বিষ্ণু এই রূপে ভারতে ব্রজ-
স্থান অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তরু পরিশোভিতং । বহুরম্যং অতি মনোহরং ॥ ১০ ॥ সহস্রত্যাঙ্গি ।
গোবর্ধনং বিশিনতি ; সহস্রদল পদ্মং অন্তর্মধ্যে বস্য তথোক্তং বিশ্ব-
মোহনং অতি মনোহরং গোপৈঃ গোপগণৈঃ গোপীভিঃ পরিবৃতং সমা-
কুলং পরিভঃ সমস্তাং গোধনৈঃ বৃতং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ গোবর্ধন গিরৌসর্ব-
ত্রৈব গাব শরভীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ এবমিত্যাঙ্গি । এবং মথুরা-
মণ্ডলবদিত্যর্থঃ ব্রজং ব্রজস্থানং বৃন্দাবনমিতি ভাবঃ । পদ্মদলেক্ষণঃ
কমলদল লোচনঃ বিষ্ণুঃ দৃষ্ট্বা ব্রজমিতি শেষঃ । বিস্ময়াবিষ্টঃ নিমিত্তঃ
অভূদিতিশেষঃ ॥ ১২ ॥ হে পরমেশানি মথুরা মথুরাস্থানং ভবকেশ-

মথুরা পরমেশানি তব কেশযুতা সদা ।
 কেশ পীঠং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ৷ ১৩ ৷
 তব কেশং মহেশানি নানাগন্ধ সমায়ুতং ।
 নানাপুষ্পৈঃ সমাকীর্ণং সুগন্ধি মাল্যসংযুতং ।
 ভ্রমরৈঃ শোভিতং তাদৃক্ তব কেশং মনোহরং ।

॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

হে দেবি ! মথুরা মণ্ডল তোমার কেশসংযুক্ত স্থান । হে
 মহেশানি এই নিমিত্ত মথুরা ব্রজ মণ্ডলকে কেশ পীঠ বলিয়া
 থাকে ॥ ১৩ ॥

হে দেবি তবকেশ কলাপ নানা সুরভি পূর্ণ এবং নানা পুষ্প
 সমাকীর্ণ ও সুগন্ধি মাল্য বেষ্টিত তোমার ঐ মনোহর কেশ
 পাশের সৌগন্ধে ভ্রমরগণ চতুর্দিকে পরি ভ্রমণ করে ॥ ১৪ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

যুতা তবকেশা মথুরায়্যং পণ্ডিতাইভ্যর্থঃ । মথুরাব্রজমণ্ডলং মথুরামণ্ডলং
 ব্রজস্থানক কেশপীঠং কেশপাডম স্থানং ॥ ১৩ ॥ কেশং বিশিষ্টকি
 তবৈত্যাদি তবকেশং নানাগন্ধ সমায়ুতং নানাসুরভিঃসমায়ুতং নানাপুষ্প
 বিবিধকুণ্ডলৈঃ সমাকীর্ণং শোভিতং । সুগন্ধমাল্য সংযুতং সঙ্গন্ধব-
 ন্ধ্যানাবেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ কবরীভ্যাং । তবকবরী কেশবিন্যাসঃ

কবরী তব দেবেশি দেবানা মপি মোহিনী ।
 নানারত্ন সমায়ুক্তা নানা সুখময়ী সদা ॥ ১৫ ॥
 কেশ জালেন মহতা নির্মিতং ব্রজমণ্ডলং ।
 মাতৃকাগণ সংযুক্তং কালিন্দী জলপূরিতং ॥ ১৬ ॥
 কালিন্দী তীর মাসাদ্য ইন্দ্রাদ্যা এব দেবতাঃ ।
 জপং চক্ৰুঃ স্মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

হে দেবেশি তব কেশ বিস্তার সন্দর্শনে দেবগণও বিমো-
 হিত হন; ঐ কবরী নানা রত্ন ভূষিত ও নানা সুখময়ী ॥ ১৫ ॥

হে দেবি! মাতৃকাগণ সংযুক্ত যমুনা জলপূরিত ব্রজমণ্ডল
 কেশজালে নির্মিত ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ যমুনা তীরে কাত্যায়নী সন্নিধানে তপ-
 শচরুগাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবানাং ইন্দ্রাদীনাং মোহিনী মোহন কারিণী নানারত্ন সমায়ুক্তা বিবিধ
 ভূষণ খচিতা নানাসুখময়ী সর্বসৌখ্যদায়িনীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কেশে-
 ত্যাদি । মহতা অতি বহুলেন কেশজালেন চিকুর কলাপেন ব্রজমণ্ডলং
 ব্রজস্থানং নির্মিতং রচিতমিত্যর্থঃ । ব্রজং কিন্তু তং তদেবাহ মাতৃকাত্যাদি
 মাতৃকাগণ সংযুক্তং মাতৃকাভিঃ পরিবৃতং কালিন্দীজলপূরিতং যমুনা জল-
 পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রাদ্যাঃ শক্রাদয়ো দেবতাঃ কালিন্দীতীরং
 যমুনাতটে আসাদ্য প্রাপ্য কাত্যায়নী ব্রজস্থা মহাদেবী তস্যাঃ সমীপতঃ
 সন্নিধৌ জপং চক্ৰুঃ আরাধয়ামাসুরিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ কেশমণ্ডল

কাত্যায়নী চ যা দেবী কেশমণ্ডল দেবতা ।
 যমুনোপবনেসেকে তরুপল্লব শোভিতে ।
 কাত্যায়নী মহামায়া সততং তত্র সংস্থিতা ॥১৮॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 পঞ্চমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

ব্রজমণ্ডল স্থিতা যে কাত্যায়নী দেবী তিনি তোমার কেশ
 মণ্ডল দেবতা আর মথুরা ব্রজমধ্যবর্তিনী যে যমুনা তাহার তরু-
 পল্লব শোভিত উপবনে সর্বদা মহামায়া কাত্যায়নী বিরজমানা
 আছেন ॥ ১৮ ॥

ইতি পঞ্চম পটলঃ ।

অন্তার্থঃ ।

দেবতা কেশাধিকারী দেবী যা কাত্যায়নী সা মহামায়া তরুপল্লব
 শোভিতে তত্র যমুনোপবনে সততং সदैব সংস্থিতাভবৌ ॥ ১৮ ॥

ইতি ঐচঞ্জকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

পঞ্চমঃ পটলঃ ।

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো না ভয়ং কুরু পুলক ।
মথুরাং গচ্ছ তাতেতি তব সিদ্ধি ভবিষ্যতি ॥১॥
গচ্ছগচ্ছ মহাবাহো পদ্মিনী সঙ্গমাচর ।
পদ্মিনী মম দেবেশ ব্রজে রাধা ভবিষ্যতি ।
অন্যাশ্চ মাতৃকা দেব্যঃ সদা তস্যানুচারিকাঃ ॥২

ভাষা ।

কাত্যায়নী বলিতেছেন ; হে মহাবাহো ! তুমি ভয় করিও না । হে ভাত ! তুমি মথুরাতে গমন কর, তবেই তোমার বিদ্যা সিদ্ধি হইবে ॥ ১ ॥

হে বাসুদেব ! তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন করিয়া পদ্মিনীর সঙ্গ কর, হে দেবেশ ! আমার অংশভূতা পদ্মিনী বৃন্দাবনে রাধা রূপে অবতীর্ণ হইবেন । এবং অন্যান্য মাতৃকাগণ তাঁহার অনুচারিকা হইবে ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে ভাত বাসুদেব ! ভয়ং মাকুরু মথুরাং গচ্ছ ; ভবসিদ্ধির্নিম্যা সাধনং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । মথুরাং গচ্ছন পূর্ণকামো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ হে মহাবাহো গচ্ছগচ্ছ মথুরামিতিশেষঃ পদ্মিনীসঙ্গং পদ্মিন্যা মমাংশভূতয়াঃ সঙ্গং সহবাসং আচর কুরু । হে দেবেশ ! ব্রজে বৃন্দাবনে মম অংশ ভূতেতিশেষঃ পদ্মিনী রাধাভবিষ্যতীত্যর্থঃ । অন্যাশ্চ মাতৃকাঃ সদা সর্বদৈব ওল্যারাধয়া অনুচারিকা সহচর্যাঃ ভবিষ্য-
তীতিশেষঃ ॥ ২ ॥ হে চতুর্ভুগপ্রদায়িনি ! ধর্মার্থ কামমোক্ষদাত্রি ।

বাসুদেব উবাচ ।

শূণু মাত ম্ৰাহ্মায়ে চতুৰ্গ প্রদায়িনি ।
 স্বাং বিনা পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধির্ন জায়তে ।৩
 পদ্মিনীং পরমেশানি শীঘ্রং দশয় সুন্দরি ।
 প্রত্যয়ং মম দেবেশি তদা ভবতি মানসং ॥ ৪ ॥
 ইতিশ্রদ্ধা বচ স্তস্য বাসুদেবস্য তৎক্ষণাৎ ।
 আবি রাসী ওদা দেবী পদ্মিনী পরসংস্থিতা ॥৫॥

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন হে ম্ৰাহ্মায়ে তুমি ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ-
 ত্রুক চতুৰ্গ প্রদান করিণী । হে পরমেশানি তুমি বিনা
 বিদ্যাসিদ্ধি হয় না ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি ! তুমি শীঘ্র পদ্মিনীকে দেখাও, তবেই আমার
 মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় ॥ ৪ ॥

পদ্মিনী দেবী বাসুদেবের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া
 তৎক্ষণাৎ তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫ ॥

অর্থ্যার্থঃ ।

শূণু আকরয়, স্বাং বিনা তদ্বতে বিদ্যাসিদ্ধি ন জায়তে ন ভবতী-
 ত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ শীঘ্রং পদ্মিনীং দর্শয় যেনোপায়েনাহং পদ্মিন্যা
 দর্শনংলভামি তৎ কুর্ষিত্যর্থঃ । তদা মম মানসং চেতঃ প্রত্যয়ং বিশ্বস্তং
 ভবতি । পদ্মিন্যাদর্শনে নৈবাহং দৃঢ় বিশ্বাসোভবামীতিভাবঃ ॥ ৪ ॥
 পদ্মিনী বাসুদেবস্য ইতি বচঃ শ্রদ্ধা তৎক্ষণাৎ তদৈব আবিরাসীং প্রত্য-
 ক্তত্যাং গতেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ পদ্মিনীং বিশিনতি রক্তেত্যাदि । রক্ত

রক্ত বিদ্যুল্লতা কারা পদ্মগন্ধ সমন্বিতা ।
 রূপেণ মোহয়ন্তী সা সখীগণ সমন্বিতা ॥ ৬ ॥
 সহস্রদল পদ্মান্ত মধ্যস্থান স্থিতা সদা ।
 সখীগণ যুতৈর্দেবী জপন্তী পরমাক্ষরং ॥ ৭ ॥
 একাক্ষরী মহেশানি সাএব পরমাক্ষরা ।
 কালিকা যা মহাবিদ্যা পদ্মিন্যা ইষ্টদেবতা ।
 বাসুদেবো মহাবাহু দৃষ্টু বিস্ময় যোগতঃ ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনীদেবী বিদ্যুল্লতার স্থায় লোহিতবর্ণা এবং পদ্মগন্ধে
 সুগন্ধ যুতা এবং স্বীয় রূপ লাভণ্যে সকলের মোহন কারিণী ও
 সখীগণ সঙ্গে বিহার কারিণী ॥ ৬ ॥

তিনি সর্বদা সহস্রদল কমলের মধ্যস্থান নিবাসী এবং সখী-
 গণ পরিবৃত্ত হইয়া পরমাক্ষর পরমাত্মাকে জপ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি ! পদ্মিনী যে কালিকার একাক্ষরী মহাবিদ্যা
 জপ করিয়াছিলেন তাহাই পরমাক্ষরা শক্তি, পদ্মিনীর ইষ্ট-
 দেবতা । মহাবাহু বাসুদেব এই রূপ পদ্মিনীকে দেখিয়া
 বিস্ময়াব্বিত হইলেন ॥ ৮ ॥

অন্বার্থঃ ।

বিদ্যুল্লতাকারা বিদ্যুল্লতাবল্লোহিতা রূপেণ স্বরূপ লাভল্যাঙ্গিনা মোহ-
 যন্তী সর্বেষাং বিস্ময় যোগদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ সহস্রত্যাঙ্গিনা সর্বা-
 ঈদব সহস্রদল কমলাস্তরঙ্গিনীত্যর্থঃ । সখীগণযুতা সহচরীপরিবৃত্তা ;
 পরমাক্ষরং পরমাত্মানং জপন্তী ॥ ৭ ॥ যা একাক্ষরী পদ্মিনী কপ্তেতি-
 শেষঃ সা একাক্ষরী এব মহাবিকালিকা পদ্মিন্যাঃ ইষ্টদেবতা পদ্মিন্যা-
 রাধনয়া মহাবাহুর্ভাসুদেবঃ দৃষ্টু পদ্মিনীমিতিশেষঃ বিস্ময়যোগতঃ

পদ্মিন্যুবাচ ।

ব্রজং গচ্ছ মহাবাহো শীঘ্রংহি ভগবন্ প্রভো ।
 ত্বয়া সহ মহাবাহো কুলাচারং করোম্যহং ॥ ৯ ॥

বাসুদেব উবাচ ।

শৃণু পদ্মিনি মে বাক্যং কদাতে দর্শনং ভবেৎ ।
 কুপয়া বদ দেবেশি জপং কিম্বা করোম্যহং ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনী কহিতেছেন, হে মহাবাহো ভগবন্ প্রভু বাসুদেব !
 আপনি শীঘ্র ব্রজে গমন করুন । আমি আপনার সহিত
 কুলাচার করিব ॥ ৯ ॥

বাসুদেব বলিতেছেন ; হে পদ্মিনি আমার বাক্য শ্রবণ
 কর । কোন সময়ে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং আমি
 কি জপ করিব হে দেবি ! কৃপা করিয়া এই বিষয় আমাকে
 বল ॥ ১০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিনিমিত্তোক্তমিতিভাষা ॥ ৯ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি । হে মহাবাহো !
 ভগবন্ শীঘ্রং ব্রজং বুদ্ধাবনং গচ্ছ অহং ত্বয়াসহ কুলাচারং বাসুদেব-
 করোমি করিষ্যামীতি ভবিষ্যৎসামীপ্যে বর্তমানা ॥ ৯ ॥ বাসুদেব-
 উবাচেতি । হে পদ্মিনী ! মে মম বাক্যং শৃণু কদা কুত্র স্থানে তে তব-
 দর্শনং ভবেৎ হে দেবেশি কুপয়া, অহং কিং জপং করোমি ত্বদে-
 ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি হে দেবদেবেশ ত্বাপ্যগ্রে তব পূর্বতঃ

পদ্মিন্যবাচ ।

তবাগ্রে দেবদেবেশ মম জন্ম ভবিষ্যতি ।
 গোকুলে মাথুরে পীঠে বৃকভানু গৃহে ধুবং ১১
 দুঃখং নাস্তি মহাবাহো মম সংসর্গহেতুনা ।
 কুলাচারোপযুক্তা যা সামগ্রী পঞ্চলক্ষণা ।
 মালায়াং তব দেবেশ সদা স্থাস্যতি নান্যথা ১২
 ইত্যুক্তা পদ্মিনী সাতু সুন্দর্যা দূতিকা তদা ।
 অন্তর্ধানং ততো গত্বা মালায়াং সহসাক্ষণাৎ ১৩
 ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! আমি তোমার
 পূর্বেই মাথুরা পীঠে বৃকভানু গৃহে জন্ম গ্রহণ করিব ॥ ১১ ॥

হে মহাবাহো ! আমার সংসর্গে কোন দুঃখ ভোগ করিবে
 না । কুলাচারোপযোগী যে পঞ্চ লক্ষণা সাধন সামগ্রী তাহা
 সর্বদাই তোমার কণ্ঠমালাতে থাকিবে ; ইহার অন্তর্থা হইবে
 না ॥ ১২ ॥

ত্রিপুরা দূতী সেই পদ্মিনী দেবী বাসুদেবকে এই রূপ
 বলিয়া তৎক্ষণাৎ মালাতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

এব মাথুরেপীঠে মথুরাণ্ডেপীঠস্থানে বৃকভানুগৃহে বৃকভানু রাজত্ববনে
 মমজন্ম ভবিষ্যতি অহং তবপূর্বত এব জনিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ হে
 বেদেহ ! মম সংসর্গহেতুঃ মম সহবাসাদুঃখং নাস্তি মৎসাহায্যেটনব স্বং
 সুখী ভবিষ্যসীত্যর্থঃ । কুলাচারোপযুক্তা বামাচারোপযোগিনী যা পঞ্চ
 লক্ষণাপঞ্চ মকারাদ্বিকা সামগ্রী উপহারং সদা তবকণ্ঠেস্থাস্যতি ॥ ১২ ॥
 সুন্দর্যা ত্রিপুরাদেব্যা দূতিকা সঃ পদ্মিনী ইতি উক্তা বাসুদেবমিতি

বাসুদেবোপি তাং দৃষ্ট্বা কীরাক্ষিং প্রযযৌ ধুবং ।
 ত্যক্ত্বা কাশীপুরং রম্যং মহাপীঠং দুরাসদং ॥ ১৪ ॥
 প্রযযৌ মাথুরং পীঠং পদ্মিনী পরমেশ্বরী ।
 যত্র কাত্যায়নী দুর্গা মহামায়া স্বরূপিনী ॥ ১৫ ॥
 নারদাদ্যৈ স্মৃ নিশ্চেষ্টৈঃ পূজিতা সংস্কৃতা সদা ॥
 কাত্যায়নী মহামায়া যমুনাঙ্গলসংস্থিতা ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

বাসুদেবও পদ্মিনীকে অন্তর্হিতা দেখিয়া ছুপ্পাপ্য মহাপীঠ
 কাশীপুরী পরিত্যাগ করিয়া অতি সত্ত্বর গমনে কীরোদ সাগরে
 প্রবেশ করিলেন ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর পরমেশ্বরী পদ্মিনী দেবী মহাপীঠ মথুরাতে গমন
 করিলেন । যেখানে মহামায়া দুর্গা কাত্যায়নীৰূপে সর্বদা
 বিরাজ মান আছেন ॥ ১৫ ॥

নারদাদি দেবর্ষি মহর্ষিগণ সর্বদা যমুনা জল বাসিনী মহা-
 মায়া কাত্যায়নী দেবীকে অর্চনা ও স্তব করিতেন ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শেষঃ উৎকলাং তদৈব মালায়াং পদ্মিনী মালায়াং অন্তর্হিত্যনিং অদৃশ্যং
 গতঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেবো বিষ্ণুরপি তাং পদ্মিনীং দৃষ্ট্বা দুরাসদং
 ছুপ্পাপ্যং মহাপীঠং কাশীপুরং ত্যক্ত্বা কীরাক্ষিং কীরোদসং প্রযযৌ
 জগাম ॥ ১৪ ॥ পরমেশ্বরী পরংব্রহ্ম স্বরূপিনী যত্র মথুরায়াং মহা-
 মায়া স্বরূপিনী দুর্গা কাত্যায়নী রূপেণাভীতি শেষঃ উৎ মাথুরং
 পীঠং মথুরায়াং পীঠস্থানং প্রযযৌ গতবতী ॥ ১৫ ॥ নারদাদ্যৈ
 নারদাদিভিঃ সর্ষিভিঃ । নারদাদ্যঃ মহর্ষয়ঃ সর্বত্রৈব মথুরা বাসিনীঃ
 কাত্যায়নীং তুষ্টিব্রিড্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ তত্র মথুরায়াং যমুনাঙ্গলং

যমুনায়া জলং তত্র সাক্ষাৎ কালী স্বরূপিণী ।
বহু পদ্ম যুতং রম্যং শুক্ল পীতং মহৎ প্রভং ৷ ১৭ ৷
রক্তং কৃষ্ণং তথাচিত্রং হরিতং সর্ব মোহনং ।
কালিন্দ্যাখ্যা মহেশানি বত্র কাত্যায়নী পরা ৷ ১৮ ৷
কালিন্দী কালিকা মাতা জগতাং হিত কাম্যয়া ।
সদাধ্যাস্তে মহেশানি দেবর্ষিসংস্তুতা পরা ৷ ১৯ ৷

ভাষা ।

কালিন্দীজল সাক্ষাৎ কালী স্বরূপ তাহাতে নানাবিধ কমল
প্রস্ফুটত হইয়া অতি মনোরম শুক্লপীতাদি নানা বর্ণে-অতি
উজ্জ্বল শোভা সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

কালিন্দীজল সময় সময় রক্ত কৃষ্ণ হরিতাদি বিবিধ বর্ণে
বিচিত্রিত হইয়া অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়া থাকে । হে
মহেশানি ! সেই যমুনাভীরে কালিন্দী নামে কাত্যায়নী বির-
জিত আছেন ॥ ১৮ ॥

কালিকা মাতা জগতের হিত কামনায় কালিন্দী রূপে
সর্বদা মথুরাতে বাস করিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! দেবর্ষিগণ
সেই পরাক্রম কাত্যায়নীর স্তব করেন ॥ ১৯ ॥

অর্থার্থঃ ।

কালিন্দী সলিলং সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপা কালীস্বরূপিণী কালীএব মথুরায়াং
কালিন্দী তোর রূপেণাবতীর্ণত্যাৰ্থঃ । জলং বিশিষ্টম্ ; বহু পদ্মযুতং বহু
কমল পূর্ণং । শুক্লপীতং শুক্লং পীতক্ কল্যাচিদিত্যাৰ্থঃ । মহৎ প্রভং
অত্যুজ্জ্বলং ॥ ১৭ ॥ রক্তং লোহিতং কৃষ্ণং অসিতং চিত্রং নানাবর্ণ
চিত্রিতং হরিতবর্ণং সর্বমোহনং সর্বেষাং বিন্দয় করমিত্যাৰ্থঃ ॥ ১৮ ॥
জগতাং হিতকাম্যয়া জনমজলেচ্ছয়া কালিকা কালিকা দেবী কালিন্দী

সহস্র দল পদ্মান্তর্গধ্যে মাথুর মণ্ডলং ।
 কেশবন্ধে মহেশানি যৎপদ্মং সততং স্থিতং । ২০
 পদ্মমধ্যে মহেশানি কেশ পীঠং মনোহরং ।
 কেশবন্ধং মহেশানি ব্রজং মাথুর মণ্ডলং । ২১
 যত্র কাত্যায়নী মায়ী মহামায়ী জগন্ময়ী ।
 ব্রজং বৃন্দাবনং দেবি নানা শক্তি সমন্বিতং । ২২

ভাষা ।

হে দেবেশি ! ভগবতীর কেশবন্ধে যে সহস্রদল পদ্ম
 সতত বিদ্যমান ছিল তাহা পতিত হইয়া মাথুরা মণ্ডল মহাপীঠ
 হইয়াছে ॥ ২০ ॥

হে মহেশানি ! সহস্রদল কমল পরিবেষ্টিত অতি মনোহর
 কেশ বন্ধ ছিল তাহাই মহাপীঠ ব্রজ মণ্ডল হইয়াছে ॥ ২১ ॥

যেখানে মহায়ী জগন্ময়ী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠান করিতে-
 ছেন ; সেই মহাপীঠ বৃন্দাবনধাম সর্ব শক্তি যুক্ত ॥ ২২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কালিন্দী রূপা সদা অধ্যাশু বিদ্যাতে কালিকৈব কালিন্দী রূপেণ মথু-
 রায়ী মবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ সহস্রদল কমল গভর্মধ্যে কেশবন্ধে
 চিকুর বিন্যাসে যৎপদ্মং স্থিতং তদেব মাথুর মণ্ডলং মথুরাখ্য পীঠস্থান
 মিত্যর্থঃ । মহেশানীতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ॥ ২০ ॥ পদ্মমধ্যে কেশ-
 পীঠং ভগবতী কেশপতিত স্থানং মনোহর মিত্যর্থঃ । হে মহেশানি !
 যদেব কেশ বন্ধং তদেব মাথুর মণ্ডল মিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ যত্র পীঠে
 জগন্ময়ী মহামায়ী কাত্যায়নী বিদ্যাতে তদেব নানাশক্তি সমন্বিতং বৃন্দা-

শক্তিস্তু পরমেশানি কলা রূপেণ সাক্ষিনী ।
শক্তিং বিনা পরং ব্রহ্ম নিভাতি শবকপবৎ ॥ ২৩

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
ষষ্ঠ পটলঃ ।

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! পরমশক্তি সর্বত্র কলা রূপে সর্ব সাক্ষী-
ভূতা ; হে দেবি ! শক্তি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্ম ও শবের স্তায়
নিশ্চেষ্ট তিনিও শক্তি বিনা কোন বিষয়ে প্রভু হইতে পারেন
না ॥ ২৩ ॥

ইতি ষষ্ঠ পটলঃ ।

অস্বার্থঃ ।

বনমিত ॥ ২২ ॥ হে পরমেশানি শক্তিস্তু কলা রূপেণ সাক্ষিনী সর্ব
সাক্ষিভূতা । শক্তিং বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ বিভাতি প্রকাশতে শক্তি
ব্যতিরেকেণ ন কোপি প্রভুরিতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে ষষ্ঠ পটলঃ ।

দেবুবাচ ।

ব্রজং গচ্ছা মহাদেবা করোং কিং পদ্মিনী তদা ।
 কস্য বা ভবনে সাতু জাতা সা পদ্মিনী পরা । ১।
 তং সর্বং পরমেশান বিস্তরাদ্বদ শঙ্কর ।
 যদি নো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং । ২।

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী পদ্ম গন্ধা সা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে ।
 আবিরাসী ভূদাদেবী কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া । ৩।

ভাষা ।

পার্কীভী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব ! পদ্মিনী ব্রজ-
 পুরে গমন করিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কাহার ভবনে
 বা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

হে শঙ্কর ! ঐ সকল পদ্মিনী বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তর
 বর্ণন কর; যদি এ বিষয়ে আমাকে বন্ধনা কর তবে আমি
 নিশ্চয় তোমার সাক্ষাৎ দেহ ত্যাগ করিব ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে প্রিয়ে ! কৃষ্ণপ্রেমময়ী পদ্মগন্ধা
 পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবিভূতা হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । হে মহাদেব পদ্মিনী ব্রজং গচ্ছা কিমর্থং কস্যবা
 ভবনে জাতা আবিভূতৈত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ তদ্বিতি হে শঙ্কর ! তৎপদ্মিনী
 বিবরণং বিস্তরাদ্বাহল্যেন বদ যদি নো কথ্যতে তদা তনুং দেহং বিমু-
 ঞ্চামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনী বৃকভানু গৃহে আবিরাসী-
 ত্বংপদ্যৈত্যর্থঃ । কৃষ্ণস্য প্রথমং প্রিয়া আদি প্রেমময়ীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কদা

চৈত্রে মার্সি সিতে পক্ষে নবম্যাং পুষ্য সংযুতে ।
 কালিন্দী জল কল্লোলে নানা পদ্ম গণাবৃতে ।
 আবিরাসী তদা পদ্মা মায়াডিম্ব মুপাশ্রিতা ॥ ৪ ॥
 ডিম্বং ভূত্বা তদা পদ্মা স্থিতা কনকমধ্যতঃ ।
 কোটিচন্দ্র প্রতীকাশং ডিম্বং মায়াসমম্বিতং ॥ ৫ ॥
 পুষ্যায়ুক্ত নবম্যাং বৈ নিশ্যর্কে পদ্মমধ্যতঃ ।
 আবিরাসী তদা পদ্মা রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা ।
 তরুণাদিত্য সংকাশে পদ্মে পরম কামিনি ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

চৈত্রমাসে পুরুষপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে কালিন্দী-
 জল তরঙ্গযুক্ত নানা পদ্ম গণাবৃত স্থানে মায়াডিম্ব আশ্রয় করি-
 য়া আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৪ ॥

পদ্মিনী কনক মধ্য হইতে ডিম্বরূপ ধারণ করিলেন ; ঐ
 মায়াময় ডিম্ব প্রভা কোটি কোটি শশধরের স্তায় সমুচ্ছল ॥ ৫ ॥

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত নবমী তিথিতে অর্ধ রাত্রি সময়ে শতমূলী
 কুসুম প্রভা পদ্মিনী পদ্মমধ্য হইতে তরুণাদিত্য সঙ্কাশ অতি
 মনোহর পদ্ম বনে উদ্ভিত হইলেন ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

আবিরাসীতিভ্যাহ চৈত্রে ইত্যাদি পুষ্যসংযুতে পুষ্যানক্ষত্রে কালিন্দী
 জল কল্লোলে বহুনাভরঙ্গ বিশিষ্টে, মায়াডিম্ব মুপাশ্রিতা মায়াবদ্ধ ডিম্বা-
 ধিষ্ঠিতা ॥ ৪ ॥ পদ্মিনী স্বরূপেব ডিম্বং ভূত্বাহিতিভ্যর্থঃ ডিম্বং বিশিনতি
 কোটিতি মায়াসমম্বিতং মায়াসমম্বিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ পুষ্যেতি পুষ্যানক্ষত্র
 যুক্ত নবম্যা অর্ধরাত্রৌ পদ্মিনী আবিরাসীতিভ্যর্থঃ ॥ অকর্ণেনৈব সর্বোদ্ভিত

বৃকভানু পুরং দেবি কালিন্দী পারমেরচ ।
 নাম্না পদ্মপুরং রম্যং চতুর্ভগং সমন্বিতং ॥ ৭ ॥
 ডিম্বজ্যোতির্মহেশানি সহস্রাদিত্য সমন্বিতং ।
 তৎক্ষণাৎ পরমেশানি গাঢ় ধ্বান্ত বিনাশকৃৎ ॥ ৮ ॥
 বৃকভানু স্মহাত্মা স কালিন্দীতট মাস্থিতঃ ।
 মহাবিদ্যাং মহাকালীং সততং প্রজপেৎ সুধীঃ ।
 আবিরাসী মহামায়া তদা কাত্যায়নী পরা ॥ ৯ ॥

ভাষা ।

হে দেবি যমুনাতীরে বৃকভানু পুর অতি রমণীয় স্থান তাহার
 নাম পদ্মপুর চতুর্ভগ প্রদ ॥ ৭ ॥

হে মহেশানি ! ঐ ডিম্ব জ্যোতিঃ সহস্রাদিত্যের ত্যায়
 উজ্জ্বল ; তাহার প্রভায় তৎক্ষণাৎ গাঢ়াস্তকার বিনাশ হইল ॥ ৮ ॥

মহাত্মা বৃকভানু যমুনাতীরে আশ্রয় করিয়া সতত মহা-
 বিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিতে লাগিলেন । এবং মহা-
 মায়া কাত্যায়নী তাহারসাক্ষাৎ উপস্থিত হইলেন ॥ ৯ ॥

অন্তার্থঃ ।

হুর্বা সঙ্কালে পদ্মবনে বৃকভানুপুরে জাতেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ বৃকেতি ।
 কালিন্দীপারং যমুনাতীরবর্তি ; নাম্না পদ্মপুরং পদ্মপুরাভিধং ॥ ৭ ॥
 ডিম্বেনি মহেশানীতি পার্বতী সন্মোদনং । ডিম্বং পুনঃ সহস্রহুর্বারং
 প্রকাশমানং গাঢ়াস্তকার বিনাশনকৃৎ ॥ ৮ ॥ মহাত্মা বৃকভানুঃ
 কালিন্দীতট সম্বিধৌ সর্বদা মহাকালীং প্রজপেদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

শূণ্ণ পুল্ল মহাবাহো বৃকভানো মহীধর ।
সিদ্ধোহসি পুরুষশ্রেষ্ঠ বরং বরয় সাম্প্রতং ॥ ১০ ॥

বৃকভানু কবাচ ।

সিদ্ধোহং সততং দেবি ত্বং প্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ।
ত্বং প্রসাদা মহামায়ে যথামুক্তো ভবাম্যহং ॥ ১১ ॥
ত্বং প্রসাদা মহামায়ে অসাধ্যং নাস্তি ভূতলে ।
আত্মনঃ সদৃশাকারাং কন্যামেকাং প্রযচ্ছমে ॥ ১২ ॥

ভাষা ।

কাত্যায়নী কহিতেছেন, হে মহাবাহ! যশস্বিন বৃকভানু
তোমার কার্য সিদ্ধি হইয়াছে; এইক্ষণে অভিলষিত বর
প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥

বৃকভানু বলিতেছেন, হে মহাদেবি! আমি তোমার অনু-
গ্রহে কৃত কার্য হইয়াছি। হে মহামায়ে! আমি তোমার
প্রসাদতঃ মুক্ত হইয়াছি ॥ ১১ ॥

হে মহামায়ে! তোমার অনুগ্রহে এই ভূতলে কিছুই
অসাধ্য নাই। এইক্ষণ প্রার্থনা এই যে তোমার সদৃশরূপা
একটা কন্যা আমাকে প্রদান কর ॥ ১২ ॥

অন্তার্থঃ ।

স্মৃতি । পত্নীনি বৃকভানু বাহ; যশোধর যশস্বিন বরং বরয়
অভিলষিত বরং প্রার্থয়েতি ॥ ১০ ॥ বৃকভানুরুবাচেতি । অহং সিদ্ধঃ
কৃতকার্যঃ; ত্বংপ্রসাদাৎ ভবামুগ্রহাৎ ॥ ১১ ॥ ত্বদিত্যি । ত্বংপ্রসা-
দাৎ অসাধ্যং নাস্তি আত্মনঃ সদৃশাকারাং ত্বতুল্যামেকাং কন্যাং

তচ্ছ্রুত্বা পরমেশানি তদা কাত্যায়নী পরা ।
 মেঘগম্ভীরয়া বাচা যদাহ বৃকভানবে ॥
 তচ্ছ্রুত্বা মহেশানি পীযুষ সদৃশং বচঃ ॥ ১৩ ॥
 তক্ত্যা ত্বদীয় পত্ন্যাস্তু তুষ্টাহং ত্বয়ি সুন্দর ।
 এতদ্ধি বচনং বৎস তব পত্ন্যা সুযুজ্যতে ॥ ১৪ ॥
 ইত্যুক্ত্বা সহসা তত্র মহামায়া জগন্ময়ী ।
 প্রদদৌ পরমেশানি তস্মৈ ডিম্বং মনোহরং ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে পার্শ্বভি ! অনন্তর কাত্যায়নী বৃকভানুর সেই বাক্য
 শ্রবণ করিয়া মেঘ গম্ভীর স্বরে বীহা বলিয়া ছিলেন সেই পীযুষ
 তুল্য কথা শ্রবণ কর ॥ ১৩ ॥

হে বৃকভানো ! তোমার ভক্তিতে আমি তোমার প্রীতি এবং
 তোমার পত্নীর প্রীতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি । আমার এই
 বাক্য তোমার পত্নীতে শোভন ফল প্রদান করিবে ॥ ১৪ ॥

মহামায়া জগন্ময়ী সেই কাত্যায়নী দেবী বৃকভানুকে এই-
 কপ বলিয়া তাহাকে অতি মনোহর একটি ডিম্ব প্রদান করি-
 লেন ॥ ১৫ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

প্রথম দেহীত্বার্থঃ ॥ ১২ ॥ তদ্বিতি । পরমেশানীতি পার্শ্বভী সর্বো-
 ধনং মেঘগম্ভীরয়া মেঘধ্বনিবদতি গম্ভীরয়া । পীযুষ সদৃশং অমৃত
 বদতি সুস্বাদুঃ ॥ ১৩ ॥ তক্ত্যেতি ত্বদীয় পত্ন্যাঃ ত্বদীয় অহং তুষ্টা
 সুপ্রসঙ্গা ॥ ১৪ ॥ ইতীতি । মহামায়া পত্নিনী এবং কথয়িত্বা বৃক-
 ভানবে ডিম্বং দদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ বৃকেতি বিশাল কটিঃ বিপুল

বৃকভানু স্মহাস্মাস তৎক্ষণাদ্ হ মা যযৌ ।
 ভাৰ্য্যা তস্য বিশালাক্ষী বিশাল কাটী মোহিনী ১৬
 রত্ন প্রদীপ মাভাষ্য রত্নপর্যাক্ষ মাশ্রিতা ।
 তস্যা হস্তে তদা ভানুঃ প্রদদৌ ডিম্ব মোহনং ১৭
 তৎ দৃষ্ট্বা পরমেশানি বিস্ময়ং পরমং গতা ।
 হস্তে কৃৎনাতু ডিম্বং বৈ নিরীক্ষ্য চ পুনঃ পুনঃ ১৮

ভাষ্য ।

মহাত্মা বৃকভানু তৎক্ষণাৎ স্বগৃহে গমন করিলেন তাহার
 ভাৰ্য্যা অতি বিপুল নিভস্বতী ও বিশ্বমোহিনী ॥ ১৬ ॥
 স্বীয় পত্নী রত্নদ্বীপ সমুজ্জ্বল করিয়া স্বর্ণপর্যাক্ষে উপবিষ্টা
 আছেন । বৃকভানু তাহার হস্তে মনোহর ডিম্ব প্রদান করি-
 লেন ॥ ১৭ ॥

বৃকভানু গেহিনী সেই ডিম্ব অবলোকন করিয়া অতি বিস্মি-
 তা হইলেন । এবং হস্তে করিয়া বারবার নিরীক্ষণ করিতে
 লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নিভস্বতী মোহিনী চিত্তরঞ্জিনী ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মেতি ; আভাষ্য দীপদ্বিত্বা
 রত্নপর্যাক্ষে স্বর্ণখট্টয়াং । ভানু বৃকভানুঃ স্বপত্ন্যা হস্তে ডিম্বং দদা-
 ত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তমিতি । পরমেশানীতি পার্শ্বতী সন্দোহনঃ । বিস্ময়
 মাস্তর্ভ্যং ॥ ১৮ ॥ নানেতি । নানা গন্ধযুতং বহুসুৰভী পূৰ্ণং । সৰ্ব-

নানা গন্ধযুতং ডিম্বং সৰ্বশক্তি সমন্বিতং ।

নানা জ্যোতির্ময়ং ডিম্বং তৎক্ষণাচ্চ দ্বিধা ভবৎ

॥ ১৯ ॥

তত্রাপশ্য ন্মহা কন্যাং পদ্মিনীং কৃষ্ণমোহিনীং ।

রক্ত বিদুল্লতা কারাং সৰ্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনীং ।

তাং দৃষ্ট্বা পরমেশানি সহসা বিস্ময়ং গতা ॥ ২০ ॥

কীর্তিদোষাচ ।

হে মাতঃ পদ্মিনীকপে কপং সংহর সংহর ।

ততস্তু পরমেশানি তদ্রূপং তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ।

সংহত্য সহসা দেবী সামান্যং কপ মাংসিতা ॥ ২১

ভাষা ।

নানা সুরভী পূর্ণ, সৰ্বশক্তিময় অতি জ্যোতির্মান সেই ডিম্ব
তৎক্ষণাৎ দ্বিধা হইল ॥ ১৯ ॥

সেই ডিম্ব মধ্যে কৃষ্ণমোহিনী পদ্মিনীকপা কন্যা
দেখিলেন । ঐ কন্যার আকৃতি বিদুল্লতার ন্যায় অতি লোহিত
ও সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী । তাহাকে দেখিবা মাত্র বৃকভানু ভার্য্যা
বিস্মিতা হইলেন ॥ ২০ ॥

বৃকভানু গেহিনী কীর্তিদা বলিতেছেন ; হে মাতঃ ! তুমি
এই পদ্মিনীকপ গোপন কর । তদনন্তর সেই কন্যা ঐ পদ্মিনী
কপ গোপন করিয়া তৎক্ষণাৎ সামান্য কপ ধারণ করিলেন ॥ ২১ ॥

অন্যার্থঃ ।

শক্তি সমন্বিতং সৰ্বশক্তি যুতং দ্বিধা ভবৎ । দ্বিধাভো হৃদ্বদিত্যর্থঃ
ডিম্বমিতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥ তত্রৈতি । তত্র ডিম্বে কৃষ্ণমোহিনীং কন্যাং
অপশ্যদিত্যর্থঃ । অতি লোহিতাং তাং কন্যাং দৃষ্ট্বা তৎক্ষণাৎ দেহ
বিস্মিতে হৃদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কীর্তিদোষাচ । কীর্তিদা বৃকভানু

ততস্তু কীর্তিদা দেবী রূপস্তস্যা ব্যলোকয়ৎ ।
রত্নিনী কুসুমাকারা রক্ত বিদ্যুৎ সমপ্রভা ॥২২॥

কন্তোবাচ ।

হে মাতঃ কীর্তি দে ভদ্রে ক্ষীরং পায়য় সুন্দরি ।
স্তনং দেহি স্তনং দেহি তব কন্যা ভবাম্যহং ॥২৩॥
তৎ শ্রদ্ধা বচনং তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে ।
অপায়য়ৎ স্তনং তসৈ্য পদ্মিন্যৈ নগনন্দিনি ॥২৪॥

ভাষা ।

তৎপর কীর্তিদা দেবী তাহার সেই রূপ অবলোকন করিতে
লাগিলেন । তাহার রূপ শতমূলী কুম্বমের আয় এবং বিদ্যা-
তের আয় আভাযুক্ত ॥ ২২ ॥

অনন্তর কন্যা বলিতে লাগিলেন ; হে কীর্তিদে মাতঃ !
আমাকে দুগ্ধ পান করাও । শীঘ্র আমাকে স্তন প্রদান কর
আমি তোমার কন্যা হইলাম ॥ ২৩ ॥

কীর্তিদা কন্যার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে স্তন পান
করাইলেন ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভাষ্য । হে মাতঃ ইদং রূপং সংহর গোপয় । ততঃ কীর্তিদা বচনাৎ সা
দেবী তৎক্ষণাৎ স্বরূপং গোপয়িত্বা সামান্যং রূপং দধারেতি ভাবঃ ॥২১॥
তত ইত্যাদি । কীর্তিদা তস্য রূপ মপশ্যদিত্যর্থঃ । রত্নিনীকুম্বমপ্রভা
শতমূলী প্রভূনাতা ॥ ২২ ॥ কন্যোবাচেতি । কন্যা অভিনবজাতা
ভিষোৎপন্ন । হে মাতঃ ক্ষীরং দুগ্ধং পায়য় মামিতি শেবঃ । মহৎ স্তনং
দেহি ; অহং তব কন্যেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥ তদ্বিতি । তস্যাঃ কন্যাস্তা
বতনং শ্রদ্ধা স্বীয় স্তনং পায়য়দিত্যর্থঃ । কমলেক্ষণে, নগনন্দিনীতি পা-

চকার নাম তস্যাশ্চ ভানুঃ কীর্তিদয়াম্বিতঃ ।
 রক্ত বিদ্যুৎপ্রভা দেবী ধত্তে যস্মাৎ শুচিস্মিতে ।
 তস্মাভু রাধিকা নাম সৰ্বলোকেষু গীয়তে ॥২৫॥

ঈশ্বর উবাচ ।

দিনে দিনে বর্দ্ধমানা বৃকভানু গৃহে প্রিয়ে ।
 এবং হি মাথুরে পীঠে চকার ব্রজবাসিনী ।
 তস্মাভ্যাদ্র পদে নাসি কৃষ্ণে ২ভুৎ কমলেক্ষণঃ ।

॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

অনন্তর বৃকভানু কীর্তিদা দেবীর সহিত তাহার নাম করি-
 লেন । সেই কন্যা বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় অতি লোহিত বলিয়া
 তাহার নাম রাধিকা রাখিলেন । এবং ঐ নামই জগদ্বিখ্যাত
 হইল ॥ ২৫ ॥

মহাদেব বলিতেছেন ! ঐ কন্যা বৃকভানু গৃহে দিন দিন
 বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তৎপর ভাদ্রমাসে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হই-
 লেন ॥ ২৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কীর্তী সম্বোধনং ॥ ২৪ ॥ চকারেতি কীর্তিদয়াম্বিতঃ কীর্তিদা সহিতঃ ।
 ভানু বৃকভানুঃ তস্যাঃ কন্যায়া রাধিকেতি নাম চকার ॥ ২৫ ॥ ঈশ্বর
 উবাচেতি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি ! দিনে দিনে বর্দ্ধমানা প্রতিদিন মেব
 উপচিতবতী । তস্মাৎ রাধিকা জনন্যাং পরং ভাদ্রপদে নাসি কৃষ্ণঃ অতুৎ-
 ক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 সপ্তম পটলঃ ।

মহাদেব উবাচ ।

ঋয়তাং পদ্মপত্রাক্ষি ব্রহ্মস্যাং পদ্মিনী মতং ।
 সংপ্রাপ্তে পরমেশানি দ্বিতীয়ে বৎসরে তদা ॥
 কুর্যা দ্ব্যত্নেন দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূজনং ॥১॥
 প্রজপেৎ পরমাংবিদ্যাং কালীং ব্রহ্মাণ্ডকপিনীং
 পূজয়ে দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈ গন্ধৈশ্চ স্তবনোহরৈঃ ।
 ফলৈ বহুবিধৈ ভদ্রে পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং ॥২॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন ! হে পদ্মপত্রাক্ষি অতি গোপনীয়
 পদ্মিনী চরিত্র অবগ কর । দ্বিতীয়বর্ষ সময়ে পদ্মিনী যত্নপূর্বক
 শিবলিঙ্গ অর্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

অনন্তর গন্ধ পুষ্প ফল প্রভৃতি বিবিধ উপহারে জগন্ময়ী
 মহাবিদ্যা কালিকার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মহাদেব উবাচেতি । দ্বিতীয়ে সংবৎসরে সংপ্রাপ্তে উপস্থিতে বৎ-
 পদ্মিনী মতং পদ্মিনী চরিত্রং তৎসংজ্ঞতাং । হে দেবেশি শিবলিঙ্গ প্রপূ-
 জনং কুর্যাৎ পদ্মিনীতিশেষঃ ॥ ১ ॥ প্রজপেদ্বিতি । ব্রহ্মাণ্ডকপিনীং
 জগন্ময়ীং । গন্ধপুষ্প ফলোপহারাদিত্যতিরিক্তার্থঃ । তত্র ইতি পার্শ্বতী
 সম্বোধনং ॥ ২ ॥ পদ্মিনী কাণ্ডায়নীং ভোতি পদ্মিন্যুবাচেতি । বিদ্যা

পদ্মিন্যবাচ ।

কাত্যায়নি মহামায়ে মহা যোগিন্য ধীশ্বরী ।
 দেহি দেহি মহামায়ে বিদ্যা সিদ্ধি মনুভুমাং । ৩।
 সিদ্ধিঞ্চ বাসুদেবস্য দেহি মাত নমোহস্ততে ।
 স্বাং বিনা ব্রহ্ম নিঃশব্দং নিশ্চলং সততং সদা । ৪।
 শরীরস্থং হি কৃষ্ণস্য কৃষ্ণ জ্যোতির্ময়ং সদা ।
 বিনা দেহং পরং ব্রহ্ম শবরূপ বদীরিতং ।
 অতএব মহামায়ে ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

ভৎপর পদ্মিনী কাত্যায়নীকে স্তব করিতেছেন । হে মহা-
 মায়ে হে যোগরূপে হে ঈশ্বরী হে কাত্যায়নি আমার স্বার্থসিদ্ধি
 সম্পন্ন কর ॥ ৩ ॥

হে মাতঃ ! তোমাকে নমস্কার করি আমাকে বাসুদেব
 সাক্ষাৎকার প্রদান কর । তুমিই জগৎকর্ত্রী তুমি বিনা জগ-
 দীশ্বর ও সর্বদা নিঃশব্দ ও নিশ্চল ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণ শরীরস্থ যে কৃষ্ণ জ্যোতির্ময় তব দেহ তদ্ব্যতিরেকে
 ব্রহ্মও শববৎ অকর্মণ্য ; হে মহামায়ে ! অতএব তুমিই জগ-
 তের আদি কারণ ॥ ৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সিদ্ধিঃ স্বার্থলাভনং দেহি সম্পাদয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ সিদ্ধিঞ্চৈতি বাসুদেবস্য
 সিদ্ধিং বাসুদেব সাক্ষাৎকারং । নিশ্চলং ব্যাপার ইনমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
 শরীরেতি কৃষ্ণস্য শরীরস্থং জ্যোতির্ময়ং দেহং বিনা পরং ব্রহ্মাপি শববৎ
 নির্ভ্যাপারং । হে মহামায়ে কাত্যায়নি ব্রহ্মণঃ কারণং জ্ঞেয়েবেতি ॥ ৫ ॥

এবং প্রার্থ্য মহেশানি সততং পরমেশ্বরীং ।
সংপূজ্য পরয়া ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বাতু মানসং ॥
বরং প্রাপ্তা মহেশানি কাত্যায়ন্যাঃ সমীপতঃ ॥ ৬

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

পদ্মিনি শৃণু নদ্বাক্যং শীঘ্রং প্রাপ্স্যসি কেশবং
ইত্যুক্ত্বা পরমেশানি তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
কাত্যায়নী মহানয়া সদা বৃন্দাবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনি এইকপে কাত্যায়নীর আরাধনা করিয়া পরম ভক্তি
পূর্বক মানসে লক্ষ জপ করিয়া কাত্যায়নীর নিকটে বর প্রাপ্ত
হইলেন ॥ ৬ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে পদ্মিনি ! আমার বাক্য শ্রবণ
কর শীঘ্র তুমি বাসুদেবকে পাইবে ॥ ৭ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী মহামায়া কাত্যায়নী এই মাত্র বলিয়া তথা-
তেই অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

এবমিতি । পরমেশ্বরীং এবমুক্ত প্রকারেণ প্রার্থ্য আরাধ্য পরয়া অধি-
করা ভক্ত্যা লক্ষং জপ্ত্বা কাত্যায়নী মনসিতি শেষঃ কাত্যায়নী সমীপতঃ
বরং প্রাপ্তা । কাত্যায়নী তস্য বরং নদাবিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ কাত্যায়ন্যু-
বাচেতি । শীঘ্রং কেশবং বাসুদেবং প্রাপ্স্যসি ॥ ৭ ॥ ইতি কথরিষা
অন্তরধীয়ত অন্তর্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ হুকেতি । রাধা চন্দ্রকলা

বৃকভানু সূতা রাধা সখীগণ কুতা সদা ।
 বর্জমানা সদা রাধা যথা চন্দ্রকলা প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
 সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্যা ক্ষুরচকিত লোচনা ।
 সর্বাঙ্গকার সংযুক্তা সাক্ষাৎ শ্রীরিব পার্শ্বতি ১০।
 চচার গহনে যোরে পদ্মিনী পর সুন্দরী ।
 যা রাধা পরমেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ॥ ১১ ॥
 পদ্মস্য বনমাশ্রিত্য সদা তিষ্ঠতি কামিনি ।
 অন্য মুক্তিং মহেশানি দৃষ্টু চৈবাত্মসম্মিতাং ।
 আত্মনঃ সদৃশাকারাং রাধামন্যাং সমর্জসা ১২।
 ভাষা ।

রাধিকা সখীগণ সমভিব্যাহারে চন্দ্রকলার ন্যায় দিন দিন বৃকভানু গৃহে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

তাহার বেশ ভূষায় কামানুরাগ প্রকটিত হইতে লাগিল । সচকিত নয়না রাধা সর্বাভরণে ভূষিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

এবং পদ্মিনী গহনবনে পরিভ্রমণ আরম্ভ করিলেন রাধিকা সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী পদ্মিনীকৃপা ॥ ১১ ॥

সর্বদা পদ্মবনে অবস্থান করিতে করিতে আপনার ন্যায় অল্প এক মুক্তি দেখিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ইব বর্জমানা বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ রাধাঃ বিশিষ্টা সর্বেভিঃ ।
 সর্বশৃঙ্গার বেশাঢ্যা সকল কামাভরণে ভূষিতা । ক্ষুরচকিত লোচনা চন্দ্র-
 লাক্ষী ॥ ১০ ॥ চচারেতি গহনে অতি নিবিড়ে, চচার বন্ধন । পরমে-
 শানীতি পার্শ্বতি সম্বোধনং ॥ ১১ ॥ পদ্মস্যেতি হে কামিনি পদ্মস্য
 বনং আশ্রিত্য তিষ্ঠতি পদ্মিনীতি শেষঃ । আত্মসম্মিতাং স্বকল্যাণং সমর্জত

যা সাতু কৃত্রিমা রাধা বৃকভানু গৃহে সদা ।
 অঘোনি সন্তবা যাত্ত পদ্মিনী সা পরাক্ররা ॥
 কৃত্রিমা যা মহেশানি তস্যাস্তু চরিতং শৃণু ॥১৩॥
 বৃকভানু মহাত্মা স তস্য। বৈবাহিকীং ক্রিয়াং ।
 কারয়ামাস যত্নেন পঞ্চবর্ষেভ স্তুন্দরি ॥ ১৪ ॥
 তস্যাস্তুচোভয়ং বংশং সাবধানা বধারয় ।
 শ্বশুরস্য বৃকস্যাপি বংশং পরম স্তুন্দরং ॥১৫॥

ভাষা ।

বৃকভানু গৃহস্থিতা রাধা কৃত্রিমা, পদ্মিনী অঘোনি সন্তবা ।
 হে মহেশানি ! কৃত্রিম রাধার চরিত্র অবগ কর ॥ ১৩ ॥
 মহাত্মা বৃকভানু পঞ্চমবর্ষ সময়ে স্বত্বপূর্বক কৃত্রিম রাধার
 বিবাহ কার্য সম্পাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥
 কৃত্রিম রাধার পিতৃকুল ও শ্বশুর বংশ বলিতেছি সাবধানে
 অবগ কর ॥ ১৫ ॥

অন্তার্থঃ ।

ত্যাগ ॥ ১২ ॥ যেতি । বৃকভানুগৃহে যা রাধা সা কৃত্রিমা অঘোনি
 সন্তবা যাত্ত সা পদ্মিনী । হে মহেশানি কৃত্রিমায়। রাধায়। স্মরিতং শৃণু ॥
 ॥ ১৩ ॥ বৃকেতি মহাত্মা বৃকভানুঃ পঞ্চবর্ষেভ পঞ্চমবর্ষ সময়ে তস্য। রাধা-
 য়। বৈবাহিকীং ক্রিয়াং বিবাহ সঙ্করং কারয়ামাস ॥ ১৪ ॥ তস্য। ইতি
 তস্য। রাধায়াঃ শ্বশুরস্য বৃকস্য পিতৃশ্চ উভয়ং বংশং সাবধানাবধারণত
 সাবধান সাকর্ণ ॥ ১৫ ॥ ইতর উবাচেতি । অতিমন্যকঃ অমরপুংঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শ্বশ্রুস্ত জটীলা খ্যাতা পতিস্মান্যো হৃতিমন্যকঃ ।
 ননান্দা কুটীলা নাম্নী দেবরো দুর্মদাভিধঃ ॥১৬॥
 তিলকং স্মরমাদাখ্যং হরোহরি মনোহরঃ ।
 রোচনো রত্নতাড়কো ঘৃণে যুক্তপ্রভা করী ॥১৭॥
 ছত্রং দৃষ্ট্বা প্রতিচ্ছায়ং পদ্যঞ্চ মদনাভিধং ।
 স্যমন্তকান্য পর্যায়ঃ শঙ্খচূড় শিরোমণিঃ ॥১৮॥
 পুষ্পবন্তো ক্ষিপলকা সৌভাগ্য মণি রুচ্যতে ।
 কাঞ্চী কাঞ্চন চিত্রাঙ্গি নুপুরে চিত্র গোপুরে ॥১৯

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, জটীলা শাস্ত্রী পতি অতি ক্রোধ
 পরতন্ত্রঃ । ননান্দা কুটীলা, দেবর দুর্মদ ॥ ১৬ ॥

পদ্মিনী ভূষণ বিবরণ করিতেছেন, স্মরমাদাখ্য তিলক ।
 হরি নামাভিধ মনোহরহারও রোচনাখ্য তাড়কযুগল ॥ ১৭ ॥

প্রতি নামক ছত্র, মদনাভিধ পদ্ম স্যমন্তক মণি শোভিত
 শঙ্খচূড় নামে শিরোভূষণ মুকুট ॥ ১৮ ॥

অক্ষি পলকে যেন পুষ্প প্রকাশ পায় কাঞ্চন চিত্রিত কটী-
 হুত্র এবং বিচিত্র নুপুর ॥ ১৯ ॥

অন্তার্থঃ ।

ননান্দা পতিব্রত । দেবরঃ পতিজাতা । দুর্মদাভিধঃ দুর্মদনামা ॥ ১৬ ॥
 রাধায়া ভূষণং বিবর্ণোতি । স্মরমাদাখ্যং তিলকং নাসাভূষণং হরিনাম-
 কোহারঃ । রোচন নামক তাড়কঃ ॥ ১৭ ॥ ছত্রমিতি স্যমন্তকো মণি-
 বিশেষঃ ॥ ১৮ ॥ পুষ্পোতি । অক্ষি পলকা স্কন্ধঃ সকারাঃ কাঞ্চিঃ

মধুসূদন মাবন্ধে যয়োঃ সিদ্ধিত মাধুরী ।
 বাসো মেঘাশ্বরং নাম কুরুবিন্দ নিভং সদা ॥২০॥
 আদ্যং সুপ্রিয় মদ্রাভং রক্তমন্ত্যং হরেঃ প্রিয়ং ।
 সুধাশো দর্পহরণো দর্পাণা মণি বান্ধবঃ ॥২১॥
 শলাকা নর্মদা হৈমী স্বস্তিকা নাম ককতিঃ ।
 কন্দর্প কুহরী নাম কটিকা পুষ্প ভূষিতা ॥২২॥

ভাষা ।

যাহাদের রূপ মাধুরী মধুসূদনকেও মুগ্ধ করে । মাণিক্যবৎ
 অতি উজ্জ্বল বস্ত্র পরিধান করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

যে আদ্যবস্ত্র মেঘাশ্বর অর্থাৎ নীলাশ্বরী অতি মনোহর ।
 দ্বিতীয় বস্ত্র রক্তবর্ণ তাহা হরির অতিপ্রিয় । সুধাশ নামে
 দর্পণ তাহা অন্যের দর্পহারী ॥ ২১ ॥

স্বর্ণনির্মিত অঞ্জন শলাকা হস্তে আছে এবং স্বস্তিক নাম
 কঙ্কন, কন্দর্প কুহরী নাম পুষ্পময় কটী ভূষণ ॥ ২২ ॥

অস্ফ্যর্থঃ ।

কটীকৃত্বং ॥ ১৯ ॥ মধুসূদনেতি । যয়ো রাধা পন্নিম্যোঃ মাধুরী দেহ
 সৌন্দর্য্যং । কুরুবিন্দনিভং মাণিক্য বদুজ্জ্বলং । মেঘাশ্বরং নাম বাসো
 বসনং ॥ ২০ ॥ আদ্যমিতি । আদ্যং বাসঃ অত্রাভং মেঘসদৃশং নীলা-
 শ্বরমিত্যর্থঃ । অস্ত্যং বসনং রক্তং । সুধাশোনাম দর্পণং মণি বান্ধবঃ
 মণিখচিত্তঃ ॥ ২১ ॥ শলাকেতি শলাকা অঞ্জন শলাকা হৈমী স্বর্ণময়ী ।
 ককতিঃ কঙ্কনং কটিকা কটীভূষণং ॥ ২২ ॥ স্বর্বেতি স্বর্ণমুখী তর্কিমল্লীতি

স্বর্ণমুখী তড়িৎলী কুণ্ডাখ্যাতা স্বনামতঃ ।
 নীপানদী তটে বস্য ব্রহ্ম্য কথন স্থলী ॥ ২৩ ॥
 মন্দারশ্চ ধনুঃ স্ত্রীশ্চ রাগো হৃদয় মন্দগো ।
 ছানিক্যং দম্বিতা নিত্যং বল্লভা রুদ্র ধন্বকী ॥ ২৪ ॥
 সখ্যঃ খ্যাতাঃ সদা ভদ্র চারুচন্দ্রাবলী মুখাঃ ।
 গন্ধর্ব্বাস্তু কলাকণ্ঠী সুকণ্ঠী পিক কণ্ঠিকা ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

স্বর্ণমুখী তড়িৎলী নামে কদম্ব বন শোভিত নদী তটে ব্রহ্ম্য
 কথোপকথন স্থল ॥ ২৩ ॥

পারিজাত কুম্ভম ধনুঃ । এবং শরীর কান্তি ও অনুরাগ
 উভয়ই হৃদয় শোভন বল্লভা রুদ্র ধন্বকী নামে দুইটা প্রিয়
 সখী ॥ ২৪ ॥

অতঃপর চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীগণের বিবরণ বলিতেছি ;
 গন্ধর্ব্বা, কলাকণ্ঠী, সুকণ্ঠী, পিককণ্ঠিকা ॥ ২৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বনান্ধসিদ্ধা ব্রহ্ম্য কথনস্থলী ঋগুভাষণ স্থলঃ । নীপানদীতটে কদম্ববন
 শোভিত নদীতীরে ॥ ২৩ ॥ মন্দারশ্চেতি । মন্দারঃ পারিজাতঃ ধনুঃ
 কার্জুকঃ । স্ত্রীঃ কান্তিঃ রাগোঃ অনুরাগঃ উভৌ হৃদয়মন্দগৌ বনোলোভ-
 মীকৌ ॥ ২৪ ॥ সখীগণঃ বিব্রুণোতি । চন্দ্রাবলী মুখাঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃ-
 তঃ । গন্ধর্ব্বা কলাকণ্ঠীত্যাदि স্বনাম প্রসিদ্ধাঃ ॥ ২৫ ॥ কলাকণ্ঠীতি ।

কলাবতী রসোল্লাসা গুণবত্যা দয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 য়া বিশাখা কুতাগীতি গায়ন্ত্যঃ সুখদা হরেঃ ॥ ২৬ ॥
 বাদয়ন্ত্যাদ্য শুষিরং তাললঙ্ঘনমপি ।
 মাণিক্যা নর্মদা প্রেমবতী কুসুম পেষলাঃ ॥ ২৭ ॥
 দিবাকীর্তি তনুহ্যেত সুগন্ধা নলিনী ত্যুভে ।
 মঞ্জিষ্ঠা রজ্জ্ব বত্যাথ্যে রজ্জ্বকস্য কিশোরিকে ॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

কলাবতী, রসোল্লাসা ও গুণবতী, ইহারা রসকেনির সহ-
 কারিণী । বিশাখা নামে যে সখী সে স্বসঙ্গীতদ্বারা কৃষ্ণের
 সুখ বর্দ্ধন করে ॥ ২৬ ॥

নর্মদা, প্রেমবতী, মাণিক্যা ও কুসুম পেষলা প্রভৃতি সখীগণ
 গগনস্পর্শী বংশীবাদনে কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করে ॥ ২৭ ॥

দিবা ও কীর্তি দুই সখী সুগন্ধা নলিনী দুই সখী এবং মঞ্জিষ্ঠা
 রজ্জ্ববতী দুই সখী ইহা সমান বয়স্কা ও পৃথক্ পৃথক্ স্থানে সহ-
 চরীর কার্য্য করে ॥ ২৮ ॥

অনু্যর্থঃ ।

রসোল্লাসা রসবতী । বিশাখা হিতি গানেন ক্রীড়কোহিতি প্রীত ইত্যর্থঃ ।
 ॥ ২৬ ॥ বাবেতি । শুষিরং বংশীবাদ্যং বাদয়ন্তী বামন তৎপরা ।
 তাললঙ্ঘনং অতুল্যনাদং । মাণিক্যেত্যাদি অনান্ব্য্যত্যাঃ সখী বিশেষ-
 য়াঃ ॥ ২৭ ॥ দ্বেবেতি । দিবাকীর্তিত্বয়ং সুগন্ধা নলিনীত্বয়ং মঞ্জিষ্ঠা
 রজ্জ্ববতীত্বয়ং পৃথক্ পৃথক্ সখীভূতং ॥ ২৮ ॥ গায়ন্তী । গায়ন্তী

পালিন্ধি সম সৈরিঙ্কী বৃন্দা কন্দলতাদয়ঃ ।
 ধনিষ্ঠা গুণ বত্যা দ্যা ধন্ববেশ্বর গেহগাঃ ॥২৯॥
 কামদা নামধা প্রেয়ি সখী ভাব বিশেষ ভাক্ ।
 লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী গুণমঞ্জরী ॥ ৩০ ॥
 শুভানু মত্যানুপমা সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী ।
 রাগলেখা কলাকেলী ভুরিদাদ্যাশ্চ নায়িকাঃ ৩১
 নান্দীমুখী বিন্দুমুখী আদ্যাঃ সন্ধি বিধায়কাঃ ।
 সুহৃৎপদ্ম তয়াখ্যাভাঃ শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ ৩২ ।

ভাষা ।

পালিন্ধী, সৈরিঙ্কী, বৃন্দা, কন্দলতা ধনিষ্ঠা গুণবতী ॥ ২৯ ॥
 কামদা লবঙ্গমঞ্জরী রাগমঞ্জরী ও গুণমঞ্জরী প্রভৃতি সখীগণ
 সবিশেষ অনুরাগ ভাজন ॥ ৩০ ॥
 শুভা, অনুমতী, অনুপমা, সুপ্রিয়া, রতিমঞ্জরী, রাগলেখা,
 কলাকেলী ও ভুরিদাদ্যা প্রভৃতি নায়িকা ॥ ৩১ ॥
 নান্দীমুখী বিন্দুমতী শ্যামা ও মঙ্গলা প্রভৃতি সখীগণ অতি
 প্রিয়ভর ও মেলনকারিণী ॥ ৩২ ॥

অন্তার্থঃ ।

সৈরিঙ্কী প্রভৃতিঃ সখ্যাঃ অনানখ্যাভাঃ সখীবিশেষাঃ ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥
 নান্দীতি । নান্দীমুখী বিন্দুমতী আদ্যাঃ সন্ধিবিধায়িকাঃ মেলন সম্পা-
 দিকাঃ ॥ ৩২ ॥ প্রভৃতি । প্রতিপক্ষতয়া পরস্পর বৈরভাবেন । উভে

প্রতিপক্ষ তয়া শ্রেষ্ঠা রাধা চন্দ্রাবলী ত্যুভে ।
সমূহাস্তবয়োঃ সন্তিকোটি সংখ্যা মৃগী দৃশাৎ ॥
১১ ৩৩ ॥

তয়ো রপ্যুভয়ো স্মধ্যে সর্বমাধুর্য্যতো হধিকা ।
শ্রীরাধা ত্রিপুরা দূতী পুরাণ পুরুষপ্রিয়া ॥ ৩৪ ॥
অসমান গুণোদর্য্য ধূর্য্যো গোপেন্দ্র নন্দনঃ ।
যস্যোঃ প্রাণ পরাধ্বানাং পরাধ্বাদতি বল্লভঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা ।

পরস্পর বৈরভাব হেতুক রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখী
প্রধানা ; এবং তাহাদের কোটি সংখ্য নারী সহচরী ছিল ॥ ৩৩ ॥
রাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুই সখীর মধ্যে পুরাণ পুরুষ প্রিয়া
ত্রিপুরা দূতী রাধা সৌন্দর্য্য্যতিশয় হেতু শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥
রাধিকা অসামান্য গুণগ্রামের একাধার, গোপেন্দ্রনন্দন
শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অধিনায়ক । এবং তাহার অসংখ্য সখীগণ প্রাণা-
পেক্ষাও ভল্লভ ছিল ॥ ৩৫ ॥

অন্তার্থঃ ।

রাধা চন্দ্রাবলীভয়ং । যয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোঃ, হৃগীদৃশাং সুবতীনা-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ তয়োৱিতি । তয়ো রাধা চন্দ্রাবল্যোঃ স্মধ্যে সর্বমাধু-
র্য্যতঃ নিখিল সৌন্দর্য্য্যৎ । শ্রীরাধা অধিকা শ্রেষ্ঠা ॥ ৩৪ ॥ অসমানেতি ।
অসাধারণ গুণগ্রামবতী । ধূর্য্যঃ অধিনায়কঃ । গোপেন্দ্রনন্দনঃ । শ্রীকৃষ্ণ-
(১২)

শ্রেষ্ঠা। সা মাতৃকাদিত্য স্তত্র গোপেন্দ্র গেহিনী ।
 বৃষভানুঃ পিতা যস্যাবৃষভানু বিধো মহান্ ॥ ৩৬ ॥
 রত্নগর্ভা ক্রিতো খ্যাতা জননী কীর্তিদা ক্ষয়া ।
 উপাস্যো জগতাং চক্ষু ভগবান্ পদ্মবাস্কবঃ ৩৭
 জপ্যঃ স্বাভীষ্ট সংসর্গে কাত্যায়ন্যা মহামনুঃ ।
 পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

নন্দ গোপগেহিনী যশোদা পঞ্চাশ মাতৃকাগণ হইতে
 শ্রেষ্ঠা । রাধিকার পিতা বৃষভানু ॥ ৩৬ ॥

রত্নগর্ভা কীর্তিদাদেবী তাহার মাতা তিনি জগচ্চক্ষু ভগবান
 পদ্ম বাস্কব সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতেন ॥ ৩৭ ॥

এবং স্বাভীলাভের প্রত্যাশায় সর্ব সৌভাগ্যদায়িনী ভগ-
 বতী কাত্যায়নীর মহামন্ত্র জপ করিতেন ॥ ৩৮ ॥

অস্তুার্থঃ ।

সুতঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রেষ্ঠেতি । মাতৃকাদিত্যঃ । পঞ্চাশ মাতৃকাত্যঃ ।
 গোপেন্দ্র গেহিনী যশোদা । যস্য রাধায়াঃ পিতা বৃষভানুঃ ॥ ৩৬ ॥
 রত্নেতি । কীর্তিদা কীর্তিদা নারী বৃষভানু গেহিনী । জগতাং চক্ষুঃ
 সূর্য্যঃ উপাস্যঃ আরাধ্যঃ ॥ ৩৭ ॥ জপ্যেতি । স্বাভীষ্ট সংসর্গে আভি-
 লষিত সিদ্ধি বিষয়ে মহামনুঃ মহামন্ত্রঃ জপ্যশিষ্টনীরঃ ॥ ৩৮ ॥ পিতৃেতি ।

পিতামহো মহীভানু বিন্দু মাতামহোমতঃ ।
 মাতামহী পিতামহ্যো মুখদা মোক্ষদা ভিধে ৩৯
 রত্নভানুঃ স্বভানুশ্চ ভানুশ্চ ভ্রাতরঃ পিতুঃ ।
 তদ্রকীর্তিঃ শ্রীহরীকীর্তিঃ কীর্তিচন্দ্রশ্চ মাতুলঃ ৪০
 স্বস্যা কীর্তিমতী মাতু ভানুমুদ্রা পিতৃষসা ।
 পিতৃষস্পতিঃ কাশ্যো মাতৃষস্পতিঃ কুশঃ ৪১।

ভাষা ।

ভাহার পিতামহ মহীভানু ; মাতামহ বিন্দু, মুখদা পিতা
 মহী মোক্ষদা মাতামহী ॥ ৩৯ ॥

ভানু, রত্নভানু ও স্বভানু ইহারা পিতৃব্য । তদ্রকীর্তি মহা-
 কীর্তি ও চন্দ্রকীর্তি এই সকল মাতুল ॥ ৪০ ॥

কীর্তিমতী মাতৃষসা অর্থাৎ মামী ; ভানুমুদ্রা পিতৃষসা
 অর্থাৎ পিনী । কাশ্য পিতৃষস্পতি এবং কুশ মাতৃষস্প-
 পতি ॥ ৪১ ॥

অন্যার্থঃ ।

পিতামহঃ পিতুঃ পিতা মাতামহঃ মাতুঃ পিতা মুখদা পিতৃমাতা মোক্ষদা
 মাতৃমাতা ॥ ৩৯ ॥ রত্নেতি । রত্নভানুভায়ঃ পিতৃব্যঃ তদ্রকীর্তি প্রকৃ-
 তয়ো মাতুলঃ ॥ ৪০ ॥ মাতৃষসা মাতৃভগিনী মামীতি ভাষা । পিতৃ-
 ষসা পিতৃভগিনী পিনীতি লৌকিকঃ ॥ ১ ॥ মাতুলী মাতুল ভাষ্যা

মাতুলী মেনকামেনা ষষ্ঠী ধাত্রীতু ধাতকী ।
 শ্রীদামা পূর্বজো ভ্রাতা কনিষ্ঠা নঙ্গমঞ্জরী ॥৪২॥
 পরম প্রেষ্ঠ সখ্যস্তু ললিতা চ বিশাখিকা ।
 বিচিত্রা চম্পক লতা রত্নদেবী স্নুদেবিকা ॥৪৩॥
 তুঙ্গ বেদ্যাঙ্গ লেখাচ ইত্যর্কৌচ গণামতাঃ ।
 প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী মণ্ডলী মানকুণ্ডলা ॥৪৪॥
 মালতী চন্দ্রলতিকা মাধবী মদনালসা ।
 মঞ্জুমেয়া শশিকলা সুমধ্যা মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

ভাষা ।

মেনকা ও মেনা মাতুলানী, ষষ্ঠী ও ধাত্রী এই দুই উপমাতা ।
 শ্রীদাম পূর্বজভ্রাতা কনিষ্ঠাভগিনী অনঙ্গমঞ্জরী ॥ ৪২ ॥
 ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রত্নদেবী, স্নুদেবী ॥৪৩॥
 তুঙ্গবেদ্যা অঙ্গলেখা এই অষ্ট সখী রাধিকার পরম প্রেমা-
 স্পদ । কুরঙ্গাক্ষী, মণ্ডলী ও মানকুণ্ডলা প্রভৃতি রাধিকার প্রিয়-
 সখী ॥ ৪৪ ॥
 মালতী, চন্দ্রলতিকা, মাধবী মদনা, অলসা, মঞ্জুমেয়া, শশি-
 কলা, মধুমেক্ষণা ॥ ৪৫ ॥

অস্তুার্থঃ ।

দামী বল্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ । ধাত্রী উপমাতা ॥ ৪২ ॥ পরম প্রেষ্ঠ সখ্যঃ
 পরম প্রেমালসাদী ভূতাঃ সহচর্য্যঃ । কাঙা ইত্যাহ ললিতৈত্যাदि ॥ ৪৩ ॥

কমলা কামলতিকা কাস্তচূড়া বরাজনা ।
 মধুরী চন্দ্রিকা প্রেম মঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ৪৬ ॥
 কন্দর্প সুন্দরী মঞ্জুবেশী চাদ্যাস্ত কোটিশঃ ।
 রক্তাজীবিত সাখ্যাতা কলিকা কেলিসুন্দরী ॥ ৪৭ ॥
 কাদম্বরী শশিমুখী চন্দ্ররেখা প্রিয়স্বদা ।
 মদোন্মাদা মধুমতী বাসন্তী কলভাষিণী ॥ ৪৮ ॥
 রত্নবেণী মালবতী কপূর তিলকাদয়ঃ ।
 এতা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ প্রায়ঃ সাক্ষ্য মাগতাঃ ॥ ৪৯ ॥

ভাষা ।

কমলা, কামলতিকা, কাস্তচূড়া, বরাজনা মধুরী, চন্দ্রিকা
 :প্রেমমঞ্জরী তনুমধ্যমা ॥ ৪৬ ॥

কন্দর্পসুন্দরী ও মঞ্জুবেশী প্রভৃতি কোটি কোটি সখী ও
 কলিকা, কেলিসুন্দরী ॥ ৪৭ ॥

কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়স্বদা, মদোন্মাদা, মধু-
 মতী, বাসন্তী, কলভাষিণী ॥ ৪৮ ॥

রত্নবেণী, মালবতী, ও কপূরতিলকাপ্রভৃতি সখীগণ বৃন্দা-
 বনেশ্বরী রাখিকার অংশকপা ॥ ৪৯ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ কন্দর্পেতি । এতাঃ সখ্যাঃ বৃন্দাবনেশ্বর্যা
 রাখিকাঃ সাক্ষ্য মাগতাঃ স্তোত্রার্থঃ ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥ ৪৯ ॥ মনোজ্ঞা

নিত্য সখ্যস্ত কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী ।
 সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মুদিতাদয়ঃ ॥ ৫০ ॥
 কানানাদি গতা স্তম্যা বিহারার্থং কলাইব ।
 অথ তম্যাঃ প্রকীৰ্ত্তন্তে প্রেমস্যাঃ পরমাদ্ভুতাঃ ॥
 ॥ ৫১ ॥

বনাদিত্যোপ্যরু প্রেম সৌন্দর্য্য ভবভূষিতাঃ ।
 চন্দ্রাবলীচ পদ্মাচ শ্যামা সৈকাচ ভদ্রিকা ॥ ৫২ ॥
 তারা চিত্রাচ গন্ধর্বা পালিকা চন্দ্রমালিকা ।
 মঙ্গলা বিমলা নীলা ভবনাক্ষী মনোরমা ॥ ৫৩ ॥
 ভাষা ।

কস্তুরী, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দূরা, চন্দনবতী, কৌমুদী
 ও মুদিতা এই সকল রাধিকার নিত্য সখী ॥ ৫০ ॥

অনন্তর যে যে সখী বনবিহারার্থ সজিনী হইত তাহাদের
 বিবরণ করা যাইতেছে ॥ ৫১ ॥

তাহারা সকলেই পরমা সুন্দরী, নানাতরণ ভূষিত ও রাধি-
 কার প্রেমাশক্তা । যথা ; চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শ্যামা, সৌকা,
 ভদ্রিকা ॥ ৫২ ॥

তারা, চিত্রা, গন্ধর্বা, পালিকা, চন্দ্রমালিকা, মঙ্গলা, বিমলা,
 নীলা, ভবনাক্ষী, মনোরমা ॥ ৫৩ ॥

অন্তার্থঃ ।

প্রকৃতপক্ষে নিত্য সখ্যঃ ॥ ৫০ ॥ অথ বনবিহারার্থং যাঃ সখ্যঃ কলাইব
 তাঃ কথ্যন্তে ॥ ৫১ ॥ আনাং উক্তানাং সখীনাং শতশো যুগানি

কল্পলতা তথা মঞ্জুভাষিনী মঞ্জুমেখলা ।
 কুমুদা কৈরবী পারী সারদাক্ষী বিসারদা ॥ ৫৪ ॥
 শঙ্করী কুমুমা কৃষ্ণা সারাদী প্রবিনাশিনী ।
 তারাবলী গুণবতী সুমুখী কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥
 হারাবলী চকোরাক্ষী ভারতী কামিনীতিচ ।
 আসাং যুথানি শতশঃ খ্যাতান্যন্যানি সুদ্রুবাং
 ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ সংখ্যাস্তু কথিতা যুথে যুথে বরাদ্ভনাঃ ।
 মুখ্যাস্তু তেষু যুথেষু কান্তাঃ সর্ব গুণোত্তমাঃ ॥ ৫৭

ভাষা ।

কল্পলতা, মঞ্জুভাষিনী, মঞ্জুমেখলা, কুমুদা, কৌরবী, পারী,
 সারদাক্ষী, বিসারদা ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করী, কুমুমা, কৃষ্ণা, সারাদী, প্রবিনাশিনী, তারাবলী,
 গুণবতী, সুমুখী, কেলিমঞ্জরী ॥ ৫৫ ॥

হারাবলী, চকোরাক্ষী, ভারতীও, কামিনী, ইত্যাদি শত
 শত সখীগণ এবং অন্যান্য অসংখ্য রমণী রাধিকার প্রিয়সখী
 ছিল ॥ ৫৬ ॥

লক্ষ সংখ্যক বরাদ্ভনা রাধিকার প্রিয় সহচরী ছিল তন্মধ্যে
 নিম্নলিখিত সখীগণ প্রধান ॥ ৫৭ ॥

অর্থঃ ।

খ্যাতানীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥ লক্ষ সংখ্যক বরাদ্ভনাঃ কথিতাঃ ।
 তেষু সখী যুথেষু মধ্যে চত্রাবল্যাংগা মুখ্যঃ প্রধানাঃ । তাসাং লক্ষ
 সমুদায় এব ॥ ৫৫ ॥ ৫৬ ॥ পুণ্যানকজ যুক্ত নবম্যাং শতগুণকৈঃ
 অকৃত্রিম্য পদ্মিনী ভাষা । মহেশানি শুচিপিত্তে ইতি বরং পার্শ্বতী

রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ ।
 জন্মনাম্নাথ সাখ্যাতা মধুমাসে বিশেষতঃ ॥৫৮॥
 পুষ্যর্কোচ নবম্যাং বৈ শুক্লপক্ষে শুচিস্মিতে ।
 জাতা রাধা মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী ॥৫৯॥
 তাসুরেমে মহেশানি স্বয়ং কৃষ্ণঃ শুচিস্মিতে ।
 রমণং বাসুদেবস্য মন্ত্ৰ সিদ্ধেস্তু কারণং ॥৬০॥

দেবুবাচ ।

ভো দেবতাপসাং শ্রেষ্ঠ বিস্তারা হৃদ ঈশ্বর ।
 কথং সা পদ্মিনী রাধা সদা পদ্মবনে স্থিতা ॥
 পিতরং মাতরং ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং সমর্জসা ৬১

ভাষা ।

যথা ; রাধা, চন্দ্রাবলী, ভদ্রা, শ্যামলা ও পালিকা । ইহা-
 দেব সকলেই মধুমাসে জন্মগ্রহণ করিয়া ছিল ॥ ৫৮ ॥

স্বয়ং প্রকৃতি পদ্মিনী রাধাকপে শুক্লপক্ষে পুষ্যানক্সত্রে জন্ম-
 গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

হে স্তম্ভরি ! কৃষ্ণ স্বয়ং ঐ সকল জ্রীগণের সহিত ক্রীড়া
 করিয়াছেন । কিন্তু কেবল মন্ত্ৰসিদ্ধিই ক্রীড়া কারণ ॥ ৬০ ॥

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! তুমি
 আমার নিকট সবিস্তর বর্ণন কর যে, কি কারণে সেই পদ্মিনী
 সদা পদ্মবনে অবস্থিতি করিয়া পিতা মাতাকে পরিত্যাগ
 করিয়া আত্মতুল্যা রাধাকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সম্বোধনং ॥ ৫৭ ॥ ভাস্ক সখীষু কৃষ্ণঃ স্বয়ং রেমে । তত্ররমণং মন্ত্ৰসিদ্ধি
 কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥ ৬০ ॥ দেবুবাচেতি । দেবতাপসাং
 ভূরভগবিনাং । পদ্মিনী কথং পিতরং মাতরং ত্যক্ত্বা আত্মতুল্যাং

পদ্ম মাশ্রিত্য দেবেশ বৃন্দাবন বিলাসিনী ।
সদাধ্যাস্তে মহেশানি এতদুহ্যং বদপ্রভো ॥ ৬২ ॥
ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
অষ্টমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

বৃন্দাবন বিলাসিনী পদ্মিনী পদ্মবন আশ্রয় করিয়া সদা
বাস করিতেন এই গুহ্য কথা আমার নিকট বল ॥ ৬২ ॥

ইতি অষ্টম পটলঃ ।

অস্তুার্থঃ ।

সসর্জকত্বার্থঃ ॥ ৬১ ॥ হে দেবেশ মা পদ্মিনী বৃন্দাবন বিলাসিনী মতী
কথং সদা অধ্যাস্তে এতদুহ্যং বদেত্বার্থঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীচক্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃত রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন
অষ্টমঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

যা রাধা মৃগশাবাক্ষি পদ্মিনী বিষ্ণু বল্লভা ।
 মহামায়া জগদ্ধাত্রী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী ॥ ১ ॥
 তস্যা দূতী মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 কৃষ্ণস্য দৃঢ়ভক্তান্ত পদ্মিনী তস্য বল্লভা ॥ ২ ॥
 বৃকভানো ঈহেশানি দৃঢ়ভক্তিঃ শুচিস্মিতে ।
 দুহিতৃত্বং গতা দেবী পদ্মিনী গন্ধমালিনী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, যে রাধা সেই বিষ্ণু বল্লভা পদ্মিনী ।
 ত্রিপুরাদেবী মহামায়া জগৎকর্ত্রী ও পরমেশ্বরী ॥ ১ ॥
 হে মহেশানি ! পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী ত্রিপুরাদেবীর দূতী
 বাসুদেবে নিতান্ত অনুরক্তা ॥ ২ ॥
 হে পার্শ্বতি ! বৃকভানু অতি মহাত্মা ও কৃষ্ণভক্ত পদ্মিনী
 স্বয়ং বাহার দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । যা রাধা সা এব পদ্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়ৈতি ভাবঃ ॥ ১ ॥
 তস্যা ইতি । যা পরমেশ্বরী ত্রিপুরাদেবী তস্যা দূতী পদ্মিনী কৃষ্ণস্যাপি
 ভক্তা ॥ ২ ॥ বৃকেতি পদ্মিনী বস্য দুহিতৃত্বং গতাস বৃকভানু রতিভক্ত

রুদ্রাতু স্তনপানং হি রাধামন্যাং সসজ্জসা ।
 পদ্মযুগ্মং সমাশ্রিত্য যমুনা জলমধ্যতঃ ॥ ৪ ॥
 মহাকাল্যা মহামন্ত্রং প্রজপে নিৰ্জনেবনে ।
 অন্যা চন্দ্রাবলী রাধা বৃকভানুগৃহে স্থিতা ॥ ৫ ॥
 পূৰ্বোক্তং যদ্যুগ্মং দেবি পদ্মিনী কমলেক্ষণে ।
 তৎসৰ্বং পদ্মিনী সৃষ্টং নান্যয়া পরমেশ্বরী ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

রাধার স্তন পানের সময় অতীত হইলে পদ্মিনী পরিত্যাগ করিয়া যমুনা জলমধ্যে পদ্মবন আশ্রয় করিলেন ॥ ৪ ॥

এবং নিৰ্জল কাননে প্রবেশ করিয়া মহাকালীর মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন অন্যা পদ্মা বৃকভানু গৃহেই রহিলেন ॥ ৫ ॥

পূৰ্ব পূৰ্ব্বে যে যে গুণ কীর্তন করা হইয়াছে তাহা সকলই পদ্মিনী গুণ অন্যের নহে ॥ ৬ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কুত্বেতি । পদ্মযুগ্মং পদ্মবনং ॥ ৪ ॥ মহতি নিৰ্জনে বনে মহাকাল্যা মন্ত্রং জপেদিত্যর্থঃ । অন্যা রাধা চন্দ্রাবলী রূপেণ বৃকভানু গৃহে স্থিতেতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ পূৰ্ব্বোক্তং পূৰ্বোক্তং যদ্যুগ্মং তৎ পদ্মিনী সৃষ্টং পদ্মিন্যা সৃজ্যতে নান্যয়েত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাধিকেতি তজ্জ

রাধিকা ত্রিবিধা প্রোক্তা চন্দ্রাতু পদ্মিনী তথা ।
 ন পশ্যেৎ পরমেশানি চন্দ্র সূর্য্যং শুচিস্মিতে ।
 মানবানাং মহেশানি বরাকাণাংহি কং কথং ।
 আত্মনোপহবং কৃৎস্না পদ্মিনী পদ্মমাশ্রিতা ।
 ত্রিপুরায় মহেশানি পদ্মিনী অনুচারিণী ॥৮॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 নবম পটলঃ ।

ভাষা ।

একা রাধিকা ত্রিবিধাকারে আবির্ভূত হইলেন । রাধা
 পদ্মিনী তেজোময়ী । রাধা স্বয়ং কৃষ্ণ প্রিয়া, পদ্মিনী চন্দ্রাবলী
 রূপে রহিলেন । তেজোময়ী জিনি তাঁহাকে চন্দ্রসূর্য্যও
 দেখিতে পান না ॥ ৭ ॥

ক্ষুদ্র মনুষ্যের সাধ্য কি যে তাঁহার রূপ দেখে । তিনি
 আত্মগোপন করিয়া পদ্মবন আশ্রয় পূর্ব্বক ত্রিপুরা দেবীর
 সহচারিণী হইলেন ॥ ৮ ॥

ইতি নবম পটলঃ ।

অর্থঃ ।

সূর্য্যং ন পশ্যেৎ অতি গোপনীয়ভিভাবঃ ॥ ৭ ॥ মানবেতি । বরা-
 কাণাং কুত্রাণাং । মানবাঃ কদাপি নভাং পশন্তীতিভাবঃ ॥ ৮ ॥

ইতি ঐচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য হৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

নবম পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃপরং মহেশানি চরিতং পরমাদ্ভুতং ।
উত্তমং বাসুদেবস্য নরলোক রসায়নং ॥ ১ ॥
নিগ্দামি বরারোহে সাবধানাবধারয় ।
যৎশ্রদ্ধা পরমেশানি শ্রব্যমন্যং নরোচ্যতে ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

ভারাবতারণং দেবি ছলং ক্লৃপা শুচিস্মিতে ।
ষারিরাসীমহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ৩ ॥
ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে মহেশানি ! আমি অতঃপর
পরমার্শর্য্য বাসুদেব চরিত বলিতেছি বাহাতে নরলোকের মঙ্গল
সাধন হয় ॥ ১ ॥

হে পরমেশ্বর ! আমি বলিতেছি তুমি সাবধানে শ্রবণ
কর । যে কথা শুনিলে অতঃ কথাতে কচি হয়না ॥ ২ ॥

পুনর্বার মহাদেব বলিতেছেন হে দেবি ! ভূভার হরণচ্ছলে
রাধা মথুরা ব্রজমণ্ডলে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৩ ॥

অস্তার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । অতঃপরং বাসুদেবস্য অদ্ভুতং চরিতং নিগ্দা-
মীতি পরেণাশ্রয়ঃ । নরলোক রসায়নং মানব হিতকরং ॥ ১ ॥ নিগ্দা-
মীতি । নিগ্দামি কথয়ামি । সাবধানাবধারয় । সাবধান শাকর্ষ-
ত্বার্থঃ । যৎশ্রদ্ধা দেব চরিতং শ্রদ্ধা অন্যঃশ্রব্যং নরোচ্যতে অন্যঃশ্র-
ব্যং ন কুচির্ভবতীতিভাঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । ভূভার হরণার্থং
মথুরা ব্রজমণ্ডলে আধিরাসীম্ আবির্ভূতা ভবদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ মথুরেতি ।

মথুরা পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী ।
 কেশপীঠং বরারাহে মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৪ ॥
 চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধা পদ্মদলেক্ষণা ।
 যত্রাস্তে সততং দেবি মথুরা ব্রজমণ্ডলং ॥ ৫ ॥
 অত্যন্ত মধুরং শান্তং সুস্বাদুং সুমনোহরং ।
 আবিরাসীমহেশানি রাধা চন্দ্রাবলী প্রিয়ে ।
 যুথে যুথেবরা রোহে মথুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 অন্যত্র বিরলাদেবী মথুরায়াং গৃহে গৃহে ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! যেই মথুরা ব্রজমণ্ডলে মহামায়া আবিভূতা
 হইয়াছেন ; সেই মথুরা ব্রজমণ্ডল কেশ পীঠ ৪ ॥

হে দেবি ! যেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী সতত বিরাজমানা
 আছেন ॥ ৫ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডল অত্যন্ত মধুর, শান্ত, সুস্বাদু ও সুমনোহর ;
 যেখানে রাধা ও চন্দ্রাবলী আবিভূত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে যুথে যুথে রাধিকা বিদ্যমান আছে ;
 অন্যত্র অতি বিরল । কিন্তু মথুরাতে প্রতি গৃহে রাধিকা
 আছেন ॥ ৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কেশপীঠং যত্র ভগবত্যাঃ কেশাঃ পতিতা স্তত্র হংসান দুঃপন্ন সতত-
 দিতি ॥ ৪ ॥ চন্দ্রেতি । যত্র চন্দ্রাবলী মহামায়া রাধাচাস্তে তদেব
 মথুরা ব্রজমণ্ডলমিতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ অত্যন্তেতি । স্বাদুং সুস্বাদুং আবি-
 রাসীং আবিভূতা ॥ ৬ ॥ যুথেইতি । মথুরা ব্রজমণ্ডলে প্রতি গৃহ-
 মেবরাধা বিরাজমানা অন্যত্র সা বিরলা দুঃপ্ৰাপ্যা ॥ ৭ ॥ সর্বেইতি ।

সৰ্বশক্তিমনে পীঠে মথুরায়্যাং শুচিস্মিতে ।
 যত্রাস্তে পরমেশানি সাক্ষাৎ কাত্যায়নীপরা । ৮
 কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 বসন্তাদ্যা মহেশানি ঋতবশ্চ গৃহে গৃহে ॥ ৯ ॥
 নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতা মথুরা সদা ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি মথুরা ব্রজমণ্ডলে ॥ ১০ ॥
 যত্রাস্তে সা মহামায়া যশোদা গৰ্ভপঙ্করে ।
 এতদ্বাহন্য বৃত্তান্তং ভারতেষু প্রগীয়তে ॥ ১১ ॥
 ভাষা ।

মথুরা ব্রজমণ্ডল সৰ্বশক্তিমন পীঠস্থান, যেখানে স্বয়ং
 কাত্যায়নী বাস করেন ॥ ৮ ॥

মথুরা ব্রজমণ্ডলে কিছুই অসাধ্য নাই। হে মহেশানি !
 এখানে সৰ্বদা ছয় ঋতু বর্তমান থাকে ॥ ৯ ॥

মথুরা স্থান সৰ্বদা নানা সৌগন্ধ পরিপূর্ণ এবং এখানে
 কিছুই অসাধ্য নাই ॥ ১০ ॥

হে মহেশ্বর ! যেখানে সেই মহামায়া যশোদা গৰ্ভ মধ্যে
 অবস্থান করিতেন। এই সকল বাহন্য বৃত্তান্ত ভারতে সবিশেষ
 বর্ণিত আছে ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মথুরা পীঠং সৰ্বশক্তি ময়মিতি ॥ ৮ ॥ কিমিতি মথুরা ব্রজমণ্ডলে
 ন কিমপ্যসাধ্যং সৰ্বমেব সাধ্যমিত্যর্থঃ । বসন্তাদ্যা ঋতবঃ সৈদব
 গৃহে গৃহে বিস্তৃজতে ॥ ৯ ॥ নানেতি । মথুরা সৈদব নানা সুবুভি
 পূৰ্ণেতি ভাষা ॥ ১০ ॥ যত্রৈতি । যশোদা গৰ্ভপঙ্করে যশোদায়া

ব্যাসোক্ত মেতৎ সৰ্বংহি ব্যাসো নম তন্মুঃ সদা ।
 নম দেহধরো ব্যাসঃ সততং পরমেশ্বরী ॥ ১২ ॥
 ভাদ্রে নাস্যসিতেপক্ষে অষ্টম্যাংবরবর্ণি নি ।
 নিশ্যর্কে রোহিণীযুক্তে হরিরাবিরভূৎপ্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
 যথা বিষ্ণু স্তথা মায়া আবিভূতা বরাননে ।
 মহামায়াতু বা দেবী কৃষ্ণবক্ষে নিবাসিনী ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

সমস্ত ভারত বেদব্যাস প্রণীত ; ব্যাসদেব আমার অংশ ॥ ১২ ॥
 হে সুন্দরি ! ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রি সময়ে
 হরি আবিভূত হইলেন ॥ ১৩ ॥
 যেমন কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেন তেমন মহামায়াও আবিভূতা
 হইলেন ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গভীৰ্বন্ধে । ভারতেনু মহাভারতাদৌ প্রণীয়তে কীর্ত্যতে ॥ ১১ ॥
 ব্যাসেতি ব্রহ্মহাত্মনঃ ব্যাসেন কথিতং স ব্যাসঃ ব্রহ্মাংশভূতঃ ॥ ১২ ॥
 ভাদ্রেইতি । ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টম্যা নিশ্যর্কে হরির্জাতঃ ॥ ১৩ ॥ যথা হরির্জাত
 তথা মহামায়াপি জাতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ইদম্ উবাচেতি । হরি

ঈশ্বর উবাচ ।

হরির্নিগুণঃ সাক্ষাৎ বরে বর হিতপ্রিয়ে ।
 শরীরংহি মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥
 নিবৃত্য বিগ্রহং মায়াং হরি জ্যোতির্ময়ঃ সদা ॥ ১৫ ॥
 প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং চতুর্ভূহ সমন্বিতং ।
 শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং মকরাকৃতি সুন্দরং ।
 শ্রীবৎস কোন্তভোদীপ্তং হৃদয়ং বজ্রসম্বিতং ।
 পীতাম্বর ধরং দেবং দলিতাঞ্জন চিকণং ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

মহাদেব পুনর্বার বলিতেছেন, হেপ্রিয়ে পার্শ্বতি ! বিষ্ণু
 ত্রিগুণাতীত তাঁহার শরীর প্রকৃতি কপিণী । বাহুদেব
 জ্যোতির্ময় শরীর পরিত্যাগ করিয়া মায়ায় শরীর ধারণ
 করিলেন ॥ ১৫ ॥

বাহুদেবের কিবা মনোহর মূর্তি ; বিকশিত শ্বেত কমলের
 ন্যায় নয়নদ্বয়, কর্ণে মকরাকৃতি অতি মনোহর কুণ্ডল । চারিহস্ত,
 শ্রীবৎস চিহ্নিত অতি বিস্তৃত বক্ষঃস্থলে কোন্তভোমনি দীপ্তি
 পাইতেছে ; পীতাম্বর পরিধান, দলিতাঞ্জনের ন্যায় উজ্জ্বল
 শ্যামবর্ণ ॥ ১৬ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

নিগুণ ত্রিগুণাতীতঃ নিবৃত্য ত্যক্ত্বা বিগ্রহং শরীরং ॥ ১৫ ॥ প্রফু-
 ল্লোতি । প্রফুল্ল পুণ্ডরীকাক্ষং বিকশিত শ্বেতারবিদ্য নয়নং । মকরাকৃতি
 কুণ্ডলং মকর লব্ধ কণ্ঠভূষণং । শ্রীবৎসঃ চিহ্নবিশেষঃ কোন্তভোমনি
 বিশেষঃ তাক্ষ্য মূর্ত্ত্বল হৃদয়ং । চিকণং উদ্দীপ্তং ॥ ১৬ ॥ সারদেতি ।

সারদেন্দু প্রসন্নাস্যং শঙ্খচক্রাদি ধারিণং ।
 মালয়া শোভিতং দেবং চতুর্দ্বাহ ধরং সদা ॥ ১৭ ॥
 কিঙ্কিনীং কটি মধ্যেতু ধারয়ন্তং মনোহরং ।
 কেমুরাঙ্গদবলয়ৈ রতীব সুন্দরং প্রিয়ে ।
 ত্রিপুরয়া মহেশানি দত্তমালা মনোহরং ॥ ১৮ ॥
 এবং মায়্য বিগ্রহঞ্চ ধৃষ্টা কৃষ্ণঃ পরাংপরঃ ।
 বসুদেবগৃহে দেবি দেবকী গর্ভ সম্ভবঃ ।
 আবিরাসী মহেশানি কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রসন্ন বদন ভুজ চতুষ্ঠয়ে
 শঙ্খচক্র গদাপাশ বিরাজমান আছে । বনমালা শোভিত
 কলেবর ॥ ১৭ ॥

কটিদেশে কিঙ্কিনীযুক্ত মনোহর কাঞ্চীগুণ, হস্ত চতুষ্ঠয়
 কেমুর বলয়াদি ভূষিত ; ত্রিপুরাদেবীর প্রদত্ত মাতৃকা মালা
 ধারণ করাতে অতি রমণীয় ॥ ১৮ ॥

পরাংপর কৃষ্ণ উক্ত রূপ মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া বসু-
 দেব গৃহে দেবকী গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥

অর্থার্থঃ ।

শরৎ পূর্ণ চন্দ্রবৎ প্রসন্নবদনঃ । মালয়া বন কুম্ভম অঙ্গা ॥ ১৭ ॥ কিঙ্কিনী-
 মিত্তি কিঙ্কিনীং স্কৃত্য কটিকাং কটিমধ্যে ধারয়ন্তং । ত্রিপুরা প্রদত্ত
 মাতৃকা মালা ধারণেনাতি সুন্দরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ এবমিতি এবং উক্ত
 রূপেন মায়্য বিগ্রহং মায়াময় শরীরং ধৃষ্টা পরাংপরঃ পরলোচনঃ কৃষ্ণঃ
 বসুদেব গৃহে আবিরাসীঃ আবির্ভূতোহুদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ এবমিতি

এবং শব্দ ময়োভূত্বা কৃষ্ণস্ত পরমো হব্যয়ঃ ।
 তএব মহেশানি শব্দ ব্রহ্ম হরিঃ সদা ॥ ২০ ॥
 কার্য্যকারণয়ো মধ্যে মহামায়ান্বিতঃ সদা ।
 নকার্য্য কারণত্বাৎ জীশ্বরঃ কমলেক্ষণঃ ॥ ২১ ॥
 কার্য্যত্ব কারণত্বৈব মহামায়া জগন্ময়ী ।
 মায়া বিগ্রহ মাশ্রিত্য হরি রাবিরভূৎ স্বয়ং ॥ ২২ ॥
 ইদমাশ্চর্য্য রূপংহি দৃষ্ট্বা বিস্ময় মাগতঃ ।
 পিতা মাতা মহেশানি আশ্চর্য্যং বিস্ময়ং গতঃ
 ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

এবং শব্দ রূপী সনাতন বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করিলেন বলিয়া
 হরি শব্দ ব্রহ্ম বাচ্য হইল ॥ ২০ ॥

কার্য্য ও কারণ ও এই উভয়ের মধ্যে মহামায়ান্বিত হরিকেই
 কার্য্য কারণ বলা যায় । কিন্তু কেবল পদ্ম লোচন কৃষ্ণ কার্য্যও
 কারণ নয় । হরি মায়াময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বয়ং আবি-
 ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

পিতা মাতা প্রভৃতি সকলেই এই রূপ অদ্ভুত রূপ দর্শনে
 বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শব্দময়ঃ শব্দরূপী । অব্যয়ো নিত্যঃ । অতএব কৃষ্ণঃ কার্য্য কারণ রূপং
 জগদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ কার্য্যোক্তি । কার্য্য কারণয়ো মধ্যে বৈকল্যপি
 কৃষ্ণঃ অপিতু স্বয়ং মেব মহামায়েতি । তস্য বিগ্রহএব মায়াময় ইত্যর্থঃ ॥ ২১
 ॥ ২২ ॥ ইদমিতি ইদম্ভূত রূপং বিস্ময় মাগতে; পিতামাতোঃ প্রভৃতি ॥ ২৩ ॥

বসুদেব উবাচ ।

নমস্তুভ্যং ভগবতে কৃষ্ণায় বৈকুণ্ঠ মেধসে ।
 এতদ্ভূতং মহাবাহো সংহরাশু মহাবিভো ॥২৪॥
 এতচ্ছৃণ্বা বচস্তুস্য বসুদেবস্য পার্শ্বতি ।
 বিধৃত্য প্রাকৃতং রূপং নরলোক বিড়ম্বনং ॥২৫॥
 প্রাকৃতংহি মহেশানি বিগ্রহং যচ্চ সুন্দরি ।
 তদেব প্রাকৃতং মায়াং ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনীং পরাং ।
 ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

বসুদেব উক্ত প্রকার অদ্ভুত রূপ ধারী কুমার দেখিয়া ঈশ্বর
 বোধে স্তব করিতেছেন । হে ভগবন ! বৈকুণ্ঠ পাতি কৃষ্ণ
 তোমাকে নমস্কার করি; হে বিভো ! তুমি এই রূপ হরণকর ॥২৪॥
 ভগবান বসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় রূপ অপ-
 হরণ পূর্বক লোক বিড়ম্বনার্থ প্রাকৃত রূপ ধারণ করিলেন ॥২৫॥
 হে সুন্দরি ! প্রাকৃত বিগ্রহে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে
 তাহাই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহামায়া ॥ ২৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বসুদেবঃ কুমার মদ্বুত রূপং হৃষ্টঃ ঈশ্বরোয়মিতি নিশ্চিত্য শ্রোতি বসুদেব
 উবাচেতি ॥ ২৪ ॥ এতদিতি বসুদেব বচন মাকর্ষ্য নরলোক মোহনীয়ং
 প্রাকৃতং রূপং দধৌ ॥ ২৫ ॥ প্রাকৃতমিতি হরৈর্ধ্বং প্রাকৃতং রূপং নৈম
 ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রাকৃতিরূপিনী মায়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ বিধৃত্যেতি হরিঃ

বিধূতা প্রাকৃতং রূপং কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
 বাল্য কৈশোর পৌগণ্ড কৰ্ম্মাপি হরি মেধসঃ ॥ ২৭ ॥
 দিবসে দিবসে দেবি যচ্চক্রে কমলেক্ষণঃ ।
 অত্যন্ত গোপনং দেবি সারাৎসারং পরাৎপরং ।
 তত্ত্বেহং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানা বধারয় ॥ ২৮ ॥

দেবুবাচ ।

কৃষ্ণস্য বিগ্রহং দেব পরমেশ পুরাতন ।
 নানালক্ষণ সংযুক্তং নানারূপ ধরং সদা ।
 তৎসৰ্বং পরমেশান বিস্তরং বদ শঙ্কর ॥ ২৯ ॥

ভাষা ।

পদ্ম লোচন কৃষ্ণ প্রাকৃত দেহ ধারণ করিয়া ক্রমতঃ বাল্য
 কৌসোর ও পৌগণ্ড কাল অতি বাহিত করিলেন ॥ ২৭ ॥

হে দেবি কৃষ্ণ প্রতিদিন যে যে ক্রীড়া করিয়াছেন তাহা
 অতি গোপনীয়, সেই সারতর গোপনীয় বিষয় আমি তোমার
 নিকট বলিভেছি সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ২৮ ॥

পার্কর্ভী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব ! নানা
 লক্ষণ সংযুক্ত বিবিধিকার কৃষ্ণদেহ আমার নিকট সবিশেষ বর্ণন
 কর ॥ ২৯ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

প্রাকৃতং রূপমাঙ্ঘ্য বাল্যাদি পৌগণ্ডাঙ্ঘ্য কাল মতিবাহয়তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
 দিবসে । বাঙ্গুদেবস্য প্রতিদিন কৃত ব্যাপারং তব কথয়ামীতিভাষ্যঃ ॥ ২৮ ॥
 দেবুবাচেতি বিগ্রহং শরীরং পরমেশ পুরাতন ইতি মহাদেব মন্তো-

ঈশ্বর উবাচ ।

উর্দ্ধরেখা যবচক্রং ছত্রং পদ্ম ধ্বজাকুশং ।
 বজ্রং তথাষ্ট কোণঞ্চ স্বস্তিকানাঞ্চতুষ্ঠয়ং ॥৩০॥
 পঞ্চজম্বু ফলন্তত্র দক্ষিণে চরণে হরেঃ ।
 শঙ্খাশ্বরং ধনুশ্চৈব গোম্পদাখ্যং ত্রিকোণকং ।
 ॥ ৩১ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রয়ঃ কুম্ভো জম্বুফল চতুষ্ঠয়ং ।
 পাদমূলে তদালীনং দ্বাত্রিংশ দুপলক্ষণং ॥৩২॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! শ্রবণ কর আমি কৃষ্ণ-
 দেহে যে যে লক্ষণ আছে তাহা বলিতেছি । দক্ষিণ পাদে উর্দ্ধ
 রেখা, যব, চক্র, ছত্র, ধ্বজ, পদ্ম, অক্ষু, অষ্টকোণ বজ্র, স্বস্তিক
 চতুষ্ঠয়, পঞ্চ জম্বুফল, শঙ্খ, অশ্বর, ধনুঃ ও ত্রিকোণ গোম্পদ
 ইত্যাদি বিবিধাকার চিহ্ন আছে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবং বামপাদে অর্দ্ধচন্দ্রয়, কুম্ভ জম্বুফল চতুষ্ঠয় ইত্যাদি
 দ্বাত্রিংশ চিহ্ন বিদ্যমান আছে ॥ ৩২ ॥

অন্তার্থঃ ।

ধনং । বিস্তরং বস বাহুল্যেন কথয় ॥ ২৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হরি
 দক্ষিণ চরণে উর্দ্ধরেখাদি চিহ্নিতং । যবে। যবাকার রেখা বিশেষঃ ।
 চক্রাদয়োপ্যেবং তত্ত্বাকার চিহ্নসংহিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥
 অর্থেতি । পাদমূলে বামপাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি দ্বাত্রিংশ চিহ্নাদি
 সূচিতানীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যমিতি । হে চার্কসি পুন্দরি অন্যং উক্ত

অন্যচ্চ শৃণু চার্বঙ্গি ব্রহ্ম বিগ্রহ কারণং ।
 কৃষ্ণস্য রূপং দেবেশি সর্বশক্তি সমন্বিতং ॥ ৩৩ ॥
 যবশ্চক্রং পুষ্পমালা বলয়া কাঞ্চীরুত্তমা ।
 মালা মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রং কমলঞ্চ ধ্বজস্তুত্থা ॥ ৩৪ ॥
 উর্দ্ধরেখা চার্কিপাদে অক্লুশ ধারণায়ুজে ।
 দক্ষেশঙ্খং মহেশানি মীনঞ্চ পদমূলয়োঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা ।

হে স্তম্ভরি ! ব্রহ্মদেহ সূচক আর যে যে চিহ্ন আছে তাহাও
 বলিতেছি শ্রবণ কর । হে দেবি ! কৃষ্ণ রূপে সর্ব শক্তি বিরাজ
 মান রহিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণ শরীরে যব, চক্র, পুষ্পমালা বলয় ও কাঞ্চীগুণে
 শোভিত ; মালামধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র, কমল ও ধ্বজ বর্তমান
 আছে ॥ ৩৪ ॥

অর্দ্ধ পাদে উর্দ্ধ রেখা পাদ মূলে অক্লুশ চিহ্ন দক্ষিণ পাদে
 শঙ্খ উভয় পাদে মীন চিহ্ন ॥ ৩৫ ॥

অন্ত্যর্থ ।

যব চিহ্নাদ্যধিকং ব্রহ্মশরীর নিরূপণং চিহ্নং শৃণু ॥ ৩৩ ॥ যবেতি
 পুষ্পমালা বনকুমুদমক্ । কাঞ্চী কটিভূষণং অর্দ্ধচন্দ্রং ধ্বজকমালা মধ্যে এ
 বাস্তীভিত্তিঃ ॥ ৩৪ ॥ উর্দ্ধেতি । পাদস্যার্দ্ধভাগে উর্দ্ধরেখা সমস্ত পাদে
 অক্লুশ চিহ্ননিত্যর্থঃ । দক্ষিণ চরণে শঙ্খং মীন চিহ্নলোকায় চরণয়ো
 রিত্যর্থঃ । ৩৫ ॥ গদ্যমিতি । তত্রপাদে গদ্যাকার চিহ্নমপি বিদ্যতে ।

গদাধ শোভনাস্তত্র এবং সপ্তদশ প্রিয়ে ।
 এবং নানাবিধং ভদ্রে লক্ষণং পরমাদ্ভুতং । ৩৬।
 লক্ষণং পরমেশানি সর্বশক্তি সমন্বিতং ।
 নানা জ্যোতির্ময়ং দেহং প্রধানং প্রকৃতিং পরাং
 ॥ ৩৭ ॥

জ্যোতিস্তু পরমেশানি নিত্য প্রকৃতিকপিণী ।
 এবং নানাবিধং ভদ্রে শক্ত্যালক্ষণ লক্ষিতং । ৩৮।
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 দশমঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

তাহাতে গদা চিহ্ন এবং সপ্তদশ প্রকার পরমাদ্ভুত বিবিধ
 প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

হে পরমেশ্বর ! কৃষ্ণদেহস্থিত চিহ্ন সকল সর্ব শক্তিযুক্ত
 ও দেহ জ্যোতির্ময় প্রকৃতি স্বরূপ ॥ ৩৭ ॥

হে ঈশ্বর ! কৃষ্ণদেহ জ্যোতিঃ সাক্ষাৎ নিত্য প্রকৃতি স্বরূপ ।
 হে ভদ্রে ! কৃষ্ণদেহ উক্ত বিবিধ লক্ষণে লক্ষিত ॥ ৩৮ ॥

ইতি দশম পটল ।

অর্থার্থঃ ।

এব যুক্ত প্রকার পরমাদ্ভুত নানাবিধ চিহ্নং হরিগায়ে বিদ্যত ইত্যর্থঃ । ৩৬।
 লক্ষণমিতি হরের্দেহং নানা জ্যোতির্ময়ং প্রধানং প্রকৃতি ভূতা-
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ জ্যোতিরिति । প্রকৃতি রেব হরি দেহে জ্যোতিরূপেনা-
 দ্বিতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি ঐচলকুমার ভট্টাচার্য্য কৃত রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 দশম পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং জগন্মোহন সংজ্ঞকং ।
 যৎ শ্রদ্ধা পরমেশানি সাধকস্য চ যদুবেৎ ॥১॥
 শ্রদ্ধাতু সাধক শ্রেষ্ঠো ইষ্টৈশ্বর্য্য মবাগ্নুয়াৎ ।
 তৎসর্বং শৃণু চার্বঙ্গি কথয়ামি তবানঘে ॥ ২ ॥
 গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং হৃদ্যং পরমানন্দ কারণং ।
 অত্যদ্ভুতং রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং ॥৩॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, এই পরম রহস্য অতি গোপনীয় বিষয়
 ইহার ভাব কেহই বুঝিতে পারে না । হে ঈশ্বর ! এই রহস্য
 কথা শ্রবণ করিলে সাধকের অভিলষিত ফললাভ হয় । হে
 হৃদয় ! সেই সকল কথা আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ১ ॥ ২ ॥

এই বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয়, হৃদয়ঙ্গম, পরমানন্দ-
 প্রদ, অতি আশ্চর্য্য জনক, ও পরম মঙ্গল কর ॥ ৩ ॥

অন্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । যদ্বাসুদেব রহস্যং শ্রদ্ধা সাধকোত্তমভিলষিত কলং
 লভতে পরমং গুহ্যং তৎকথয়ামি শৃণু তুমিতি শেখঃ ॥ ১ ॥ ২ ॥ গুহ্যেতি ।
 ইদং তদ্ব্যমতি গুহ্যং । হৃদ্যং হৃদয়ঙ্গমং পরমানন্দ জনকমিত্যর্থঃ । শিবং
 মেয়াকরং ॥ ৩ ॥ দুর্লভেতি । অতি দুস্প্রাপ্যং কোপি নাস্য কারণং

(১৫)

দুর্লভানাঞ্চ পরমং দুর্লভং সৰ্বমোহনং ।
 সৰ্বশক্তিময়ং দেবি সৰ্বতন্ত্ৰেষু গোপিতং ॥ ৪ ॥
 নিত্যং বৃন্দাবনং নাম সতী কেশোপরি স্থিতং ।
 পুনরুৎকৃষ্টমৈশ্বর্যং নিত্যমানন্দমব্যয়ং ॥ ৫ ॥
 বৈকুণ্ঠসদৃশাকারং স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি ।
 যচ্চ বৈকুণ্ঠমৈশ্বর্যং গোকুলে তৎপ্রতিষ্ঠিতং ।
 বৈকুণ্ঠবৈভবং দেবি দ্বারকায়াং প্রকাশিতং ।
 যদুৎকৃষ্টশক্তি সংযুক্তং নিত্যং বৃন্দাবনাশ্রয়ং ॥ ৭ ॥
 ভাষা ।

ত্রিভুবনের দুর্লভ, সৰ্বমোহনকারী, সৰ্বশক্তিযুক্ত ও সকল
 তন্ত্ৰে গোপিত ॥ ৪ ॥

দক্ষজ্ঞতা সতী দেবীর কেশ পীঠোপরি বিনির্মিত এই
 বৃন্দাবন স্থান নিত্য, নিত্যানন্দময় ও নিত্য সুখ সম্পৎ প্রদ ।
 এই বৃন্দাবন পৃথিবীতে বৈকুণ্ঠ তুল্য স্থান । বৈকুণ্ঠে যে যে
 সুখ সম্পৎ বিদ্যমান আছে গোকুলে ও তাহা প্রতিষ্ঠিত রহি-
 য়াছে ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠে বিভব সকলই বৃন্দাবনে প্রকাশিত ; এবং সৰ্বশক্তি-
 ময় ব্রহ্ম ও বৃন্দাবনকে আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

বুধ্যতে সৰ্বত্র মোহনশীতিভাবঃ । এতন্ম কুত্রাপি তন্ত্ৰে প্রকাশিত নিত্য-
 ং ॥ ৪ ॥ নিত্যমিতি সতী দক্ষকন্যা ভগবতী তস্যাঃ কেশ পীঠো-
 পরি নির্মিতং । ব্রহ্ম সুখৈশ্বর্যং নিত্যসুখ সম্পদযুক্তং ॥ ৫ ॥ বৈকু-
 ণ্ঠেতি । বৃন্দাবন স্থানং বৈকুবৎ সুখ কারণমিত্যর্থঃ । বৈকুণ্ঠে যদৈ-
 শ্বর্যাদিকং গোকুলেপি তদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ বৈকুণ্ঠেতি । বৈভবং
 সম্পৎ । শক্তিসংযুতং ব্রহ্ম বৃন্দাবন এবাশ্রয়ীতিভাবঃ ॥ ৭ ॥ তদ্বিতি ।

তৎকুলে মাথুরং বৃন্দাবন মধ্যে বিশেষতঃ ।
 জম্বুদ্বীপে মহেশানি ভারতং বিষ্ণুমোহনং ॥ ৮ ॥
 নিগূঢ়ং বিদ্যতে বিষ্ণুঃ পর্য্যন্ত মবধিষ্ঠিতং ।
 সহস্রপত্র কমলাকারং মাথুর মণ্ডলং ॥ ৯ ॥
 শক্তি চক্রোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈষ্ণব মন্তুতং ।
 কর্ণিকা পত্র বিস্তারং রন্যং বৈ কথিতং প্রিয়ে ॥

॥ ১০ ॥

ভাষা ।

জম্বুদ্বীপ মধ্যে এই ভারতবর্ষ বিষ্ণুর অতি প্রিয়তম । বিশেষতঃ মাথুরা মণ্ডল অতি প্রধান স্থান ॥ ৮ ॥

মাথুরা মণ্ডল সহস্রদল পদ্মাকার এই স্থানে বিষ্ণু সর্বদা গূঢ়ভাবে বিদ্যমান আছেন ॥ ৯ ॥

শক্তি চক্রোপরিস্থিত শ্রীমদ্বৈষ্ণুধাম অতি অদ্ভুতাকার ; ইহার কর্ণিকা বিস্তার অতি মনোরম ॥ ১০ ॥

অস্বার্থঃ ।

বৃন্দাবন মধ্যে মাথুরামণ্ডলম্বেব প্রধান মিত্যর্থঃ । এবং জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষাখ্যং স্থান মেব বিষ্ণুপ্রিয়মিতি ॥ ৮ ॥ নিগূঢ়মিতি । নিগূঢ়মতি গুপ্তং যথা তথেষি ভারতবর্ষ প্রাপ্তস্থিতং মাথুরামণ্ডলং সহস্রদল পদ্মাকার মিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ শক্তিচক্রোপরিস্থিত শ্রীমদ্ধাম শক্তি চক্রোপরিস্থিত মিতি ॥ ১০ ॥ ক্রমেতি । পরস্পরং দ্বাদশ কৃষ্ণকৈলি স্থান দ্বাদশ

ক্রমশো দ্বাদশারণ্যং নামানি কথয়ামিতে ।
 ভদ্র শ্রীলৌহ ভাণ্ডীর মহাতাল খদীরকাঃ ॥ ১১ ॥
 বহুনা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবন স্তথা ।
 বিশেষং শৃণু বক্ষ্যামি ক্রমং পরম সুন্দরি ॥ ১২ ॥
 ভদ্রং তাপসী মূর্তি স্থাপিনী শ্রীবন স্তথা ।
 ধূমা লৌহ বনং ভদ্রা ভাণ্ডীর মুক্তনং বনং ॥ ১৩ ॥
 মহাতাল বনং ভদ্রে জ্বালিনী পরমা কুলা ।
 রুচিস্তু খদিরং ভদ্রে বনং পরম শোভনং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

ক্রমশঃ দ্বাদশ বনের নাম তোমার নিকট বলিতেছি । ভদ্র-
 বন, শ্রীবন, লৌহবন, ভাণ্ডীরবন, মহাবন, তালবন, খদিরবন,
 বহুবন, কুমুদবন, কাম্যবন, মধুবন ও বৃন্দাবন । হে সুন্দরি !
 এই দ্বাদশ বনের বিশেষ তোমার নিকট বলিব ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

রাধিকার এক এক মূর্তি এক এক বন রূপে অবতীর্ণ হই-
 য়াছে তাহার বিশেষ এই । ভদ্রবন তাপসীমূর্তি, শ্রীবন তাপিনী-
 মূর্তি, ধূমামূর্তি লৌহবন, ভদ্রামূর্তি ভাণ্ডীরবন ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে জ্বালিনীমূর্তি মহাবন ও তালবন এবং রুচিমূর্তি
 খদিরবন এই সকল বন অতি মনোহর ॥ ১৪ ॥

অন্তার্থঃ ।

বন নামানি কথামিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বহুনেতি দ্বাদশবনমধ্যে বৃন্দাবনস্য
 বিশেষঃ শৃণুত্বার্থঃ দ্বাদশবনানি যথা ; ভদ্রবনং শ্রীবনং লৌহবনং ভাণ্ডীর
 বনং মহাবনং তালবনং খদিরবনং বহুবনং কাম্যবনং কুমুদবনং বৃন্দাবন-
 ক্ষেতি ॥ ১২ ॥ ভদ্রেতি । গগিন্যা মূর্তিঃ বিশেষ এব বনরূপেণ অবতীর্ণেতি ।

সুসুম্না বহনা ভদ্রে কুমুদং ভোগদা প্রিয়ে ।
 বিশ্বা মধুবনং প্রোক্তং বৃন্দাচ ধারিণী তথা ॥ ১৫ ॥
 কাম্যঞ্চ মালিনী দেবি মহদ্বনং ক্ষমা তথা ।
 বন মুখ্যা দ্বাদশৈতাঃ কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে ১৬
 অন্যচ্চো পবনং ভদ্রে কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থলং ।
 কদম্ব খণ্ডিকং নন্দবনং নন্দীশ্বরং প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥
 নন্দমানন্দ সুপ্তঞ্চ পলাশা শোক কেতকী ।
 সুগন্ধি মোদনং কৌল মমৃতং ভোজন স্থলং ১৮
 ভাষা ।

সুসুম্নামূর্তি বহবন ভোগদামূর্তি কুমুদবন বিশ্বামূর্তি মধুবন,
 ধারিণীমূর্তি বৃন্দাবন ॥ ১৫ ॥

মালিনীমূর্তি কাম্যবন ক্ষমামূর্তি মহাবন । এই দ্বাদশবন
 সর্ববন প্রধান ; কালিন্দীর পশ্চিম ভাগে বিদ্যমান ॥ ১৬ ॥

কদম্ব খণ্ডিকা নন্দবন ও নন্দীশ্বর বন প্রভৃতি আর আর যে
 উপবন আছে তাহা কৃষ্ণের ক্রীড়া রসস্থান ॥ ১৭ ॥

নন্দন ও আনন্দ নামে দুই বন কৃষ্ণের শয়ন স্থান । পলাশ
 অশোক ও কেতকী বনে কৃষ্ণ গন্ধামোদ সুখ সেবা করেন ।
 কৌলবন অমৃতাস্বাদন স্থান ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থ ।

পশ্চিন্ধ্যা যাতাপসী মূর্তি শুদ্ধেব ভজ্যবনং এব মন্যাজাপি । এতদ্বাদশবন
 মেব প্রধানং তত্র কালিন্দ্যাঃ পশ্চিমেভাগে সপ্তবনং বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
 ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ অন্যদিতি অন্যৎ কদম্ব খণ্ডিকাদি দ্বাত্রিংশদ্বনং
 পরম কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থল মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ নন্দেতি । নন্দনবনং সুপ্তং

স্মৃথ প্রসাধনং বৎস হরণং শেষ শায়িকং ।
 শ্যামপূৰ্ণ্যং দধিগ্রামং বৃষভানু পুরং তথা ॥১৯॥
 সঙ্কেত দ্বিপদ ঠৈব রাস ক্রীড়ন্ত ধূষরং ।
 কেমুদ্ৰমং সরোবীনং নবমং মুকচন্দনং ॥ ২০ ॥
 সংখ্যা বনস্য দ্বাত্রিংশ দিথং সাধন সিদ্ধিদাঃ ।
 পূৰ্ব্বোক্তং দ্বাদশারণ্যং প্রধানং বন মুত্তমং ॥২১॥
 তত্রোত্তরে চতুর্থঞ্চ বনঞ্চ সমুদা হতং ।
 নানাবিধ রসক্রীড়া নানা লীলাময়ং স্থলং ॥২২॥

ভাষা ।

বন প্রদেশে বৎসহরণ প্রভৃতি নানাবিধ স্মৃথ সেবায় কাল-
বৰ্ত্তন করেন ॥ ১৯ ॥

সঙ্কেত, দ্বিপদ প্রভৃতি যে আর কতকগুলি বন আছে তা-
হাতে কৃষ্ণ রাসক্রীড়া প্রভৃতি বিবিধ আমোদ করিতেন ॥ ২০ ॥

উক্ত দ্বাত্রিংশদ্বন সাধন সিদ্ধিপ্রদ কিন্তু পূৰ্ব্বোক্ত দ্বাদশবন
সর্ববন শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ২১ ॥

এই সকল বনের উত্তরে চতুর্থ বন নামে এক বন আছে
তাহা সর্ববন শ্রেষ্ঠ ও নানাপ্রকার রসলীলা স্থল ॥ ২২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

শয়নবনং । অমৃতবনং ভোজন স্থলং ॥ ১৮ ॥ স্মৃথেতি স্মৃথকর বৎস-
হরণাদিক মিতিস্তাবঃ ॥ ১৯ ॥ সঙ্কেতেতি সঙ্কেতবনং রাসক্রীড়া স্থল-
মিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংখ্যেতি । ইথং দ্বাত্রিংশদ্বনং তত্র পূৰ্ব্বোক্তং দ্বাদশ-
বনং প্রধানমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ তত্রোত্তরে । দ্বাত্রিংশদ্বনস্যোত্তরে নানা-

দল কেশর বিস্তার রহস্য মীরিতং ক্রমাৎ ।
 সহস্রপত্র কমলং গোকুলাখ্যং শুচিন্মিতে ॥
 তৎকর্ণিকা মহদ্ধাম ক্লৃষ্ণস্য স্থান মুত্তমং ॥ ২৩ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 একাদশঃ পটল ।

ভাষা ।

পদ্মেরদল কেশর বিস্তার রহস্য ক্রমত তোমার নিকট বলি-
 রাছি । গোকুল স্থান সহস্রদল কমল, তৎকর্ণিকা অতি প্রধান
 স্থান ও ক্লৃষ্ণের অতিপ্রিয় ॥ ২৩ ॥

ইতি একাদশ পটল ।

অন্ত্যর্থঃ ।

ক্ৰীড়াঙ্কলং চতুর্ধনমিতি ॥ ২২ ॥ দলেতি । পত্র কেশরাঙ্গীনাং রহস্যং
 ক্রমাৎ বখিতং । সহস্রদলং যৎকমলং তদেব গোকুলমিতি ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্ৰীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 একাদশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

তত্রোপরি স্বৰ্ণপীঠে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে ।
 দক্ষিণাদি ক্রমাদিক্ষু বিদিক্ষু দল মীরিতং ॥ ১ ॥
 যদলং দক্ষিণে প্রোক্তং গুহাদ্ গুহতমং প্রিয়ে ।
 তত্রাবাসং মহাপীঠং নিগমাগম স্তুন্দরং ॥ ২ ॥
 যোগীন্দ্র রপিদুষ্পাপ্যং সত্যং পুংসা মগোচরং
 দলমাদৌ দ্বিতীয়ঞ্চ তদ্রহস্যং দ্বয়ং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, তদুপরি মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বৰ্ণপীঠে
 দক্ষিণাদি চতুর্দিকে ও অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণে অষ্টদল বিদ্যমান
 আছে ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে ! দক্ষিণদিকে যে দল আছে তাহা অতি গোপ-
 নীয় ; সেই দলোপরি অতি স্তুন্দর মহাপীঠ আছে ॥ ২ ॥

ঐ মহাপীঠ যোগিগণেরও দুষ্পাপ্য ও সৰ্ব্ব পুরুষের অগো-
 চর । হে প্রিয়ে আদ্যদল ও দ্বিতীয়দল উভয়ই অতি গোপ-
 নীয় ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচৈতি । স্বৰ্ণপীঠে সুবর্ণাসনে মণ্ডিতে শোভিতে । দিক্ষু
 দক্ষিণাদি চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু অগ্ন্যাদি চতুষ্কোণেষু ॥ ১ ॥ যদলমিতি ।
 দক্ষিণদিখর্ভিদলং অতি গোপনীয়ং ॥ ২ ॥ যোগীতি । ঐশ্বর্যমদলং দ্বিতীয়-
 দলঞ্চ অতি গোপনীয়ং স্তুনি ঐশ্বাটন রপি দুষ্পাপ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ পূর্বে-

পূৰ্বেদলং তৃতীয়ঞ্চ তত্র কেশী নিপাতিতা ।
 গজাদি সৰ্বভীৰ্ষঞ্চ তদলে সদা ৭৭ সদা । ৪ ।
 চতুর্থ দল মৈশান্যাং সিদ্ধ পীঠেপ্সিত প্রদং ।
 কাত্যায়ন্য চৰ্চনাকৌগী যত্র লেভে পতিং হরিং ৫
 বস্ত্রালঙ্কার হরণং তদলে সমুদাহৃতং ।
 উত্তরে পঞ্চমং প্রোক্তং দলং সৰ্ব দলোত্তমং । ৬

ভাষা ।

পূৰ্বদিখ্যতি তৃতীয়দলে কেশীনামে অশ্বর নিপতিত ইহ-
 য়াছে । এবং গজাদি নিখিল ভীৰ্ষ ঐ দলে বিদ্যমান আছে ॥ ৪ ॥
 মৈশানকোণে যে দল তাহা চতুর্থ এই দল সৰ্বভীৰ্ষ ফলপ্রদ ।
 গোপীগণ এইদলে কাত্যায়নীর অর্চনা করিয়া হরিকে পতি
 কপে লাভ করিয়াছিল ॥ ৫ ॥
 উত্তরে পঞ্চমদল ইহা সৰ্বদল শ্রেষ্ঠ এই দলে কৃষ্ণ গোপী-
 গণের বস্ত্রালঙ্কার হরণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

অম্ব্যর্থঃ ।

তি । পূৰ্বদিখ্যতি তৃতীয়দলে গজাদি সৰ্বভীৰ্ষং সদা বিরাজত ইতিভাবঃ । ৪
 চতুর্থেতি মৈশান্যাং চতুর্থদলং সিদ্ধক্ষেত্র মন্ডিলমিত প্রদকোতি । যত্রদলে
 গোপী কাত্যায়নী মর্চয়িত্বা হরিং পতিং লেভে ॥ ৫ ॥ বজ্জেতি । চতুর্থ-
 দলএব কৃষ্ণ গোপীনাং বস্ত্রালঙ্কারাদি লহণং । উত্তরে পঞ্চমং দলং
 সৰ্বদল শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ যজ্জেতি যত্র পঞ্চমদলে ষাটশাদিত্য । তিষ্ঠ-

(১৬)

যত্রৈব দ্বাদশাদিত্য দলঞ্চ কর্ণিকা সমং ।
 বায়ব্যাং দলং ষষ্ঠং তদ্রকালী হৃদঃ স্মৃতঃ ॥৭॥
 দলোত্তমোত্তমং দেবি প্রধানং দল মূচ্যতে ।
 সর্বোত্তমং দলশ্রেষ্ঠং পশ্চিমে সপ্তমং দলং ॥৮॥
 যজ্ঞ পত্নীগণানাঞ্চ যদীপ্সিত বরপ্রদং ।
 অশ্বাসুরোপি নির্বাণং লেভে যত্র দলে প্রিয়ে ॥৯॥

ভাষা ।

বায়ুকোণে যে দল তাহা ষষ্ঠ, সর্বদল প্রধান এই দলে দ্বাদশাদিত্য বিদ্যমান আছেন, ইহা কর্ণিকা তুল্য এবং ইহাকে কালীহৃদ বলে ॥ ৭ ॥

পশ্চিমদিকে যে দল তাহা সপ্তমদল এই দল অতি প্রধান
 সর্বদলোত্তম ॥ ৮ ॥

এই দলে যজ্ঞ পত্নীগণ অতীষ্ট লাভ করিয়াছিল এবং অশ্বাসুর মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থ ।

ভীতিশেষঃ । এতদ্বলং কর্ণিকা তুল্যং । বায়ব্যাং ষষ্ঠদলং তত্র ভদ্রকালী
 হৃদঃ ॥ ৭ ॥ দলোতি পশ্চিমে সর্বদলশ্রেষ্ঠং সপ্তমং দলং তিষ্ঠতীশেষঃ ।
 ॥ ৮ ॥ যজ্ঞেতি । তত্র সপ্তমদলে যজ্ঞপত্নীগণা ইপ্সিতং বরং লেভিরে
 অশ্বাসুরোপি নির্বাণ মুক্তিং লেভে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মেতি নৈঋত্যা

ব্রহ্মণো মোহনং তত্র দলং ব্রহ্ম হ্রদাবধি ।
 নৈঋত্যাস্ত্র দলং প্রোক্ত মৰ্চ্চমং ব্যোমঘাতনং ১০
 শঙ্খচূড়বধ স্তত্র নানাকেলি রসস্থলং ।
 এতদৰ্শ দলং ভদ্রে বৃন্দারণ্যাস্তর স্থিতং ॥ ১১ ॥
 শ্রীমদ্বৃন্দাবনং রম্যং যমুনায়াঃ প্রদক্ষিণং ।
 অধিষ্ঠাতা তত্র শম্ভু লিঙ্গং গোপীশ্বরাত্মধঃ ১২

ভাষা ।

নৈঋতদিকে অষ্টমদল আছে ইহা ব্রহ্মমোহনকারী ও ব্রহ্ম
 হ্রদাবধি বিস্তৃত ॥ ১০ ॥

এই দলে শঙ্খচূড় বধ হইয়াছিল ও নানাপ্রকার রসকেলি
 সম্পাদিত হইত । বৃন্দাবন মধ্যে এই অষ্টদল বিদ্যমান
 আছে ॥ ১১ ॥

অতি রমণীয় শ্রীমদ্বৃন্দাবন ধাম যমুনার মধ্যগত । গোপী-
 শ্বর নামে শিব লিঙ্গ ইহার অধীশ্বর ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অষ্টমদলং ব্রহ্মমোহনং ব্রহ্মহ্রদাবধি বিস্তীর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ শঙ্খচূ-
 ডি । অত্রৈব দলে শঙ্খচূড়াপুরবধঃ । এতদদলং বৃন্দাবন মধ্যগতং নান্য-
 রসস্থলমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শ্রীমদ্বিত্তি । শ্রীমদ্বৃন্দাবন মতি রমণীয়ং তস্য-
 অধিষ্ঠাতা শম্ভু গোপীশ্বরাত্মা লিঙ্গরূপেণ বিরাজতে ॥ ১২ ॥ তদ্বিত্তি । এত-

তদ্বাহে ষোড়শদলে মাহাত্ম্য ক্রম ঈর্ষ্যতে ।
 নৈঋত্যাদি ক্রমাৎ প্রোক্তং প্রাদক্ষিণ্যং যথাতথা ॥ ১৩ ॥

মহৎপদং মহাকাম প্রধানং তদ্র যোড়শ ।
 প্রথমঞ্চ দলং শ্রেষ্ঠং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ১৪
 তদলে মধুবনং প্রোক্তং তত্র প্রাদুরভুজরিঃ ।
 আদ্যং কেশর মাপূজ্যং ত্রিগুণাভীত মীশ্বরং ১৫

ভাষা ।

এই অষ্টদলের বহির্ভাগে ষোড়শ দল আছে তাহার মায়া
 অতি আশ্চর্য্য । নৈঋত্যাদি ক্রমে এই ষোড়শদল আছে । ১৩ ।

এই ষোড়শদলের প্রথমদল মহৎপদ ও মহাকাম এবং
 কর্ণিকা সম ॥ ১৪ ॥

এই দলে মধুবন আছে এবং এখানেই হরি আবিভূত হইয়া
 ছিলেন । আদ্য কেশর সকলের পূজ্য ও ত্রিগুণাভীত ঈশ্বর
 স্বরূপ ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দষ্টদল বাহ্যে ষোড়শদলস্য মাহাত্ম্যং কথ্যতে । এতৎ ষোড়শদলং নৈঋ-
 ত্যাদি ক্রমেণ যথাস্থং স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মহদিতি এতৎ ষোড়শ-
 দলং মহৎপদং প্রধানং । প্রথমং দলং কর্ণিকা সুল্যং ॥ ১৪ ॥ তদি-
 তি । প্রথমদল এব মধুবনং তত্র হরিঃ প্রাদুরভুজঃ ॥ ১৫ ॥ চতুর্ভুজ-

চতুর্ভুজং মহাবিষ্ণুং সর্ব কারণ কারণং ।
 অধিষ্ঠিতং দেব দেবং সর্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমং ॥ ১৬ ॥
 যত্র ক্ষেত্রপতি দেবো ভূতেশ্বর উমাপতিঃ ।
 দলং দ্বিতীয় মাখ্যাতং কিঞ্চিলীলা রসস্থলং ॥ ১৭ ॥
 খদিরক্ষেতি তত্রৈব দলঞ্চ সমুদাহতং ।
 সর্বশ্রেষ্ঠ দলং প্রোক্তং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ॥ ১৮ ॥

ভাষা ।

সর্বপ্রধান দলোত্তমে সর্বকারণ দেব দেব চতুর্ভুজ মহা-
 বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৬ ॥

যেই ক্ষেত্রের অধিপতি ভূতেশ্বর উমাপতি মহাদেব । বি-
 খ্যাত দ্বিতীয় দল লীলা রসস্থল ॥ ১৭ ॥

এই দলেতে খদিরবনে শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ রসকলি করি-
 তেন । এই দল সর্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা সম্ ॥ ১৮ ॥

অন্তার্থঃ ।

মিতি । সর্বকারণং জগদ্বীজং । অধিষ্ঠিতং আসীনমিত্যর্থঃ । সর্বশ্রেষ্ঠ
 দলোত্তমে প্রধানম্বে ॥ ১৬ ॥ যত্রৈতি । যত্রম্বে উমাপতিঃ শিবঃ
 অধীশ্বরঃ লীলারসস্থলং ক্রীড়া কোডুকাগার মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ খদি-
 রেতি । তত্রৈব দ্বিতীয়ম্বে খদির বনবাসীদিতিভাবঃ । কর্ণিকা সমং কর্ণি-
 কাভূস্য মাহাত্ম্যং ॥ ১৮ ॥ ভবতি । দ্বিতীয়ম্বে গোবর্ধন পর্বতে

তত্র গোবর্জন গিরৌ নিত্যং রম্য ফলাদিকং ।
 দলং তৃতীয়কং ভদ্রে সর্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমং ॥ ১৯ ॥
 হরি রম্য পতিঃ সাক্ষাৎ গোবর্জন মহীভূতঃ ।
 চতুর্থং দলমাখ্যাতং মহাভূত রসস্থলং ॥ ২০ ॥
 কদম্ব ভাণ্ডী তত্রৈব পূর্ণানন্দ রসাত্রয়ঃ ।
 স্নিগ্ধং হৃদয়ং প্রিয়ং রম্যং দলঞ্চ সমুদাহৃতং ॥ ২১ ॥

ভাষা ।

এই দলमध्ये গোবর্জন পর্বতে হরি নিত্য রম্য ফলাদি
 ভোগ করেন । হে সুন্দরি তৃতীয়দল সর্বপ্রধান ও সর্বো-
 ত্তম ॥ ১৯ ॥

বিখ্যাত চতুর্থদল রহস্য রসকেলি স্থান । গোবর্জনধারী
 হরি বাহার সাক্ষাৎ অধিপতি ॥ ২০ ॥

পঞ্চমদলে কদম্ব ভাণ্ডীর প্রভৃতি পূর্ণানন্দ রসাত্রয় বিবিধ
 কৃষ্ণকেলি বন বিদ্যমান আছে ; এই স্থান অতি স্নিগ্ধ, মনো-

অস্ত্যর্থঃ ।

বহুভূতং রম্যকল মন্ত্রীতি । তৃতীয়ং সর্বশ্রেষ্ঠং ॥ ১৯ ॥ হরিরিতি ।
 গোবর্জনধারী হরি রম্যধীশ্বরঃ । চতুর্থদল মাশ্চর্য্য রসস্থানং ॥ ২০ ॥
 কদম্বেতি । তত্রৈব চতুর্থদলে কদম্ববনং ভাণ্ডীরবনকেতি । স্নিগ্ধং স্ত্রী-
 তলং হৃদয়ং মনোরমং ॥ ২১ ॥ সন্দীপ্তরমিতি । সন্দীপ্তরমিতি পঞ্চম-

নন্দীশ্বরং দলশ্রেষ্ঠং তত্র নন্দালয়ং প্রিয়ে ।
 কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যং পঞ্চমং দলমুচ্যতে ॥২২॥
 তদধিষ্ঠাতৃ গোপালো ধেনুপালন তৎপরঃ ।
 দলং বর্ষং যদ ক্ষোভং তত্র বৃন্দাবনং স্মৃতং ২৩
 সপ্তমং বহুনা রম্যং দলং রম্যং প্রকীৰ্ত্তিতং ।
 দলার্চনং তালবনং তত্র ধেনু বধঃ স্মৃতঃ ॥২৪॥

ভাষা ।

হর ও প্রিয়তর ; ইহার বিশেষ নাম নন্দীশ্বর দল এখানে
 নন্দরাজের ভবন ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য ॥ ২১ ॥ ২২ ॥
 বর্ষদল নির্ভয় স্থান তাহাতে বৃন্দাবন বিদ্যমান আছে ;
 ইহার অধিপতি ধেনুপালন তৎপর গোপালরূপী স্বয়ং হরি । ২৩।
 সপ্তমদল অতি রম্য ও সর্বপ্রধান কীর্ত্তিত আছে । অষ্টমদল
 কৃষ্ণ ক্রীড়া রসস্থান এবং এখানে ধেনু নামক অশ্বরের বিনাশ
 হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দলে নন্দালয় মাসীদিত্যর্থঃ । অস্যাপি মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমমিতি । ২২ ।
 তদ্বিতি । ধেনুপালন তৎপরঃ গোচারণ নিরতঃ । গোপালরূপী হরিঃ
 বর্ষদলস্যধিপতি রিত্যর্থঃ । অত্রৈব দলে বৃন্দাবন মন্তীকিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
 সপ্তমমিতি । সপ্তমদল মতি মনোহরং । অষ্টমদলে তালবন মাসী-

নবমং কুমুদারণ্যং দলং রম্যং শুচিস্থিতে ।
 কাম্যারণ্যং দলং হৃদ্যং প্রধানং সৰ্ব্ভকারণং ॥ ২৫ ॥
 ব্রহ্মস্থানং দলং তত্র বিষ্ণু বৃন্দ সমন্বিতং ।
 কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থানং দশমং দলমুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
 দলমেকাদশং প্রোক্তং তত্ত্বানুগ্রহ কারণং ।
 সেতুবন্ধস্য নির্মাণং নানারত্ন রসস্থলং ॥ ২৭ ॥

ভাষা ।

নবমদলে কুমুদবন আছে ইহা অতি রমণীয় স্থান এবং এখানেই কাম্যবন বিদ্যমান রহিয়াছে । এই দল অতি মনোহর ও সৰ্ব্ভকারণ ॥ ২৫ ॥

দশমদল ব্রহ্মস্থান এই দলে বিষ্ণু বিবিধরূপে বিরাজ করিতেছেন । এবং ইহাকেই কৃষ্ণক্ৰীড়া রসস্থান বলে ॥ ২৬ ॥

একাদশদল তত্ত্ববৃন্দের বাঞ্ছা পূর্ণ করে । এখানে সেতুবন্ধ নির্মিত হইয়াছিল এবং কৃষ্ণ নানারূপ রসকলি করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বিতি ॥ ২৪ ॥ নবমমিতি । নবমদলে কুমুদবনং কাম্যবনঞ্চোতি । হৃদ্যং মনোহরং । সৰ্ব্ভকারণং সৰ্ব্ভবেতু তুতমিতি ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মেতি । দশমদলং ব্রহ্মস্থানং অত্রৈব দলে বিষ্ণু রূপেবিধং রসক্ৰীড়াং চকারোতি । ২৬ । দশমিতি । একাদশদলে হরিভক্ত মনোহরং পুরস্কামাস সেতুবন্ধাদিকং নানারসক্ৰীড়াং চকারোতি ॥ ২৭ ॥ ভাণ্ডীরেতি । যদ্বাণ্ডীরবনং তদেব

ভাণ্ডীরং দ্বাদশদলং বনং রম্যং মনোহরং ।
 কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারস স্তত্র কুসুমাদি সহায়তঃ ॥ ২৮ ॥
 ত্রয়োদশ দলং শ্রেষ্ঠং তত্র ভদ্রবনং স্মৃতং ।
 চতুর্দশ দলং প্রোক্তং সর্ব সিদ্ধিপ্রদং স্থলং ২৯
 শ্রীবনং তত্র রুচিরং সর্বৈশ্বর্য্যস্য কারণং ।
 কৃষ্ণলীলাময় দলং শ্রীকান্তি কীর্ত্তিবর্দ্ধনং ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

দ্বাদশদলে ভাণ্ডীর বন আছে ইহা অতি রমণীয় স্থান এবং
 কৃষ্ণ এখানে নানাবিধ কুসুম সহায়ে রসকেলি করেন ॥ ২৮ ॥

ত্রয়োদশদল সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে ভদ্রবন আছে । চতুর্দশদল
 সর্ব সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বর্ণিত আছে ॥ ২৯ ॥

পঞ্চদশদলে অতি মনোহর সর্ব সম্পৎপ্রদ শ্রীবন আছে ।
 ইহা কৃষ্ণলীলা রসময় স্থান এবং শ্রী, কান্তি ও কীর্ত্তিবর্দ্ধনকারী ।

অন্যার্থঃ ।

দ্বাদশদলং । অত্র কৃষ্ণঃ কুসুমাদি সহায়েন নানারসক্রীড়া মকোত্তো-
 দিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ ত্রয়োদশমিতি । ত্রয়োদশদলং ভদ্রবনং । চতুর্দশ-
 দলং সর্বসিদ্ধিপ্রদং ॥ ২৯ ॥ শ্রীতি । তত্রৈব চতুর্দশদলে শ্রীবন মতি
 মনোহরং । শ্রীকান্ত্যাদিবর্দ্ধনং । সর্বসম্পৎ প্রদমিতি ॥ ৩০ ॥ দল-

দলং পঞ্চদশং শ্রেষ্ঠং তত্র নৌহরণং শুভং ।
 কথিতং ষোড়শ দলং মাহাত্ম্যং কর্ণিকা সমং ৩১
 মহাবনং দলং প্রোক্তং তত্রাস্তে গুহ্য মুত্তমং ।
 বাল্যক্রীড়া রসস্তত্র বৎসবালৈঃ সমাবৃতঃ ৩২ ।
 পুতনাদি বধ স্তত্র যমলার্জুন ভঞ্জনং ।
 অধিষ্ঠাতা তত্রবালো গোপালঃ পঞ্চমাদিকঃ ৩৩

ভাষা ।

এই দলে কৃষ্ণ নৌকাহরণ কেলি করিয়াছেন । ষোড়শদল সর্বপ্রধান ইহার মাহাত্ম্য কর্ণিকা তুল্য ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এই দলেতে মহাবন নামে বন আছে, এখানে কৃষ্ণ গুহ্য-ক্রীড়া করিতেন । এবং বৎস বালকগণের সহিত বাল্যক্রীড়া এখানেই হইত ॥ ৩২ ॥

গোপাল পঞ্চমবর্ষ পর্য্যন্ত এখানে থাকিয়া পুতনা ও যমলা-জুন নামে অশুর বিনাশ করেন ॥ ৩৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মিতি । পঞ্চদশদলং শ্রেষ্ঠং তত্র পঞ্চদশদলে নৌকাহরণাদি ক্রীড়ারসঃ । ষোড়শদলং কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যমিতি ॥ ৩১ ॥ মহেতি । অত্র দলে কৃষ্ণঃ বৎসৈঃ ক্রীড়ন্তঃ মিলিতঃ সন্ অতি গুহ্যং বাল্যক্রীড়া রস মুপাগতঃ ইতিভাবঃ ॥ ৩২ ॥ পুতনেতি । অত্রৈব দলে পঞ্চমাদিকো বাল গোপালঃ পুতনাবধঃ যমলাজুন বধ মকরোদিত্তি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ নামেতি নাম

নাম্নাদামোদরঃ প্রোক্তঃ প্রেমানন্দ রসার্ণবঃ ।
 প্রসিক্ত দলমাখ্যাতং সর্বশ্রেষ্ঠ দলোত্তমং ॥৩৪॥
 কৃষ্ণক্ৰীড়া রস স্তত্র বিহার দলমুচ্যতে ।
 সিদ্ধি প্রধান কিঙ্করু বনঞ্চ সমুদাহতং ॥৩৫॥

শ্রীপার্কত্যাচ ।

বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যং রহস্যং বা কিমদ্ভুতং ।
 রসং প্রেমতথানন্দং সর্বংমে কথয় প্রভো ॥৩৬॥

ভাষা ।

হরি দামোদর নামে প্রেমানন্দ রসান্বাদে নিয়ত ছিলেন ।
 এই বিখ্যাত দল সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম ॥ ৩৪ ॥
 এইদলে নিয়ত কৃষ্ণ ক্রীড়া হয় এই জন্য ইহাকে বিহার দল
 বলে । এইদল কেশর সর্ব সিদ্ধিদাতা রূপে বর্ণিত ॥ ৩৫ ॥
 পার্কতী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছেন । বৃন্দাবনের
 আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য ও প্রেমানন্দ রস আমার নিকট বাহ্যরূপে
 বর্ণন কর ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দামোদরঃ দামোদরাখ্যঃ প্রেমানন্দরসার্ণবঃ প্রেমানন্দ পূর্ণঃ ॥ ৩৪ ॥
 কৃষ্ণেতি । তত্রদলে কৃষ্ণক্ৰীড়া রসঃ কৃষ্ণঃ ক্রীড়া স্থখ মূপভুক্ত ইত্যর্থঃ ।
 কিঙ্করুঃ কেশরঃ ॥ ৩৫ ॥ শ্রীপার্কত্যাচোতি । অহুতং বৃন্দাবন
 মাহাত্ম্যং প্রেমরস মানন্দ রসঞ্চ মে কথয়েতিভাষঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্রোতি ।

যত্র বৃন্দাদি পুলকৈঃ প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং ।
 কিং পুনশ্চেতনা যুক্তৈর্বিষ্ফুভক্তিঃ কি মুচ্যতে । ৩৭
 কথিতং তে প্রিয়তমং গুহাদ্গুহতমং প্রিয়ে ।
 রহস্যানাং রহস্যঞ্চ দুর্লভানাঞ্চ দুর্লভং ॥ ৩৮ ॥
 ভারতে গোপিতং দেবি কেশপীঠং মনোহরং ।
 ব্রহ্মাদি বাঙ্কিতং স্থানং দেবগন্ধর্ব সেবিতং । ৩৯

ভাষা ।

যেখানে তকলতা প্রভৃতি অচেতন পদার্থও প্রেমানন্দাশ্রু
 বর্ষণ করে ; সেখানে চেতনায়ুক্ত মানবাদের আর কথা কি ?
 কৃষ্ণ ভক্তির কি অপার মহিমা ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রিয়ে পার্শ্বতি তোমার নিকট
 অতি দুর্লভ রহস্য কথা বলিয়াছি ॥ ৩৮ ॥

হে দেবি কেশপীঠ ভারতে অতি গোপনীয় স্থান । ব্রহ্মাদি
 দেবগণ সর্বদা ইহা বাঙ্ক্য করেন, এবং দেবগণ ও গন্ধর্বগণ
 সদা সেবা করে ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যত্র বৃন্দাবনে । প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষিতং পাতিতং চেতনাবতাং বা বিষ্ফুভক্তি
 সা বিমুচ্যতে ॥ ৩৭ ॥ কথিতেতি । তেতব প্রিয়তমং গোপনীয়ং দুর্লভং
 রহস্যং কথিত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ ভারতেতি । ভারতে ভারতবর্ষে । এতৎ
 কেশপীঠং বৃন্দাবনং গোপনীয়ং । যৎ পীঠং ব্রহ্মাদয়োপি বাঙ্কতি ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্তং নিত্যানন্দময়ং প্রিয়ে ।
 যত্র কাত্যায়নী মায়্যা মহামায়্যা জগন্ময়ী ॥ ৪০ ॥
 কিমসাধ্যং মহেশানি পূজ্যা তত্র বরাননে ।
 লতাকন্দং মহেশানি বৃন্দেতি কথিতং প্রিয়ে ৷ ৪১ ॥
 লতাকন্দং মহেশানি স্বয়ং কাত্যায়নী পরা ।
 অতএব মহেশানি যোগেন্দ্রেঃ পরিসংস্কৃতং ৷ ৪২ ॥

ভাষা ।

এই স্থান পঞ্চাশন্মাতৃকাযুক্ত ও নিত্যানন্দ ধাম । যেখানে
 মহামায়্যা জগন্ময়ী কাত্যায়নী বিরাজমানা আছেন ॥ ৪০ ॥

এই কাত্যায়নী দেবীর আরাধনা করিলে কিছুই অসাধ্য
 থাকেনা হে মহেশ্বরী বৃন্দা শব্দের অর্থ লতা ও কন্দ ॥ ৪১ ॥

হে মহেশানি বৃন্দাবনে কাত্যায়নী স্বয়ং লতাকন্দ রূপে
 অবতীর্ণা হইয়াছেন । অতএব যোগিগণ সদা স্তব করিয়া
 থাকে ॥ ৪২ ॥

অস্তুার্থ ।

পঞ্চোক্তি । অকারাদ্বি পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণ যুক্তং কেশপাঠং নিত্যানন্দময়ং
 যত্র মহামায়্যা কাত্যায়নী বিরাজতে ॥ ৪০ ॥ কিমিতি । তত্র বৃন্দাবনে
 কাত্যায়নী পূজ্যচেৎ ন কিমপ্য সাধ্যং স্যাদিতি । বৃন্দা শব্দেন লতাকন্দ
 অভিধীয়তে ॥ ৪১ ॥ লতেতি । বৃন্দাবনস্থিতং যৎ লতাকন্দং তদেব
 কাত্যায়নী অতএব বৃন্দাবনং যোগীন্দ্রেঃ সেব্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অপ্সরোভিষ্য গন্ধর্বে নৃত্য গীতং নিরন্তরং ।
 শ্রীমদ্বন্দাবনং রম্যং পূর্ণানন্দ রসোজয়ং ॥ ৪৩ ॥
 ভূমি চিন্তামণিস্তোয়ং সততং রস পুরিতং ॥ ৪৪ ॥
 বৃক্ষঃ সুরক্রম স্তত্র সুরভী বৃন্দ সেবিতং ।
 পূর্ণস্ত পরমেশানি পঞ্চাশং কলয়াযুতং ॥ ৪৫ ॥
 আনন্দো যন্ত দেবেশি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 যা ভূমিঃ পরমেশানি সাতু পৃথী বরাননে ॥ ৪৬ ॥

ভাষা ।

শ্রীমদ্বন্দাবনধানে অপ্সরা ও গন্ধর্বগণ সদা নৃত্য গীত
 করিয়া থাকে । এখানে প্রেমানন্দ সাক্ষাৎ বিরাজমান আছে ।
 বৃন্দাবন ভূমি চিন্তামণি স্বরূপ, ও জল অমৃত রস পূর্ণ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥
 বৃন্দাবনের বৃক্ষ সকল কল্প বৃক্ষ তুল্য নানারূপ সৌগন্ধ
 পরিপূর্ণ । এবং বৃন্দাবন স্থান পঞ্চাশং কলাযুক্ত ও নিত্যানন্দ
 ধাম ॥ ৪৫ ॥

হে দেবেশি প্রকৃতি দেবী বৃন্দাবনের মুর্তিমান আনন্দ ;
 বৃন্দাবন ভূমি স্বয়ং ভূতধাত্রী পৃথিবী ॥ ৪৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

অপ্সর ইতি । অপ্সরো গন্ধর্বাদিভি নৃত্য গীত পূর্ণং বৃন্দাবনং নিত্য
 সুখোজয় মিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ভূমীতি । ভূমি বৃন্দাবন ভূমিচ্চিন্তামণি
 রভিলষিত ফলপ্রদঃ । তোয়ং জলং রস পুরিতং সর্বরস পূর্ণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
 বৃক্ষ ইতি । বৃক্ষঃ বৃন্দাবন বৃক্ষঃ সুরক্রমঃ কল্পবৃক্ষঃ । পঞ্চাশং কলয়া পঞ্চাশ
 স্নাতুকা বর্ণরূপয়া ॥ ৪৫ ॥ আনন্দ ইতি । যা পদ্মিনী সা এব আনন্দ
 ময়ীতি । যা ভূমিঃ সা এব পৃথিবী । বরাননে ইতি পার্বতী সৎস্থানং ॥ ৪৬ ॥

তোয়ং রসং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরুত্তমা ।
 ক্রমস্তু প্রকৃতির্মায়া তরুভিশ্চণ্ডিকা স্বয়ং ॥৪৭॥
 স্ত্রীলক্ষ্মীঃ পুরুষোবিষ্ণুস্তদাংশাংশ সমুদ্ভবঃ ।
 বিষ্ণুস্ত পরমেশানি জ্যেষ্ঠা শক্তি রিতীরিতা ॥৪৮॥
 অংশাস্তু পরমেশানি কলা প্রকৃতিকপিণী ।
 বয়ঃ কৈশোরকং তত্র নিত্যমানন্দ বিগ্রহং ॥৪৯॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি বৃন্দাবন জল অমৃত স্বরূপ । বৃন্দাবন বৃক্ষ সকল
 মায়ায় প্রকৃতিরূপা স্বয়ং চণ্ডিকা ॥ ৪৭ ॥
 বৃন্দাবন স্ত্রীগণ স্বয়ং লক্ষ্মী । পুরুষগণ সকলই বিষ্ণুর
 অংশ । এবং ভগবান বিষ্ণু আদ্যাশক্তি ॥ ৪৮ ॥
 হে ঈশানি বিষ্ণুর অংশ হইতে প্রকৃতির উদ্ভব হয় । কৃষ্ণের
 বাল্য কৈশোর প্রভৃতি বয়স মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তোয়মিতি । যত্রসং তদেবতোয়ং প্রকৃতিরূপা মায়াময়ী চণ্ডিকা
 ক্রমরূপেণাবতীর্ণা ॥ ৪৭ ॥ স্ত্রীতি । বৃন্দাবন স্ত্রিয়ো লক্ষ্মীরূপাঃ ।
 বিষ্ণোরংশাঃ পুরুষাঃ । জ্যেষ্ঠাশক্তি রাদ্যাশক্তি রিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
 অংশাইতি । অংশা বিষ্ণোরংশা বাল্যকৈশোবাদিকঃ যস্যস্তং সকল
 মেব নিত্যমানন্দ বিগ্রহ ন্ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ গতিরिति । গতিঃ স্বাভাবিক
 গমনমেব নাট্যং নৃত্যং কথা আলাপ এব গানং । নিরন্তরং সতৈব হাস্য

গতির্নাট্যং কথা গানং স্মিতবক্তৃত্বং নিরন্তরং ।
 শুদ্ধসারৈঃ প্রেমপূর্ণং মানবৈ শুদ্ধনাশ্রুতৈঃ ॥৫০॥
 পুনর্নৃত্ত মুখে মগ্নং স্ফুরন্নুভূত তন্ময়ং ।
 গত্যাদি স্মিতবক্তৃত্বং শুদ্ধসত্ত্বাদিকঞ্চ যৎ ।
 তৎসর্বং কুরুতে কপং সততং কমলেক্ষণে ॥৫১॥
 যত্নকোকিলভৃঙ্গাদ্যাঃ কুজং কলং মনোহরং ।
 কপোতশুকসঙ্গীতমুমত্তানি সহস্রকং ।
 ভুজঙ্গশত্রুনৃত্যাচ্যং সকান্তামোদবিভ্রমং ॥৫২॥
 ভাষা ।

ত্রিক্ষণের গমনে নৃত্য দর্শন হয় কথা শ্রবণে গান শ্রবণ
 হইয়া থাকে । তাহার বক্তৃ সর্বদাই মধুর হাশ্য পূর্ণ । বৃন্দাবন
 বাসি মানবগণ তাহার বদন সদা প্রেমপূর্ণ অবলোকন করে ॥৫০॥
 ত্রিক্ষণের মুখ কগলে সতত পূর্ণব্রক্ষের আভা স্ফুরিত হয় ।
 তাহার গতি, কথা ও হাশ্যবদন সর্বদা শুদ্ধ সত্ত্বসারময় । তাহার
 কপা অমুপম ॥ ৫১ ॥

কোকিল, ভৃঙ্গ ও শুক প্রভৃতি যে মধুর সঙ্গীত করে
 তাহারাও কৃষ্ণ মুখ নিগর্ত বাক্যে উন্নত হয় । এবং ভুজঙ্গ নক্ক
 প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও কৃষ্ণ কপে মোহিত হয় ॥ ৫২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

পূর্ণ বদন নিত্যর্থঃ । শুদ্ধ বাসিনো মানবাঃ প্রেমপূর্ণাঃ ॥৫০॥ পুনরুতি ।
 স্ফুরন্নুভূত তন্ময়ং ব্রহ্মময় স্তুতিঃ প্রকাশিত্যর্থঃ । গত্যাদি গমন
 কথনং স্মিত বক্তৃত্বং সহস্যবদনং এতৎ সকলমেব ব্রহ্মণো কৃপমিত্যর্থঃ ॥৫১॥
 যদ্বিতি । কুজং গন্ধিনাদঃ কলং অব্যক্ত মধুরং অন্যং স্তম্ব দুঃখাদিকঞ্চ

নানাবর্ণৈশ্চ কুসুমৈ স্তম্বনং পরিপুরিতং ।
 সুখং দুঃখং মহেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥৫৩॥
 কোকিলাদ্যাশ্চ বা প্রোক্তা মধুনি কুসুমাস্তকাঃ ।
 তাঃ সর্বাঃ পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 অতএব মহেশানি ব্রহ্মণঃ কারণং শিবা ॥ ৫৪ ॥
 মন্দ মারুত সংযুক্তং বসন্তবাত সংযুতং ।
 পূর্ণেন্দু নিত্যভ্যুদয়ং সূর্য্য মন্দাংশু সেবিতং ॥৫৫॥

ভাষা ।

নানাবিধ বর্ণ কুসুম সকল বৃন্দাবন পূর্ণ করিয়াছে । সুখ ও
 দুঃখ স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ৫৩ ॥

বসন্তকালে কোকিল প্রভৃতি যে মত্ত হইয়া গান করে
 তাহাও প্রকৃতি । হে মহেশ্বর ! অতএব প্রকৃতি ব্রহ্মের ও
 কারণ ॥ ৫৪ ॥

বৃন্দাবনে সদা কাল মন্দ বসন্ত বায়ু বহিতেছে । পূর্ণচন্দ্র
 সর্বদা উদ্ভিত আছেন এবং সূর্য্যদেব মন্দ কিরণে বৃন্দাবন সেবা
 করিতেছেন ॥ ৫৫ ॥

অম্ব্যর্থঃ ।

সকলমেব প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥৫২॥ নানেতি । নানাবর্ণৈঃ কুসুমৈঃ স্তম্বদ্বন্দ্বনং
 পুরিত মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ কোকিলা ইতি । কোকিলাদ্যা বৃন্দাবন
 বিহঙ্গাঃ সমস্তাএব স্বয়ং প্রকৃতি রিত্যর্থঃ । প্রকৃতে জগৎস্বরূপত্বাৎ ব্রহ্মণঃ
 কারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ মন্দেতি । ইষৎ পবন হিলোলযুতং বসন্ত বাত
 পূর্ণক । সৈদেব পূর্ণেন্দুরূপেতি সূর্য্যোমন্দং যথা ভগতি বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ ৫৫

অদুঃখং লোক বিচ্ছেদ জরা মরণ বর্জিতং ।
 অক্রোধং গত মাৎসর্য্য মভিন্নং নিরহঙ্কৃতং ॥৫৬॥
 পূর্ণানন্দামৃত রসং পূর্ণ প্রেম সুধার্নবং ।
 গুণাভীতং মহদ্ধাম পূরিতং পূর্ণশক্তিভিঃ ।
 গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গূঢ়ং মধ্য বৃন্দাবনস্থিতং ॥৫৭॥
 গোবিন্দাঙ্ঘ্রি রজঃ স্পর্শামিত্যং বৃন্দাবনং ভুবি ।
 যস্য স্পর্শন মাত্রেণ পৃথ্বী ধন্যাচ ভারতে ॥৫৮॥
 ভাষা ।

বৃন্দাবনে কাহারও দুঃখ নাই বিচ্ছেদ নাই এবং জরা মরণও
 নাই । এবং ক্রোধ নাই মত্ততা নাই সকলেই অভিন্নহৃদয় ও
 অহঙ্কার শূন্য ॥ ৫৬ ॥

বৃন্দাবন পূর্ণানন্দ অমৃত রস স্থান ও পূর্ণ প্রেমার্নব স্বরূপ
 ত্রিগুণাভীত মহদ্ধাম সর্বশক্তি পূর্ণ । এই স্থান অতি গোপ-
 নীয় ॥ ৫৭ ॥

বৃন্দাবন ভূমি ত্রীকৃষ্ণ পদ রজঃ স্পর্শে সর্বদা পবিত্র । যাহার
 স্পর্শে পৃথিবী মধ্যে ভারত বর্ষ ধন্য হইয়াছে ॥ ৫৮ ॥

অন্তার্থঃ ।

বৃন্দাবনে দুঃখং জরামরণাদিকং নাস্তি ক্রোধ মাৎসর্য্যাদিক মপিতথ্য ।
 অভিন্ন মপৃথদ্ধাবঃ নিরহঙ্কৃত মহঙ্কার শূন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ পূর্ণেতি
 বৃন্দাবনং পূর্ণানন্দ রসাস্পদং প্রেমামৃত সাগরস্বরূপং সর্ব শক্তিভিঃ পরি
 পূর্ণমতি গোপনীয় মিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ গোবিন্দেতি যস্য পাদ রজঃস্পর্শাৎ
 পৃথিবী ধন্যাভবতি তদেগোবিন্দ পাদরজঃ স্পর্শনং বৃন্দাবনে সন্নিব সন্তন-

মহাকল্প তরু ছায় গোবিন্দ স্থান নব্যয়ং ।
মুক্তি স্তবন সংস্পর্শা মাহাত্ম্যাদ্বি বিমুতে ।
তস্মাৎ সর্বাঙ্গনা দেবি হৃদিস্থং কুরু তদনং ।৫৯।

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বাদশঃ
পটলঃ ।

ভাষা ।

বৃন্দাবন গোবিন্দের বসতি স্থান কল্পদ্রুম ছায়ায় অতি
মনোহর । বৃন্দাবন স্পর্শে মুক্তিলাভ হয় ইহার মাহাত্ম্যে
লোক মায়া বিমুক্ত হইয়া থাকে । হে দেবি এই বৃন্দাবন স্থানকে
সদা হৃদয়ে রাখ ॥ ৫৯ ॥

ইতি দ্বাদশঃ পটলঃ ।

অস্যার্থঃ ।

তীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ মহেতি গোবিন্দ স্থানং বৃন্দাবনং মহাকল্পদ্রুম
ছায়। শীতলং । বৃন্দাবন সংস্পর্শাদেব মুক্তির্ভবতি মাহাত্ম্যাদ্ বৃন্দাবন
মাহাত্ম্যং বিমুচ্যতে মায়াবিন্ধিমোভবতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি ত্রিচক্ষুস্বর ভট্টচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

দ্বাদশঃ পটলঃ ।

ত্ৰিপাৰ্ক্ষভূত্যাচ ।

যদি বৃন্দাবনং দেব জরা মরণং বৰ্জিতং ।
 অদুঃখ শোক বিচ্ছেদ মক্ৰোধং যদি শূলভৃৎ । ১ ।
 তৎকথং পরমেশান পুতনা নিধনং গতা ।
 বৃষাসুরশ্চ কেশীচ শঙ্খ দূতাদয়ো পরে । ২ ।
 তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ ক্রোধ মবাপ্তবান্ ।
 যদ্যেবং পরমেশান সততং ব্রজ মণ্ডলং ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

পাৰ্ক্ষতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে মহাদেব ! বৃন্দাবন স্থান
 যদি জরা মরণ বৰ্জিত হয় ও তথাতে শোক দুঃখ, বিরহ ও
 ক্রোধাদি না থাকে । হে পরমেশ্বর ! তবে কেন পুতনা, বৃষা-
 সুর, কেশী, শঙ্খাসুরাদি দৈত্যগণ বৃন্দাবনে নিধন প্রাপ্ত
 হইল ॥ ১ ॥ ২ ॥

হে ঈশ্বর ক্রোধহীন বৃন্দাবনে কৃষ্ণের কেন ক্রোধ হইল ।
 ব্রজমণ্ডল ক্রোধ রহিত ও সর্বশক্তিময় ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্ৰিপাৰ্ক্ষভূত্যাচেতি । পাৰ্ক্ষতী মহাদেবং প্ৰচ্ছতি । যদি বৃন্দাবনং
 জরামরণ শোকবিচ্ছেদাদি বৃহিত্ব মিতি । শূল ভূমিতি মহাদেব সন্মো-
 ধনং ॥ ১ ॥ তদ্বিতি । হে পরমেশান তৎকথং পুতনা বৃষাসুরাদি
 নিধনং বৃন্দাবনে সত্ত্ববতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥ তদ্বিতি । কৃষ্ণঃ কথং বা
 ক্রোধ পরো ভবতি । এবং উক্তরূপং জরামরণাদি রহিতং ॥ ৩ ॥

সৰ্বা বাধানি নিশ্চু ক্তং সৰ্ব শক্তিময়ং সদা ।
 সৰ্বানন্দময়ং দেব কেশ পীঠং মনোহরং ॥ ৪ ॥
 তৎকথং পরমেশান উৎপাতং ব্রজ মণ্ডলে ।
 গোপীনাং পরমেশান কথং কামোদ্ভবঃ প্রভো ।
 কৃষ্ণে বা দেবকী পুত্রঃ সদাকাম যুতঃ কথং ॥ ৫ ॥
 যমুনায়া মহাদেব জলজামৃত পুরিতং ।
 এতদ্ধি সংশয়ং ছিন্তি মহাদেব দয়ানিধে ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

হে মহাদেব কেশ পীঠ ব্রজধাম সৰ্ব শক্তিময় সৰ্বানন্দময়
 ও মনোহর এখানে কোন রূপ বিষয় সম্ভাবনা নাই ॥ ৪ ॥

হে পরমেশ্বর ! তবে বৃন্দাবনে বিবিধ উৎপাত হইল কেন ;
 কেনই বা গোপীদিগের কামোদ্ভব হইয়াছিল। এবং দেবকী
 পুত্র কৃষ্ণই বা কেন এত কামাতুর হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

এবং যমুনার জল কেন অমৃত পূর্ণ হইয়াছিল হে দয়ানিধে !
 আমার এই সকল সংশয় ছেদ কর ॥ ৬ ॥

অন্ব্যর্থ ।

সর্কেতি । সকল বিষয় রহিতং সৰ্ব শক্তি ময়ঞ্চ বৃন্দাবন মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
 তদ্বিতি । হে পরমেশান শব্দে কথং ব্রজ মণ্ডলে উৎপাত সমাজলং
 গোপীনাং কামোদ্ভবশ্চ কথমিতি ভাবঃ কৃষ্ণে বা কামাতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
 যমুনেতি । যমুনাজলং কথমমৃত পূর্ণ মিত্যাদি সংশয়ং ছিন্তি শব্দঃ ।
 দয়ানিধে ইতি মহাদেব সম্বোধনং ॥ ৬ ॥ উত্তর উবাচৈতি । হে ভক্তে

শ্রীঈশ্বর উবাচ ।

সাদু প্রকৃতং স্বয়াভদ্রে রহস্যং পরমাদ্ভুতং ।
 রহস্যং শৃণু দেবেশি গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং পরং ॥৭॥
 কার্যঞ্চ কারণং দেবি জাগ্রদাদিষু বর্ততে ।
 জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়ং পরমং পদং ॥৮॥
 তুরীয়ং ব্রহ্ম নির্বাণং মহাবিশ্বঃ শুচিস্মিতে ।
 সদা জ্যোতির্ময়ং শুদ্ধং কার্য্য কারণ বর্জিতং ॥৯॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে স্মন্দরি! তুমি অতি আশ্চর্য্য
 রহস্ত্র কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এই গুহ্যতম বিষয় আমি
 বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা প্রভেদে জগতের
 কার্য্য কারণ হইয়া থাকে। উক্ত অবস্থা সকল অচৈতন্তের
 কার্য্য ॥ ৮ ॥

অচৈতন্ত নাশ হইয়া বিশুদ্ধ জানে। হয় হইলেই লোক
 ব্রহ্ম নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। যিনি ঈশ্বর তিনি জ্যোতির্ময় কার্য্য
 কারণ বর্জিত ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সাদু শীলে স্বয়ং সাদু প্রকৃতং মহান্ প্রশ্নঃ কৃতঃ। অতি গুপ্তং মদুত রহস্যং
 শৃণুত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ কার্য্যেতি। কার্য্যং অবয়বী ভূতং কারণং হেতুঃ
 জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিষু নদৈব বর্ততে। তুরীয়ং উপস্থিত চৈতন্যম্যাধার
 ভূত মনুষ্পস্থিত চৈতন্যং ॥ ৮ ॥ তুরীয়মিতি ব্রহ্ম নির্বাণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ
 কারণঃ। জ্যোতির্ময়ং যৎ তৎ কার্য্য কারণ বর্জিতং নিত্য মিত্যর্থঃ ॥৯॥

নিরীহং নিশ্চলং দেবি সততং বিষ্ণুরূপধৃক ।
 বস্তুদেবোহপি দেবেশি বিষ্ণোরংশাভ্যকঃ সদা ১০
 ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদেন পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ ।
 কৃষ্ণরূপং সমাপ্তিত্য বৃন্দাবন কুটীরকে ॥ ১১ ॥
 কৃষিভূবাচকঃ শব্দোণশ্চ নিবৃতি বাচকঃ ।
 তয়োৱৈক্যং যদাযাতি শুদ্ধ সত্বাভ্যকো হরিঃ ১২

ভাষা ।

হে দেবি ! ঈশ্বরের কোন চেষ্টা নাই গতি নাই । বিষ্ণু
 রূপধারী বস্তুদেব তনয় সত্ত্ব গুণাঙ্ঘ্রিত সাক্ষাৎ ঈশ্বর । ত্রিপুরা-
 দেবী প্রসাদে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রূপ আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর
 সহিত সঙ্গ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ এই শব্দের বর্ণার্থ বলিতেছি । কৃষি শব্দে ভূমি
 বোধ হয় ও ণকার নিবৃতি বাচক এই উভয় যোগে কৃষ্ণ এই শব্দ
 হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অন্যার্থঃ ।

নিরীহেতি বিষ্ণুরূপধৃক যদ্বাক্ত তন্নিশ্চলং । বস্তুদেবো বিষ্ণোরংশঃ
 ত্রিপুরা প্রসাদেন কৃষ্ণরূপে মাপ্তিত্য বৃন্দাবন কুটীরে পদ্মিনী সঙ্গঃ প্রাপ্ত
 ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ শব্দস্যার্থমাহ কৃষিরিতি কৃষিশব্দে
 ভূবাচকঃ ণকারে নিবৃতি বোধকন্তয়োঃ কৃষিণকারয়ো ৱ্যদৈক্যং কৃষ্ণ ইতি
 পদং শুদ্ধ তত্ত্বগুণাভ্যকঃ ॥ ১২ ॥ তত্রৈতি । তত্র কৃষ্ণে ব্রহ্ম শব্দ বাচ্যং

তত্রৈব সহসা দেবি ব্রহ্ম শব্দ ময়ং শ্রুতং ।
 ব্রহ্ম শব্দস্ত দেবেশি কৃষ্ণঃ সত্ব গুণাশ্রয়ঃ ॥১৩॥
 তুরীয়ং যদি দেবেশি প্রকৃত্য সহ সঙ্গতং ।
 পুরুষঃ কূট রূপস্ত কার্য্য কারণ বর্জিতঃ ॥ ১৪ ॥
 তস্মাদ্ভু পুরুষো বিষ্ণুঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।
 প্রকৃতিঃ পরমেশানি কার্য্য কারণ বিগ্রহঃ ॥১৫॥

ভাষা ।

হে দেবি ! সেই কৃষ্ণ পদাভিধ ব্যক্তিতেই ব্রহ্ম শব্দ প্রযুক্ত
 হয় । অতএব কৃষ্ণই স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

হে দেবেশি ! যখন ব্রহ্ম প্রকৃতি সহিত যুক্ত হন তখন
 তাহাকে কূটস্থ কার্য্য কারণ বিহীন পুরুষ বলা যায় ॥ ১৪ ॥

অতএব সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পুরুষ বিষ্ণু স্বয়ং প্রকৃতি
 কার্য্য কারণ রূপ ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যত্র তদেব কৃষ্ণঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ তুরীয়মি । যদা অনুহিহিত চৈতন্যং
 প্রকৃত্যামহ নিমিত্তং তদা কার্য্য কারণ বর্জিতঃ কূটস্থঃ পুরুষ উচ্যতে
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ তস্মাদিতি । বিষ্ণু নির্ভ্য জ্ঞানানন্দ স্বরূপঃ প্রকৃতিঃ
 কার্য্য কারণ রূপেতি ॥ ১৫ ॥ নেতি । ঈশ্বরঃ স্বয়ং কার্য্য কারণ বর্জিতঃ

ন কার্য্যং কারণং দেবি ঈশ্বরস্ত কদাচন ।
 প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণ ঈশ্বরঃ ॥১৬॥
 দুর্ধ্যয়া পরমেশানি তব মায়া সনাতনী ।
 তব কেশোদ্ভবা দেবি নিত্য ব্রজ পুরী সদা ॥১৭॥
 যদ্যদুক্তং মহেশানি কাম ক্রোধাদিকং প্রিয়ে ।
 তৎ সর্ব্বং পরমেশানি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ॥১৮॥

ভাষা ।

হে দেবি ! ঈশ্বর স্বয়ং কখনও কার্য্য কারণ নহেন কিন্তু
 প্রকৃতির সহযোগে কার্য্য ও কারণ উভয়ই তিনি ॥ ১৬ ॥

হে পরমেশানি ! মায়ার মায়া কেহ বুঝিতে পারে না ।
 হে দেবি ! ব্রজপুরী তোমার কেশ পীঠ হইতে উৎপন্ন হই-
 য়াছে ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়ে ! বৃন্দাবনে কামক্রোধাদির বিষয় যাহা পূর্বে
 জিজ্ঞাসা করিয়াছ তাহা কেবল মায়াময়ী প্রকৃতির কার্য্য ॥ ১৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কিন্তু প্রকৃত্যা সহযোগেন কার্য্য কারণতা ভাগ্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥
 দুর্ধ্যয়েতি দুর্ধ্যয়া দুজ্জয়া জাতমশক্যেতি যাবৎ । সনাতনী নিত্যা ।
 তবকেশোদ্ভবা বৃন্দাবনপুরী ব্রজ নিকেতন মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদিতি ।
 বৃন্দাবন বাসিনাং কামক্রোধাদিকং যদ্যদুক্তং তৎ সর্ব্বং প্রকৃতে স্মাহান্য
 মিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বাস্তবদেস্যেতি । হে লোকেচপলে । অপ্যমেধসি

(১৯)

বাসুদেবস্য যজ্জন্ম শৃণু লোলেহ্লম্মেধসি ।
 তৎ সৰ্বং পরমেশানি বিদ্যা সিদ্ধেস্তু কারণং ॥১৯॥
 যস্য যস্যচ দেবেশি বিদ্যা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
 তস্য তস্যচ দেবেশি দেবত্বং পরমেশ্বরী ॥ ২০ ॥
 ভুলোকে পরমেশানি কেশপীঠে বরাননে ।
 কুলাচারস্য সিদ্ধার্থং পদ্মিনী সঙ্গমাগতঃ ॥২১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ত্রয়োদশ

পটলঃ ।

ভাষা ।

আর বাসুদেব যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কেবল বিদ্যা
 সিদ্ধিই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ॥ ১৯ ॥

হে দেবি ! যাহার যাহার বিদ্যা সিদ্ধি হইয়াছে তাহারাই
 দেবত্ব লাভ করিতে পারিয়াছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! কেবল কুলাচার সিদ্ধি কামনাতেই বাসুদেব
 মর্ত্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া পদ্মিনী সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥২১॥

ইতি ত্রয়োদশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

সম্যগনালোচিতবতি । বাসুদেবো বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থমেব জন্ম লেভে
 ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥ যস্যোতি যো যো বিদ্যাসিদ্ধঃ স এব দেব ইত্যর্থঃ ॥২০॥
 নুলোকে ইতি । নুলোকে পৃথিব্যাং । কেশপীঠে বৃন্দাবনে । কুলাচার
 সিদ্ধিলাভায়ৈব বাসুদেবঃ পদ্মিনী সঙ্গং গত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য কৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন
 ত্রয়োদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

সহস্র পত্রে পদ্মস্য বৃন্দারণ্যং বরাটকং ।
 অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দ স্থান মব্যয়ং ।
 সতীকেশাং সমুদ্ভূতং পূর্ণ প্রেম সুখাশ্রয়ং । ১।
 অন্যান্যেষুচ স্থানেষু বাল্য পৌগণ্ড যৌবনং ।
 বৃন্দারণ্য বিহারেষু কৃষ্ণ কৈশোর বিগ্রহং ॥ ২ ॥
 কালিন্দী তরণানন্দি ভঙ্গ সৌরভ মোহিতং ।
 পদ্মোৎ পলাদৈঃ কুসুমৈ নানাবর্ণ সমুজ্জলং । ৩

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন; সহস্রদল পদ্ম মধ্যে বৃন্দাবন অতি
 প্রসিদ্ধ স্থান । সতীর কেশ হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে
 এখানে সর্বদা স্মৃতিমান আনন্দ ও পূর্ণ প্রেমরসসুখ বিদ্যমান
 আছে ॥ ১ ॥

অত্যাশ্রয় স্থানে শ্রীহরির বাল্য পৌগণ্ডাদি কাল গত হইয়াছে
 বৃন্দাবনে হরি কৈশোরাবস্থাতেই বিহার করিয়াছেন ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীতরণে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন ।
 যমুনা জল নানা সৌরভে আমোদিত ও পদ্ম উৎপল প্রভৃতি
 কুসুমে শোভমান ছিল ॥ ৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । বৃন্দাবনঃ সহস্রদল পদ্মস্য বরাটকং ধ্বজং ।
 আনন্দং আনন্দময়ং । সতী কেশাং পার্শ্বতী চিকুরাং সমুদ্ভূত সুৎপন্ন
 মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ অন্যেতি । বৃন্দাবন ভিন্নে স্থানে কৃষ্ণস্য বাল্যাাদিক সময়ঃ
 বৃন্দাবন বিহারেতু কৈশোর সময়োক্তিবর্ততে । ২ ॥ কালিন্দীতি ।

চক্র বাকাদি বিহগৈ নানা মঞ্জু কলস্বনৈঃ ।
 শোভমানং জলং রম্যং অতীব স্নমনোহরং ।৪।
 তস্যোভয় তটীরম্যা শুদ্ধ কাঞ্চন নির্মিতা ।
 গঙ্গা কোটী গুণং পুণ্যং যত্রস্পর্শো বরাটকঃ ।৫
 কর্ণিকা মহিমা কিন্তু যত্র ক্রীড়া রতো हरिः ।
 কালিন্দী কর্ণিকা কৃষ্ণমভিন্নমেক বিগ্রহং ॥ ৬ ॥
 যোজানীয়াৎ সর্বৈ ধন্যো দেবিতে কথিতং ময়া ।

॥ ৬ ॥

ভাষা ।

চক্র বাকাদি বিহগগণের মঞ্জুকল স্বনে পরিপূর্ণ কালিন্দী
 জল অতি মনোহর ও সুশোভিত ॥ ৪ ॥

যমুনার উভয় তটস্থ কাঞ্চন নির্মিত, ও তাহার জলস্পর্শ
 গঙ্গাজল স্পর্শ হইতে কোটীগুণ পুণ্য প্রদ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণ ক্রীড়া স্থান যমুনা কর্ণিকা সম মাহাত্ম্যবতী । কালিন্দী
 কর্ণিকা ও কৃষ্ণ দেহ যে এক বলিয়া জানে সে এই মহীতলে ধন্য
 এই বাক্য আমি তোমাকে বলিলাম ॥ ৬ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

কৃষ্ণবিগ্রহং বিশিনক্তি । কালিন্দী তরণানন্দী যমুনাগার কৌন্তকবৎ ॥ ৩ ॥
 চক্রেতি । কালিন্দী জলং মঞ্জু কলস্বনৈ রব্যক্ত মধুরনদন্তিস্চক্র বাকাদিভি-
 র্বিহগৈঃ শোভমানা মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ তস্যেতি । উভয় তটী উভয়তীরং ।
 শুদ্ধ কাঞ্চননির্মিতা স্তব্ধ গঠিতা কালিন্দী জলস্পর্শো গঙ্গাজলস্পর্শ কোটি-
 গুণ স্নকৃতি কৃতিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ কর্ণিকেতি । যত্র কৃষ্ণঃ ক্রীড়ারত স্তত্রৈব
 কর্ণিকা মাহাত্ম্যং । কালিন্দী কর্ণিকয়োর্মাহাত্ম্যং যোজানীয়াৎসধন্যঃ ॥

দেবুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব রহস্যং বদ শঙ্কর ।

কঃ কৃষ্ণঃ পরমেশান কালিন্দীক। বৃষধ্বজ ॥৭॥

কর্ণিকাক। মহেশান বিস্তারাদ্বদ শঙ্কর ।

এতত্ত্বং মহাদেব কৃপয়া কথয় প্রভো ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

কালিন্দী কালিকা সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্যানুগ্রহায়বৈ ।

কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ ব্রজং ব্যাপ্যহি তিষ্ঠতি ॥৯॥

ভাষা ।

পার্কর্ষতি জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে দেবদেব ! এই রহস্য
কথা আমার নিকট বল যে, কেবা কৃষ্ণ এবং কেইবা কালিন্দী ॥৭॥

এবং কর্ণিকাকে এই রহস্য কথার সাংখ্য আমার নিকট
সবিস্তর বর্ণন কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন স্বয়ং কালিকা দেবী কৃষ্ণানুগ্রহার্থ
কালিন্দীরূপ ধারণ করিয়া কুণ্ডলাকারে ব্রজখান ব্যাপি আ-
ছেন ॥ ৯ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

৥৭॥ দেবুবাচেতি কৃষ্ণঃ কঃ কালিন্দীচকা ইতি রহস্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
কর্ণিকা ফাৎ হে মহেশান এতত্ত্বং বিস্তরাবাহল্যেন কথয়েতি
ভাষঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি কালিকা কালিকা দেবী আদ্যাশক্তি
রিত্যর্থঃ । কুণ্ডলাকৃতি রূপেণ কুণ্ডলাকারস্থিত্যা ॥ ৯ ॥ কৃষ্ণ ইতি ।

কৃষ্ণস্ত পরমেশানি প্রকৃতিঃ পুরুষঃ সদা ।
 কর্ণিকা জগতাং মাতা মহামায়া জগন্ময়ী ॥১০॥
 অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্ত মাগতঃ ।
 তস্মাদ্তু কালিকাং দেবি কালিন্দী পরমেশ্বরী ॥১১॥
 কর্ণিকা কুণ্ডলী নিত্যা কৃষ্ণঃ সত্য ময়ো হরিঃ ।
 কৃষ্ণ শব্দো মহেশানি নিবৃতেঃ সঙ্গ মাত্রতঃ ॥
 একত্বং জায়তে দেবি তদা কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ ॥১২॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বরী ! কৃষ্ণ স্বয়ং প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম ; জগন্মাতা
 মহামায়া কর্ণিকা রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

হে পরমেশ্বরী এই হেতু বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ।
 এবং কালিকা দেবী কালিন্দীরূপে হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

কর্ণিকা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি, কৃষ্ণ সত্য, ময়, হে মহেশানি !
 সংসার সঙ্গ নিবৃতি হইয়া যখন ঐক্য বোধ হয় তখন কৃষ্ণ শব্দেব
 ভাবার্থ জানা যায় ॥ ১২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

হে মহেশানি কৃষ্ণঃ পুরুষঃ কালিকা প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অতঃ-
 এবেতি । অতএব প্রকৃত্যন্তু বোধ তএব । কালিকা দেবী কালিন্দীরূপ
 মায়ায় ব্রহ্ম তিষ্ঠতীতিভাঃ ॥ ১১ ॥ কর্ণিকেতি কালিকা পদ্ম কর্ণিকা
 কুণ্ডলী কুলকুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ দেব্যবাচেতি । গোবিন্দস্য সৌন্দর্য্যং

দেবুবাচ ।

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যং বয়সাকৃতিঃ ।
 তৎ সর্ব্বং শ্রোতু মিচ্ছামি কথয়স্ব দয়ানিধে ॥১৩॥
 মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জু মন্দার শোভিতে ।
 যোজনাবৃত তদ্বৃক্ষৈঃ শাখা পল্লব বিস্তৃতৈঃ ॥১৪॥
 মহৎ পদং মহাক্লাম মহানন্দ রসান্ধ্রয়ং ।
 পুরাণ কুসুমৈর্গন্ধৈর্সন্তানি বৃন্দ সেবিতৈঃ ॥১৫॥

ভাষা ।

পুনর্বার দেবী বলিতেছেন, গোবিন্দ কপের কি আশ্চর্য্য
 মহিমা, সৌন্দর্য্য, বয়স ও আকৃতি এই সকল আমার শুনিতে
 ইচ্ছা হইয়াছে তাহা বল ॥ ১৩ ॥

বৃন্দাবন মধ্যে এক যোজন বিস্তৃত অতি মনোহর মন্দার
 পাদপ শোভিত স্থান আছে ॥ ১৪ ॥

ঐ স্থানে মুক্তিপদ লাভ হয় এবং ঐ মহাক্লাম সর্ব্বানন্দ রসের
 একাধার বিবিধ সুগন্ধি কুসুম শোভিত পারিজাত বৃক্ষ শ্রেণী
 বিশিষ্ট ॥ ১৫ ॥

অম্বার্প ।

বয়ঃ আকৃতিঞ্চ শ্রোতু মিচ্ছামি উদ্ধাতুল্যেন বদেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ মধ্য
 ইতি । মঞ্জুমন্দার শোভিতে মনোহর কল্পক্রম ভূষিতে । তদ্বৃক্ষৈঃ
 কল্পবৃক্ষৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মহদ্বিতি । মহৎপদং শুদ্ধস্থানং মহানন্দ
 রসান্ধ্রয়ং নিত্যানন্দময় মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তত্রৈতি । তত্রবৃন্দাবনে

তত্রাধঃস্থে সিদ্ধপীঠে সতী কেশ বিনির্মিতে ।
 সপ্তাবরণকং স্থানং শ্রুতি মৃগ্যং নিরন্তরং ॥১৬॥
 তত্র শুদ্ধং হেম পীঠং মণি মণ্ডিত মণ্ডপং ।
 তন্মধ্যে মঞ্জু রত্নঞ্চ যোগ পীঠং সমুজ্জ্বলং ॥১৭॥
 তদষ্টকোণ নির্মাণং নানা দীপ্তি মনোহরং ।
 তত্রোপরিচ মাণিক্য স্বর্ণ সিংহাসন স্থিতং ॥১৮॥

ভাষা ।

তাহার অধোদেশে সতীকেশ বিনির্মিত সিদ্ধ পীঠ আছে,
 তাহা সপ্ত আবরণে আবৃত । ঐ স্থান বেদেরও অল্প সঙ্ক-
 নীয় ॥ ১৬ ॥

তত্বপরি বিশুদ্ধ স্বর্ণ পীঠ ও মণিভূষিত মণ্ডপ আছে,
 তন্মধ্যে রত্ননির্মিত অতি সমুজ্জ্বল মনোহর যোগ পীঠ
 আছে ॥ ১৭ ॥

ঐ যোগ পীঠ অষ্টকোণ বিশিষ্ট নানা উজ্জ্বল পদার্থে দীপ্য-
 মান । তত্বপরি মাণিক্য সিংহাসন ॥ ১৮ ॥

অস্মার্থঃ ।

অধঃস্থে অধোদেশে পার্শ্বতী কেশ রচিত্রে সিদ্ধ ক্ষেত্রে । শ্রুতি মৃগ্যং
 বেদবিবেচিতং ॥ ১৬ ॥ তত্রোতি । তত্র সিদ্ধ পীঠে । মণিভূষিত মণ্ডপ-
 মণ্ডিত তত্র হেম পীঠং স্বর্ণাসনং । তন্মধ্যে হেম পীঠোপরি যোগপীঠং
 যোগাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ তদ্বিতি । তন্ম যোগাসনং অষ্টকোণ নির্মাণং
 অষ্টকোণ বিশিষ্টং । তত্রোপরি যোগাসনোপরি ॥ ১৮ ॥ গোবিন্দেতি ।

গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ।
 শ্রীগোবিন্দং তত্র সংস্থং বল্লরীবৃন্দ সেবিতং ৷ ১৯ ৷
 দিব্য ব্রজ বয়োৰূপং বল্লরী প্রিয় বল্লভং ।
 ব্রজেন্দ্র নিয়তৈ শ্বৰ্য্যং ব্রজবালৈক বল্লভং ৷ ২০ ৷
 যৌবনে ভিন্ন কৈশোরং সুবেশাকৃতি বিগ্রহং ।
 শান্তানন্দং পরং জ্যোতি দলিতাঞ্জন চিক্ৰণং ৷ ২১ ৷

ভাষা ।

এই স্থান গোবিন্দের অতিশয় প্রিয়তর স্থতরাং ঐ স্থানের
 মহিমা আর কি বর্ণন করিব । ঐ স্থানে গোবিন্দ লতাবৃন্দে
 পরিসেবিত হইয়া সদা বিরাজ করেন ॥ ১৯ ॥

ঐ গোবিন্দ, দিব্য ব্রজ বয়োৰূপধারী বৃন্দাবনের মঠেশ্বর্য্য
 ও ব্রজ বালকগণের অতি প্রিয় ॥ ২০ ॥

ঐ মূর্তির যৌবন সময়ে ও কৈশোর রূপ প্রকাশিত থাকে ।
 উহা অতি সুন্দর শরীরধারী, শান্ত, মূর্তিমান আনন্দ স্বরূপ, ও
 দলিত অঙ্গনের তায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ॥ ২১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গোবিন্দ প্রিয়স্থানস্য মহিমা মাহাত্ম্যং কিমুচ্যতে । বল্লরীবৃন্দ সেবিতং
 বিবিধলতাকন্দ শোভিতং ॥ ১৯ ॥ দিব্যোতি দিব্যরূপেণ বল্লভাচ মনো-
 হর মিত্যর্থঃ । ব্রজবালৈক বল্লভং ব্রজবালক প্রিয়ং ॥ ২০ ॥ যৌবন
 ইতি । যৌবন সময়েপি কৈশোর্য্যং নাবিকৃত মিত্যর্থঃ । দলিতাঞ্জন
 চিক্ৰণং দলিত কঙ্কলবৎ সঙ্কলম্ মিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ অনাদিমিতি ।

(২০)

অনাদিমাди প্রাণেশং নন্দ গোপ প্রিয়ান্বজং ।
 স্মৃতি মথ্যমজং নিত্যং গোপীকুল মনোহরং ॥ ২২ ॥
 পরং ধাম পরং কপং দ্বিভুজং গোপীকেশ্বরং ।
 বৃন্দাবনেশ্বরং ধ্যায়েৎ নিগুণসৈয়ককারণং ॥ ২৩ ॥
 নবীন নীরদ শ্রেণি সুস্নিগ্ধং মঞ্জু মঞ্জুলং ।
 ফুল্লেন্দীবর সৎকান্তি সুখস্পর্শং সুখাশ্রয়ং ॥ ২৪ ॥
 দলিতাঞ্জন পুঞ্জাত চিকণং শ্যাম মোহনং ।
 সুস্নিগ্ধ নীল কুটিলাশেষ সৌরভ কুণ্ডলং ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

অনাদি জগদাদি প্রাণেশ্বর গোবিন্দ নন্দ রাজার অতি প্রিয়
পুত্র গোপীজনের কুল মনোহারী ॥ ২২ ॥

পরমধাম দ্বিভুজ গোপীকেশ্বর ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনে-
শ্বর ॥ ২৩ ॥

নবীন নীরদ শ্রেণীর আয় অতি মনোহর সুস্নিগ্ধ অফুল
কমলের আয় মুখ কমল, শরীর স্পর্শ অতি সুখ কর ॥ ২৪ ॥

শ্যামের মোহন মূর্ত্তি দলিত অঞ্জনের আয় সমুজ্জ্বল ও সুগন্ধ
এবং নীল বক্র কুন্তলে অতি শোভমান ॥ ২৫ ॥

অস্ফার্থঃ ।

আদি রহিতং সর্বাদ্যং প্রাণেশং পরমাত্মনং ॥ ২২ ॥ পরমিতি ।
পরধাম ব্রহ্মরূপং ত্রিগুণসৈয়ক কারণং সত্ত্বরজস্তমো গুণাতীতং ॥ ২৩ ॥
নবীনেতি । নবীন জলধর শ্যামং অফুল্ল পদ্মবৎ কান্তিযুতং সুখস্পর্শং
কোমলাঙ্গং সুখাশ্রয়ং । সর্কসুখনিকেতনমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ দলিতেতি ।
দলিতাঞ্জন পুঞ্জবৎ শ্যাম কলেবর মিত্যর্থঃ । কুটিলালক শোভিত কুণ্ডলে-
নাতী মনোহরং ॥ ২৫ ॥ তদিত্তি । কুণ্ডলস্যোর্ধ্বে দক্ষিণভাগে বক্রীকৃতা

তদূর্দ্ধ দক্ষিণে ভাগে তিৰ্য্যক্ চূড়া মনোহরা ।
 নানারত্নোজ্জ্বলং রাজচ্ছিখণ্ডদল মণ্ডিতং ॥ ২৬ ॥
 ময়ূর পুচ্ছ গুচ্ছাত্যং চূড়া চারু বিভূষিতং ।
 ক্ৰটিদ্বর্হ দল শ্রেণী মনোজ্ঞ মুকুটাস্থিতং ॥ ২৭ ॥
 নানান্তরণ মাণিক্য কিরীট ভূষিতং কটিং ।
 লোলালকাবৃতং রাজং কোটীন্দু সদৃশাননং ।
 ॥ ২৮ ॥

ভাষা ।

মন্তকোপরি দক্ষিণভাগে মনোহর চূড়া বক্রভাবে রহি-
 যাছে । ঐ চারু চূড়া নানা রত্নে সমুজ্জ্বল ও শিখণ্ডি পুচ্ছে
 ভূষিত ॥ ২৬ ॥

কখন বা ময়ূর পুচ্ছ শোভিত চূড়াধারী, কখনও বর্হি পুচ্ছ
 ভূষিত মুকুট ধারী ॥ ২৭ ॥

ঐ কিরীট নানাবিধ মাণিক্য সজ্জিত ; চঞ্চল অলকাবৃত মুখ,
 কোটি শশি সদৃশ ॥ ২৮ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

চূড়া বিদ্যতে ইতিশেষঃ । নানারত্নেন সমুজ্জ্বলং শিখিপুচ্ছ শোভিতক্-
 ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ মঞ্জীরেতি । মঞ্জীরং নুপুরং । ক্ৰটিদ্বয় পুচ্ছাস্থিত
 মনোহর মুকুট শোভিতং ॥ ২৭ ॥ মানেতি কটিদেহু নানান্তরণ-
 স্থিত মাণিক্যেন ভূষিতমিতি । চঞ্চলক শোভিত বহনম্ভিত্যর্থঃ
 ॥ ২৮ ॥ কণ্ডুরীতি হৃগনাভিকৃত নানারাগং । গোয়োরচনা লিপ্ত

কন্তুরী তিলকং ব্রাজস্বপ্ন গোরোচনাচিতং ।
 নীলেন্দীবর সুস্নিগ্ধ সুদীর্ঘ দল লোচনং ॥ ২৯ ॥
 উন্নত ক্রলতামেষ স্মিতসাচী নিরীক্ষণং ।
 সুচাক্ষত সৌন্দর্য্য নানাকপ নিকপণং ।
 নাসাগ্র গজমুক্তাংশু মুখীকৃত জগতত্রয়ং । ৩০ ॥
 সিন্দূরারুণ সুস্নিগ্ধ ওষ্ঠাধর মনোহরং ।
 নানারত্নোল্লসৎস্বর্ণ মকরাকৃতি কুণ্ডলং ॥ ৩১ ॥

ভাষা ।

ললাটে কন্তুরীতিলক, সর্বাঙ্গ গোরোচনালিঙ্গ । সুস্নিগ্ধ
 নীলেন্দীবর সদৃশ সুদীর্ঘ নয়ন ॥ ২৯ ॥
 ঈষৎ উন্নত ক্রয়ুগল ; কিবা ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি, দেহ সৌন্দর্য্য
 বচনাভীত । নাসাগ্রস্থিত গজমুক্তা ত্রিজগৎ স্নিগ্ধ করিয়াছে । ৩০ ॥
 মনোহর ওষ্ঠাধর বিলসিত সিন্দূরের আয় অকণ বর্ণ । কর্ণ
 যুগলে নানারত্ন খচিত মকরাকৃতি স্বর্ণ কুণ্ডল ॥ ৩১ ॥

অন্তার্থঃ ।

বিগ্রহ বিত্যাঃ । নীলেন্দীবরবৎ সুস্নিগ্ধায়ত নয়নং ॥ ২৯ ॥
 উন্নতেতি । উন্নত ক্রলতামিতিরীক্ষণং । নানারূপ নিকপণং বিবিধরূপ
 ধারণং । নাসাগ্রস্থ গজমুক্তা ত্রিভুবনং সুস্নিগ্ধীকৃত বিত্যাঃ ॥ ৩০ ॥
 সিন্দূরতি । ওষ্ঠাধরং সিন্দূরবদতি লোহিতং । নানারত্নোল্লসৎস্বর্ণ
 নিক্রান্ত মকরাকার কুণ্ডল যুত বিত্যাঃ ॥ ৩১ ॥ কর্ণেতি কর্ণস্থিত উৎপল

কর্ণোৎপল সুমন্দার কুমুমোত্তম ভূষিতং ।
 ত্রৈলোক্যাদ্ভুত সৌন্দর্য্যং তিৰ্য্যগ্গ্রীবা মনোহরং
 ॥ ৩২ ॥

প্রফুরম্ভুমাণিক্য কঙ্ক কণ্ঠ বিভূষিতং ।
 শ্রীবৎসকৌস্তভোরঙ্কং মুক্তাহারলসৎশ্রিয়ং ।
 ॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

এবং কুমুমশ্রেষ্ঠ পারিজাত কর্ণোৎপল রূপে শোভমান
 হইতেছে । ত্রিভুবনে একপ সৌন্দর্য্য অসম্ভব ; বক্র গ্রীবায়
 অতি মনোহর শোভা হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

গলদেশে মাণিক্য দীপ্তি পাইতেছে এবং রেখাশ্রিয়
 অতি মনোহর । বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস চিহ্ন ও কৌস্তভ মণি
 শোভিত হইতেছে এবং লক্ষ্মণ মুক্তাদাম শোভা পাই-
 তেছে ॥ ৩৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

মন্দারান্ত্যামতি ভূষিত মিত্যর্থঃ । ত্রিভুবনে ঈদৃশাদ্ভুত সৌন্দর্য্য মন্যৎ
 নাস্তীতিভাবঃ । তিৰ্য্যগ্গ্রীবয়া অতি মনোহরং ॥ ৩২ ॥ প্রোতি ।
 উদ্যম্মনোহর মাণিক্য শোভিত ত্রিরেখাশ্রিত কণ্ঠঃ । বক্ষঃ স্থলে শ্রীবৎস
 চিহ্নঃ কৌস্তভ মণিশোভীতি ॥ ৩৩ ॥ বদন্তি । প্রমদঃ কুমুমঃ ।
 কদম্বাদিভিঃ পুষ্পৈর্ভূষিত মিত্যিভাবঃ । করে কঙ্কল কেশুরং কট্যাং

কদম্ব মঞ্জু মন্দার সুমনোদার ভূষিতং ।
 করে কঙ্কন কেয়ূর কিক্কিনী কটি শোভিতং । ৩৪
 মঞ্জু মঞ্জীর সৌন্দর্য্য শ্রীমদজ্জি বিরাজিতং ।
 কপূরাগুরু কস্তুরী বিলসৎ চন্দনাক্ষিতং ॥ ৩৫ ॥
 গোরোচনাদি সংমিশ্র দিব্যাজ্জ রাগ চিত্রিতং ।
 গম্ভীর নাভী কমলং লোমরাজিলতাসুজং । ৩৬ ॥

ভাষা ।

কদম্ব মন্দার প্রভৃতি মনোহর কুসুম সকল সর্ব্বাঙ্গে বিভাস্ত
 রহিয়াছে । হস্তদ্বয় কেয়ূর ও কঙ্কন ভূষিত, কটিদেশে কিক্কিনী
 যুক্ত কাঞ্চীশৃংগ ॥ ৩৪ ॥

মনোহর হৃদয় সৌন্দর্য্যে পাদদ্বয় শোভিত হইয়াছে এবং
 সর্ব্বাঙ্গে কপূর, অগুরু, চন্দন ও কস্তুরী প্রলেপন ॥ ৩৫ ॥

গোরোচনা মিশ্রিত বিবিধ রঞ্জনদ্রব্যে অঙ্গ চিত্রিত । গম্ভীর
 নাভিদেশ ; তথা হইতে মালার ন্যায় লোমরাজী উখিত হইয়া
 শোভা পাইতেছে ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কিক্কিনী ভূষণ মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ মঞ্জু ইতি মনোহর নৃপুংসেণ শোভিত
 চরণং কপূরাদি রাগলিঙ্গগাত্র মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ গোরোচনেতি ।
 গোরোচনয়'কৃতদিব্যাজ্জ রাগং । গম্ভীরং নিম্নং লোমশ্রেণি লতয়াধৃত
 মালঃ ॥ ৩৬ ॥ সুরভেতি । জাম্ববতং সুরলিতং । পাদপদ্মং পদ

সুবৃত্ত জাম্বু যুগলং পাদ পদ্ব মনোহরং ।
 ধ্বজবজ্রাক্ষুশান্তোজ করাজ্জিতল শোভিতং । ৩৭
 নখেন্দু কিরণ শ্রেণি পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং ।
 যোগীন্দ্রেঃ সনকাদৈশ্চ তদেবাকৃতি চিন্ত্যতে ।
 ॥ ৩৮ ॥

ত্রিভঙ্গ ললিতাশেষ লাবণ্য সারনির্মিতং ।
 তির্যগ্গ্রীব জিতানন্ত কোটি কন্দর্প সুন্দরং । ৩৯

ভাষা ।

জাম্বু যুগল সুবলিত, বৃত্তবৎ ও পাদপদ্ব অতি মনোহর
 তাহাতে ধ্বজ বজ্রাক্ষুশ চিহ্ন আছে ॥ ৩৭ ॥

নখ চন্দ্রের কিরণ রাজীতে বোধ হয় এই দেহ পূর্ণ ব্রহ্মেরও
 কারণ । এই আকৃতি যোগীন্দ্র দেবেন্দ্রগণ সদা চিন্তা করেন । ৩৮।

ত্রিভঙ্গ দেহ যেন জগতের লাবণ্যসারে নির্মিত । এবং
 বক্র গ্রীবাদেশের শোভা কোটি কন্দর্প শোভাকে জয় করি-
 রাচ্ছে ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বজ্রাদি চিহ্নযুক্ত মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নখেতি । নখেন্দু কিরণ শ্রেণ্যা-
 পূর্ণ ব্রহ্মৈক্যমিতি প্রতীয়তে ॥ ৩৮ ॥ ত্রিভঙ্গেতি । ত্রিভঙ্গাকারেণ
 নিখিল লাবণ্য নির্মিতমিতি জ্ঞায়তে । সৌন্দর্য্যেণ কোটি কন্দর্প জিত
 মিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ বামেতি । বামগণ্ডা পর্বত স্করং স্বর্ণ কুণ্ডলং । অঙ্গা-

বামাং শার্ণিত সদগণ্ডক্ষুরং কাঞ্চন কুণ্ডলং ।
 অপাঙ্গেনতু সন্মের কোটি মন্থথ মন্থথং ॥ ৪০ ॥
 কুঞ্চিতাধর বিন্যস্ত বংশী মঞ্জু কলস্বনৈঃ ।
 জগল্লয়ং মোহয়ন্তুং মগ্নং প্রেম সুখার্ণবে ॥ ৪১ ॥

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক ।
 ধ্যানং পরম গোপ্যং হি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ ।
 ॥ ৪২ ॥

ভাষা ।

বাম গণ্ডস্থলে কাঞ্চন কুণ্ডল শোভাপাইতেছে । অপাঙ্গ
 বীক্ষণে কোটি কোটি কামদেবেরও মনোলোভ হয় ॥ ৪০ ॥

কুঞ্চিত অধরে মনোহর বংশী রহিয়াছে ; তাহার মধুর কল-
 স্বনে ত্রিজগৎ মোহিত হইয়া সুখার্ণবে মগ্ন হয় ॥ ৪১ ॥

দেবি বলিতেছেন । হে সংসারার্ণব তারক ! দেবাদিদেব
 মহাদেব । অমিততেজা বিষ্ণুর ধ্যান অতি গোপনীয় ॥ ৪২ ॥

অন্তার্থঃ ।

দেব নেত্রপ্রান্তবীক্ষণেন । কোটি মন্থথ মন্থথং কোটিকন্দর্পাদিতি
 সূক্তরং ॥ ৪০ ॥ কুঞ্চিততি । অধর বিন্যস্ত বংশীবাদনৈঃ সুখার্ণবে
 মগ্নং ত্রিভুতলং মোহয়ন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ দেবুবাচেতি । গোপ্যং গোপ-
 নীয়ং । অমিত তেজসঃ অসীম মাহাত্ম্য ॥ ৪২ ॥ এতদ্বিতি এতৎ সর্বং

এতৎ সৰ্বং মহাদেব বিস্তারাদ্ভদ শঙ্কর ।

কৃপয়া কথয়ৈশান কুলাচারস্য সাধনং ॥ ৪৩ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামিশৃণু প্রৌঢ়ে বাসুদেবস্য নির্ণয়ং ।

সাক্ষোপাঙ্গেন সহিতং নিগদামি শৃণু প্রিয়ে ৷৪৪৥

ত্বাং বিনা পরমেশানি জগচ্ছুজ ময়ং যথা ।

তথৈব পরমেশানি ক্লৃণুস্য বর বর্ণিনি ।

কুলাচার নিমিত্তং হি এতৎ সৰ্বং বরাননে ৷৪৫৥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্দশঃ পটলঃ।

ভাষা ।

হে মহাদেব ! এই সকল আমার নিকট বিস্তার রূপ বল এবং
কৃপা করিয়া কুলাচার সাধন আমাকে জানাও ॥ ৪৩ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে স্তম্ভরি ! সাক্ষোপাঙ্গ বাসুদেব
নির্ণয় আমি তোমার নিকট সমস্ত বলিব তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥

হে স্তম্ভরি ! যেমন মায়াময়ী তুমি বিনা এই জগৎ সংসার
মালাবৎ নিশ্চেষ্ট তেমন কৃষ্ণের কুলাচার ব্যতিরেকে জগতে
সকলই নিষ্ফল ॥ ৪৫ ॥ ইতি চতুর্দশঃ পটলঃ ।

অশ্রুার্থঃ ।

ধ্যানং কুলাচার সাধনঞ্চৈতি ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । প্রৌঢ়ে প্রোক্তে
সাক্ষোপাঙ্গেন সহিতং সকলাবয়বাস্থিতং ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞানমিতি । শ্রদ্ধাময়ং
মালাবৎ । কুলাচার নিমিত্তং ক্লৃণুস্যেত্যদিত্তি ॥ ৪৫ ॥

ইতি ঐচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে চতুর্দশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

ধ্যান তত্ত্বং মহেশানি সাবধানাবধারণ্য ।
 শরীরং হি বিনাদেবি নহি ধ্যানং প্রজায়তে ॥১॥
 শরীরং প্রকৃতে রূপং পূর্ণ ব্রহ্মৈক কারণং ।
 বৃন্দালতা সমাখ্যাতা তবকেশ সমুদ্ভবা ॥ ২ ॥
 মন্দারং পরমেশানি কল্প বৃক্ষং মনোহরং ।
 স্মরতিঃ প্রকৃতির্ঘাত কল্প বৃক্ষময়ং প্রিয়ে ॥৩॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে দেবি ! আমি ধ্যান তত্ত্ব বলিতেছি
 সাবধানে অবগন কর । শরীর ব্যতিরেকে ধ্যান হইতে পারে
 না ॥ ১ ॥

শরীর প্রকৃতির রূপ পূর্ণ ব্রহ্মের প্রধান কারণ । তোমার
 কেশেই প্রসিদ্ধ বৃন্দালতার উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ২ ॥

মন্দার মনোহর কল্পবৃক্ষ । কল্পবৃক্ষময়, যে স্মরতি তাহা
 প্রকৃতি স্বরূপ ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । ধ্যান তত্ত্বং ধ্যান সাধারণ্যং । শরীরং বিনা-
 ধ্যানং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ শরীরমিতি । ব্রহ্মময়স্য প্রকৃতিরূপ
 মেব শরীর মিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্দারমিতি । কল্প বৃক্ষং মন্দার শব্দ
 বাচ্যং । স্মরতিঃ স্মরণঃ ॥ ৩ ॥ তত্রৈতি । বৃন্দাবন শাখাপল্লবানি

তত্রশাখা পল্লবানি মাতৃকান্যক্ষরাণি চ ।
 তত্র মন্ত্রানি পুঞ্জানি প্রকৃতিংবিদ্ধি স্মন্দরি ॥ ৪ ॥
 সিদ্ধ পীঠং বরারোহে সর্বশক্তিময়ং সদা ।
 সপ্তাবরণকং তত্ত্ব সাক্ষাৎ প্রকৃতি মূর্তমাং ॥ ৫ ॥
 যোগ পীঠং মহেশানি উজ্জ্বলং বা বরাননে ।
 যদুক্ত মষ্টকোণঞ্চ যোনি রূপা সনাতনী ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

মাতৃকার অক্ষর সকল তাহার শাখা পল্লব । হে স্মন্দরি !
 এই সকলই প্রকৃতি ॥ ৪ ॥
 হে দেবি সর্ব শক্তিময় যে সিদ্ধ পীঠ তাহা সপ্তাবরণ সংযুক্ত
 স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ৫ ॥
 হে মহেশানি ! যোগ পীঠ অতি সমুজ্জ্বল । পূর্বে যে
 অষ্টকোণ যোগপীঠ বলিয়াছি তাহা নিত্য যোনি রূপ ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মাতৃকা বর্ণানীত্যর্থঃ । বিদ্ধি জানীহি ॥ ৪ ॥ সিদ্ধেতি । সিদ্ধ পীঠং
 সিদ্ধক্ষেত্রং সর্বশক্তিময়ং সর্বশক্ত্যাঙ্কনিত্যর্থঃ । সপ্তাবরণকং সপ্তাঙ্কা-
 দম পরিবৃত্তং ॥ ৫ ॥ যোগেতি । যোগপীঠং যোগাসনং । উজ্জ্বলং
 উজ্জ্বলি । সাক্ষাৎ প্রকৃতিং স্বয়ং প্রকৃতি রূপ নিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ মানি-

মাণিক্য রচিতং দেবি সিংহাসন মনুভমং ।
 দলমষ্ঠং মহেশানি তবৈব অষ্ঠ নায়িকা ॥ ৭ ॥
 গোবিন্দস্য প্রিয়ং যত্নু সুখ মত্যন্ত মদুতং ।
 প্রিয়ং প্রীতির্মহেশানি সততং শক্তি কপিণী । ৮
 বল্লরী গোপিকা বৃন্দং কৃষ্ণ কার্যকরী সদা ।
 কলাকুপা মহেশানি গোপিকা শক্তি কপিণী । ৯

ভাষা ।

হে দেবি ! অতি উত্তম সিংহাসন মাণিক্য রচিত তাহার যে
 অষ্টদল আছে তাহা তোমার অষ্ট নায়িকা ॥ ৭ ॥

গোবিন্দের প্রিয় যে সুখ তাহা অতি অদুত । হে মহে-
 শানি শক্তি কপিণী প্রকৃতিতে গোবিন্দের সমধিক প্রীতি
 আছে ॥ ৮ ॥

বল্লরীবৃন্দ সদা কৃষ্ণের কার্য সাধনী শক্তি কপিণী গোপিকা-
 গণ প্রকৃতির অংশ ॥ ৯ ॥

অস্বার্থঃ ।

ক্যেতি । মাণিক্য রচিত সিংহাসনে যদ্যষ্টকোণং দলং সৈবাস্ট নায়িকা
 শক্তিঃ সহচারিণী ॥ ৭ ॥ গোবিন্দস্যেতি । গোবিন্দস্য যৎপ্রিয়ং
 প্রীতি ভাজনং প্রীতিঃ সন্তোষঃ সকলমেব শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
 বল্লরীতি । বৃন্দা গোপীগণোপি কৃষ্ণ কার্যং সাধয়তীত্যর্থঃ । শক্তিঃ
 কলারূপেণ গোপিকা রূপা ॥ ৯ ॥ বয় ইতি । কৃষ্ণস্য বয়োলাবণ্য-

বয়োলাবণ্য রূপঞ্চ সর্বং প্রকৃতি রুচ্যতে ।
বাল পৌগণ্ড কৈশোরং সর্বং প্রকৃতি ময়ং স্মৃতং ।

॥ ১০ ॥

এতত্ত্ব পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভুং প্রিয়ে ।
যদুভ্যং পরমেশানি দলিতাঙ্গন চিক্কণং ॥ ১১ ॥
মহাকালী মহামায়া স্বয়ং বর্ণ স্বরূপিণী ।
অনাদি প্রকৃতিং বিদ্ধি আদিশ্চ প্রকৃতিঃ স্বয়ং ।

॥ ১২ ॥

ভাষা ।

গোবিন্দের বয়োলাবণ্য প্রভৃতি সকলই প্রকৃতি এবং বাল
গৌগণ্ড প্রভৃতি অবস্থাও প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥
হে প্রিয়ে ! এই সকলই স্বয়ং শক্তি স্বরূপ । হে পরমে-
শানি ! দলিতাঙ্গন চিক্কণ যে কৃষ্ণের রূপ বলিয়াছি তাহা বর্ণ
রূপিণী মহামায়া মহাকালী । এবং আদি ও অনাদি সকলই
প্রকৃতি ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

অন্তার্থঃ ।

দিকং বাল্য পৌগণ্ডাদিকং সৰ্ব্বমেব প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদিতি ।
এতদ্বয়োরূপাদিকং শক্তিরূপ মিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ মহেতি । স্বয়ং মহা-
কালী এব গোবিন্দস্য শরীরং বর্ণঞ্চ অভএব দলিতাঙ্গন চিক্কণং গোবিন্দ
শরীরমিতি ॥ ১২ ॥ নন্দেতি । কৃষ্ণঃ সটৈব নন্দ গোপ, প্রিয়ঃ । আঙ্গনা

নন্দ গোপস্য দেবেশি কৃষ্ণস্ত সৰ্বদা প্রিয়ঃ ।
 আত্মনা জায়তে যন্ত আত্মজঃ স উদাহৃতঃ ॥ ১৩ ॥
 পুষ্ক পুত্র ইতি খ্যাতে নন্দস্য বর বর্ণিনি ।
 এতৎ সৰ্বং বরারোহে শক্তিকপং মনোহরং ॥ ১৪ ॥
 মনশ্চ পরমেশানি স্বয়ং শক্তি রভুং প্রিয়ে ।
 নবীন নীরদৌযন্ত সএব কালিকা তনুঃ ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে দেবেশি! কৃষ্ণ সৰ্বদা নন্দগোপের অতি প্রিয় ।
 আত্মা হইতে যে জন্মে তাহাকেই আত্মজ বলে ॥ ১৩ ॥
 গোবিন্দ নন্দগোপের পালকপুত্র । হে দেবি! মনোহর
 শক্তি রূপই সকলের কারণ ॥ ১৪ ॥
 হে প্রিয়ে পার্শ্বতি! গোবিন্দের মন স্বয়ং শক্তি রূপ, আর
 নবীন নীরদের স্থায় যে গোবিন্দের শরীর তাহা কালিকা
 তনু ॥ ১৫ ॥

অন্যার্থঃ ।

স্বদেহেন আত্মজঃ পুত্রঃ ॥ ১৩ ॥ পুষ্ক ইতি । পুষ্ক পুত্রঃ পালিত পুত্র
 ইতি । এতৎ সকল মেব প্রকৃতি রূপ মিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ মম ইতি ।
 মমঃ শক্তিরভুং যো নবীন নীরদঃ নুতন মেঘঃ সএব কালীকাতনুঃ কালী
 শরীর মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ স ইতি । স নবীন নীরদ দেহঃ । হে দেবি !

সাতকান্তি কলাজ্ঞেয়া প্রকৃতিঃ পরমা পরা ।
 দলিতাঙ্গন পুষ্পাভং বদুভুং পরমেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
 শক্তিরূপা বরারোহে সততং মোহিনী কলা ।
 মোহিনী প্রকৃতিমায়ী কলারূপা শুচিন্মিতে ॥ ১৭ ॥
 সএব পরমেশানি কলা মায়ী স্বরূপিণী ।
 তির্য্যক্ চূড়ং মহেশানি বদুভুং বর বর্ণিনি ॥ ১৮ ॥

ভাষা ।

পরম প্রধানা যে শক্তি তাহা তোমার কান্তি, তাহাডেই
 গোবিন্দের দেহদলিত অঙ্গনের অতি উজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ১৬ ॥
 হে দেবি! মোহিনীকলা সর্বদা শক্তি রূপা প্রকৃতি
 তাহাডেই জগত মোহিত হইয়া আছে ॥ ১৭ ॥
 আর সেই কলারূপা মহামায়ী গোবিন্দের শিরোপরি
 তির্য্যক্ ভাবে চূড়া হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

তে তব কান্তিকলা । দলিতাঙ্গনাদিকং যৎশ্যাম রূপ যুক্তং সা মোহিনী
 শক্তিঃ । মোহিনী শক্তিরূপিণী তব কলারূপা মহামায়ী প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥
 ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ সএবেতি । হে মহেশানি ! তির্য্যক্ চূড়াদিকং যদুভুং
 সা মায়ারূপিণী তব কলা ॥ ১৮ ॥ সেতি । সা মায়াময়ীকলা বিশ্বমোহন

রাখাতত্ত্ব ।

স। দূতী প্রকৃতিস্মায়া সততং বিশ্ব মোহিনী ।
কুণ্ডলী শক্তি সংযুক্তা যোনি মুদ্রা সমন্বিতা ॥১৯॥
যদুক্তং মালতী মালা সা সদা মালতী কলা ।
চূড়ায় বন্ধনী যাতু কুণ্ডলী সা প্রকীর্তিতা ॥২০॥
নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছস্ত যোনি মুদ্রা বরাননে । ।
মুকুটং পরমেশানি সাক্ষাৎ শক্তিস্বরূপিনী ॥২১॥

ভাষা ।

সেই মায়াময়ী প্রকৃতি দেবী গোবিন্দের দূতী হইয়া বিশ্ব
সংসার মোহিত করিয়াছে । ঐ কুল কুণ্ডলিনী শক্তি যোনি
মুদ্রাযুক্ত ॥ ১৯ ॥

মালতী মালা যে বলিয়াছি তাহা মালতী কলা । আর চূড়া
বন্ধনী শক্তি ও স্বয়ং কুল কুণ্ডলিনী ॥ ২০ ॥

গোবিন্দ বেশ সম্পাদক যে ময়ূর পুচ্ছ ও মুকুট তাহাও স্বয়ং
যোনি মুদ্রারূপ শক্তি ॥ ২১ ॥

অস্বার্থঃ ।

কারিণী প্রকৃতিঃ কুণ্ডলী শক্তিযুক্তা যোনি মুদ্রারূপা তব দূতী স্বরূপে-
ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ যদ্বিতি । মালতীমালা যদুক্তা সা মালতীকলা । য।
চূড়ায় বন্ধনী সা কুণ্ডলিনীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ নীলেতি । নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য ।
কৃষ্ণ তুষ্ণং যন্ময়ূর পুচ্ছ মুকুটাদিকং তদপি শক্তি স্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

লোলালকা বৃত্তং যত্নং কোটিশু সচ্ছাননং ॥ ২১ ॥
 সাক্ষাৎ শক্তিশ্রমহেশানি চন্দ্রস্য পরমা কলা ॥ ২২ ॥
 কলা ষোড়শ সংযুক্তা চন্দ্রমা বরবর্ণিনি ।
 অতএব মহেশানি চন্দ্রমা শক্তি কপিণী ॥ ২৩ ॥
 কন্তু রীতিলকং যত্নু রোচনাতিলকং প্রিয়ে ।
 দীপ্তি শক্তিং মহেশানি প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ॥
 ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

চন্দ্রঃ অলকাবৃত্ত কোটি চন্দ্র সচ্ছ যে আনন তাহা চন্দ্রের
 পরমা কলারূপ শক্তি ॥ ২২ ॥

হে সুন্দরি ! ষোড়শ কলাপূর্ণ যে চন্দ্র তাহাও চন্দ্রমাকপী
 তোমার শক্তি ॥ ২৩ ॥

হে মহেশানি ! গোবিন্দ ললাটে যে কন্তুরী তিলক ও
 গোরোচনা প্রলেপ তাহাও তোমার দীপ্তি শক্তি প্রকৃতি ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

লোলোতি । কোটিশু সচ্ছং লোলালক ভূষিতং যচ্ছাননং তৈব চন্দ্রস্য
 কলারূপা শক্তিরিতি ॥ ২২ ॥ কলেতি । ষোড়শকলা সংযুক্তা চন্দ্রমাঃ
 শক্তিরূপিণী স্বয়ং শক্তিরিতি ॥ ২৩ ॥ কন্তুরীতি । কন্তুরী তিলকং
 গোরোচনাদিকঞ্চ দীপ্তিশক্তিঃ তেজঃ শক্তিরূপা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

(২২)

পরমানন্দ সন্দোহ বিগ্রহঃ প্রকৃতি স্তম্ভঃ ।
 অতএব মহেশানি বিষ্ণুঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 গুণাতীতং সদা দেবি নহি প্রাকৃত মইতি ॥৩১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে শঙ্কদশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

গোবিন্দের প্রকৃতিময় তনু পরমানন্দ প্রবাহ স্বরূপ অতএব
 পদ্ম লোচন গুণাতীত বিষ্ণু প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করেন না ॥ ৩১ ॥

ইতি শঙ্কদশ পটলঃ ।

অস্ত্যর্থঃ ।

ময়ং ব্রহ্ম শরীরং পরমানন্দজনকং গুণাতীতং নিগুণং ব্রহ্ম প্রাকৃতং প্রকৃতি
 সংসর্গং নহি ভজতে ॥ ৩১ ॥

ইতি জীতেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে শঙ্কদশ পটলঃ ।

দেব্যুবাচ ।

পরমং কারণং ক্লেশো গোবিন্দেতি পরাৎপরং ।
 বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নিগুণসৈক্য কারণং ॥১৥
 তস্যাদ্ভুতস্য মাহাত্ম্যং সৌন্দর্য্যাশ্চর্য্য মেবচ ।
 তদ্বহি দেব দেবেশ শ্রোতু মিচ্ছাম্যহং প্রভো ॥২

ঈশ্বর উবাচ ।

যদজিৎ নখচন্দ্রাংশু মহিমানেনহ বিদ্যতে ।
 তন্মাহাত্ম্যং কিয়দেবি প্রোচ্যতে ত্বং সদা শৃণু ॥৩

ভাষা ।

দেবি বলিতেছেন, পরাৎপর পরম কারণ কয়ঃ বৃন্দাবনেশ্বর
 নিগুণ ব্রহ্মের অদ্বিতীয় কারণ ॥ ১ ॥

সেই অদ্ভুত মাহাত্ম্যশালী গোবিন্দের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য
 শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। হে দেবেশ শঙ্কর ! তাহা আমার
 নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! যাহার চরণ নখ চন্দ্র কিরণ
 মাহাত্ম্য ও অন্ত কাহার নাই তাহার মাহাত্ম্য আর কি বলিব
 তবে যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেব্যুবাচেতি । বৃন্দাবনেশ্বরং কৃষ্ণরূপি ব্রহ্ম সর্ব্ব কারণ নিত্যর্থঃ ॥১৥
 তস্যেতি । তস্য বৃন্দাবনেশ্বরস্য অদ্ভুত মাহাত্ম্যং আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য।
 দিকমহং শ্রোতুমিচ্ছামি তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । যদিতি ।
 যস্য নখচন্দ্র মাহাত্ম্যমপি নবিদ্যতে জায়তে । তস্য মাহাত্ম্যং কিয়ৎ
 যথাশক্তি উচ্যতে শৃণু ॥ ৩ ॥ তদিতি । তস্য কলাকোটিং শ্রীএব ব্রহ্ম

তৎকলা কোটি কোট্যাংশ ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ
 সৃষ্টি স্থিতিাদিনা যুক্তা স্থিতিস্থিতি তস্য বৈভবাৎ ॥৪॥
 তদেহ বিলসৎকাস্তি কোটি কোট্যাংশ চন্দ্রমাঃ ।
 তৎশ্যাম দেহ কিরণঃ পরানন্দ রসামৃতঃ ॥৫॥
 পরমাত্মা কচিৎকপী নিগুণস্যৈক কারণং ।
 তদজিষ্ণু পঞ্চজ শ্রীমন্মথ চন্দ্র সম প্রভং ।
 আত্মঃ পূর্ণং ব্রহ্মণোপি কারণং দেব দুর্লভং ।
 ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

সেই গোবিন্দের কলার কোটি কোটি অংশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও
 মহেশ্বর, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কার্যে নিযুক্ত হইয়া রহিয়াছেন ॥৪॥

তাহার দেহ শোভাকর কাস্তির কোটি কোটি অংশ শশধর ও
 সেই শ্যাম দেহ কিরণ পরমানন্দ রসামৃত স্বরূপ ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ কদাচিত্ পরমাত্মা কপী হন । ত্রিগুণাতীত
 গোবিন্দের অজিষ্ণু পদ্ম মোহন চন্দ্র । অতএব তাঁহাকেই দেব
 দুর্লভ পূর্ণ ব্রহ্ম কারণ বলে ॥ ৬ ॥

অর্থার্থঃ ।

বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ স্থিতিাদি কর্তারঃ সত্ত্বি ভিত্তীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥ তদেহ
 ইতি । তদেহ কাস্তি কোট্যাংশ শব্দ চন্দ্রমাঃ পূর্ণচন্দ্রঃ । তস্য শ্যামদেহ
 কিরণঃ পরমানন্দ রসামৃত-স্বরূপঃ ॥ ৫ ॥ পরমেতি । পরমাত্মা কদা-
 চিৎকপী রূপবান্ । নিগুণস্য গুণাতীতস্য ব্রহ্মণঃ কারণং তস্যাজিষ্ণু পদ্ম-
 জিয়ং ব্রহ্মণ্যকারণ মাছঃ ॥ ৬ ॥ তদিত্তি । তস্য ল্পর্শমাত্রতএব

তৎস্পর্শ পুষ্প গন্ধাদি নানা সৌরভ সম্ভবঃ ।
তৎপ্রিয়া পদ্মিনী দূতী রাধিকা কৃষ্ণ বল্লভা ।
তৎকলা কোটি কোটিংশা ললিতাদ্যা বরাননে ।

॥ ৭ ॥

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিনাক ধৃক ।
এতদ্রহস্যং পূর্বোক্তং বিস্তার্য কথয় প্রভো ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

তাঁহার স্পর্শেতেই পুষ্পগণ সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে । তাঁহার
প্রিয়া পদ্মিনী দূতী, কৃষ্ণ বল্লভা রাধিকা । ও সেই পদ্মিনীর
কলা কোটি কোটি অংশ ললিতাদি সখীগণ ॥ ৭ ॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবাদিদেব ! পিনাকধারী শূলপাণি
মহাদেব পূর্বোক্ত এই রহস্য বিস্তার কপে আমার নিকট বল ॥ ৮ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

পুষ্পাদিনাং নানা স্পর্শক সম্ভবঃ । তস্য প্রিয়া দূতী পদ্মিনী কৃষ্ণপ্রিয়া
রাধিকेत্যর্থঃ । তস্যাঃ পদ্মিন্যাঃ কোটিকোটিংশাঃ কলাএব ললিতাদ্যাঃ
সখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ দেবুবাচেতি । হে মহাদেব ! এতৎ কৃষ্ণ রহস্যং
অপেক্ষেন কথয়েতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । মাতৃদেব্যা

কলাবতী যাতু দেবী মাতৃকা যা বরাননে ।
 সৰ্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥১৯॥
 ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থা যা মালা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ।
 পদ্মিনী চিত্রিণীচৈব হস্তিনী কামিনী পরা ॥ ১০॥
 পদ্মিনী পরমাশ্চর্য্য রূপ লাভ্য শালিনী ।
 পদ্মিনী তু মহেশানি স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী ॥১১॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে স্বন্দরি! কলাবতী যে মাতৃকা
 দেবী তিনি সৰ্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ও ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা ॥ ১৯ ॥
 হে দেবি ! ত্রিপুরা কণ্ঠ সংস্থিতা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী, পদ্মিনী,
 চিত্রিণী, হস্তিনী ও কামিনী এই চতুর্বিধ মালা আছে ॥ ১০ ॥
 পদ্মিনী মালা পরমাশ্চর্য্য রূপ লাভ্যবতী । হে মহেশানি !
 পদ্মিনী মালা স্বয়ং ব্রহ্ম প্রকাশিনী শক্তি ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যা কলাবতী শক্তিঃ সাএব সৰ্বশ্রেষ্ঠা মহামায়া ত্রিপুরা কণ্ঠ বাসিনীত্যর্থঃ ॥১৯॥
 ত্রিপুরেতি । ত্রিপুরাকণ্ঠ সংস্থিতা যা মাতৃকা মালা সা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী ।
 পদ্মিনী চিত্রিণীচৈব পঞ্চবিধা মালা পূৰ্ণ দ্ব্যুক্তেতিভাষঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিনী-
 নোক্তি । পদ্মিনী নাম্নী যা মালা সা পরমাশ্চর্য্য রূপলাভ্যবতী ব্রহ্ম প্রকা-
 শিনী মায়া শক্তিঃ ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মণ ইতি । ব্রহ্মণঃ পরমাকলা যা পদ্মিনী

ব্রহ্মণঃ পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা ।
তস্যা দেব্যাশ্চ পদ্মিন্যা ব্রহ্মাণ্ডাঃ কোটিকোটিশঃ
॥ ১২ ॥

প্রসাদাৎ পরমেশানি রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ ।
সৃষ্টিস্থিত্যাদি সংহারে স্থিতিস্থিতি সততং প্রিয়ে ১৩
তদেহ বিলসৎকান্তিঃ পরা প্রকৃতি কপিনী । ।
তস্যাস্তু কোটি কোট্যাংশ চন্দ্রমা প্রকৃতিঃ পরা ।
॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

ব্রহ্মের পরমকলা যে পদ্মিনী তাহা ইহাতে কোটি কোটি
ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় ॥ ১২ ॥

এবং তাহার প্রসাদতই রুদ্র, বিষ্ণু, ও ব্রহ্মা সংহার পালন
ও সৃষ্টি কার্যে নিয়ত আছেন ॥ ১৩ ॥

পদ্মিনীর দেহ কান্তিই প্রকৃতি এবং তাহার কোটি কোটি
অংশ চন্দ্রমা ॥ ১৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

তস্যাঃ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ প্রসাদাদিতি ।
রুদ্র বিষ্ণু পিতামহাঃ শিববিষ্ণু বিরিক্ত্যঃ সৃষ্ট্যাদি কৰ্ত্তারঃ সন্তঃ তস্যাঃ
পদ্মিন্যাঃ প্রত্যঙ্গে ভিত্ত্বীতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥ তদিতি । পদ্মিনী
দেহ কান্তিরেব প্রকৃতিঃ । তস্যাঃ কোটি কোট্যাংশঃ এব চন্দ্রমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

(২৩)

কৃষ্ণস্য শ্যাম দেহস্ত স্বয়ং কালী জগন্ময়ী ।
 তদ্দেহ কিরণৈর্দেবি পরানন্দ রসামৃতৈঃ ॥১৫॥
 আত্মঃ পূর্ণঃ ব্রহ্মণোহপি কারণং দেব দুর্গমং ।
 কৃষ্ণস্যাত্মে মহেশানি সৌরভং যদুদাহৃতং ।
 কলা সৌরভ বিজ্ঞেয়া সাক্ষাৎ প্রকৃতি ঋষিণী ।

॥ ১৬ ॥

পার্কৃত্য বাচ ।

আত্মঃ পুন ব্রহ্মণোপি কারণত্বংহি দুর্গমং ।
 তৎকথং পরমেশান কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ পরাৎপরঃ ॥১৭॥
 ভাষা ।

কৃষ্ণের যে শ্যামদেহ তাহা স্বয়ং জগন্ময়ী কালিকা দেবী ।
 হে দেবি ! তাহার দেহ কিরণ পরমানন্দ রস স্বরূপ ॥ ১৫ ॥
 হে দেবি ! কৃষ্ণের যে অঙ্গসৌরভ বলিয়াছি তাহাদেবের
 দুর্গম পূর্ণব্রহ্মের কারণ সৌরভ কলা প্রকৃতি ॥ ১৬ ॥
 পার্কৃতী বলিতেছেন । হে মহাদেব ! পূর্ণব্রহ্মের কারণ
 যদি এতই দুর্কোষ হইল তবে কি ঋপে কৃষ্ণ পরাৎপর ব্রহ্ম
 হইলেন ॥ ১৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

কৃষ্ণস্যেতি । কৃষ্ণস্যায়ঃ শ্যামদেহঃ সা স্বয়ং কালীত্যর্থঃ । তদ্দেহ কিরণৈঃ
 পদ্মিনী দেহ জ্যোতির্ভিঃ । পরমানন্দ রসামৃতৈঃ পরমানন্দ জনকৈঃ ॥১৫॥
 আত্মরূপিত । আত্মঃ কথয়ন্তি । দেব দুর্গমং দেবাদীনাংপি দুর্জয়ং ।
 কৃষ্ণস্যাত্ম সৌরভং প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ পার্কৃত্যবাচেতি । ব্রহ্মণঃ
 কারণত্বং যদি দুর্গমং দুর্জয়ং তৎকথং কৃষ্ণঃ পূর্ণ ব্রহ্মেতি ॥ ১৭ ॥ বেদ-

বেদ গম্যং মহেশান যদি নস্যাত্ পিনাক ধূক ।
 পরং ব্রহ্মণি বেদেচ ভেদো নাস্তি কদাচন ॥১৮॥
 যো বেদঃ স পরং ব্রহ্ম তদেব বেদ রূপ ধূক ।
 বেদে ব্রহ্মণি চৈকত্বং পূৰ্ণব্রহ্ম ইদং স্মৃতং ॥১৯॥
 নিরীহো নিশ্চলো বেদঃ পূৰ্ণব্রহ্ম সনাতনঃ ।
 বেদস্তু প্রকৃতিস্মায়া ব্রহ্মণঃ কারণং পরা ॥ ২০ ॥

ভাষা ।

হে পিনাকধারিন্ ! যদি ব্রহ্ম বেদগম্য না হয় তবে পরং
 ব্রহ্ম ও বেদেতে কি প্রভেদ আছে ॥ ১৮ ॥
 যে বেদ সেই পরং ব্রহ্ম ও যেই পরং ব্রহ্ম সেই বেদ রূপ-
 ধারী অতএব বেদ ব্রহ্মের যে এক্য তাহাকে পূৰ্ণ ব্রহ্ম বলে । ১৯।
 বেদ নিশ্চেষ্ট নিশ্চল সনাতন পূৰ্ণব্রহ্ম । এবং বেদই
 মায়াময় প্রকৃতি ও ব্রহ্মের কারণ ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ।

গম্যমিতি । যদি পমং ব্রহ্ম বেদগম্যং বেদবোধ্যং নস্যাত্তদাবেদে ব্রহ্মণি
 ভেদোনাভীতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ য ইতি । যো বেদ স্তদেব পরং ব্রহ্ম
 যৎপরং ব্রহ্ম সএব বেদঃ অতএব বেদ ব্রহ্মণে ভেদো নাস্তি ॥ ১৯ ॥
 নিরীহ ইতি । নিরীহঃ নিশ্চেষ্টঃ নিশ্চলঃ স্পন্দ রহিতঃ । বেদঃ ব্রহ্মণঃ
 কারণ মায়াময়ী প্রকৃতি রিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ তদ্বিতি । বেদগম্যং বেদ-

তৎকথং পরমেশান বেদগম্যং পুরাতনং ।

এতন্নি হৃদয়ে দেব সংশয়ং শল্য মুদ্ধর ॥ ২১ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

অক্ষরং নিগুণং ব্রহ্ম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ।

সগুণং স্যাৎ সদা ব্রহ্ম শব্দ ব্রহ্ম তদুচ্যতে ॥ ২২ ॥

গুণস্ত প্রকৃতিস্মায়া নিগুণা যদি জায়তে ।

তদাস্যাৎ সগুণং ব্রহ্ম অন্যথা নিশ্চলং সদা ॥ ২৩ ॥

তাষা ।

হে দেব ঈশ্বর ! তবে কি প্রকারে সনাতন ব্রহ্ম বেদ বলিয়া প্রাচীন প্রবাদ হইয়াছে। আমার মনে এই সংশয় হইয়াছে তাহা তুমি সমূলে উদ্ধার কর ॥ ২১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন যিনি নিগুণ ব্রহ্ম তাহাকে অক্ষর বলা যায়। আর যিনি সগুণ ব্রহ্ম তাহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলে ॥ ২২ ॥

মায়াময়ী প্রকৃতি ব্রহ্মের গুণ ; যখন ব্রহ্ম সপ্রকৃতি হন তখন তিনি সগুণ অন্যথা নিশ্চল ॥ ২৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

বোধ্যং । এতৎ সংশয়রূপং হৃদয়ৈশল্যং উদ্ধর্য সবিস্তরং কথনেন সংশয়ং হিহি ॥ ২১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । য নিগুণমক্ষরং ব্রহ্ম তদেব পরং ব্রহ্ম যৎসগুণং ব্রহ্ম তৎশব্দ ব্রহ্ম উচ্যতে ॥ ২২ ॥ গুণ ইতি । ব্রহ্মণো গুণ এন প্রকৃতিঃ । যদা ব্রহ্ম মায়াময়ং তদেব সগুণং অন্যথা নিশ্চল মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ নিশ্চল মিতি । নিশ্চলং ব্রহ্ম কস্য জ্ঞেয়ং ভবেৎ

নিশ্চলং হি মহেশানি কস্য গম্যং কদা ভবেৎ ।
 গম্যেন পরমেশানি তেন কিং ভবতি প্রিয়ে ॥ ২৪ ॥
 বেদগম্যং যদা ব্রহ্ম নিগুণং সগুণং সংদা ।
 বেদাগম্যং হি যদ্বক্ষ্যতদেব নিশ্চলং সদা ॥ ২৫ ॥
 শব্দ ব্রহ্ম পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মদ্বয় মিহোচ্যতে ।
 শব্দ ব্রহ্ম বিনা দেবি পরম্ভ শব্দ কপবৎ ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

হে মহেশ্বর! নিগুণ ব্রহ্ম কাহার ও বোধ গম্য হইতে
 পারে না । স্ততরাং অগম্য নিগুণ ব্রহ্মের আরাধনা হইতে
 পারে না ॥ ২৪ ॥

বেদ গম্য ব্রহ্ম নিগুণ এবং সগুণ ঐ ব্রহ্ম নিশ্চল নিরীহ
 জ্ঞানময় ॥ ২৫ ॥

শব্দ ব্রহ্ম ও পরং ব্রহ্ম এই দ্বিবিধ ব্রহ্ম যে বর্ণিত হইল
 তন্মধ্যে শব্দ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে কেবল পরং ব্রহ্ম যিনি তিনি
 শব্দবৎ নিশ্চল ॥ ২৬ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

অপিত নেত্যর্থঃ । গম্যেন বোধ্যেন তেন ব্রহ্মণা কিং ভবতি । ব্রহ্ম-
 জ্ঞানেন কিন্তুবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বেদেতি । সগুণং ব্রহ্মবেদগম্যং
 নিগুণং ব্রহ্মবেদাগম্যং নিশ্চলং ॥ ২৫ ॥ শব্দেতি । শব্দ ব্রহ্মপরং
 ব্রহ্মেতি দ্বিতয়ং ব্রহ্মোচ্যতে । শব্দ ব্রহ্ম বিনাপরং ব্রহ্মাপি শব্দবৎ
 নিশ্চল মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ তন্মাদিতি । তন্মাং পরং ব্রহ্ম মাতৃকাবৎ

তন্মাৎ শব্দং মহেশানি মাতৃকাকর সংযুতং ।
 মাতৃকা পরমারাধ্যা কৃষ্ণস্য জননী পরা ॥ ২৭ ॥
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ষোড়শঃ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

হে মহেশ্বর! অতএব মাতৃকাকর সংযুক্ত ব্রহ্মই শব্দব্রহ্ম
 মাতৃকা দেবী পরমারাধ্যা ও কৃষ্ণ জননী ॥ ২৭ ॥
 ইতি ষোড়শ পটল ।

অন্ত্যর্থঃ ।

সংযুতং । পরমারাধ্যা মাতৃকাদেবী কৃষ্ণস্য জননী ॥ ২৭ ॥
 ইতি জীচকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানেন
 ষোড়শ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিন্যাঞ্জি রজঃ স্পর্শাৎ কোটিভিষ্মৎ প্রজায়তে
পদ্মিনী ত্রিপুরাদৃতী কৃষ্ণকার্য্য করীসদা ॥ ১ ॥

পার্কীত্য বাচ ।

গোবিন্দাবরণং দেব তথা পারিসদঃ প্রভো ।
তৎসর্বং বদ দেবেশ কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রাধয়া সহ গোবিন্দং রত্নসিংহাসন স্থিতং ।
পূর্বোক্ত কপলাবণ্যং দিব্যসুগম্বরং প্রিয়ে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন ত্রিপুরা দৃতী বৃষ্ণ কার্য্য সাধিনী
পদ্মিনীর চরণে রেণু স্পর্শে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় । ১ ।

পার্কীতী বলিতেছেন হে পরমেশ্বর ! গোবিন্দ চরণ
মাহাত্ম্য ও তাঁহার সমস্ত পরিবার আমার নিকট বল ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন হে প্রিয়ে পার্কীতি ! পূর্বোক্ত
কপলাবণ্য শালী গোবিন্দ দিব্য মালা ও বসন পরিধান করিয়া
রাধার সহিত রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণ কার্য্য সাধিন্যাঃ পদ্মিন্যাঃ চরণে রজঃস্পর্শাৎ
কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ফুৎপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ পার্কীত্যাচেতি । হে প্রভো !
গোবিন্দাবরণং গোবিন্দস্য সংসর্গিণং পারিসদঃ পারিসদগণান্ রত্ন
কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । রাধা সহিতং রত্ন সিংহাসন
স্থিতং পূর্বোক্ত কপলাবণ্যাদিসুতং গোবিন্দং ॥ ৩ ॥ ত্রিভুজেতি ।

ত্রিভঙ্গ রূপ সূক্ষ্মিষ্ঠং গোপীলোচন চাতকং ।
 তদ্বাহে যোগ পীঠেচ রত্নসিংহাসনাবুতে ॥৪॥
 প্রত্যঙ্গ রত্নসাবেশাঃ প্রধানাঃ কুঞ্জ বল্লভাঃ ।
 ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যর্ফৌ পদ্মিনী রাধিকাদ্বয়ং ৫।
 সংমুখে ললিতা দেবী শ্যামাচ তস্য চোত্তরে ।
 উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা ঈশানেচ হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

তাঁহার ত্রিভঙ্গ সূক্ষ্মিষ্ঠ রূপে গোপীগণের লোচন চকোর
 পরিভূক্ত হয় । তদ্বহির্ভাগে যোগ পীঠোপরি রত্নসিংহাসনে
 সর্কারে ক্রীড়া বেশ ভূষিত কুঞ্জবয়স্কগণ ও ললিতাদি অষ্টসখী
 এবং পদ্মিনী ও রাধা উপবিষ্ট আছেন ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

সংমুখে ললিতা সখী বসিয়া আছে তদুত্তরে শ্যামা সখী ।
 উত্তরদিকে শ্রীমতী, ঈশানকোণে হরিপ্রিয়া ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্রিভঙ্গরূপং ত্রিধা বক্রবিগ্রহং । রাধিকালোচন চাতকং রাধিকালোচন
 স্রিয়ং । তদ্বাহে গোবিন্দস্য পার্শ্বাদি বহির্ভাগে ॥ ৪ ॥ প্রত্যঙ্গৈতি ।
 সর্কারবাবল্লেদেন ক্রীড়াবেশ ধারণ্যঃ ললিতাদ্যাঃ অর্ফৌ প্রকৃতয়ঃ
 রাধিকা পদ্মিনীদ্বয়মপি বিশস্তীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥ সংমুখে ইতি । কৃষ্ণস্য
 সংমুখে ললিতা সখী । তস্য ললিতা শক্তিরূপস্য ঈশানে ঈশান
 দিষ্টভাগে ॥ ৬ ॥ বিশেতি । বিশাখা বিশাখা নানীসখীনৈক্যতি

বিশাখাচ তথা পূর্বে কৃষ্ণস্য প্রিয় দূতিকা ।
 পদ্মাচ দক্ষিণে ভদ্রা নৈঋতি ক্রমশঃ স্থিতা ।
 এতাস্তু পরমেশানি পদ্মিন্যা অষ্টনায়িকা ॥ ৭ ॥
 অপরং শৃণু চার্বজি কুলাচারস্য সাধনং ।
 যোগ পীঠস্য কোণাগ্রে চারু চন্দ্রাবলী প্রিয়া ।
 প্রধানাঃ প্রকৃতিশচার্যৌ কৃষ্ণস্য কার্য্য সিদ্ধিদাঃ ॥ ৮ ॥

ভাষা ।

বিশাখা সখী পূর্বদিকে যিনি কৃষ্ণের দৌত্যকার্য্য করিয়া
 থাকেন দক্ষিণদিকে পদ্মা সখী নৈঋতিকোণে ভদ্রা সখী আছে ।
 এই রূপ পর্য্যায় ক্রমে পদ্মিনীর অষ্টনায়িকা অষ্টদিকে
 আছে ॥ ৭ ॥

হে সুন্দরি ! তোমার নিকট আর কুলাচার সাধন বলি-
 তেছি অবগ কর । যোগপীঠের কোণাগ্রে পরম রূপবতী
 চন্দ্রাবলী বসিয়া আছে । চন্দ্রাবলী প্রধানা সখী কৃষ্ণের কার্য্য
 সিদ্ধি প্রদা ॥ ৮ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ক্রমশঃ নৈঋত্যাদি ক্রমতঃ অষ্টমখ্যঃ সঙ্গুপরিষ্ঠাইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ অ-
 রমিতি । হে চার্বজি সুন্দরি ! অপরং অন্যৎপ্রোক্তাধিকং কুলাচার
 সাধনং শৃণু । যোগপীঠস্য অগ্রে চন্দ্রাবলী আসীদিত্যর্থঃ কৃষ্ণস্য কার্য্যসাধিন্যঃ

পদ্মিনী ত্রিপুরা দূতী সা রাধা কৃষ্ণমোহিনী ।
 চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা চিত্রা মদন মঞ্জরী ।
 প্রিয়াচরী মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥
 সম্মুখাদি ক্রমাদিস্কু বিদিস্কুচ যথাস্থিতাঃ ।
 ষোড়শ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণ বল্লভাঃ ॥ ১০ ॥
 বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্য ভয়দায়িনী ।
 অভিন্ন গুণ লাবণ্য সৌন্দর্য্যাতীব বল্লভা ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

যে রাধিকা স্বীয়রূপে কৃষ্ণের মনোমোহন করেন তিনি ত্রিপুরা দূতী পদ্মিনী । চন্দ্রাবলী, চন্দ্ররেখা, চিত্রা, মদন-মঞ্জরী, মধুমতী, শশিরেখা, ও হরিপ্রিয়া ॥ ৯ ॥

এই সকল কৃষ্ণের প্রিয়সখী সম্মুখাদি ক্রমে বিধিদিকে যথা স্থানে স্থিত আছে এতন্মধ্যে ষোড়শ প্রকৃতি প্রধানা কৃষ্ণের অতি প্রিয়া ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণের ভয়দাত্রী বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণের অভিন্ন রূপ লাবণ্যবতী ও স্বীয় দেহ সৌন্দর্য্যে অতি প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

প্রধানা অষ্টৌসখ্যঃ ॥ ৮ ॥ পদ্মিনীতি য়া ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনীসৈব রাধা কৃষ্ণমনোমোহিনীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সংস্রুথেতি চন্দ্রাবলী চন্দ্ররেখা প্রভৃ-ত্যঃ সখ্যঃ কৃষ্ণস্য সম্মুখাদিক্রমেণ দিস্কু বিদিস্কুচস্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বৃন্দেতি । বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা কৃষ্ণস্যভিন্নগুণ লাবণ্যবতী । সৌন্দর্য্যেণ দেহ শোভয়া বল্লভা প্রিয়তমা ॥ ১১ ॥ মনোহরেতি । স্বিক্ষবেশা

মনোহরা স্নিগ্ধ বেশা কিশোরী বয়সোজ্জ্বলা ।
 নানাবর্ণ বিচিত্রাভাঃ কৌষেয় বসনোজ্জ্বলাঃ ।
 এতাস্ত পরমেশানি ষোড়শ স্বর মূর্ত্তয়ঃ ।
 যা পূৰ্ব্বোক্তা ষোড়শৈকা মহামায়া জগন্ময়ী ॥ ১২ ॥
 তদ্বাহে গৃহমধ্যস্থে যোগ পীঠাবৃতে শুভে ।
 সংমুখে তত্র সাধন্যো গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ১৩ ॥

তাষা ।

রাধিকা কৃষ্ণের মনোহারিণী স্নিগ্ধবেশা ও নবযৌবন
 সম্পন্না, সখীগণ নানাবর্ণ চিত্রিত বসন পরিধান করিয়া সমুজ্জ্বল
 শোভাধারণ করিয়াছে । হে পরমেশ্বর ! এই ষোড়শ সখী
 প্রধানা বলিয়া কীর্ত্তিত হইল ইহারা স্বরমূর্ত্তি ; যাহা পূৰ্বে
 জগন্ময়ী মহামায়া বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

তদ্বহির্দেশে গৃহমধ্যে যোগ পীঠোপরি শুভাসনে সহস্র
 সহস্র গোপকন্যা সংমুখে রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

রমণীয়বেশা কিশোরীবয়সা যৌবন পূৰ্ব্ববয়সা । কৌষেয় বসনোজ্জ্বলা
 গুণবন্ধ পরিধানাঃ । ষোড়শ স্বরমূর্ত্তয়ঃ মাতৃকাঙ্কিত ষোড়শ স্বরা
 এব সহচারিণ্যে নাবিভূতাঃ ॥ ১২ ॥ তদ্বাহ ইতি । তদ্বহির্ভাগে যোগ
 পীঠাসনে ব্রীহৎ সংমুখে সহস্রশো গোপকন্যা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শুদ্ধ কাঞ্চন বর্ণাভাঃ সুপ্রসন্নাঃ সুলোচনাঃ ।
 কোটি কন্দর্প লাবণ্যাঃ কিশোর বয়সান্বিতাঃ ॥ ১৪ ॥
 দিব্যালঙ্কার ভূষাভি নাসাগ্র গজ মৌক্তিকাঃ ।
 বিচিত্র কেশাভরণা শ্চারু চঞ্চল কুন্তলাঃ ॥ ১৫ ॥
 কৃষ্ণমুখী কৃতাকারাঃ সদ্ভূতি কৃষ্ণলালসাঃ ।
 কৃষ্ণ গূঢ় রহস্যানি গায়ন্ত্যঃ প্রেমবিহ্বলাঃ ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

তাহারা সকলেই শুদ্ধ কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট প্রসন্নমুখী
 ও সুলোচনা । তাহাদের যৌবন রূপ লাবণ্যে কোটি কন্দর্প
 পরাজিত হয় ॥ ১৪ ॥

ঐ সকল সখীগণ সকলেই দিব্য অলঙ্কার ভূষিত । নাসাগ্রে
 গজমুক্তা শোভিত এবং বিবিধ ভূষণে কবরী শোভা পাইতেছে
 ও চঞ্চল মনোহর কেশ শোভা অতি অতুল ॥ ১৫ ॥

তাহাদের আকারে কৃষ্ণ মোহিত হন । তাহাদের চিত্ত
 বৃত্তি অতি উত্তম কেবল কৃষ্ণ প্রাপ্তিই তাহাদের অভিলাষ ।
 সর্বদা কৃষ্ণের গুপ্তলীলা গান করিতে করিতে বিহ্বল হয় ॥ ১৬ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

শুদ্ধেতি । শুদ্ধকাঞ্চন বদভুজ্জলাঃ । কোটি কন্দর্পাদধিক লাবণ্যবত্যাঃ ।
 সর্বাএব কিশোরবয়সঃ ॥ ১৪ ॥ দিব্যেতি । বিবিধ ভূষাভিভূষিতাঃ ।
 নাসাগ্রে গজমৌক্তিক ধারিণ্যাঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণেতি । তাসামাকারেণৈব
 কৃষ্ণো মুখো ভবভীতিভাবঃ । সদ্ভূত্যা সদনুষ্ঠানেন কৃষ্ণে লালসা অতি-
 লাম্বোদ্যানাং ভাস্তথোক্তাঃ । প্রেমবিহ্বলাঃ কৃষ্ণপ্রেমমুগ্ধাঃ ॥ ১৬ ॥

নানা বৈদক্ষি নিপুণা দিব্যবেশ ধরান্বিতাঃ ।
 সৌন্দর্য্য সূর্য্যলাবণ্যঃ কটাক্ষাতি মনোহরাঃ ॥ ১৭ ॥
 একান্তা শক্তা গোবিন্দে তদঙ্গ স্পর্শনোৎ শূকাঃ ।
 লাবণ্য ললিতা দীপ্তা কৃষ্ণাধ্যান পরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥
 তাসান্ত সংমুখে ধন্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশূঃ ।
 শ্রুতি কন্যা মহেশানি সহস্রায়ুত সংযুতাঃ ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

তাহারা নানা প্রকার চাতুর্য্যে অতি শিক্ষিত এবং দিব্য
 বেশধারী । সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যে জগত মোহিত হয় কটাক্ষ
 অতি মনোহর ॥ ১৭ ॥

গোবিন্দে নিতান্ত আসক্তা ও গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শনে সমুৎ-
 স্রুকা । মনোহর শরীর লাবণ্যে দীপ্তি বিশিষ্টা । সদা কৃষ্ণ
 চিন্তায় রত ॥ ১৮ ॥

তাহাদের সংমুখে সহস্র সহস্র গোপকন্যা ও কোটি কোটি
 শ্রুতি কন্যা রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

নানেন্দি । বৈদক্ষিনিপুণাঃ নানা চাতুর্য্য কুশলাঃ । সৌন্দর্য্যেণ শরীর
 কান্ত্যা সূর্য্যবল্লাবণ্যবত্যাঃ । কটাক্ষেন দৃষ্টিভঙ্গ্যা অতি মনোহারিণ্যাঃ ॥
 ১৭ ॥ একান্তেতি । গোবিন্দে নিতান্তানুরক্তাঃ । গোবিন্দাঙ্গ স্পর্শন
 সমুৎস্রুকাঃ । লাবণ্য ললিতাঃ কান্তি মনোহরাঃ । কৃষ্ণচিন্তন তৎ
 পরাঃ ॥ ১৮ ॥ তাসামিতি । তাসাং সংমুখেপি সহস্রশো গোপ
 কন্যাঃ সন্ততিভাবাঃ । সহস্রায়ুত সংযুতাঃ কোটি কন্যা সহিতাঃ ॥ ১৯ ॥

তৎপৃষ্ঠে মুনিকন্যাশ্চ সৌম্য রূপা মনোহরাঃ ।
 রাধায়াং যত্র মনসঃ স্মিত সাচী নিরীক্ষণাঃ ॥ ২০ ॥
 মন্দিরস্য ততো বাহ্যে প্রিয় পারিষদাবৃতে ।
 তৎ সমান বয়োবেশাঃ সমান বল পৌরুষাঃ ॥ ২১ ॥
 সমান রূপ সম্পন্নাঃ সমানা গুণ কর্ম্মভিঃ ।
 সমান স্বর সংগীত বেণুবাদন তৎপরাঃ ।
 স্বর্ণ বেদ্যস্তরস্বে চ স্বর্ণাভরণ ভূষিতাঃ ॥ ২২ ॥

ভাষা ।

তৎ পশ্চাত্তাঙ্গে মুনিকন্যা ; তাহাদের অতি মনোহর সৌম্য
 মুর্ত্তি । নিরন্তর রাধার প্রতি মন নিবেশিত করিয়া স্মিতমুখে
 সরল দৃষ্টি করিতেছে ॥ ২০ ॥

তৎপরে মন্দিরের বহির্ভাগে কক্ষের সমান বর্ণ বিক্রমশালী
 পারিষদগণ রহিয়াছে ॥ ২১ ॥

তাহারা সকলেই কক্ষের সমান রূপলাবণ্য সম্পন্ন ও সমান
 গুণ কর্ম্ম শীল এবং সমান স্বরসংযোগে বংশীবাদন করিয়া
 স্বর্ণবেদী মধ্যে নানা আভরণে ভূষিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

অস্মার্থঃ ।

তদ্বিতি । ঐতনিকন্যা পশ্চাত্তাঙ্গে মুনিকন্যাঃ শান্তরূপাঃ । রাধায়াং
 নিয়তচিত্তাঃ ॥ ২০ ॥ মন্দিরেতি । ততো মন্দিরবাহ্যে বাহির্ভাগে ।
 সমান বেশাঃ তুল্যবেশাঃ । সমান বল বিক্রমাঃ ॥ ২১ ॥ সমানেতি ।
 সমান রূপ লাবণ্য বত্যাঃ সমান গুণ কর্ম্মশালিন্যাঃ । সমান স্বর সংযো-
 গেন কৃত সংগীতাঃ । স্বর্ণ বেদ্যস্তরস্বে স্বর্ণবেদি মধ্যেস্থিতে ॥ ২২ ॥

স্তোকং কৃষ্ণ স্মৃতদ্রাদ্যৈ গোপালৈ রমৃতামৃতৈঃ ।
 শৃঙ্গ বেত্র বেণু বীণা বয়োবেশাকৃতি স্বনৈঃ ।
 তদগুণ ধ্যান সংযুক্তৈ গীয়তে রসবিস্মলৈঃ ॥ ২৩
 তদ্বাহে সুরভী বৃন্দৈঃ সবৎস রসবিস্মলৈঃ ।
 চিত্রাপিতৈশ্চ তদ্রূপৈঃ সদা নন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ ॥

২৪ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ স্মৃতদ্র প্রভৃতি গোপালগণ শৃঙ্গ, বংশী প্রভৃতি বাদ্য-
 বাদন করিয়া নানা বেশ ভূষায় শোভিত হইয়া স্বর সংযোগে কৃষ্ণ
 গুণানুবাদ গান করে । তদ্বহির্ভাগে সুরভী প্রভৃতি গাভীগণ
 স্ব স্ব বৎসগণে পরিবৃত হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় তদ্রূপ দেখিতে
 দেখিতে ও আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

স্তোক মিতি । স্তোক মলপ মলপং যথাতথ্যেতি কৃষ্ণস্মৃতদ্রাদ্যৈ গোপালৈঃ
 শৃঙ্গ বেণু প্রভৃতি বাদ্যেন তদগুণ সংকীর্ণনং ক্রিয়ত ইতি ভাষঃ ॥ ২৩ ॥
 তদ্বাহে ইতি । সুরভী বৃন্দৈঃ গাভী সমূহৈঃ বৎস সহ রসমুদ্রৈঃ চিত্রা-
 পিতৈঃ চিত্র পুস্তলিকা বস্মিন্শ্চলৈঃ আনন্দাশ্রু বর্ষিভিঃ কৃষ্ণ প্রেমানন্দ বাস্প
 মবস্ফুটন্তি ॥ ২৪ ॥ পুসকেতি । পুসকেন প্রেমানন্দেন আকুলান্ধৈঃ

পুলকাকুল সৰ্ব্বাঙ্গৈ যোগীন্দ্রে রিববিস্মিতাঃ ।
 ক্ষরৎ পয়োভি গোবিন্দৈ লক্ষলক্ষৈ কপাশ্বিতঃ
 ॥ ২৫ ॥

তদ্বাহ্যে প্রাচীরে দেবি কোটি সূর্য্য সমুজ্জ্বলে ।
 চতুর্দিক্শু মহোদ্যান নানা সৌরভ মোহিতে ॥২৬॥
 পশ্চিমে সংমুখে শ্রীনৎ পারিজাত ক্রমালয়ে ।
 তত্রাধঃস্থে স্বর্ণপীঠে স্বর্ণ মন্দির মণ্ডিতে ॥ ২৭ ॥

ভাষা ।

ঐ গাভী মকলের সৰ্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়া যোগীন্দ্রগণের
 ন্যায় বিস্মিত চিত্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । তাহাদের দুঃখধারা
 পড়িতেছে ॥ ২৫ ॥

তদ্বহির্ভাগে চতুর্দিকে মনোহর সৌরভ পূর্ণ পুষ্পোদ্যান
 তদ্বাহ্যে কোটি সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল স্বর্ণ প্রাচীর আছে ॥২৬॥

পশ্চিমদিকে অতি উজ্জ্বল পারিজাত ক্রমালয়, তাহার
 অধোদেশে স্বর্ণ মন্দিরে যোগপীঠ আছে ॥ ২৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিবশ শরীরৈঃ । ক্ষরৎ পয়োভিঃ যুক্তং ক্ষীরৈঃ ॥ ২৫ ॥ তদ্বাহ্যে
 ইতি । সূর্য্য সমুজ্জ্বলে সূর্য্য বদতি তেজস্বিনি । নানাসৌরভ মোহিতে
 নানাসুগন্ধি মোদিতে ॥২৬॥ পশ্চিমে ইতি । পারিজাতক্রমালয়ে কলপ-
 বৃক্ষ নিকেতনে । তত্রাধঃস্থে পারিজাত তরুমূলে ॥ ২৭ ॥ তদ্বাহ্য ইতি ।

তন্মধ্যে মণি মাণিক্য রত্নসিংহাসনোজ্জ্বলং ।
 তত্রোপরি পরমানন্দং বাসুদেবং জগদ্গুরুং ॥২৮॥
 ত্রিগুণাভীত চিত্রপং সৰ্বকারণ কারণম্ ।
 ইন্দ্রনীল মণি শ্যাম নীল কুঞ্চিত কুন্তলং ॥ ২৯॥
 পদ্মপত্র বিশালাক্ষং মকরাকৃতি কুণ্ডলং ।
 চতুর্ভুজং মহাক্ষম জ্যোতীকপং সনাতনং ॥৩০॥

ভাষা ।

ঐ যোগ পীঠোপরি সমুজ্জ্বল মাণিক্য খচিত রত্ন সিংহাসন ;
 তদুপরি পরমানন্দ স্বরূপ ত্রিগুণাভীত জগদ্গুরু সৰ্বকারণ
 জ্ঞানময় বাসুদেব আছেন । তাহার সমুজ্জ্বল দেহ ইন্দ্র নীলমণিব
 ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নীল কুটিল কেশ ॥ ২৮ ॥ ২৯ ॥

পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাললোচন, কর্ণে মকরাকৃতি স্বর্ণ
 কুণ্ডল ঐ বাসুদেব মূর্তি চতুর্ভুজ জ্যোতির্ময় । যিনি মহাক্ষম
 সনাতন ॥ ৩০ ॥

অস্যার্থঃ ।

স্বর্ণ মন্দিরমধ্যে মাণিক্য নির্মিত বস্তুখচিতাসন । পরমানন্দং পরম'নন্দ
 স্বরূপং ॥ ২৮ ॥ ত্রিগুণাভীত নিত্যাদি লোক ত্রয়েণ রত্নসিংহাসনস্থং
 বাসুদেবং বিশিষ্টমিতি উদপি স্মরণার্থং ॥ ২৯ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥ কঙ্কণীতি ।

আদ্যন্তরহিতং নিত্যং প্রধানং পুরুষেশ্বরং ।
 শঙ্খচক্র গদাপদ্য ধারিণং বনমালিনং ।
 পীতাম্বর মতি স্নিগ্ধং দিব্যভূষণ ভূষিতং ॥ ৩১ ॥
 রুক্মিণী সত্যভামাচ নাগ্রজিত্যাচ লক্ষণা ॥ ৩২ ॥
 মিত্র বিন্দা সুনন্দাচ তথা জাম্বুবতী প্রিয়া ।
 সুশীলাচাৰ্য মহিষী বাসুদেবা বৃতাস্ততঃ ॥ ৩৩ ॥
 উদ্ধবাদ্যাঃ পরিষদাবৃতা শুভক্ৰি তৎপরাঃ ।
 উত্তরে দিব্য উদ্যানে হরিচন্দন সঙ্গিতে ॥ ৩৪ ॥

ভাষা ।

আদ্যন্তরহিত, নিত্য, প্রধান পুরুষেশ্বর, শঙ্খচক্র গদাপদ্যধারী,
 বনমালা বিভূষিতগাত্র, পীতাম্বর পরিধান ও দিব্যভূষণে
 ভূষিত ॥ ৩১ ॥

রুক্মিণী সত্যভামা, নাগ্রজিত্যা, লক্ষণা মিত্রবিন্দ্যা, সুনন্দা,
 জাম্বুবতী, ও সুশীলা প্রভৃতি অষ্ট মহিষী বাসুদেবকে পরি-
 বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥

উত্তরদিকে হরিচন্দন চর্চিত দিব্য উদ্যানে উদ্ধবাদি কষ্ণ
 পরিষদগণ ভক্তিয়ুক্ত হইয়া স্তব করিতেছে ॥ ৩৪ ॥

অস্বার্থঃ ।

রুক্মিণী সত্যভামাদ্যাঃ সখ্যঃ কৃষ্ণ মহিষ্যঃ । তাত্রব বাসুদেবং পরিবৃত্য
 স্থিতাঃ ॥ ৩২ ॥ ৩৩ ॥ উদ্ধবেতি । উদ্ধবাদয় শুভক্ৰি পরায়ণাঃ ।
 পরিষদঃ পরিবারঞ্জন সহচরাঃ । হরিচন্দন সঙ্গতে কন্তুরী সুগন্ধ পূর্ণে ।

তত্রাধস্ত স্বর্ণ পীতে মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে ।
তস্য মধ্যেতু মাণিক্য দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ॥
॥ ৩৫ ॥

তত্রোপরিচ রেবত্যা সহিতঞ্চ হলায়ুধং ।
ঈশ্বরস্য প্রিয়ানন্ত মভিন্ন গুণ কপিণং ॥ ৩৬ ॥

ভাষা ।

তাহার অধঃ স্থলে মণি মণ্ডপ ভূষিত স্বর্ণ পীঠ মধ্যে
মাণিক্য ভূষিত সমুজ্জ্বল দিব্য সিংহাসন ॥ ৩৫ ॥
তদুপরি রেবতী সহিত হলায়ুধ ঈশ্বর প্রিয়, অভিন্ন রূপী
অনন্ত দেব বলরাম ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

॥ ৩৪ ॥ তত্রৈতি । পীতে পীতবর্ণে । মণি মণ্ডপ মণ্ডিতে মণি নির্মিত
মণ্ডপ ভূষিতে । মাণিক্য রচিত দিব্য সিংহাসনে ॥ ৩৫ ॥ তত্রৈতি ।
তদুপরি রেবত্যা সহিতং বলরামং । অনন্তং হলায়ুধং ঈশ্বরভিন্ন রূপ
শালিনং ॥ ৩৬ ॥ স্তম্ভেতি হলায়ুধং বিশিনক্তি । স্তম্ভ স্ফটিক বদতি

শুদ্ধ স্ফটিক সঙ্কাসং রক্তায়ুজ দলেক্ষণং ।

নীল পদ্মায়র ধরং দিব্য গন্ধান্ন লেপনং ।

কুণ্ডলাযুক্ত সদগণ্ডং দিব্য ভূষাসুগম্বরং ॥ ৩৭ ॥

মধুপান সদাসক্তং সদা ঘূর্ণিত লোচনং ।

জগন্মোহন সৌন্দর্য্যং সাধক শ্রেণি বেষ্টিতং ।

॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

শুদ্ধ স্ফটিকের আয় শুভ্র দেহ রক্ত পদ্ম দলের আয় লোহিত
লোচন, নীলপদ্ম ও নীলাম্বর ধারী ; দিব্য গন্ধান্নলেপনে সর্কাস্ত্র
প্রলিপ্ত গণ্ড স্থলে কুণ্ডল দিব্য ভূষণ ও বনমালা পরিধান করি-
য়াছেন ॥ ৩৭ ॥

সদা মধুপানে আসক্ত চিত্ত হওয়াতে লোচন ঘূর্ণিত হইতেছে,
দেহ সৌন্দর্য্যে ত্রিজগত মোহিত হয় চতুর্দিকে সাধক শ্রেণী
বেষ্টিত আছে ॥ ৩৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

শুভ্রং রক্তনেত্রং । নীলপদ্ম বস্ত্রং পরিদধানং । দিব্য চন্দন নিপুটাস্ত্রং
গণ্ডস্থলে দিব্য কুণ্ডলং ॥ ৩৭ ॥ মন্থিত মধুপানেন সদা ঘূর্ণিত লোচনং ।
দেহ শোভয়া বিশ্বমোহনং । সক্ত বৃন্দ পরিবেষ্টিতং ॥ ৩৮ ॥ অন্ত্যেষ্টিক্যে

অসিতাষুজ পূর্ণাত মর বিন্দলেক্ষণং ।
 দিব্যালঙ্কার ভূষাঢ্যং দিব্য মালা্যানু লেপনং ৩৯
 জগন্মুখী কৃত্যশেষ সৌন্দর্য্যশ্চর্য্য বিগ্রহং ।
 পূর্বোদ্যানে মহারম্যে সুরক্রম সমাপ্তয়ে ॥ ৪০ ॥
 তস্য মধ্যে স্থিতেরাজ দিব্য সিংহাসনোজ্জ্বলে ।
 শ্রীমত্যা উষয়া শ্রীমদনিরুদ্ধং জগৎপতিং ৪১।

ভাষা ।

অসিত পদ্মের ঠায় দেহ আভা অরবিন্দ দলের ঠায় দিব্য
 লোচন দিব্য অলঙ্কারে শোভিত সর্ব গাত্রে অনুলেপন
 প্রলেপ ॥ ৩৯ ॥

মহারম্য সুরক্রম শোভিত পূর্বোদ্যান মধ্যে সমুজ্জ্বল দিব্য
 সিংহাসনোপরি শ্রীমতী উষার সহিত জগৎপতি অনিরুদ্ধ
 আছেন তাহার দেহ শোভায় ত্রিজগত মুগ্ধ হয় ॥ ৪০ ॥ ৪১ ॥

অস্যার্থঃ ।

নীলপদ্ম বাদ্দের সৌভাগ্য পদ্মলেক্ষণং দিব্যালঙ্কার শোভিতং দিব্য
 মালাধারিণং । অনু লেপন সিন্ধু শরীরং ॥ ৩৯ ॥ জগদ্বিতী ।
 অশেষ দেহ শোভয়া জগন্মোহয়তীত্যর্থঃ । অতি মনোহর পূর্বোদ্যানা
 ধিষ্ঠিতনিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ তস্যেতি দিব্য সিংহাসনোপরি উষয়া সার্ব্বে জগৎ-
 পতি অনিরুদ্ধং ॥ ৪১ ॥ সাজ্জেতি । অনিরুদ্ধং বিশিনক্তি । যনশ্যামং

সান্দ্ৰানন্দং ঘনশ্যামং সুস্নিগ্ধং নীল কুন্তলং ।
 নীলোৎপল দল স্নিগ্ধং চারু চঞ্চল লোচনং ॥ ৪২ ॥
 সুক্রমতা লতাভঙ্গু সুকপোলং সুনাসিকং ।
 সুগ্রীবং সুন্দরং বক্ষঃ সুস্বরং সুননোহরং ।
 কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কণ্ঠ ভূষাদি ভূষণং ॥ ৪৩ ॥
 মঞ্জু মঞ্জীর মাধুর্য্য মাশ্চর্য্য রূপ শোভিতং ।
 পূর্ণব্রহ্ম সদানন্দং শুদ্ধং সত্ত্বাত্মকং প্রভুং ॥ ৪৪ ॥

ভাষা ।

ঐ অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিমান আনন্দ স্বরূপ ঘন নীলবৎ শ্যাম দেহ
 কান্তি ; কর্ণে সুস্নিগ্ধ কুণ্ডল নীলোৎপল দলের ন্যায় সুস্নিগ্ধ
 চারু চঞ্চল লোচন ॥ ৪২ ॥

উন্নত ভঙ্গুর জয়ুগল, মনোহর নাসিকা ও গণ্ডস্থল গ্রীবাদেশ
 অতি সুন্দর, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত । অতি মনোহর স্বর;
 কিরীট, কুণ্ডল ও বিবিধ কণ্ঠ ভূষায় সুশোভিত ॥ ৪৩ ॥

মনোহর নূপুর শোভায় শোভিত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্ম সদানন্দ
 শুদ্ধ সত্ত্ব গুণোপেত প্রভু অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঘনবৎশ্যাম বলবৎ নীলকুন্তল ধারণে চঞ্চল লোচনং ॥ ৪২ ॥ সুক
 ইতি জয়ুগলং ভঙ্গুর প্রায়নিত্যর্থঃ । সুগ্রীবং গ্রীবাদেশমতি সুন্দরং
 সুস্বরং মধুর স্বরেণ গীতমানং ॥ ৪৩ ॥ মঞ্জু ইতি । মনোহর নূপুর
 শোভয়া অদ্বুত রূপ ধারণিত্যর্থঃ । শুদ্ধ সত্ত্বাত্মকং বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণো-

তস্যোক্তে চান্তরীক্ষেচ বিষ্ণুং সৰ্বেশ্বরেশ্বরং ।
অনাদি মাদি চিদ্ধপং চিদানন্দং পরং বিভুং ।

॥ ৪৫ ॥

ত্রিগুণাভীত মব্যক্তং অক্ষরং নিত্য মব্যয়ং ।
সম্মের পুঞ্জ মাধুর্য্যং সৌন্দর্য্যং শ্যাম বিগ্রহং ।

॥ ৪৬ ॥

ভাষা ।

তদূর্দ্ধভাগে নভোমণ্ডলে অনাদি চিদ্ধপ চিদানন্দ স্বরূপ
জগদাদিভূত হরি রহিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

ইনি ত্রিগুণাভীত অব্যক্ত সনাতন অব্যয় ও নিশ্চল পুরুষ ।
সম্মিত মুখ পদ্মের শোভা অতি মনোহর । সৌন্দর্য্যের তুলনা-
হীন শ্যাম রূপী স্বয়ং নারায়ণ ॥ ৪৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

পেতং । প্রভুমীশ্বরং ॥ ৪৪ ॥ তস্যেতি । অন্তরীক্ষে আকাশ মণ্ডলে ।
অনাদিং আদ্যহীনং আদিং জগদাদিভূতং । চিদ্ধপং জ্ঞানময়ং ॥ ৪৫ ॥
ত্রিগুণেতি । সত্ত রজ্জ স্তমোগুণত্রিতয় হীনং । অক্ষরং নিশ্চলং অব্যয়ং
নিত্যং অব্যক্তং অপ্রকাশিতমিতি । সম্মিত বদনং শোভাপূর্ণং । শ্যাম
বিগ্রহং নীল কলেবরং ॥ ৪৬ ॥ অরবিন্দেতি । পদ্মদলবৎ সুদীর্ঘ

অরবিন্দ দলম্নিষ্ঠ সুদীর্ঘ লোল লোচনং ।
 কিরীট কুণ্ডলোদ্ভাসি জগত্রয় মনোহরং ॥৪৭॥
 চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র গদাপদ্মোপ শোভিতং ।
 কঙ্কণাঙ্গদ কেয়ূর কিঙ্কিনী কটিশোভিতং ॥৪৮॥
 শ্রীবৎস কৌস্তুভং রাজধনমালা বিভূষিতং ।
 নগ্নু মুক্তা ফলোদার হারদ্যোতিত বক্ষসং ।
 হেমাশুজ ধরং শ্রীনদিনতা সূত বাহনং ॥ ৪৯ ॥

ভাষা ।

অরবিন্দ দলের ন্যায় সুদীর্ঘ চঞ্চল লোচন । শিরোপরি মুকুট, গণ্ডস্থলে মনোহর কুণ্ডল দেহ কান্তিতে ত্রিজগৎ সমুজ্জ্বল হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

চতুর্ভুজে শঙ্খচক্র গদা ও পদ্ম বিদ্যমান রহিয়াছে । কঙ্কন ও অঙ্গদ শোভিত হস্ত, কটীদেশে কিঙ্কিনীযুক্ত কাঞ্চীপুণ ॥৪৮॥

শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ চিহ্নিত বক্ষঃস্থলে বনমালা শোভা পাইতেছে । তাহাতে মনোহর মুক্তাহার লম্বমান রহিয়াছে । হেম পদ্মধারী সনাতন বিষ্ণু বিনতানন্দন গকড়োপরি অধিষ্ঠিত ॥৪৯॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বন্ধনেত্রঃ কিরীটেন মুকুটেণ কুণ্ডলেন কর্ণ ভূষণাচ্চ উদ্ভাসি সমুজ্জ্বলং ॥৪৭॥
 চতুরিতি । শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শোভিতং চতুর্ভুজং কঙ্কণ বলয়াদি ভূষিভ্যং ।
 কট্যাং ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভিত কাঞ্চীপুণং ॥ ৪৮ ॥ শ্রীতি শ্রীবৎসঃচিহ্ন
 বিশেষঃ কৌস্তুভোদগনি বিশেষঃ । লম্বমান মনোহর মুক্তাহারেন শোভিত
 বক্ষঃস্থলং । বিনতাসুতো গকড় শুদুপরি স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ উভয়

লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংশ্রুতো ভয় পাশ্বকং ।
 পূর্ণব্রহ্ম সূতৈশ্চর্য্যং পূর্ণানন্দ রসাত্মকং ॥ ৫০ ॥
 মুনীন্দ্রাদ্যৈঃ স্তুয়মানং দেব পাশ্বদ বেষ্টিতং ।
 সর্ব কারণ কার্যেশং স্মরে দেব্যাগেশ্বরে শ্বরং ।

॥ ৫১ ॥

তত্রাধো দেবি পাতালে আধার শক্তি সংযুতে ।
 মণি মণ্ডপ মধ্যোত্ত মণি সিংহাসনোজ্জ্বলে । ৫২।

ভাষা ।

উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বিরাজিত আছেন, নিত্য সুখ
 সম্পদ উপভোগে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ পূর্ণানন্দ রসের আশ্রয় ॥৫০॥

নারদাদি মুনিগণ সদা স্তুব করিতেছেন । দেবগণ পারিষদ-
 রূপে চতুর্দিকে বসিয়া আছেন । সেই সর্ব কারণ সর্ব কার্যে-
 শ্বর নারায়ণকে সকলে স্মরণ করে ॥ ৫১ ॥

হে দেবি পার্শ্বতি ! তদধোভাগে পাতালে আধার শক্তি
 আছে তদুপরি মণি মণ্ডপ মধ্য সমুজ্জ্বল রত্ন সিংহাসন
 আছে ॥ ৫২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্শ্বে লক্ষ্মীঃ সরস্বতীচ মনুপবিষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ মুনীতি । মুনিভ্রাদ্যৈঃ
 দেবর্ষিভী রাক্ষর্ষিভিঃ । দেব পারিষদগণ বেষ্টিতং নিখিল কার্য্যকারণ
 কর্তার মিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ভদ্রেতি । তদ্যাধোভাগে পাতালে আধার
 শক্তি সহিতে উজ্জ্বলে মণি নির্মিত সিংহাসন ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ তদ্বাহ

তদ্বাহে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরাদি মনোহরৈঃ ।
 চতুর্দিক্শু বৃতে দিব্যে প্রতিবিশ্ব সমুজ্জ্বলে ॥৫৩॥
 উদ্যানে পুষ্প সৌরভ্য মুখীকৃত জগন্ময়ে ।
 আস্তে সুরাসুরগণৈঃ সিদ্ধ চারণ সেবিতো ॥৫৪॥
 দিব্যাস্ত্র মঞ্জু সৌন্দর্য্য যথা ভূষণ বাহনৈঃ ।
 যথোপসিত বর প্রার্থৈ স্তদজি ভজনোৎসুকৈঃ ।

॥ ৫৫ ॥

ভাষা ।

তাহার বহির্ভাগে চতুর্দিকে অতি উচ্চ মনোহর স্ফটিক
 প্রাচীর তাহাতে সমস্ত বস্তুর প্রতিবিশ্ব পতিত হওয়াতে মনোহর
 শোভা হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

তাহার মনোহর উদ্যানপুষ্প সৌগন্ধে জগন্ময় মোহিত
 হইতেছে । সুর, অসুর, সিদ্ধ ও চারণ গণ নিয়ত সেবা করি-
 তেছে ॥ ৫৪ ॥

মনোহর সৌন্দর্য্যশালী দিব্যাস্ত্রধারী দেবগণ বর প্রার্থী হইয়া
 তাহার পাদপদ্ম ভজন লালসায় স্ব স্ব ভূষণ বাহনে শোভিত
 হইয়া আগমন করিতেছে ॥ ৫৫ ॥

অস্তুার্থঃ ।

ইতি । স্ফটিকাদি নির্মিত উচ্চ মনোহর প্রাচীরে চতুর্দিক্শু আবৃত ॥৫৩॥
 উদ্যান ইতি । পুষ্প সৌগন্ধেন জগন্ময় মুখীকৃতে উদ্যানে । সিদ্ধগণৈ-
 শ্চারণগণৈশ্চ সেবিতো ॥ ৫৪ ॥ দিব্যোতি । স্বস্বাভিলষিত বরোদ্ভুতি
 শুংগাদ ভক্তনামিলাইষে রিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভদ্রিতি । এতেষাং দক্ষিণে

তদক্ষিণে মুনিগণৈঃ শুদ্ধ সত্ত্বাশ্রিতাশ্রিতৈঃ ।
তত্ত্বজ্ঞি সাধনাধর্মৈর্বাঞ্ছ্যতে ভক্তি তৎপরৈঃ ।

॥ ৫৬ ॥

তৎপৃষ্ঠে যোগিমুখ্যৈশ্চ সনকাদ্যৈর্মহাশ্রিতৈঃ ।
আত্মারামৈশ্চ চিত্রপৈ স্তম্ভ মূর্তিস্ফুর্তি তৎপরৈঃ

॥ ৫৭ ॥

ভাষা ।

তাহার দক্ষিণ ভাগে শুদ্ধ সত্ত্ব গুণাশ্রিত মুনিগণ ভজনা
সাধনার্থ ভক্তি তৎপর হইয়া স্ব স্ব ভক্তির পরাকার প্রদর্শন
করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥

তৎ পৃষ্ঠ দেশে সনকাদি মহাত্মা যোগিগণ চিত্রপী আত্ম-
চিন্তা করিতেছে ও তাঁহাদের জ্ঞান নেত্রে সেই চিত্রপ মূর্তি প্রতি
বিদ্যিত হইতেছে ॥ ৫৭ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

শুদ্ধসত্ত্ব গুণযুক্ত ভক্তজন পরায়ণৈঃ । বাঞ্ছ্যতে আশ্র্যতে হরিভজন মিত্তি
শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ তদ্বিত্তি । তৎপৃষ্ঠে তেষাং মুনিগণানাং পশ্চাত্তাগে ।
আত্মারামৈঃ আত্মভক্ত বিচারযুক্তি রিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ হৃদয়েতি ।

হৃদয়াবত তদ্যানে নাসাগ্র ন্যস্ত লোচনৈঃ ।
 সসাধ্য সিদ্ধ গন্ধর্বৈঃ স বিদ্যা ধর কিম্বরৈঃ ॥
 তদঘ্নি ভজনা কামৈ বাঞ্ছ্যতে হৃষ্ট মানসৈঃ ।
 ॥ ৫৮ ॥

তদগ্রে বৈষ্ণবাঃ সর্বৈচাস্তরীক্ষে সুখাসনে ।
 পদ্মাদলা বদাদ্যাশ্চ কুমার শুক উদ্ধবাঃ ॥ ৫৯ ॥

ভাষা ।

সাধ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর ও কিম্বরগণ নাসাগ্রে লোচনমুখ
 করিয়া তদ্যানে একাগ্র চিত্ত হইয়া হৃষ্টমনে ঐ পাদ পদ্ম ভজনা
 বাঞ্ছা করিতেছেন ॥ ৫৮ ॥

তাহার অগ্র ভাগে পদ্মাদল, অবদ, কুমার, শুক ও উদ্ধব
 প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ আকাশ প্রদেশে সুখাসনে আসীন
 আছে ॥ ৫৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

হৃদয়ে মনসি আকুতং জনিতং তস্যৈশ্বর্যস্যধ্যানং যেষাং তথোক্তৈঃ নাসাগ্রে
 ন্যস্তানি অর্পিতানি লোচনানি যেষাং তৈঃ এভেন তেষাং মনঃ স্থিরস্ত
 ময়াতং । সাধ্য সিদ্ধগন্ধর্ব বিদ্যাধর কিম্বরগণৈশ্চ সহিতৈ রিত্যর্থঃ ।
 বাঞ্ছ্যতে প্রার্থ্যতে । হৃষ্টমানসৈঃ সন্তুষ্টৈ রিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ তদ্বিতি ।
 তেষাং সিদ্ধগণানামগ্রে অন্তরীক্ষে আকাশে পদ্মাদলাবদাদ্যাঃ বৈষ্ণবা
 বৈষ্ণবগণাঃ ॥ ৫৯ ॥ পুলকোত । পুলকিত সর্কগাত্রৈঃ প্রকাশিত

পুলকাকুর সর্বাঙ্গৈঃ ক্ষুরং প্রেম সমাকুলৈঃ ।
 রহস্য প্রেম সংযুক্তৈ বর্ণ যুগ্মাকরো মনুঃ ॥ ৬০ ॥
 মন্ত্রচূড়ামণিঃ প্রোক্তঃ সর্ব মন্ত্রৈক কারণং ।
 সর্ব দেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্ত জীবনং ॥ ৬১ ॥
 শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্ত কারণং ।
 সর্বেষাং কৃষ্ণ মন্ত্রাণাং কৈশোরমতি হেতুকং ।
 কৈশোরং সর্ব মন্ত্রাণাং হেতু চূড়ামণিং মনুঃ ।
 ॥ ৬২ ॥

ভাষা ।

তাহারা কৃষ্ণ প্রেম রসে সমাকুল হওয়াতে সর্বত্র পুলকা-
 কুরিত হইয়াছে এবং ঐ বৈষ্ণবগণ পূর্ণ বর্ণ দ্বয়াত্মক অতি
 গোপনীয় মন্ত্র মানসে উচ্চারণ করিতেছে ॥ ৬০ ॥

ঐ দ্ব্যক্ষয় মন্ত্র সর্ব মন্ত্রের চূড়ামণি স্বরূপ ও সর্ব মন্ত্রের
 কারণ । যেহেতু কৃষ্ণমন্ত্র অন্তান্ত দেব মন্ত্রের জীবন বলিয়া
 বর্ণিত আছে ॥ ৬১ ॥

যেমন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব দেবের কারণ তদ্রূপ কৃষ্ণ মন্ত্র ও সর্ব
 মন্ত্রের কারণ স্বরূপ । বিশেষতঃ সর্ব প্রকার কৃষ্ণ মন্ত্রের মধ্যে
 এই দ্ব্যক্ষর কৈশোর মন্ত্র সমাধিক মাহাত্ম্য যুক্ত এবং এই
 কৈশোর মন্ত্রকেই সমস্ত কৃষ্ণ মন্ত্রের কারণ বলা যায় ॥ ৬২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

প্রোক্ষ্যামুর্জিত রিত্যর্থঃ । বর্ণ যুগ্মাকরঃ বর্ণদ্বয়াক্ষরঃ সমুচ্চয়ঃ ॥ ৬০ ॥
 মন্ত্রোক্তি । মন্ত্রচূড়ামণির্জরাজঃ । কৃষ্ণমন্ত্রঃ সর্ব মন্ত্রস্য জীবনং কারণ
 মিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ইতি । শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব মন্ত্রাধিপতিঃ কৃষ্ণস্য

মনসৈব প্রকূৰ্ণন্তি পূৰ্ণ প্রেম সুখান্ননঃ ।
বাঞ্ছন্তি তৎপদান্তোজং নিশ্চলং প্রেম সাধনং

॥ ৬৩ ॥

তদ্বাহে স্ফটিকাদ্যুচ্চৈঃ প্রাচীরে স্তমনোহরে ।
পুষ্পৈশ্চ শ্বেত রক্তাদৈশ্চ চতুর্দিকু সমুজ্জ্বলে ।

॥ ৬৪ ॥

ভাষা ।

ঐ বৈষ্ণবগণ পূৰ্ণ প্রেম সুখাভিলাষী হইয়া মানসে চিন্তা
করিতেছে । এবং প্রেম ভক্তি সাধন কৃষ্ণ পাদ পদ্ম বাঞ্ছা
করিতেছে ॥ ৬৩ ॥

তাহার বহির্ভাগে স্ফটিক নির্মিত অতি উচ্চ মনোহর
প্রাচীর ; তাহার চতুর্দিকে শ্বেত, রক্তাদি মনোহর কুসুমরাশি
প্রস্ফুটিত হইয়া সমুজ্জ্বল শোভাধারণ করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

কৈশোরং মদ্যং সৰ্ব্ব মদ্যকারণ মিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥ মনসেতি । প্রেম-
সুখান্নানো বৈষ্ণবা মনসা কৃষ্ণ পাদান্তোজং বাঞ্ছন্তি । প্রেম সাধনং
প্রেমভক্তি কারণং ॥ ৬৩ ॥ তদ্বাহে ইতি । তেষাং বহির্ভাগে স্ফটিক
নির্মিত প্রাচীর বেষ্টিত বিবিধ কুসুম শোভিত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥ শুক্ল-

শুক্লং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং পশ্চিম দ্বারপালকং ।
 শঙ্খচক্র গদাপদ্ম কিরীটাদিভিরাবৃতং ॥ ৬৫ ॥
 রক্তং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্র গদাধরং ।
 কিরীট কুণ্ডলো দ্বীপ্তং দ্বারপালক মুত্তরে ॥ ৬৬ ॥
 গৌরং চতুর্ভুজং বিষ্ণুং শঙ্খচক্র গদাযুধং ।
 কিরীট কুণ্ডলাদ্যৈশ্চ শোভিতং বনমালিনং ।
 পূর্বদ্বারে প্রতীহারং নানাতরণ ভূষিতং ॥ ৬৭ ॥

ভাষা ।

ঐ সিদ্ধ ক্ষেত্রে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী, কিরীটাদি ভূষিত
 চতুর্ভুজ বিষ্ণু পশ্চিমদ্বারে দ্বৌবারিকরূপে অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ৬৫
 শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষিত রক্তবর্ণ
 চতুর্ভুজ বিষ্ণু উত্তরদ্বারে দ্বারপাল রহিয়াছেন ॥ ৬৬ ॥

কিরীট কুণ্ডলাদি ভূষণে শোভমান শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী
 বনমালাদি নানাতরণ ভূষিত গৌরবর্ণ বিষ্ণু পূর্বদ্বারে প্রতীহারী
 রূপে বিরাজিত আছেন ॥ ৬৭ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

মিতি । পশ্চিমদ্বারপালং পশ্চিমদ্বারস্থিতং কিরীটাদিভিস্থকুটাদিভি-
 রিতি ॥ ৬৫ ॥ উত্তরদ্বারপালং রক্তবর্ণং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্র . গদাপদ্ম
 ধারিণমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥ গৌরমিতি । পূর্বদ্বারপালং গৌরবর্ণং
 বিষ্ণুং . বনমালিনং বনমালাধারিণং ॥ ৬৭ ॥ কৃষ্ণমিতি । দক্ষিণ

কৃষ্ণবর্ণং চতুর্ভাহং শঙ্খচক্রাদি ভূষিতং ।
 দক্ষিণ দ্বারপালস্ত শ্রীবিষ্ণুং চিন্তয়েদ্ধরিং ॥ ৬৮ ॥
 ইত্যে তৎ পরমেশানি সপ্তাবরণ যুক্তমং ।
 সপ্তাবরণ সংযুক্তাং রাধিকাং পদ্মিনীং পরাং ।
 এতদাবরণং ভদ্রে সপ্তশক্তিঃ স্বয়ং প্রিয়ে ॥ ৬৯ ॥
 ইতি বাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে সপ্তদশ

পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভাহ শঙ্খচক্র গদাপদধারী বিষ্ণু দক্ষিণদ্বারে
 দ্বারপাল রূপে আছেন এই রূপে ভগবান বিষ্ণুকে চিন্তা করি-
 তেছে ॥ ৬৮ ॥

হে পরমেশানি ! এই উত্তম সপ্তাবরণ সংযুক্ত বৃন্দাবন স্থান
 কেশপীঠ । ঐকপ সপ্তাবরণ যুক্ত রাধিকা পদ্মিনী । আর এই
 সপ্তাবরণ যাহা বলিলাম ; হে সুন্দরি ! তাহা স্বয়ং শক্তি
 স্বরূপ ॥ ৬৯ ॥

ইতি সপ্তদশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বারপালং কৃষ্ণবর্ণং বিষ্ণুং । চক্রাদিধারিণং চিন্তয়েদিতি মর্কেষা-
 মন্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥ সপ্তেতি । রাধিকা সপ্তাবরণ সংযুক্তা সপ্তাবরণং
 প্রকৃতি শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি জীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যানেন

সপ্তদশঃ পটলঃ ।

দেবুবাচ ।

অপটৈকং মহা প্রেমা পৃচ্ছামি বৃষভধ্বজ ।
একোবিম্বু বাসুদেব একা প্রকৃতিরীশ্বরী ।
তৎকথং তস্য নানাত্বং দৃশ্যতে পরমেশ্বর ॥১॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি রহস্য মতি গোপনং ।
একোবিম্বু স্মহেশানি নানাত্বং গতবান্ যথা ॥২॥

ভাষা ।

পার্কতি বলিতেছেন ; হে বৃষবাহন ! আমার প্রতি তোমার
নাতিশয় কৃপা প্রদর্শন দেখিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি,
হে পরমেশ্বর ! মহাবিম্বু বাসুদেব এক এবং প্রকৃতি ঈশ্বরী ও
একা তবে কেন তাহাদের নানাকপ দেখিতেছি ; আমার এই
সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বল ॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! এক বিম্বু ও এক প্রকৃতি
কি প্রকারে নানাকপী হইয়াছেন এই গোপনীয় রহস্য কথা
বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ ।

দেবুবাচেতি । মহাপ্রেমা স্থয়িমম নিরতিশয় প্রেমভূতং । অপরং
একং প্রেমং করোমীত্যর্থঃ । বাসুদেবস্য প্রকৃতেরেকত্বাৎ নানাত্বং অনেক
রূপত্বং কথং দৃশ্যতে বদেতিশেষঃ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হে
দেবি বিম্বুর্গত্বাৎ নানাত্বং গতবান্ এতদ্রহস্যং বদামি শৃণুত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী যস্মাৎ প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
স্ত্রীপুং ভাবেন দেবেশি সৰ্বং ব্যাপ্য জগন্ময়ী ।

॥ ৩ ॥

স। স্ত্রী পুরুষরূপেণ সৰ্বং ব্যাপ্য বিজৃম্বতে ।
বাসুদেবো মহাবিশ্বঃ গুণাতীতঃ পরেশ্বরঃ ॥৪॥
যজ্ঞপং বাসুদেবস্য তৎ সত্যং কমলেক্ষণে ।
যদুক্তং রূপরূপং হি বিদ্যাসিদ্ধেহি কারণং ॥৫॥

ভাষা ।

হে ঈশ্বরী ! ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী প্রকৃতি দেবী স্ত্রী পুরুষ ভাবে
সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ॥ ৩ ॥

সেই স্ত্রীরূপা প্রকৃতি দেবী পুরুষ রূপে সৰ্বত্র প্রকাশিত
হইতেছেন । মহাবিশ্ব বাসুদেব ত্রিগুণাতীত পরমেশ্বর ॥ ৪ ॥

হে কমলাক্ষি ! বাসুদেবের যে রূপ দেখিতেছ তাহা কেবল
বিদ্যা সিদ্ধির নিমিত্ত অত্যা তাহার কোন অকৃত্রিমরূপ নাই ॥৫॥

অস্যার্থঃ ।

ব্রাহ্মাণ্ডেতি । প্রকৃতির্যতো ব্রাহ্মাণ্ড ব্যাপিনী অতঃ স্ত্রীপুং ভাবেন জগৎ-
ব্যাপ্য তিষ্ঠতিভাবঃ ॥ ৩ ॥ সেতি । সাক্ষীপ্রকৃতিঃ পুরুষ রূপেণ
সৰ্বং জগদ্ব্যাপ্য বিজৃম্বতে প্রকাশতে । বিশ্বস্তগুণাতীতঃ পরমেশ্বরঃ
প্রকৃতির্যেব সৰ্বমিতিভাবঃ ॥ ৪ ॥ যজ্ঞপমিতি । বাসুদেবস্য রূপধারণং
তদ্বিদ্যাসিদ্ধ্যর্থমেবেতি । কমলেক্ষণে ইতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ॥ ৫ ॥

সা রাধা পদ্মিনীজ্ঞেয়া ত্রিপুরারীঃ শুচিস্মিতে ।
 অন্যাস্চ নায়িকা যাস্তু তাজ্ঞেয়া অষ্টনায়িকাঃ ৷ ৬ ৷
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ।
 নানাদেহ ধরোভূত্বা নানা কৰ্ম সমাচরন্ ॥ ৭ ॥
 কৃষ্ণ মূৰ্ত্তিং সমাপ্রিত্য পদ্মিন্যা সহ সূন্দরি ।
 জপেদ্বিদ্যাং মহেশানি মহাকালীং সুরেশ্বরীং ।

॥ ৮ ॥

ভাষা ।

যে রাধিকাকে দেখিয়াছ তিনি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী । আর
 তাহার যে অষ্ট নায়িকাগণ তাহারাও ত্রিপুরাদেবীর অষ্ট-
 নায়িকা ॥ ৬ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাদেবীর অনুগ্রহে নানাদেহধারী
 হইয়া নানা কার্য সাধন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

বাসুদেব কৃষ্ণমূৰ্ত্তি আশ্রয় করিয়া পদ্মিনীর সহযোগে মহা-
 কালী মহাবিদ্যার আরাধনা করেন ॥ ৮ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সেতি । যা রাধা সা ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী অন্য। যা রাধাসখ্যস্তা
 ত্রিপুরায়া অষ্টনায়িকা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বাসুদেব ইতি । বাসুদেব
 ত্রিপুরায় অনুগ্রহেনৈব নানা দেহধারীভূত্বা নানা কার্যসমাচরন্ কৃষ্ণ-
 মূৰ্ত্তিমাপ্রিত্য পদ্মিন্যাসহ মহাকালীং বিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

এবং বৃন্দাবনং ভদ্রে আশ্রিত্য সততং হরিঃ ।
বাসুদেবো হরিঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণোহভুৎ কমলেক্ষণঃ

॥ ৯ ॥

আবিভূষ্য মহাবিষ্ণু মথুরায়াং বরাননে ।
চতুর্বাহু যুতো বিষ্ণু রাবিরাসীৎ স্বয়ং হরিঃ ॥ ১০ ॥
দ্বারে দ্বারে তথা উর্দ্ধে অধোভাগে চ পার্শ্বতি ।
দ্বারকায়াং বসন্ কৃষ্ণ স্তনুত্যাগং যদাচরৎ ।
বাসুদেব মহাবিষ্ণৌ কৃষ্ণতেজোহবিষত্তদা ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

হে সুল্লরী ! এই রূপে হরি বৃন্দাবন আশ্রয় করিয়া বাসুদেব
গৃহে কৃষ্ণরূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

চতুর্বাহুধারী মহাবিষ্ণু মথুরাতে আবিভূত হইয়া স্বয়ং
প্রকাশিত হইলেন ॥ ১০ ॥

হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ বৃন্দাবনে ও মথুরাতে দ্বারে দ্বারে, উর্দ্ধে
ও অধোভাগে বিহার করিয়া দ্বারকাপুরে বসতি পূর্বক যখন
দেহত্যাগ করেন তৎসময়ে কৃষ্ণতেজ মহাবিষ্ণুতে লীন হয় ॥ ১১ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

এবমিতি । উক্ত প্রকারেণ হরির্বৃন্দাবন আশ্রিত্য স্বয়ং হরিঃ কৃষ্ণরূপো
ভূদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ আবিরিতি । মহাবিষ্ণুঃ স্বয়ং হরিঃ আবিভূষ্য
মথুরায়া রাবিরাসীৎ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ দ্বার ইতি মথুরায়াং
প্রতিদ্বারে উর্দ্ধে অধোভাগে চ বসন্ বসতিং কুর্কন্ হরিষদা স্তনুত্যাগম-
চরৎ দেহং জহাদিত্যর্থঃ । তদাদেহত্যাগ সময়এব মহাবিষ্ণৌ মহাবিষ্ণু

অতএব মহেশানি বাসুদেবং বিনাপ্রিয়ে ।
 ব্রহ্মত্ব মন্যদেবেষু নহি যাতি কদাচন ॥ ১২ ॥
 নানাস্বং ভজতে দেবি বাসুদেবঃ সদাব্যয়ঃ ।
 যজ্ঞপং দৃশ্যতে তস্য বাসুদেবস্য সুন্দরি ।
 তজ্ঞপঞ্চ সগত্বাবৈ নানাস্বং ভজতে হরিঃ ॥ ১৩ ॥
 কায়বৃহৎ মহেশানি ধৃত্বা সত্ত্বর মচ্যুতঃ ।
 গুহ্য দেহং সমাপ্রিত্য ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! এই কারণেই বাসুদেব ভিন্ন অন্তদেবে
 কদাচ ব্রহ্মত্ব নাই কেবল বাসুদেবই পরং ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

হে দেবি ! এক নিত্যানন্দকপী বাসুদেব নানাকপী হইয়া-
 ছেন । হে সুন্দরি ! তাহার যে নানা কপ দেখিতে পাও তাহার
 আর কোন কারণ নাই । কেবল বাসুদেব কৃষ্ণই নানা কারণে
 নানা কপী হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

হরি ত্রিপুরা পদার্কচন প্রভাবে অতি গুহ্যতর বিবিধদেহ
 ধারণ করিয়া নানা কপী হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ভেজসি কৃষ্ণভেজঃ অবিষং মহাবিস্মৃভেজঃ কৃষ্ণভেজসোতৈরক্যমভবদি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ নানেতি । অব্যয়ো নিত্যঃ বাসুদেবঃ সদা নানাস্বং
 ভজতে বহুরূপ মাশ্রয়েদিত্যর্থঃ । হে সুন্দরি ! বাসুদেবস্য যজ্ঞপং
 দৃশ্যতে সহরি গুহ্যবাসুদেবরূপং গত্বা প্রাপ্য নানাস্বং ভজতে আশ্রয়তী-
 ত্যর্থঃ । কয়েতি । অচ্যুতঃ কায়বৃহৎ দেহমমুহং ধৃত্বা আপ্রিত্য
 ত্রিপুরাপদার্কচনাদেব নানারূপোভবদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ যদিতি ।

যদ্যদুক্তা মহেশানি সনকাদ্যা বরাননে ।
 যদ্যদুক্তা মহেশানি বিষ্ণু সংহা স্তথা পরে ।
 তে সৰ্বে কুল শাস্ত্রজ্ঞা মন্ত্রসাধন তৎপরাঃ ॥১৫॥
 যা যা উক্তা নায়িকাস্তা কুলশাস্ত্র প্রকাশিকাঃ ।
 যদ্যদুক্তং বরারোহে কুল শাস্ত্র প্রকাশকং ।
 গৌরং কৃষ্ণং তথারক্তং শুক্লং নগনন্দিনি ।
 তে সৰ্বে বাসুদেবস্য গৌরাদ্যা অংশ কপিণঃ ॥১৬

ভাষা ।

হে মহেশানি ! সনকাদি মুনিগণও নানা প্রকার বিষ্ণু বাহা
 বলা হইয়াছে ইহার। মন্ত্র সাধনের জন্য কুলাচার তৎপর হইয়া-
 ছেন ॥ ১৫ ॥

আর কুলশাস্ত্র প্রকাশিকা যে যে নায়িকা বর্ণিত হইয়াছে এবং
 কুলশাস্ত্র প্রকাশক গৌর, শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি যে সকল বর্ণ
 কথিত হইয়াছে তাহা সমস্তই কৃষ্ণের অংশ ॥ ১৬ ॥

অস্যার্থঃ ।

সনকাদ্যাঃ সনকাদয়ো বিষ্ণুসংহা বিষ্ণু সংহা যদুক্তান্তেএব কুলশাস্ত্রজ্ঞা
 মন্ত্রসাধন নিরতাঃ । মন্ত্রসিদ্ধার্থমেষ বিষ্ণু নানারূপধরোভবাদতি-
 ভাবঃ ॥ ১৫ ॥ যা যা ইতি । যা অষ্টনায়িকা উক্তা স্তাএব কুলাচার
 প্রকাশ কারিণ্যঃ । কৃষ্ণস্য গৌররক্তাদিকং যদ্বহরূপমুক্ত তদপি কুলাচার
 সাধন হেতু ভূতং । তে গৌরাদ্যা গৌররূপাদয়োহপি বাসুদেবস্যংশা ।
 ॥ ১৬ ॥ বাসুদেব ইতি । কৃষ্ণ জিপুরাপদমর্জয়িত্ব। বাসুদেবোহু-

বাসুদেবঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ ত্রিপুরাপদ পূজনাং ।
 রেবত্যাধ্যাস্ত্রয়াঃ প্রোক্তা ক্লিষ্টাধ্যক্ষকং প্রিয়ে
 উষয়া সহদেবেশি অনিরুদ্ধ উষোচ্যতে ॥ ১৭ ॥
 বলরামো যন্তু দেবো দেবি শক্তিধরঃ স্বয়ং ।
 যদ্যদুক্তং মহেশানি যাশ্চান্যাবর বর্ণিণি ।
 তৎ সর্বং পরমেশানি মাতৃকা বিশ্বমোহিনী ॥ ১৮ ॥
 বাসুদেবো মহাবিশ্বু নিগুণঃ সততং প্রিয়ে ।
 সাধয়ে দ্বিবিধাং বিদ্যাং পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণীং ।

॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

ত্রিপুরা পদ পূজন প্রভাবে কৃষ্ণ স্বয়ং বাসুদেব হইয়াছেন ।
 রেবতী ককিণী প্রভৃতি, স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ১৭ ॥

হে দেবেশি ! বলরাম স্বয়ং শক্তিধর আর অত্যান্ত যে সকল
 নায়িকা বলা হইয়াছে ইহারা সকলেই বিশ্বমোহিনী মাতৃকার
 মাহাত্ম্য ॥ ১৮ ॥

ত্রিগুণাভীত বাসুদেব মহাবিশ্বু সর্বদা পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণী
 মহাবিদ্যা সাধনা করেন ॥ ১৯ ॥

অস্যার্থঃ ।

দ্বিত্যর্থঃ । রেবত্যাধ্যাস্ত্রয়াঃ উক্তা ক্লিষ্টাধ্যক্ষকো যঃ অষ্টনায়িকা উক্তা
 উষয়াসহ অনিরুদ্ধো উচ্যতে । বলরামো যঃ উক্তঃ অন্যান্যানি
 উক্তানি তানি সর্বাণি বিশ্বমোহন মাতৃকারূপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥
 বাসুদেব ইতি । মহাবিশ্বুরূপবাসুদেবঃ সততং নিগুণঃ । পূর্ণব্রহ্মরূপিণীং

নিগুণং সততং বিষ্ণু গুণস্ত প্রকৃতিঃ পরা ।
 ততস্ত সগুণো বিষ্ণুঃ প্রকৃত্যাঃ সঙ্গমাশ্রিতঃ ॥ ২০ ॥
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শঙ্খচক্র গদাধরঃ ।
 এতদ্ধি ভূষণং দেবি বিগ্রঃ প্রকৃতেঃ সদা ।
 নিরিন্দ্রিয়ো মহাবিষ্ণু স্তস্য্যাং শঃ কৃষ্ণঃ এব চ ।
 ॥ ২১ ॥

ভাষা ।

বিষ্ণু সৰ্বদা নিগুণ পরমা প্রকৃতি গুণ স্বরূপ । যখন
 বাসুদেব প্রকৃতির সহিত স্মসঙ্গত হন তখন তিনি সগুণ হইয়া
 থাকেন ॥ ২০ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব যে শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধারণ করিয়াছেন
 তাহাও প্রকৃতির বিগ্রহ । তিনি স্বয়ং নিরিন্দ্রিয় তাহার অংশ
 কৃষ্ণ ॥ ২১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিবিধাঃ বিদ্যাঃ সাধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ নিগুণ ইতি । বাসুদেবঃ
 সদৈব নিগুণঃ প্রকৃতিরৈব গুণস্বরূপঃ যদা প্রকৃত্যা সহিতোবিষ্ণু স্তদৈব
 সগুণঃ অন্যথা নিগুণঃ ॥ ২০ ॥ বাসুদেব ইতি । মহাবিষ্ণোর্বাসুদেবস্য
 শঙ্খচক্রাদি যদুষণং তৎসকলমেব প্রকৃতেৰ্নতু বাসুদেবস্য । মহাবিষ্ণু
 নিরিন্দ্রিয়ঃ নিরবয়বঃ স্তস্য্যাংশঃ কৃষ্ণোপি নিরিন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

দেবুবাচ ।

বৃন্দাবনেশ্বরং নিত্যং নিগুণসৈক্য কারণং ।
তো দেব তাপস শ্রেষ্ঠ কথমেবং ব্রবীষিমে ॥ ২২ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদামি শৃণু প্রৌঢ়ে সন্দেহং তব স্মন্দরি ।
বৃন্দাবনেশ্বরে যন্তু বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৩ ॥
শরীরং হি মহেশানি মূল প্রকৃতিরীশ্বরী ।
তত্রাত্মাচ মহাবিষ্ণু স্মনোরুদ্রো বরাননে ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

দেবি বলিতেছেন, হে দেবতাপস শ্রেষ্ঠ ! যদি বৃন্দাবনধাম
নিত্য ও নিগুণের এক কারণ তবে কেন তুমি আমার নিকট
এই রূপ বলিতেছ ॥ ২২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে যুবতি ! শ্রবণ কর আমি তোমার
সন্দেহ ভঞ্জন করিতেছি । যিনি বৃন্দাবনেশ্বর তিনি বিষ্ণুর
অংশ ॥ ২৩ ॥

তঁহার শরীর মূলপ্রকৃতি, আত্মা মহাবিষ্ণু, মন স্বয়ং রুদ্র,
হে স্মন্দরি ! এই রূপে বিষ্ণু বিগ্রহধারী হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । দেবতাপসশ্রেষ্ঠে দেবতপসি প্রধান । বৃন্দাবনেশ্বরস্য
নিগুণসৈক্য কারণস্য এবং বৃন্দাবন ক্রীড়াদিকং কথং কিস্ত্রকারং ব্রবীষি
কথয়সি ॥ ২২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । প্রৌঢ়ে যুবতি । যো বৃন্দাবনে-
শ্বরঃ সঃ বিষ্ণোরংশঃ । প্রকীর্তিতঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২৩ ॥ শরীরমি ।
হৃদ শরীরং প্রকৃতিঃ । আত্মা হৃদাত্মা মহাবিষ্ণুঃ মনঃ কৃৎ মনঃ রুদ্রঃ

কৃষ্ণদেহ মিদং ভদ্রে স্বয়ং কালী স্বরূপিণী ।
 রাধাতু পরমেশানি পদ্মিনী পরমা কলা ।
 দ্বয়োঃ সংযোগ মাত্রেণ কৃষ্ণঃ পূর্ণঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 ॥ ২৫ ॥

কেশ পীঠে মহেশানি ব্রজেমথ বনে প্রিয়ে ।
 অতএব মহেশানি বাসুদেবস্য পার্বতি ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

আর এই যে কৃষ্ণ দেহ দেখিতেছ ইহা স্বয়ং কালীস্বরূপিণী
 রাধা পদ্মিনীর কলাস্বরূপ, এই উভয়ের সংযোগ মাত্রে কৃষ্ণ পূর্ণ
 ব্রহ্ম হইয়াছেন ॥ ২৫ ॥

হে মহেশানি! সেই পূর্ণব্রহ্ম জীকৃষ্ণ কেশপীঠ ব্রজধাম ও
 মথুরাতে বাস করেন বলিয়া ঐ উভয় স্থান তাঁহার অতিশয়
 প্রিয়তর ॥ ২৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বরঃ! ২৪ ॥ কৃষ্ণ ইতি । হে ভদ্রে! সাধুশীলে । কৃষ্ণদেহঃ স্বয়ং
 কালী পদ্মিনী পরমাকলারাধা । দ্বয়োর্মহাকালী পদ্মিন্যোঃ সংযোগ
 মাত্রেণৈব কৃষ্ণঃ পূর্ণজং গতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ কেশ ইতি । কেশপীঠে
 পার্বতি কেশপতিত স্থানে । ব্রজে বৃন্দাবনে মথুবনে মথুরায়াং বাসুদেব-
 স্যাংশঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবান অতুং আবির্ভবৌ । ব্রহ্মসৃষ্টৌ ব্রহ্মণঃ সৃষ্টে
 জগতি ভগং বিনা নবিদ্যতে । ভগব্যক্তিরেকেন ব্রহ্ম সৃষ্টির্ন ভব-

অংশোহুভুৎ পরমেশানি ক্লবন্তু ভগবান্ স্বয়ং ।
 ভগং বিনা মহেশানি ব্রহ্ম সৃষ্টৌ নবিদ্যতে ॥২৭॥
 তবকেশ নিমিত্তং হি এতৎ সর্বং বিড়ম্বনং ।
 তবকেশং মহেশানি বর্ণিতং নৈব শক্যতে ॥২৮॥
 সদা ব্রহ্মণি দেবেশি তবকেশ বিড়ম্বনং ।
 তবকেশ স্নুগক্লেণ নিশ্চলং সচলং ভবেৎ ॥২৯॥

ভাষা ।

হে পরমেশানি! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবানের অংশস্বরূপ । হে
 মহেশানি! ব্রহ্ম সৃষ্টি ভগ বিনা সম্ভবিত্তে পারে না ॥ ২৭ ॥

হে দেবি! তোমার কেশ নিমিত্ত এই সমস্ত জগৎ হই-
 যাচ্ছে । তোমার কেশ কেহ বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৮ ॥

হে দেবেশি! তোমার কেশে এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহিত
 হইয়াছে এবং তোমার কেশ-স্নুগক্লেই সকল ভুবন নিশ্চল
 হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

অন্যার্থঃ ।

ভীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ২৭ ॥ ভবেতি । তব কেশং বর্ণিতং ন শক্যতে ।
 তব কেশমাহাত্ম্য মদুত মিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ সদ্ভেতি । তবকেশ স্নুগক্লে-
 নৈব নিশ্চলমপি সচলং ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ এতদ্বিত্তি । এতদ্রাখা-
 তত্বং ভাগবতং ভগবতোবিষ্ণোঃ সম্বন্ধীয়ং । বাসুদেবস্য রহস্যং

এত ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্র মিদং স্মৃতং ।
 বাসুদেবস্য দেবেশি রহস্য মতি গোপনং ॥ ৩০ ॥
 বাসুদেবো মহাবিশুঃ ভগবান্ প্রকৃতিঃ স্বয়ং ।
 প্রকৃতে বাসুদেবস্য কৃষ্ণোংশ ইতি কীর্তিতঃ ॥ ৩১ ॥
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে অষ্টাদশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

হে দেবেশি ! এই ভাগবত তন্ত্রই রাধাতন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ ।
 বাসুদেব রহস্য অতি গোপনীয় ও অতি দুর্লভ ॥ ৩০ ॥

বাসুদেব, মহাবিশু ও প্রকৃতির মিলনে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ
 হইয়াছেন । কৃষ্ণ, বাসুদেব ও প্রকৃতির অংশ ॥ ৩১ ॥

ইতি অষ্টাদশ পটল ।

অস্যার্থঃ ।

অতি গোপনং ॥ ৩০ ॥ বাসুদেব ইতি । ভগবান্ বাসুদেবঃ স্বয়ং প্রকৃতি-
 রিত্যর্থঃ । কৃষ্ণঃ প্রকৃতে বাসুদেবস্যচাংশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে

অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

কৃষ্ণাহি পরমেশানি বাসুদেবাংশ সংজ্ঞকাঃ ।
কৃষ্ণং বৃন্দাবনাধীশং গৌরং বিষ্ণুং তথাশ্রিয়ে ।
শুক্লং রক্তং তথাদেবি শ্রীবিষ্ণুঞ্চ শুচিন্মিতে ॥১॥
বাসুদেবস্য যঃ শব্দঃ শুক্লোবিষ্ণুঃ স উচ্যতে ।
চক্রঞ্চ বাসুদেবস্য গৌরং তৎপরি কীর্তিতং ॥২॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পরমেশানি ! বাসুদেবের অংশ-
সমুদয় অনেকপ্রকার কৃষ্ণ আছে, এই জন্যই বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ
শুক্লবর্ণ, গৌরবর্ণ ও কখন বা রক্তবর্ণ এই প্রকারে বিবিধ রূপ
ধারণ করিয়া এক বিষ্ণু অনেকরূপ হইয়াছেন ॥ ১ ॥

বাসুদেবের যে শব্দ তাহাই শুক্লবর্ণ বিষ্ণু, বাসুদেবের যে
চক্র তাহাই গৌরবর্ণ বিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণা অনেক কৃষ্ণরূপিণঃ বাসুদেবস্য অংশাঃ ।
কৃষ্ণস্যানেকত্বমাহ । বৃন্দাবনেশ্বরং কৃষ্ণং গৌরং গৌরাঙ্গং শুক্লং শুক্লবর্ণং
রক্তং রক্তবর্ণ মিত্যাদি ॥ ১ ॥ শুক্লং রক্তাদিকং কৃষ্ণং বিবৃণোতি ।
বাসুদেবস্য যঃ শব্দঃ স এব শুক্ল কৃষ্ণঃ । বাসুদেবস্য যচ্চক্রং তদেব গৌর

যৎপদ্মং পরমেশানি রক্তো বিষ্ণুঃ সএব হি ।
 সা গদা পরমেশানি বিষ্ণোরমিত তেজসঃ ।
 সাট্চৈব পরমেশানি শ্রীবিষ্ণু বিশ্বমোহনঃ ॥ ৩ ॥
 কৃষ্ণশ্চ দ্বিভূজো বিষ্ণুঃ সততং পদ্মিনী প্রিয়ঃ ।
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ শক্তিদয়ঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
 লক্ষ্মী সরস্বতীভ্যাঞ্চ সংযুতঃ সর্বদা হরিঃ ।
 পূর্ণব্রহ্ম বাসুদেব অতএব বরাননে ॥ ৫ ॥

ভাষা ।

বাসুদেবের করকমলস্থিত যে পদ্ম তাহাই রক্তবর্ণ বিষ্ণু ।
 আর বাসুদেবের যে গদা তাহাই পীতবর্ণ কৃষ্ণ ও বিশ্বমোহন ॥ ৩ ॥
 যিনি দ্বিভূজ কৃষ্ণ তিনি পদ্মিনীর অতি প্রিয় । মহাবিষ্ণু
 বাসুদেব শক্তিদয়যুক্ত ॥ ৪ ॥
 হরি সর্বদা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত মিলিত থাকেন,
 অতএব বাসুদেব পূর্ণব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কৃষ্ণঃ ॥ ২ ॥ যদিতি । বাসুদেবস্য যৎপদ্মং স রক্তোবিষ্ণুরূচ্যতে ।
 অন্তলতেজসো বিষ্ণোরগদা সাএব কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কৃষ্ণস্যেতি ।
 কৃষ্ণস্য যো দ্বিভূজঃ সএব পদ্মিনীপ্রিয়ো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ । বাসুদেবঃ শক্তিদয়
 যুক্তঃ ॥ ৪ ॥ বাসুদেব শক্তিদয়ঃ বিবৃণোতি লক্ষ্মীতি । হরিঃ লক্ষ্মী
 সরস্বতীভ্যাং শক্তিদয়ভ্যাং যুক্ত ইত্যর্থঃ । অতএব শক্তি যোগাদেব ।

বাসুদেবো মহেশানি স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী ।
জ্যেষ্ঠাতু প্রকৃতির্মায়া বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ॥৬॥

দেবুবাচ ।

দেব দেব মহাদেব শূলপাণে পিণাকধৃক ।
যৎসৃচিতং মহাদেব রাধাপদ্ম বনাশ্রিতা ।
চন্দ্রাবলীতু যা রাধা বৃকভানু গৃহেস্থিতা ।
তৎসর্বং পরমেশান বিস্তার্য্য কথয় প্রভো ॥৭॥

ভাষা ।

হে মহেশানি ! বাসুদেব স্বয়ং ঈশ্বরী প্রকৃতি শ্রেষ্ঠা শক্তি,
বাসুদেব স্বয়ং হরি ॥ ৬ ॥

দেবী বলিতেছেন, হে দেবদেব শূলপাণে ! তুমি যে পূর্বে
বলিয়াছ, রাধা পদ্মবন আশ্রয় করিয়াছেন এবং চন্দ্রাবলী ও বৃন্দা-
বনে বিহার করিতেছেন ও রাধিকা বৃকভানু আলয়ে জন্মগ্রহণ
করিয়াছেন এই সকল বিষয় বিস্তাররূপে আমার নিকট বল ॥ ৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

বাসুদেব ইতি । বাসুদেবঃ স্বয়ং প্রকৃতিঃ । জ্যেষ্ঠা বৃকভমা । মায়া
সর্বস্যামতিক্রমণীয়া ॥ ৬ ॥ দেবুবাচেতি । হে শূলপাণে । পূর্বে
সৃচিতং অদ্বৈতং তদ্বিস্তার্য্য কথয়েত্যর্যঃ । তৎস্বচন মেব কিমিত্যাহ

কৃষ্ণেন সহদেবেশ রাধা সংসর্গাশ্রিতা ।
 ইমং হি সংশয়ং দেব ছিন্তি ছিন্তি কৃপানিধো ৮
 ঈশ্বর উবাচ ।

এত ভাগবতং তন্ত্রং রাধাতন্ত্রং মনোহরং ।
 অতীব সুন্দরং শুদ্ধং নির্মলং পরমং পদং ১০

ভাষা ।

আর রাধিকা যে কৃষ্ণের সংসর্গ লাভ করিয়াছিলেন, আমার
 এই সকল বিষয়ে অনেক সংশয় আছে, হে কৃপাকর ! তুমি অমু-
 গ্রহ পূর্বক তাহা ক্ষেদ কর ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, মনোহর রাধাতন্ত্র অতি বিশুদ্ধ ও
 নির্মল এই পরমপদ রাধাতন্ত্রে ভগবন্ত্ব স বিশেষ বর্ণিত
 আছে ॥ ১০ ॥

অন্তার্থঃ ।

রাধেতি ॥ ৭ ॥ কৃষ্ণেনেতি । রাধাচন্দ্রাবলী কেন প্রকারেণ কৃষ্ণেন
 সহ সংসর্গমাগতা প্রাপ্তা । এতং সংশয়ং ছিন্তি সন্তুষ্টরদানেন সংশয় নিরাসং
 কুর্ষিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । এতদ্বিতী । ভাগবতং ভগব-
 ত্তরিত প্রকাশকং । নির্মলং বিশুদ্ধং পরমং পদং অতিপবিত্রং ॥ ১০ ॥

যচ্ছ্রদ্ধা পরমেশানি সাধকাঃ সুরবিগ্রহাঃ ।
 হৃদয়ে সংপুষ্টে কৃৎস্না নবাঙ্কুস্ত্যন্য দেবহি ॥
 এতত্তন্ত্রং মহেশানি সুশ্রাব্যং সুখ বর্দ্ধনং ।
 এতচ্ছি পরমং গুহ্যং সারাৎ সারতরং প্রিয়ে ।
 এতচ্ছি পদ্মিনী তন্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতং স্মৃতং ॥১১॥
 যেষু যেষুচ শাস্ত্রেষু গায়ত্রী বর্ভতে প্রিয়ে ।
 পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যত্রতন্ত্রেষু দৃশ্যতে ।
 পদ্মিন্যাশ্চ গুণাখ্যানং তচ্ছিভাগবতং স্মৃতং ॥১২

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! যাহা শুনিবামাত্র সুরাসুর সাধকগণহৃদয়ে
 ধারণ করিয়া অন্য বাঞ্ছা পরিত্যাগ করে ॥ ১০ ॥

হে পরমেশানি ! এই রাধাতন্ত্র সুশ্রাব্য ও সুখবর্দ্ধন । হে
 প্রিয়ে ! অতিগুহ্য পরমপদ সারাৎসারতর এই রাধাতন্ত্র পদ্মিনী
 তন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১১ ॥

হে প্রিয়ে পার্কতি ! যে যে তন্ত্রেতে গায়ত্রী বিদ্যমান
 আছে, পঞ্চ বিষ্ণুর উপাখ্যান দৃষ্ট হয় এবং পদ্মিনী গুণাখ্যান
 বর্ণিত আছে সেই সেই তন্ত্রকে ভাগবত বলা যায় ॥ ১২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যদিত্তি । যৎরাধাতন্ত্রং হৃদয়সংপুষ্টে হৃদিমধ্যে কৃৎস্না সাধকাঃ কিঞ্চিদন্যং
 নবাঙ্কুস্তি অভিলষন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ এতদিত্তি । সুশ্রাব্যং শ্রবণেন্দ্রিয়
 সুখ সাধকং । গুহ্যং গোপনীয়ং সারাৎসারং অতিশ্রেষ্ঠং । পদ্মিনী তন্ত্রং
 পদ্মিন্যুপাখ্যান বিনির্ভেৎ ॥ ১১ ॥ ভাগবতলক্ষণং কথয়তি যদিত্তি । যেষু
 যেষু শাস্ত্রে গায়ত্রী বিদ্যতে । পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যানং দৃশ্যতে পদ্মিন্যা
 গুণাখ্যানঞ্চ যত্র দৃশ্যতে ইতি শেষঃ তদেষ ভাগবত মিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

যেষু যেষু পুরাণেষু তন্ত্ৰেষু বর বর্ণিনি ।
 নাস্তিচেৎ পূৰ্ণ গায়ত্রী তথাচ প্রকৃতেত্ত্বং ।
 পঞ্চবিষ্ণোরুপাখ্যানং যেষু তন্ত্ৰেষু দৃশ্যতে ।
 তদ্বৈভাগবত শ্রেষ্ঠ মন্যচ্চৈব বিড়ম্বনং ॥ ১৩ ॥
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণু মথুরায়াম্ বরাননে ।
 আবিরাসীমহাবিষ্ণু ত্রিপুরা পদ পূজনাং ॥ ১৪ ॥
 আবিভূতা মহামায়া প্রথমং পরমেশ্বরী ।
 ভাদ্রে মাস্যসিতে পক্ষে হরিরাবিভূত স্বয়ং ।
 ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

হে স্কন্দরি ! যে যে পুরাণে কি তন্ত্ৰে পূৰ্ণ গায়ত্রী ও প্রকৃ-
 তির গুণ বর্ণিত নাই সেই সেই তন্ত্র ও পুরাণ বিড়ম্বনা মাত্র ।
 যে তন্ত্ৰেতে পঞ্চবিষ্ণুর উপাখ্যান আছে সেই তন্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া
 জানিবে ॥ ১৩ ॥

মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরা পদার্চন প্রভাবে মথুরাতে
 আবিভূত হইয়াছেন ॥ ১৪ ॥

প্রথমতঃ মহামায়া প্রকৃতি দেবী আবিভূত হইলেন তৎ-
 পরে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে হরি আবিভূত হইলেন ॥ ১৫

অস্ত্যর্থঃ ।

যেখিতি । যেষু যেষু তন্ত্ৰেষু পূৰ্ণগায়ত্রী প্রকৃতত্ত্বং পঞ্চ বিষ্ণোরুপাখ্যা-
 নঞ্চ ন দৃশ্যতে তন্ন ভাগবতং তৎশাক্তং লোকবিড়ম্বনং লোকমোহ কারণ-
 মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ বাসুদেব ইতি । মহাবিষ্ণু বাসুদেব ত্রিপুরাপদঃ
 পূজয়িত্বা মথুরায়ামাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ আবিরিতি । প্রথমং
 পূৰ্ব্বম্ভব মহামায়া আবিভূতা ততো ভাদ্রেমাসি হরিঃ স্বরূপাবিভূত
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তথ্যেতি । চৈত্রে চৈত্রেমাসি পদ্মগন্ধিনী পদ্মসৌন্দর্য-

তথাচৈত্র পদেমাসি শুক্ল পক্ষে চ পদ্মিনী ।
 আবিভূতা মহেশানি পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 বৃকভানু গৃহে দেবি তথাচন্দ্রাবলী প্রিয়ে ॥ ১৩ ॥
 কালিন্দী গহ্বরে দেবী নানা পদ্ম সমাবৃতে ।
 শুকৈ রক্তৈ স্তথাপীতৈঃ কৃষ্ণবর্ণৈঃ সুশোভনৈঃ ।
 অনৈশ্চ বিবিধৈঃ পুষ্পৈ নানাবর্ণৈঃ সুবাসিতৈঃ
 হংস কারণ্ডবাকীর্ণৈঃ শুক পক্ষৈশ্চ শোভিতৈঃ
 গন্ধর্ব্বানর সংহৈশ্চ বেষ্টিতে কমলাননে ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

তৎপরে চৈত্র মাসে শুক্ল পক্ষে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী বৃকভানু
 গৃহে চন্দ্রাবলী রূপে আবিভূতা হইলেন ॥ ১৩ ॥

হে কমলাননে ! কালিন্দী গহ্বর মধ্যে নানা পদ্ম সমাবৃত
 শুক্ল রক্ত পীত কৃষ্ণপ্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ সুশোভন পুষ্প
 শোভিত, হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে অলঙ্কৃত ও দেব
 গন্ধর্ব্বগণে সেবিত স্থানে পদ্মিনী আবিভূতা হইলেন ॥ ১৭ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

বড়ী বৃকভানু গৃহে চন্দ্রাবলীরূপে আবিভূতা ॥ ১৩ ॥ কুত্র পদ্মিনী আবি-
 ভূতা ইত্যাক কালিন্দীতি । রক্ত পীতাদি বিবিধ পদ্মসমাকুলে ।
 অনৈঃ কৃষ্ণরক্তাদি বিবিধ সুগন্ধ কুসুমৈশ্চ শোভমানে । হংস কারণ্ড-
 বাদি নানাবিহগ শোভিতে গন্ধর্ব্বদেবগণৈশ্চ বেষ্টিতে কালিন্দী গহ্বরে
 পদ্মিনী আবিভূতত্বার্থঃ ॥ ১৭ ॥ হৃদভ্জতি । শঙ্খবীণাদি বিবিধবাদ্য বাদন

মৃদঙ্গ শঙ্খবীণাভি নাদেন পরিপূরিতে ।
 তন্মধ্যে রত্ন পর্য্যঙ্কে নানারত্ন বিচিত্রিতে ॥ ১৮ ॥
 ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণাং সাক্ষাদাতরি চিন্ময়ে ।
 তন্মধ্যে পরমেশানি রত্নসিংহাসনং মহৎ ।
 পঞ্চাশ ন্নাতৃকা যুক্তং চতুর্বেদ যুতং সদা ।
 নারদাদৈশ্চ শ্মু নিশ্রেষ্ঠৈর্বেষ্টিতং পরমেশ্বরী ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান মৃদঙ্গ ভেরী শঙ্খপ্রভৃতি বাদ্য শব্দে
 পূরিত হইল । নানারত্ন বিচিত্রিত স্বর্ণ খটাতে পদ্মিনী উপ-
 বেশন করিলেন ॥ ১৮ ॥

ঐ স্থানে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাত্মক চতুর্কর্গপ্রদ অতিমহৎরত্ন
 সিংহাসন ছিল ॥ ১৯ ॥

ঐ রত্ন সিংহাসন পঞ্চাশন্নাড্কাযুক্ত চতুর্বেদ সমন্বিত ।
 নারদাদি মুনিগণ স্তব করত ঐ সিংহাসনকে চতুর্দিকে বেষ্টিত
 করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

অস্মার্থঃ ।

পূরিতে । রত্ন পর্য্যঙ্কে স্বর্ণখটায় ॥ ১৮ ॥ ধর্ম্মোক্তি । ধর্ম্মার্থকাম
 মোক্ষাত্মক চতুর্কর্গপ্রদে । চিন্ময়ে অভৌতিকে । রত্নসিংহাসনং রত্ন-
 নির্ম্মিত মাসনং পঞ্চাশন্নাড্কা বর্ণযুতং চতুর্বেদ যুক্তক্ষেত্ৰ্যর্থঃ । নার-
 দাদিভিন্মু নিগণৈর্বেষ্টিতং ॥ ১৯ ॥ তদ্রোতি । তত্র রত্নাসনে কাভ্যা-

তত্রাস্তে পরমেশানি নিত্য। কাত্যায়নী শিবা ।
 কাত্যায়ন্যা বামভাগে সিংহমাশ্রিত্য পদ্মিনী ।
 তদধ্যাস্তে মহেশানি যাবৎ কৃষ্ণ সমাগমঃ ॥ ২০ ॥
 সংপূজ্য বিধিবল্লিঙ্গং পার্থিবং পরমেশ্বরং ।
 পূজয়ে দ্বিবিধৈঃ পুষ্পৈরুপচারৈঃ স্মনোহরৈঃ ।
 সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা প্রজপেন্নম্র মুত্তমং । ২১ ॥
 কাত্যায়ন্যা মহামন্ত্রং শৃণু নগনন্দিনি ।
 ওঁ হ্রীঁ কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যাধীশ্বরী
 নন্দগোপসুতং কৃষ্ণং পতিং মে কুরুতে নমঃ ।

॥ ২২ ॥

ভাষা ।

সেই সিংহাসনে সনাতনী কাত্যায়নী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন
 কাত্যায়নীর বামভাগে পদ্মিনী সিংহ আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণসমাগম
 পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিলেন ॥ ২০ ॥

পদ্মিনী বিধানক্রমে পার্থিব শিবলিঙ্গ বিবিধ মনোহর
 পুষ্পোপচারাди দ্বারা অর্চনা করিয়া প্রগাঢ় ভক্তি পূর্বক কাত্যা-
 য়নী মন্ত্র জপ করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥

হে নগনন্দিনি ! কাত্যায়নী মহামন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ।
 এই বলিয়া পার্শ্বতীর নিকট কাত্যায়নী মন্ত্র বলিলেন ॥ ২২ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

য়নী আস্তেবিদ্যতে । কাত্যায়ন্যা বামভাগে পদ্মিনী সিংহমধিষ্ঠায় কৃষ্ণা
 গমন কালপর্য্যন্ত অধিষ্ঠিতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সংপূজ্যেতি । পার্থিবং
 মৃণ্ময়ং শিবলিঙ্গং বিবিধৈঃ পুষ্পাদ্যুপচারৈঃ পূজয়েৎ । বিধিবৎ পূজয়িত্বা
 উত্তমং মন্ত্রং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ কাত্যায়ন্যাইত্যাদি । শৃণু
 আকর্ষণ ও ত্রীমিত্যাदि কুরুতে নম ইত্যন্ত এব কাত্যায়নী মন্ত্রঃ ॥ ২২ ॥

হ্রী ওঁ এতদ্ভাগবতীং বিদ্যাং কাত্যায়ন্যাঃ

প্রতিষ্ঠিতাং ।

প্রজপেৎসততংবিদ্যাংপদ্মিনীপদ্মমালিনী ॥২৩॥

কতিচিদিবসে দেবি আবিরাসীজ্জগন্ময়ী ।

কাত্যায়নী মহাবিদ্যা স্বয়ং মহিষমর্দিনী ॥২৪॥

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

কাস্ত্বং কুঞ্জ পলাশাক্ষি কথমেকাকিনীপ্রিয়ে ।

কিমথ মাগতাভদ্রে সাম্প্রতং কথয় প্রিয়ে ॥২৫॥

ভাষা ।

পদ্মিনী এই মন্ত্র এবং অন্য আর এক মন্ত্র এই উভয় মন্ত্রই
জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

কতিপয় দিবস মধ্যেই মহিষ মর্দিনী জগন্ময়ী মহাবিদ্যা
কাত্যায়নী দেবী স্বয়ং আবির্ভূতা হইলেন ॥ ২৪ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন । হে কুঞ্জপলাশাক্ষি তুমি কে ?
কি নিমিত্ত একাকিনী এখানে আসিয়াছ ॥ ২৫ ॥

অস্মার্থঃ ।

ত্রীমিতি । হ্রীং ওঁ ইতি মন্ত্রান্তরং । এতন্মন্ত্রেণ ভাগবতীং বিদ্যাং
কাত্যায়নীং প্রজপেৎ পদ্মিনীতিশেষঃ ॥ ২৩ ॥ কতিচিদিতি । কতিচিৎ
কতিপয় দিনান্তান্তরং এব কাত্যায়নী-স্বয়ং ভগবতীং বিদ্যাং মহিষমর্দিনী
মহিষাসুর বিধাতিনী ॥ ২৪ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । কাত্যায়নী সাক্ষা-
দুদ্ভৈব পদ্মিনীমাহ কাত্মমিতি একাকিনী কাস্ত্বং কিমর্থমাগতা ওৎকথয়ে-
ত্যর্থঃ । ২৫ ॥ পদ্মিন্যুবাচেতি । হে মহামায়ে ! কাত্যায়নি ভূয়ো-

পদ্মিন্যুবাচ ।

কাত্যায়নি মহামায়ে নমস্তে হর বল্লভে ।
 কৃষ্ণমাত নমস্তৃত্যং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহং ॥ ২৬ ॥
 কঃ পিতা মম দেবেশি কস্যাহং পরমেশ্বরী ।
 ত্রিপুরা জগতাং মাতাহং তস্যাঃ পরিচারিকা ॥ ২৭ ॥
 মম নাম মহেশানি পদ্মিনী পরমেশ্বরী ।
 বাসুদেবস্য চার্বঙ্গি কদামে দর্শনং ভবেৎ ॥ ২৮ ॥

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

মাতয়ং কুরুষেপুত্রি কৃষ্ণং প্রাপ্স্যসি সাম্প্রতং ।

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন । হে মহামায়ে ! হে হর বল্লভে !
 হে কৃষ্ণ জননি ! হে কাত্যায়নী ! তোমাকো ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার
 করি ॥ ২৬ ॥

কে পিতা কে মাতা আমি কাহার ; এ সকল কিছুই জানি
 না । আমি জগন্মাতা ত্রিপুরাদেবীর পরিচারিকা ॥ ২৭ ॥

হে পরমেশানি ! আমার নাম পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী । কত
 দিনে আমার কৃষ্ণ দর্শন হইবে ॥ ২৮ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন । হে পুত্রি ! তুমি ভয় করিও না

অস্তার্থঃ ।

ভূয়ঃ পুনঃ পুনস্ত্র্যং নমামীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ ক ইতি । হে দেবি ! মম
 পিতা কঃ মাতাপি কেতি ন জানে অহং ত্রিপুরা পরিচারিকা পদ্মিনী ইত্যেব
 জানামি ॥ ২৭ ॥ মমেতি হে দেবি ! মম নাম পদ্মিনী কদা বাসুদেবস্য
 দর্শনং ভবেত্তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে পুত্রি :

হেমন্তে চ শিতে পক্ষে পৌর্ণমাস্যাং শুচিন্মিতে ।
 বাসুদেবেন দেবেশি তব সঙ্গে ভবিষ্যতি ২৯ ।
 অকার্য্যং বাসুদেবস্য তবসঙ্গং বিনা প্রিয়ে ।
 তব সঙ্গাদ্ধি চার্ব্বঙ্গি কৈবল্যং পরমং পদং ৩০ ।
 ভাদ্রে মাস্যাসিতে পক্ষে রোহিণ্যামষ্টমীতিথৌ ।
 আবিরাসীম্‌হাবিষু নান্যথা গদিতং মম ।
 ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবান্তর ধীয়ত ৩১ ।

ভাষা ।

শীঘ্রই কৃষ্ণলাভ হইবে । হেমন্তকালে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসীতে
 তোমার কৃষ্ণ সঙ্গ হইবে ॥ ২৯ ॥

তোমার সঙ্গ বিনা কৃষ্ণের কোন কার্য্য নাই । হে সুন্দরি !
 তোমার সঙ্গেতে কৈবল্য পদ লাভ হয় ॥ ৩০ ॥

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে রোহিণী নক্ষত্রযুত অষ্টমী তিথিতে
 মহাবিষু আবির্ভূত হইবেন মহামায়া কাত্যায়নী এই রূপ বলিয়া
 সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । ৩১ ।

অন্ত্যার্থঃ ।

স্বং ভয়ং মা কুরুষে । শীঘ্রমেব কৃষ্ণং প্রাপ্যসীতি । হেমন্তে হেমন্তকালে ।
 শুচিন্মিতে ইতি পার্শ্বতী সম্বোধনং ॥ ২৯ ॥ অকার্য্যমিতি । বাসু-
 দেবেন তব সঙ্গেবিনা কিমপি ন কর্তব্যমিতিভাবঃ । তব সঙ্গাদেব মুক্তি-
 লাভো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ভাদ্র ইতি । ভাদ্রেমাসি কৃষ্ণপক্ষে
 রোহিণীনক্ষত্রে কৃষ্ণ আবির্ভবিস্যতীতি ভাবঃ । কাত্যায়নী ইতি উক্ত্বা
 অন্তর্হিতাভূদिति ॥ ৩১ ॥ তত ইতি । ততঃ কাত্যায়নী বচনাদেব ।

ততোহৃষ্ট মনাবুত্বা পদ্মিনী কমলেক্ষণা ।
 সিংহাসনং সমাপ্রিত্য কাত্যায়ন্যাঃ শুচিস্মিতে ।
 সংস্থিতাপদ্মিনীরাধাযাবৎকৃষ্ণসমাগমঃ ॥ ৩২ ॥
 অন্যাভি গোপকন্যাভি বর্দ্ধমানা গৃহে গৃহে ।
 তাঃ সর্বাঃ পরমেশানিদেবকন্যাঃ সহস্রশূঃ ॥ ৩৩ ॥
 কৃষ্ণস্ত দেবকীপুত্রো নন্দগেহেচ স্তুন্দরি ।

ভাষা ।

তদনন্তর পদ্মিনী হৃষ্টমনা হইয়া কাত্যায়নীর সিংহাসন
 আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণ সমাগম পর্য্যন্ত রহিলেন ॥ ৩২ ॥

অন্যান্য গোপকন্যাগণের সঙ্গে পদ্মিনী নিজ গৃহে বৃদ্ধি
 পাইতে লাগিলেন । পদ্মিনীর সহচরীকন্যাগণ সকলই দেব-
 কন্যা ॥ ৩৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

হৃষ্টমনা সানন্দচেতাঃ কাত্যায়ন্যাঃ সিংহাসন মাপ্রিত্য কৃষ্ণসমাগমং
 যাবৎ তত্বে ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥ অন্যাভিরিতি । অন্যাভি গোপ-
 কন্যাভিঃ সর্বেত্যর্থঃ । বর্দ্ধমানা বর্দ্ধতে । তাঃ সর্বাঃ গোপকন্যাঃ
 সর্বা এব দেবকন্যাঃ ॥ ৩৩ ॥ কৃষ্ণইতি । দেবকীপুত্রঃ কৃষ্ণঃ নন্দগোপ-

(৩০)

দিনে দিনে মহেশানি বর্দ্ধতে কমলেক্ষণে ।
 বালপৌগণ্ড কৌশর বয়সা কমলেক্ষণে ॥৩৪॥
 ইতি রাধাতন্ত্রে ঊনবিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

হে স্তম্ভরি ! দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নন্দ গৃহে দিনে দিনে বর্দ্ধন
 শাল হইয়া বাল্য পৌগণ্ড ও কৌশোর সময় অহিবাহিত
 করিলেন ॥ ৩৪ ॥

ইতি ঊনবিংশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

গেহে বাল্যপৌগণ্ড কৌশোর বয়সা দিনে দিনে বর্দ্ধতে বর্দ্ধিতে
 ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

ইতি ঐচলকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্রে ব্যাখ্যানে
 ঊনবিংশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং সুন্দরং সুমনোহরং ।
 নিগদামি বরারোহে সাবধানাব ধারয় ॥ ১ ॥
 কৃষ্ণস্য পরমেশানি পরীবারান্ শৃণু প্রিয়ে ।
 নান্যোভ্রাতা ভুবোদাস্যো বয়স্যঃ সেবকাদয়ঃ
 গোষ্ঠে সহচর্যশ্চৈব প্রেয়স্যশ্চ পুরঃ ক্রমাৎ ॥ ২ ॥
 বরিষ্ঠে ব্রজগোষ্ঠানাং স্কৃষ্ণস্য পিতামহঃ ।
 বরীয়সীতি বিখ্যাতা মহীমান্যা পিতামহী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! জাতি মনোহর পরম
 গোপনীয় বাসুদেব রহস্য তোমাকে বলিতেছি, সাবধানে
 শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

হে প্রিয়ে পার্শ্বতি । ভ্রাতা বয়স্য সেবক ও গোষ্ঠ সহচর
 প্রভৃতি কৃষ্ণের পরিবারগণ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

যিনি ব্রজবাসি গণের বৃদ্ধ তিনি কৃষ্ণদেবের পিতামহ ও
 ব্রজমান্না মহীমানী ব্রজবৃদ্ধা কৃষ্ণের পিতামহী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । হে সুন্দরি ! পরমং রহস্যং নিগদামি ব্রবীমি
 সাবধানাবধারণ সাবধানং শৃণু ॥ ১ ॥ কৃষ্ণস্য ইতি । কৃষ্ণস্য পরী-
 বারান্ পিতৃাদি পরিবার বর্গান্ শৃণু । কৃষ্ণপরিবারান্ বক্ষ্যামি
 ইতি ॥ ২ ॥ বরিষ্ঠে ইতি । যঃ কৃষ্ণস্য পিতামহঃ পিতৃপিতা স
 ব্রজগোষ্ঠানাং বরিষ্ঠঃ প্রধানঃ । যা পিতামহী সা বরীয়সী মান্যা ॥ ৩ ॥

মাতামহো মহোৎসাহঃ স্যাদস্য স্মৃখীতিধঃ ।
 খ্যাতা মাতামহী গোষ্ঠপাটলানাম ধ্যেয়তঃ ॥ ৪ ॥
 পিতা ব্রজাপিতানন্দো নন্দোভুবন বন্দিতঃ ।
 মাতাগোপ যশোদাত্রী যশোদা মোদ মেদুরা ॥ ৫ ॥
 উপনন্দোভিনন্দশ্চ পিতৃব্যো পূর্বজৌ পিতুঃ ।
 পিতৃব্যোত্ত কনীয়াংসৌ স্যাতাং নন্দসনন্দনৌ ॥ ৬ ॥
 পিতৃষস্ পতিনীলো নন্দিনীতু পিতৃষসাম্ ॥ ৭ ॥
 মাতৃষস্ পতিনন্দঃ ষসামাতু যশস্বিনী ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

মহোৎসাহ মাতামহ ; যিনি মাতামহী তিনি স্মৃখী নামে
বৃন্দাবনে বিখ্যাত ॥ ৪ ॥

ব্রজবাসীগণের আনন্দ বর্দ্ধন ত্রিভুবন মান্য নন্দরাজ তাঁহার
পিতা ও গোপ বৃন্দের যশোদাত্রী যশোদা কৃষ্ণের মাতা ॥ ৫ ॥

উপনন্দ ও অভিনন্দ দুই ব্যক্তি কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভাত ও নন্দ
সনন্দ নামা দুই জন কনিষ্ঠ পিতব্য ॥ ৬ ॥

নন্দিনী পিতৃষসাম্ অর্থাৎ পিসী, নীল পিতৃষস্ পতি ।
মাতৃষস্ পতিনন্দ ও যশস্বিনী মাতৃষসাম্ অর্থাৎ মাসী ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

মাতামহ ইতি । মহোৎসাহঃ কৃষ্ণস্য মাতামহঃ মাতুঃ পিতা পাটলা-
নাম্নী মাতামহী ॥ ৪ ॥ পিতৃতি । নন্দঃ পিতা যশোদা মাতা ।
ব্রজাপিতানন্দঃ ব্রজে বৃন্দাবনে অর্পিতো ন্যস্ত আনন্দো যেন সঃ । যশো-
দাত্রী যশস্বিনী ॥ ৫ ॥ উপইতি । উপনন্দাভিনন্দৌ পিতৃব্যৌ পিতৃ-
ভাতরৌ । কনিষ্ঠ পিতৃব্যোত্ত নন্দসনন্দনৌ তস্মামানৌ ॥ ৬ ॥ পিতৃ
ইতি । পিতৃভগিনীপতিনীলঃ পিতৃভগিনী নন্দিনী । মাতৃভগিনী
পতিনন্দঃ মাতৃষসাম্ যশস্বিনী ॥ ৭ ॥ তারুণ্যেতি । তারুণ্য জটিল

তারুণ্য জটিল ভেলা করাল কর বালিকা ।
 ঘর্ষরা মুখরাঘোরা ঘণ্টা মাতামহীসমাঃ ॥ ৮ ॥
 পিঙ্গলঃ কপিলঃ পিঙ্গোমাঠরঃ পীঠপিউশৌ ।
 শঙ্করঃশঙ্কবোভৃঙ্গো বিজ্ঞাদ্যাজনকোপমাঃ ॥ ৯ ॥
 তরঙ্গাক্ষী তরণিকা শুভদা মালিকাঙ্গদা ।
 বৎসলা কুশলাতালী মেদুরাদ্যাঃ প্রস্থপমাঃ ॥ ১০ ॥
 অশ্বাথ অশ্বিকাচৈব ধাতৃকা স্তন্যদায়িনী ।
 স্নলতা গোমতীযামী চণ্ডিকাদ্যা দ্বিজস্ত্রয়ঃ ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

তারুণ্য, জটিল, ভেলা, করাল, করবালিকা, ঘর্ষরা, মুখরা,
 ঘোরা ও ঘণ্টা এই বৃদ্ধা রমণীগণ কৃষ্ণের মাতামহী তুল্য ॥ ৮ ॥
 পিঙ্গল, কপিল, পিঙ্গ, মাঠর, শঙ্কর, শঙ্কব, ও ভৃঙ্গ তাহারা
 কৃষ্ণের পিতৃতুল্য ॥ ৯ ॥

তরঙ্গাক্ষী, তরণিকা, শুভদা, মালিকা, অঙ্গদা, বৎসলা,
 কুশলা, তালী ও মেদুরা ইহারা কৃষ্ণের মাতৃতুল্য ॥ ১০ ॥

অশ্বা, অশ্বিকা, ধাতৃকা, স্নলতা, গোমতী, যামী ও চণ্ডিকা
 প্রভৃতি দ্বিজ স্ত্রীগণ কৃষ্ণের স্তন্যদায়িনী ॥ ১১ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

প্রভৃতয়ো মাতামহীসমা মাতামহীতুল্যাইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ পিঙ্গল ইতি ।
 পিঙ্গলকপি লাদয়ঃ জনকোপমাঃ পিতৃতুল্যঃ ॥ ৯ ॥ তরঙ্গাক্ষীতি ।
 তরঙ্গাক্ষীতরণিকাদয়ঃ প্রস্থপমাঃ মাতৃতুল্যঃ ॥ ১০ ॥ অশ্বৈতি ।
 অশ্বা অশ্বিকাদয়ঃ স্তন্যদায়িনী । স্নলতা গোমতী প্রভৃতয়ঃ দ্বিজস্ত্রয়ঃ
 প্রতিবাদি দ্বিজস্ত্রীয়াঃ ॥ ১১ ॥ অশ্রুতি । বয়স্যনাং সমবয়স্ক

অগ্রগামী বয়স্যানাং প্রলয় স্তস্যচাগ্রজঃ ।
 সমুদ্রঃ কুণ্ডলোদগ্ধী মণ্ডলোমী পিতৃব্যজাঃ ॥ ১২ ॥
 বয়স্যঃ কৃষ্ণচন্দ্রস্য স্ফূটমত্র চতুর্বিধা ।
 স্নুহৎসথা প্রিয়সথা প্রিয়নর্মসথা স্তথা ॥ ১৩ ॥
 স্নুহদো মণ্ডলী ভদ্রভদ্র বর্দ্ধন গোভটাঃ ।
 কুলবীরো মহাভীমো দিব্যশক্তিঃ সুরপ্রভঃ ॥ ১৪ ॥
 বনস্থিরাদয়ো জ্যেষ্ঠকল্पाঃ সংরক্ষণায়বৈ ।
 বিশাল বৃষভো জম্বী দেবপ্রস্থবকথপাঃ ।
 মন্দার কুসুমাপীড় মণিবন্ধকরাঃ সমা ॥ ১৫ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণচন্দ্রের বয়স্ত্রয়ণ চারিভাগে বিভক্ত । যথা স্নুহদ, সথা, প্রিয়সথা ও প্রিয়নর্মসথা ॥ ১৩ ॥

প্রলয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণের বয়স্ত্রয়ণের প্রধান । সমুদ্র, কুণ্ডল, দগ্ধী ও মণ্ডলোমী ইহারা পিতৃব্য পুত্র ॥ ১২ ॥

মণ্ডলী, ভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, কুলীর, মহাভীম, দীব্য-শক্তি ও সুরপ্রভঃ ইহারা কৃষ্ণের স্নুহদ ॥ ১৪ ॥

বিশাল, বৃষভ, জম্বী, দেবপ্রস্থ ও বকথপ ইহারা অগ্রজের স্তথা বনে বনে রক্ষা কার্যে নিযুক্ত ছিলেন । মন্দার কুসুমাপীড় হইয়া হস্তে মণি বন্ধন করেন ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বকুমাং অগ্রগামী প্রধানঃ প্রলয়ঃ প্রলয়নামা । পিতৃব্যজাঃ পিতৃব্য-পুত্রাঃ ॥ ১২ ॥ বয়স্যঃ ইতি । কৃষ্ণস্য চতুর্বিধা বয়স্যঃ আসন্নিত্যর্থঃ । প্রিয়নর্মসথা কেসিব্যাপার বকুঃ ॥ ১৩ ॥ স্নুহদ ইতি । মণ্ডলী-ভদ্র প্রভৃতয়ঃ স্নুহদঃ বাক্যবাঃ ॥ ১৪ ॥ বনস্থিরা ইতি । জ্যেষ্ঠস্তল্য-বাক্যবাঃ সংরক্ষণায় রক্ষণার্থং বনে বনে ভ্রমন্তীতি । বিশালেতি সর্বত্র

মন্দারশচনন্দঃ কুন্দঃ কলিন্দ কুলিকাদয়ঃ ।
 কনিষ্ঠকল্पाঃ সেবায়াংসথায়োরিপুনিগ্রহাঃ ॥১৬॥
 অথ প্রিয়সখা দাম সুদাম বসুদামকাঃ ।
 শ্রীদামাদ্যাঃ সদাযত্র শ্রীদামানন্দবর্দ্ধকঃ ।
 সমস্ত মিত্রসেনানাং ভদ্রসে নশ্চতপতিঃ ॥ ১৭ ॥
 রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভিঃ বিবিধৈরমী ।
 নিযুক্ত দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং ॥ ১৮ ॥

ভাষা ।

মন্দার চন্দন, কুন্দ কলিন্দ ও কুলিক ইহারা কনিষ্ঠের স্থায়
 সেবা কার্যে রত আছে এবং শত্রু বিনাশে পরম সুহৃদ ॥ ১৬ ॥
 দাম, সুদাম, বসুদাম, ও শ্রীদাম ইহারা আনন্দ বর্দ্ধনকারী
 প্রিয়সখা এবং ভদ্রসেন সমস্ত মিত্রসেনাদিগের অধীশ্বর ॥ ১৭ ॥
 প্রিয় সুহৃদগণ সদা বিবিধকেলি ও যুদ্ধাদি কৌতুক দ্বারা
 কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিত ॥ ১৮ ॥

অস্যার্থঃ ।

মন্দার কুসুমেন ধৃত মনিবন্ধাঃ ॥ ১৫ ॥ মন্দার ইতি । মন্দার প্রভৃত্যঃ
 কনিষ্ঠা বান্ধবাঃ সেবায়াং সেবাকার্যে নিরতা ইত্যর্থঃ । রিপুনিগ্রহাঃ
 শত্রুনিগ্রহকারিণঃ ॥ ১৬ ॥ অর্থোতি । দামসুদামাদয়ঃ প্রিয়সখায়াঃ ।
 সমস্তমিত্রসেনানাং অধিপতি রথিনায়কঃ মিত্রসেনঃ ॥ ১৭ ॥ রময়ন্তীতি ।
 অমী শ্রীদামাদ্যাঃ প্রিয়সখাঃ বিবিধৈ রুহপ্রকাটৈঃ কেলিভিঃ ক্রীড়াভিঃ
 নিযুক্ত দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈশ্চ কেশবং কৃষ্ণং রময়ন্তি ক্রীড়য়ন্তে ॥ ১৮ ॥
 সুবলেতি । সুবলার্জুনপ্রভৃত্যঃ স নন্দন বিদ্বজ্জাত্যাং সহ প্রিয়নন্দসখাঃ

সুবলার্জুন গন্ধর্ব্ব বসন্তোজ্জ্বল কোকিলাঃ ।
 সনন্দন বিদগ্ধাভ্যাং প্রিয়নর্মসখাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৯ ॥
 তদস্যস্ত নাস্ত্যেব যদমীষাং ন গোচরঃ ।
 শ্রীদাম নন্দনস্তত্র সৌহৃদানন্দ সুন্দরঃ ।
 বিলাসি শেখরো যস্য বিলাসন বশীকৃতঃ ॥ ২০ ॥
 মধুমঙ্গল পুষ্পাদ্যা পরিহাস বিদূষকাঃ ।
 বিবিধাঃ সেবকাস্তস্যচৈক সখ্য পরায়ণাঃ ॥ ২১ ॥
 রক্তকঃ পত্রকঃ পাত্রী মধুকণ্ঠা মধুব্রতঃ ।
 তদ্বেশুশৃঙ্গ মুরলী যষ্টি পাশাদি ধারিণঃ ॥ ২২ ॥

ভাষা ।

সুবল, অর্জুন, গন্ধর্ব্ব ও বসন্তোজ্জ্বল কোকিলগণ ইহারা
 আমোদ কার্য্য কৌশলে কৃষ্ণের নর্ম সখা ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এমন কোন রহস্ত কার্য্য ছিল না যে শ্রীদাম
 প্রভৃতি বরস্থগণ না জানিত । উক্ত প্রিয় স্নহদগণ সর্ব্বদা কৃষ্ণের
 আনন্দ বর্দ্ধন করিত এবং কৃষ্ণ ইহাদের বিলাসে বশ্ত
 ছিলেন ॥ ২০ ॥

মধু মঙ্গল প্রভৃতি কতিপয় বরস্থ কৃষ্ণের বিদূষক এবং
 শ্রীকৃষ্ণের অনেক বরস্থ ভৃত্য কার্য্য সাধনে নিযুক্ত ছিল ॥ ২১ ॥

রক্তক, পত্রক, পাত্রী, মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত ইহারা কৃষ্ণদেবের
 মুরলী, শৃঙ্গ, যষ্টি ও পাশাদি বহন করিত ॥ ২২ ॥

অশ্রুতঃ ।

প্রিয়া নর্মসখাশ্চ ॥ ১৯ ॥ তদ্রহস্যেতি । শ্রীকৃষ্ণস্য এবক্তৃতং রহস্যং নাস্তি
 যত্রহস্যং অমীষাং শ্রীদামাদীনাং নগোচরঃ অজ্ঞাতঃ ॥ ২০ ॥ মধু-
 মঙ্গলেতি । মধুমঙ্গলাদ্যাঃ বিদূষকাঃ পরিহাস কৌতুক কারিণঃ ।
 তস্য কৃষ্ণস্য বিবিধাঃ সেবকা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ রক্তক ইতি । রক্তক
 পাত্র প্রভৃতয়ঃ সदैব বেণুশৃঙ্গ মুরলী পাশান্ ধারয়ন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

পৃথুকাঃ পার্শ্বাণাঃ কেলি কলালাপ কলাকুরাঃ ।
 পল্লবো মঙ্গলঃ ফুল্লঃ কোমলঃ কপিলাদয়ঃ ।
 সুবিলাক্ষ বিশালাক্ষ রসাল রস শালিলঃ ॥ ২৩ ॥
 জম্বুনদ্যাশ্চ তাম্বূল পরিষ্কার বিচক্ষণাঃ ।
 পয়োদ বারিদাদ্যাস্ত নীর সংস্কার কারিণঃ ।
 বস্ত্রোপস্কার নিপুণাঃ সারঙ্গ কুবলাদয়ঃ ॥ ২৪ ॥
 প্রেমকন্দ মহাগন্ধ সৌরিন্দ্রি মধু কন্দলাঃ ।
 মকরন্দা দয়শ্চামী শৃঙ্গার রস কারিণঃ ॥ ২৫ ॥

ভাষা ।

পৃথুক ও পার্শ্ব ইহারা কেলি সম্পাদক । পল্লব, মঙ্গল,
 ফুল, কোমল, কপিল, সুবিলাক্ষ ও বিশালাক্ষ ইহা কৃষ্ণের বিবিধ
 রস সম্পাদক ছিল ॥ ২৩ ॥

জম্বুনদ্য প্রভৃতি ভৃত্যগণ তাম্বূল সংস্কারে বিলক্ষণ অভিজ্ঞ
 ও পয়োদাদি ভৃত্যবর্গ জলসংস্কার চত্তর এবং সারঙ্গ কুবলাদি
 ইহারা বস্ত্রসংস্কারে নিযুক্ত ছিল ॥ ২৪ ॥

প্রেমকন্দ, মহাগন্ধ, সৌরিন্দ্রি, মধুকন্দল, ও মকরন্দ ইহারা
 শৃঙ্গাররস বর্দ্ধক ছিল ॥ ২৫ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

পৃথুকা ইতি । পৃথুক পার্শ্বকাদয়ো রসপূর্ণালাপ কারিণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
 জম্বুনদ্যা ইতি । জম্বুনদ্যাদয় স্তাম্বূল পরিচারকাঃ তাম্বুলাদি ধৌত কর্ম্মনি
 বিচক্ষণাঃ নিপুণাঃ । পয়োদ বারিদাদ্যাদয়ো জলসংস্কার কারিণঃ
 জলশুদ্ধি বিধায়িনঃ । সারঙ্গ কুবলাদয়ঃ বস্ত্রসংস্কার সাধিনঃ ইত্যর্থঃ ॥
 ২৪ ॥ প্রেমোক্তি । প্রেমকন্দাদয়স্ত শৃঙ্গাররস সম্পাদকাঃ ; অমীশৃঙ্গার
 রসানু কুলতাং সম্পাদনশ্রুতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥ স্তম্বন ইতি । স্তম্বনঃ

স্মনঃ কুসুমোল্লাস-পুষ্পহাস হরাদয়ঃ ।
 গন্ধাজ্জ রাগ মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতি কারিণঃ ॥২৬॥
 দক্ষাঃ সুরঙ্গ ভদ্রাজ্জ কপূর কুসুমাদয়ঃ ।
 নাপিতাঃ কেশ সংস্কারে মর্দনে দর্পণার্পণে ॥২৭॥
 কোষাধি কারিণঃ স্বচ্ছ সুশীতল গুণাদয়ঃ ।
 বিমলঃ কমলাদ্যাশ্চ স্থালী পীঠাধি কারিণঃ ॥২৮॥
 ধনিষ্ঠা চন্দন কলা গুণ মালা রতি প্রভা ।

ভাষা ।

স্মনঃ, কুসুমোল্লাস ও পুষ্পহার ইহারা গন্ধমালা ও পুষ্পাদি
 দ্বারা ক্ಷেত্র অঙ্গরাগ ও অলঙ্কৃতি কার্য সম্পাদন করিত ॥ ২৬ ॥

সুরঙ্গ, ভদ্রাজ্জ প্রভৃতি নাপিতগণ কেশসংস্কার, অঙ্গমর্দন ও
 দর্পণ প্রদানে বিশেষ চতুর ছিল ॥ ২৭ ॥

অত্যাশ্রয় কতিপয় সদগুণশালী বয়স্কগণ ক্ಷেত্র কোষাধি-
 কারে নিযুক্ত ও কমল বিমল প্রভৃতি পাকাদিপাত্র এবং পীঠাদি
 আসনাদিকারে নিযুক্ত ছিল ॥ ২৮ ॥

অস্তুার্থঃ ।

কুসুমোল্লাসাদয়ঃ গন্ধাজ্জরাগঃ গন্ধেন চন্দনাদিনা অঙ্গরাগঃ অঙ্গানু-
 লেপণং মাল্যাদি পুষ্পালঙ্কৃতিকারিণঃ মাল্যাদিনা পুষ্পেণচ অলঙ্কৃতি রক্ষা-
 লঙ্করণং এতানি কর্তুং শীলমেবাং তথোক্তাঃ ॥ ২৬ ॥ দক্ষা ইতি ।
 সুরঙ্গাদয়ো নাপিতাক্ষৌর কারিণঃ । কেশসংস্কারে কুন্তলপরিষ্কারে
 মর্দনে সম্বাহনে দর্পণার্পণে আদর্শদানে দক্ষাঃ পারগাঃ । ২৭ ॥
 কোষেত্যাदि । স্বচ্ছসুশীতল গুণাদয়ঃ কোষাধি কারিণঃ ধনাগার
 রক্ষকাঃ । বিমল কমলাদয়ঃ স্থালী পীঠাধিকারিণঃ পাত্রাসনাদি
 রক্ষকাঃ ॥ ২৮ ॥ ধনিষ্ঠেত্যাदि । ধনিষ্ঠা প্রভৃতয়ো নারীঃ গৃহ-

ভবানীন্দু প্রভা শোভা রস্তাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ ।
 গৃহ সংমার্জনে দক্ষাঃ সর্ব কার্যেষু কোবিদাঃ ।
 চোচ্যাঃ কুরঙ্গী ভৃঙ্গারী সুললিতা লম্বিকাদয়ঃ ॥২৯॥
 চতুরশ্চারণে ধীমান্ পেশলাদ্যাশ্চরোত্তমাঃ ।
 চরন্তি গোপ গোপীষু নানাবেশেন যে সদা ৩০।
 বৃন্দাবৃন্দারিকমেনা সুবলাদ্যাশ্চ দূতিকাঃ ।
 কুঞ্জাদি সংস্কিয়াভিজ্ঞা বৃন্দা তাসু বরীয়সী ৩১।

ভাষা ।

ধনিষ্ঠা, চন্দনকলা, শুণ মালা, রতিপ্রভা, ভবানী, ইন্দুপ্রভা
 শোভা, ও রস্তাদি পরিচারিকাগণ গৃহসংমার্জন প্রভৃতি কার্যে
 অতি সুচতুরা ছিল। কুরঙ্গী ও ভৃঙ্গারী দুই সখী বৃক্ষেরদাস্য
 কার্য করিত ॥ ২৯ ॥

চতুর চারণ ও পেশল প্রভৃতি বৃক্ষের উৎকৃষ্টচর ইহারা
 সর্বদা নানাক্রপ বেশধারণ করিয়া গোপ গোপীগণের নিকট
 বিচরণ করে ॥ ৩০ ॥

বৃন্দা, বৃন্দারিকা, ও সুবলা ইহা'র বৃক্ষের দূতি। যাহারা
 কুঞ্জাদি সংস্কার করে। ইহাদের মধ্যে বৃন্দা প্রধান। ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সংমার্জনে গৃহশুদ্ধি কর্মণি সর্বকার্যেষু অন্যান্য বিবিধ ব্যাপারেষু
 কোবিদাঃ নিপুণাঃ কুরঙ্গীভৃঙ্গী প্রভৃতিশ্চোচ্যাঃ দাস্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥
 চতুর ইতি। ধীমান্ উদাখ্যে গোপাঃ চারণাঃ দূতাঃ। পেশলাদ্যা
 শ্চতুরশ্চর প্রধানাঃ সদা নানাবেশেন গোপগোপীষু চরন্তি অস্বন্দং
 ব্রজন্তি ॥ ৩০ ॥ বৃন্দেতি বৃন্দা বৃন্দারিকাদ্যাঃ দূতিকাঃ কুঞ্জাদি সংস্কার
 কর্মণি দক্ষা। তাসু দূতি কাসু মধ্যে বৃন্দাবরীয়সী পূর্ণ যুবতী । ৩১ ॥

নর্তকাস্চন্দ্র হাসেন্দু হাসচন্দ্র সুখাদয়ঃ ।
 সুধাকর সুধাদান সারঙ্গাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ ॥ ৩২ ॥
 কালান্তরস্থো দেবেশি বাদ্য সৌগুণ সাগরাঃ ।
 কালকণ্ঠঃ সুধাকণ্ঠঃ শূককণ্ঠা দয়োপ্যমী ॥ ৩৩ ॥
 সর্ব প্রবন্ধ নিপুণা রসজ্ঞা স্তানকারিণঃ ।
 নির্লেজকস্ত সুমুখো দুর্লভো রঞ্জনাদয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুণ্যঃ পুঞ্জ স্তথা ভাজ্য বাসিনদ্যাশ্চ ডিণ্ডিমঃ ।
 বর্দ্ধকি বর্দ্ধমানাখ্যাঃ খট্টাদি কটকারকাঃ ॥ ৩৫ ॥

ভাষা ।

চন্দ্রহাস, ইন্দুহাস ও চন্দ্র সুখ ইহারা কৃষ্ণদেবের নর্তক এবং
 সুধাকর, সুধাদান ও সারঙ্গ ইহারা মৃদঙ্গাদি বাদ্যধারণ করে ॥ ৩২ ॥

কালকণ্ঠ সুধাকণ্ঠ ও শূককণ্ঠ ইহারা সময়ানুযায়ী বাদ্য
 বাদন করে ॥ ৩৩ ॥

নির্লেজ, সুমুখ, দুর্লভ ও রঞ্জনপ্রভৃতি ভূত্যগণ নানা-
 প্রকার প্রবন্ধ রচনা করিত ও সংগীতকালে তান ধারণ করে ॥ ৩৪ ॥

পুণ্য, পুঞ্জ, ভাগ্যরাশি ; ডিণ্ডিম, বর্দ্ধকি ও বর্দ্ধমান ইহারা
 খট্টাদি রচনা কার্যে ব্যাপ্ত ছিল ॥ ৩৫ ॥

অস্যার্থঃ ।

নর্তকা ইতি । চন্দ্রহাসাদ্যা নর্তকা নৃত্যকার্য সম্পাদকাঃ । সুধা-
 করাদ্যা মৃদঙ্গিনঃ মৃদঙ্গ বাদন তৎপরাঃ ॥ ৩২ ॥ কালান্তরেতি ।
 অমী কালকণ্ঠাদয়ঃ কালান্তরস্থাঃ কালপর্যায় মবলম্ব্য স্থায়িনঃ । বাদ্যসৌ-
 গুণসাগরাঃ বাদ্যকর্ম্ম কুশলাঃ ॥ ৩৩ ॥ সর্ব ইতি । নির্লেজ কাদয়ঃ
 সর্ব প্রবন্ধ নিপুণাঃ সর্বস্মিন্ প্রবন্ধে কাব্যাদৌ নিপুণা দক্ষাঃ ॥ ৩৪ ॥
 পুণ্য ইতি । পুণ্যাদ্যাঃ ডিণ্ডিমাঃ বাদ্য বিশেষ বাদকাঃ । বর্দ্ধক্যাদয়ঃ
 খট্টাদৌ তৎপরিধায়িনঃ ॥ ৩৫ ॥ সূচিত্রেতি । সূচিত্র বিচিত্রৌ

সুচিত্রশ্চ বিচিত্রশ্চ চিত্র কৰ্ম্মকরা বুভৌ ।
 সৰ্বকৰ্ম্মকরাঃ কুণ্ডকণ্ডোলকটুনাদয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
 ধূমলা পিঙ্গলা গঙ্গা পিশাঙ্গী মানকন্তনী ।
 হংসী বংশী ত্রিরেখাদ্যাবৈচিক্যন্তস্য সুপ্রিয়াঃ ।
 পদ্মগন্ধ পিশঙ্গাক্ষ্যো বলীবন্ধারতিপ্রিয়া ॥ ৩৭ ॥
 সুরঙ্গাস্যঃ কুরঙ্গাস্য দধিকো নাভিধঃ কপিঃ ।
 ব্যাঘ্র ভ্রমরকাশ্চালৌ রাজহংসঃ কলশ্বনঃ ॥ ৩৮ ॥
 বৃন্দাবনং মহোদ্যানং শ্রেয়োসিঃ শ্রেয়সায়চ ।
 ক্রীড়াগিরিৰ্যথা থাথ্যঃ শ্রীমান্গোবৰ্দ্ধনোযতঃ ॥ ৩৯ ॥

ভাষা ।

সুচিত্র ও বিচিত্র এই দুই জন চিত্র কৰ্ম্মকারক । কুণ্ড,
 কণ্ডোল ও করণ্ডক ইহারা সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম কারক ॥ ৩৬ ॥

ধূমলা, পিঙ্গলা, গঙ্গা, পিশাঙ্গী, মানকন্তনী, হংসী, বংশী,
 ত্রিরেখা ও বৈচিকী এই সকল দাসীগণ কৃষ্ণের অতি প্রিয় ॥ ৩৭ ॥

কুরঙ্গাস্ত্র, সুরঙ্গাস্ত্র, দধিকোন, ও কপিপ্রভৃতি প্রিয় ভৃত্য ।
 এবং বৃন্দাবনে ভ্রমর কোকিল ও রাজহংসসৰ্ব্বদাকলশ্বন করিত ॥ ৩৮ ॥

মহোদ্যান বৃন্দাবন মুক্তির প্রধান কারণ যেখানে শ্রীমান
 গোবৰ্দ্ধন গিরি ক্রীড়া স্থান ॥ ৩৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বৌ চিত্রকৰ্ম্মকারকৌ । কুণ্ডকাদয়ঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্ম কারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ ধূম-
 লাতি । ধূমলা প্রভৃতয়ঃ কৃষ্ণস্য সুপ্রিয়াঃ প্রীতি সম্পাদিকাঃ ॥ ৩৭ ॥
 সুরঙ্গাস্য ইতি । সুরঙ্গাস্যাদয়ঃ কৃষ্ণস্য প্রিয়তরাঃ সেবকা ইতি শেষঃ ॥
 ৩৮ ॥ বৃন্দাবন মতি । মহোদ্যানং বৃন্দাবনং নিঃশ্রেয়সায়া মোক্ষায়
 শ্রীমঙ্গল প্রদঃ । যতো অস্মিন্ বৃন্দাবনে গোবৰ্দ্ধনঃ ক্রীড়াগিরিঃ
 ক্রীড়াপৰ্ব্বতঃ ॥ ৩৯ ॥ ঘট ইতি । মানস গঙ্গায় পবজ্ঞানাম ঘটঃ

ঘাটোমানস গঙ্গায়্যাঃ পবনো নাম বিশ্রুতঃ ।
 সুবিকাশ তরানাম তরির্যত্র বিরাজতে ।
 নান্মানন্দীশ্বরং দেবি মন্দিরং স্ফুরদিন্দিরং ॥ ৪০ ॥
 আস্থালী মণ্ডপস্তত্র গণ্ডশৈলা মনোজ্জ্বলঃ ।
 আমোদ বর্কনো নাম পবনো মোদ বাসিতঃ ॥ ৪১ ॥
 কুঞ্জাঃ কাম মহাভীম মন্দারমনিলাদয়ঃ ।
 ন্যগ্রোধ রাজভাণ্ডীর কদম্ব কদলীগণাঃ ॥ ৪২ ॥

ভাষা ।

বৃন্দাবনে মানস নামে গঙ্গার ঘাট বিদ্যমান আছে । ঐ ঘাটে সুবিকাশ নামে তরণী ও ঘাটোরি নন্দিকেশ্বর নামে মন্দির নির্মিত রহিয়াছে ॥ ৪০ ॥

বৃন্দাবনে আস্থালী নামে মণ্ডপ সমুজ্জ্বল গণ্ডশৈল সকল আছে । আমোদ বর্কন নামে পবন সদা সুগন্ধ বহন করিতেছে ॥ ৪১ ॥

কদম্ববন, মহাবন, বৃন্দাবন, অগ্রোধবন ও ভাণ্ডীরবনপ্রভৃতি কুঞ্জ সকল কক্ষ বিহার স্থল ॥ ৪২ ॥

অস্মার্থঃ ।

অবতরণ স্থানং । যত্র মানস গঙ্গায়্যা সুবিকাশ তরানাম তরি নৌক বিরাজতে । নন্দীশ্বরং নাম মন্দির মিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ আস্থালীতি । আস্থালীনাম মণ্ডপঃ বিশ্রাম গৃহঃ । গণ্ডশৈলঃ উজ্জ্বলাসনং । মোদ-বাসিতঃ মৌগন্ধপূর্ণঃ আমোদ বর্কনো নাম পবনঃ ॥ ৪১ ॥ কুঞ্জা ইতি । কাম মহাভীমাদয়ঃ কুঞ্জাঃ কৌন্তক স্থানানি ॥ ৪২ ॥ যমুনতি । মহাভীর্থঃ মহাভীর্থ ভূত্যা যমুনা সাখেলভীর্থঃ । যত্র যমুনায়াং

যমুনায়া মহাতীর্থং খেলাতীর্থ মিহোচ্যতে ।
 পরম প্রেষ্ঠয়াসার্কং সদাযত্র সুখেরতিঃ ॥ ৪৩ ॥
 লীলাপদ্ম সদাস্মেরং গেণ্ডুকশিচত্র কারকঃ ।
 শিঞ্জিনী মঞ্জুলশরং মানবদ্বাটনীযুগং ।
 বিলাস কৰ্ম্মিকং নাম কান্মুকং স্বৰ্ণচিত্রিতং ॥ ৪৪ ॥
 মন্ত্রঘোষো বিষাণোহস্য বংশী ভুবনমোহনঃ ।
 রাধাক্রমীন বড়িশী মহানন্দাভি ধাপিচ ।
 ষড্রম্ভু বন্ধনো বেণুখ্যাতো মদনবর্দ্ধনঃ ॥ ৪৫ ॥

ভাষা ।

মহাতীর্থ যে যমুনা তাহা কৃষ্ণের জল ক্রীড়া স্থান । যেখানে
 কৃষ্ণচন্দ্র সদা পরম প্রেয়সী সখীগণ সঙ্গে নানাবিধ রতি
 করেন ॥ ৪৩ ॥

লীলাপদ্ম কৃষ্ণের বিলাস কৰ্ম্মিক নামক বিচিত্র ধনুকের শর ।
 ধনুকের কোটিদ্বয় শিঞ্জিনী গুণে আবদ্ধ ॥ ৪৪ ॥

মন্ত্রঘোষ নামে কৃষ্ণের শূল, বংশী ভুবন মোহনকারী তাহার
 রাধা রাধা এই শব্দে বড়িশের ত্রায় জগতকে আকর্ষণ করে ।
 এবং ঐ বংশী যে ছয়টি চন্দ্র আছে তাহার শব্দে ত্রিভুবনের
 মদন বর্দ্ধন হয় ॥ ৪৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পরম প্রেষ্ঠয়া পরম প্রেয়স্যাসহ সুখেরতিঃ সুখরমণ মতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
 লীলেতি । লীলাপদ্মং ক্রীড়াকমলং সদাস্মেরং সदैব প্রস্তুতিতং ।
 শিঞ্জিনী ধনুশৃঙ্গঃ । অটনীযুগং কোটিদ্বয়ং । কান্মুকং ধনুঃ । স্বৰ্ণচিত্রিতং
 সুবর্ণভূষিতং ॥ ৪৪ ॥ মন্ত্র ইতি । দিষাণঃ শূলঃ ভুবনমোহন ত্রিজগ-
 ন্মুখকারী বংশী ওস্য সপ্তবজ্রানি রাধারূপ মীনস্য মদন বর্দ্ধন বড়িশী
 ভূতানীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ পাণাবিতি । পানৌহস্তে পশুবশীকারৌ দোহনী

পাণৌপশু বশীকারৌ দোহন্য মৃতদোহনী ।
 অর্দ্ধাপাতি সহোরস্কা নবরত্নাঙ্কিতাভুজে ।
 অঙ্গদৈরঙ্গদাভিক্ষে চিক্কেণেনাগ কঙ্কণে ॥ ৪৬ ॥
 কিক্কিণীকুণ বাঞ্চার মঞ্জীরৌ হংসগঞ্জনৌ ।
 কুরঙ্গনয়নাচিত্ত কুরঙ্গহর শিঞ্জিতৌ ॥ ৪৭ ॥
 হারস্তারা বলীনান মনিমালা তড়িৎপ্রভঃ ।
 বন্ধরাধা প্রতিকৃতি নিক্কোহৃদয় মোদনঃ ।
 কৌস্তভাখ্যোগনির্বেনপ্রবিষ্টেহৃদিশোভনঃ ॥ ৪৮ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণের হস্তে যে দোহন পাত্র আছে তাহা পশুবর্গের বশী-
 করণ করে । রত্ন নির্মিত নব কঙ্কণে অতি মনোহর শোভা
 বর্ধন করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

কিক্কিণী ও নুপুরের ঝণু ঝুহু শব্দে হংস তিরস্কৃত হয় এবং
 কুরঙ্গ নয়নাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে ॥ ৪৭ ॥

তারাবলী নামে যে হার কৃষ্ণের গলদেশে লম্বমান আছে
 তাহা বিজ্ঞাতের ন্যায় সমুজ্জ্বল । কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধা নামাঙ্কিত
 এক নিক্ক আছে এবং বন্ধঃস্থলে কৌস্তভ নামে মণি রহি-
 য়াছে ॥ ৪৮ ॥

অন্যার্থঃ ।

অমৃতদোহন্যৌ দোহনপাত্রৌ । ভুজেবাহৌ চিক্কেণে সমুজ্জ্বলে কঙ্কণে
 হস্ত ভূষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ কিক্কিণীতি । হংসগঞ্জন্যৌ হংসরব
 বিনিম্বকৌ মঞ্জীরৌ নুপুরৌ । কুরঙ্গনয়নানাং চিত্তকুরঙ্গানি শিঞ্জি-
 তানি যয়োস্তৌ ॥ ৪৭ ॥ হারৈতি । তারা বলীনাম হারঃ কণ্ডভূষণং
 তড়িৎ প্রভঃ বিদ্যুৎ সমুজ্জ্বলঃ মালা মনিপ্রথিত হারঃ ॥ ৪৮ ॥

কুণ্ডলে মকরা কারে রতিরাগাদি বর্ধনে ।
 কিরীটং রত্নকপাখ্যং চূড়াচামর ডামরং ।
 নানারত্ন বিচিত্রাখ্যং মুকুটং শ্রীহরেবিদুঃ ॥৪৯॥
 পত্রপুষ্পময়ী মালা বনমালা পদাবধি ।
 বৈজয়ন্তীভ কুমুদৈঃ পঞ্চবর্ণৈঃ বিনির্মিতা ॥৫০॥
 কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণাশ্চান্যাঃ পরিবার তয়াযুতাঃ ।
 গান্ধীমুখ্যশ্চত্র ক্ষণ্যশ্চেট্যোভূজারিকাদিকাঃ ॥৫১॥

ভাষা ।

কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল তাহাতে সকলের রতিরাগ বর্ধন হয়।
 চূড়া শোভিত মুকুট মস্তকে শোভা পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥
 কৃষ্ণচন্দ্রের গললব্ধিত পত্র পুষ্প রচিত মালা পদাবধি দোলি-
 তেছে এবং পঞ্চবর্ণে চিত্রিত কুমুম পতকা উদ্ভীন হই-
 তেছে ॥ ৫০ ॥
 সাদ্ধী, ব্রহ্মাণীও ভূজারিকা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রী কক্ষের
 পোষ্য বর্গ বলিয়া পরিগণিত ॥ ৫১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কুণ্ডল ইতি । মকরাকারে মকরবদতি ভঙ্গিমতী । কুণ্ডলে কর্ণভূষণে ।
 রতি রাগাদি বর্ধনে রত্নানুরাগাদীপকে । কিরীটং মুকুটং ॥ ৪৯ ॥
 পত্রেতি পদাবধি আপাদলব্ধি বনপত্র পুষ্পময়ী মালালব্ধিতে ইত্যর্থঃ ।
 পঞ্চবর্ণৈঃ কুমুদৈঃ বিনির্মিতা রচিতা বৈজয়ন্তী পতাকা ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
 কাশ্চিদিতি । অন্যাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণগণা অপর পরিবারযুতাঃ তেষামপি
 পরিবারো বিদ্যতে ॥ ৫১ ॥ পূর্বেতি পূর্ণা বৎসতরী প্রভৃতয়ঃ অন্যাঃ

পূর্ণাবৎসতরী তুঙ্গী কক্খটীনাম কক্খটী ।
 কুরঙ্গী রঙ্গিনীখ্যাতা চকোরী চারুচন্দ্রিকা ॥৫২॥
 অহোরাত্রং চরিত্রাণি ললিতা বিশ্বনাথয়োঃ ।
 পঠন্তী চিত্রয়াবাচা যাচিত্রং কুরুতে সখী ।
 নিবহন্তি নিজেকুঞ্জে মৃদঙ্গ বেণুরাধিকা ॥ ৫৩ ॥

ইতি রাধাতন্ত্রে বিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

পূর্ণা, বৎসতরী, তুঙ্গী, কক্খটী, কক্খটী, কুরঙ্গী, রঙ্গিনী
 চকোরী ও চন্দ্রিকা প্রভৃতি সখীগণ অহোরাত্র স্থললিত বাক্যে
 রাধাকৃষ্ণের চরিত্র গান করে এবং ললিতা সখী চিত্র পটে প্রতি-
 মূর্তি চিত্রিত করিয়া উভয়ের প্রীতি বর্দ্ধন করে ও রাধিকাকে
 কুঞ্জে লইয়া যায় ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥

ইতি বিংশতি পটলঃ ।

অন্যার্থঃ ।

সখ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ অহো রাত্রিমিতি । ললিতাসখী তহোরাত্রঃ
 নিবাহিনী বিশ্বনাথয়োঃ রাধাকৃষ্ণয়োঃ চরিত্রাণি পঠন্তী চিত্রং রাধাকৃষ্ণ
 মূর্তি লেখনং কুরুতে ॥ ৫৩ ॥

ইতি ঐচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্যকৃতে রাধাতন্ত্র ব্যাখ্যানে
 বিংশতিপটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণুদেবি পরং তত্ত্বং বাসুদেবস্য যোগিনি ।
 অত্যন্ত মধুরং শান্তং সৰ্বজ্ঞানোত্তমোত্তমং ॥১॥
 মোহস্তম্বা জ্ঞতা রৌক্ষং বশতা কামতন্ময়ঃ ।
 লোলতা মদমাৎসর্যং হিংসাখেদ পরিশ্রমাঃ ।
 অসত্যং ক্রোধ আকাজ্জা আশঙ্কা চিত্তবিভ্রমঃ ।
 বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশ স্মৃতাঃ ॥২॥
 অষ্টাদশ মহাদোষ রহিতাভগবত্তমুঃ ।
 সৰ্বৈশ্বর্যময়ী সত্য বিজ্ঞানানন্দ রূপিণী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে দেবি ! পরমতত্ত্ব বাসুদেব রহস্য বলিতেছি শ্রবণ কর । ইহা অতি মনোহর ও সৰ্ব জ্ঞানের কারণ ॥ ১ ॥

মোহ, তত্ত্বজ্ঞতা, রৌক্ষ, বশতা, কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাজ্জা, আশঙ্কা, চিত্তবিভ্রম, বিষমতা ও পরাপেক্ষা এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ কথিত আছে ॥ ২ ॥

ভগবান কৃষ্ণ শরীর এই অষ্টাদশ দোষ রহিত সৰ্বৈশ্বর্যময়, নিত্য ও নিত্য জ্ঞানানন্দ রূপী ॥ ৩ ॥

অস্যার্থঃ ।

ঈশ্বরউবাচেতি । হেযোগিনি বাসুদেবস্যসৰ্বজ্ঞানোত্তমঃতত্ত্বং শৃণু ॥১॥
 মোহ ইতি । মোহাদয়োঃ অষ্টাদশ প্রকারা দোষা দোষত্বেন গ্রাহা ॥২॥
 অষ্টাদশ ইতি । ভগবন্তনুঃ ভগবচ্ছরীরং উক্তাষ্টাদশদোষহীন । সৰ্বৈশ্বর্যময়ী অনির্মাণ্যশক্তি যুক্তা ॥ ৩ ॥ নেতি তস্যভগবতঃ মাংস মেদঃ

নসত্যপ্রকৃতা মূর্ত্তি স্মাংস মেদোস্থি সন্তুবা ।
 যোগাচ্চৈব মহেশানি সৰ্ব্বাণ্য নিত্য বিগ্রহঃ ॥৪॥
 যোবেত্তি ভৌতিকং দেহং বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ।
 তংদৃষ্ট্বা প্যথবা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মহত্যামবাণুয়াৎ ॥৫॥

ঈশ্বর উবাচ ।

ত্রিবিস্তীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখৰ্বং সূমনোহরং ।
 পঞ্চদীৰ্ঘং পঞ্চ সূক্ষ্মং ষট্‌তুঙ্গং সপ্ত রক্তিমং ॥৬॥
 বিগ্রহে লক্ষণং জ্ঞেয়ং বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ।

ভাষা ।

কৃষ্ণ শরীর মাংস শোণিত মেদ ও অস্থি নির্মিত প্রাকৃত
 নহে । তিনি যোগ বলে নিত্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

যে ব্যক্তি ভগবান কৃষ্ণ দেহকে ভৌতিক বোধ করে তাহাকে
 দর্শন কিম্বা স্পর্শ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ ভাগী হয় ॥ ৫ ॥

মহাদেব বলিতেছেন কৃষ্ণ শরীরে তিনটি স্থান বিস্তীর্ণ,
 তিনটি গম্ভীর, তিনটি খৰ্ব্ব, পঞ্চ দীৰ্ঘ, পঞ্চ সূক্ষ্ম, ছয়টি উচ্চ
 এবং সপ্তস্থান রক্তিম আছে ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ শরীরের এই লক্ষণ বলিলাম হে পার্শ্বতি ! বিস্তীর্ণ গম্ভী-
 রাদি যাহা বলিয়াছি তাহার বিশেষ বলিতেছি শ্রবণ কর ।

অস্যার্থঃ ।

সন্তুবা তনুনাশ্চি স সৰ্ব্বাণ্য সৰ্ব্বমযঃ যোগাৎ নিত্য বিগ্রহঃ নিত্য-
 শরীরঃ ॥ ৮ ॥ ইতি । যোজনঃ বাসুদেবস্য ভৌতিকং পঞ্চভূতাত্মকং
 দেহং বেত্তি জানাতি । তং ঈশ্বরস্য পঞ্চভূতাত্মকদেহ স্বীকর্তারং
 দৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা বা ব্রহ্মহত্যাং ব্রহ্ম বধজনিত পাপং অবাণুয়াৎ ॥৫॥ ইশ্বর-
 উবাচেতি । বাসুদেবশরীরে ত্রিণিস্থানানি বিস্তীর্ণানি প্রপঞ্চানি ।
 ত্রিণি গম্ভীরানি ত্রিণি খৰ্ব্বানি পঞ্চদীৰ্ঘানি পঞ্চ সূক্ষ্মানি তুঙ্গং উচ্চং সপ্ত-
 রক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ বিগ্রহে ইতি । বিগ্রহে শরীরে । কপোলৌ

নাভিকণ্ঠং কপোলৌচ তথাবক্ষঃ স্থলং হরেঃ ।
 ত্রিবিম্বীর্ণং ত্রিগম্ভীরং ত্রিখৰ্ভং হরেৰ্বিদুঃ ॥ ৭ ॥
 খৰ্ভতা ত্রিষু বিজ্ঞেয়া নখ কেশাধরেষুচ ।
 নাভৌ হস্তেচ নেত্রেচ গাম্ভীৰ্য্যং কবয়ো বিদুঃ ॥ ৮ ॥
 পাণিপাদৌচ হস্তেচ নেত্রয়ো হস্তয়ো স্তথা ।
 দীৰ্ঘতাপঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্য পার্শ্বতি ॥ ৯ ॥
 গ্রীবায়াং মধ্যদেশেতু জজ্জ্বায়াং দন্ত কুন্তলে ।
 সূক্ষ্মতা পঞ্চ বিজ্ঞেয়া বাসুদেবস্যকামিনি ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

নাভি, কণ্ঠ কপোল ও বক্ষঃ স্থলাদি স্থান বিশেষের কোন কোন স্থানত্রয় বিম্বীর্ণ কোন স্থান বা গম্ভীর এই রূপ খৰ্ভ দীৰ্ঘ ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

পণ্ডিত গণ কৃষ্ণের নখে, কেশ ও অধরে খৰ্ভতা, নাভি হস্ত ও নেত্রে গাম্ভীৰ্য্য বর্ণন করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

হে পার্শ্বতি ! হস্ত পাদ ও নেত্র প্রভৃতি পঞ্চ স্থান দীৰ্ঘ বাসুদেব শরীরের এই লক্ষণ জানিবে ॥ ৯ ॥

গ্রীবা, কাটি দেশ, জজ্জ্বা ও কেশ বাসুদেবের এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

গণ্ডৌ । বিদুর্কানিষ্ঠ ॥ ৭ ॥ খৰ্ভতেতি । নখকেশাধরেষু ত্রিষুস্থানেষু খৰ্ভতা । নাভৌ হস্তে নেত্রেচ গাম্ভীৰ্য্যং গম্ভীরত্বং । বিদুঃ জানন্তি । কবয়ঃ পণ্ডিতাঃ ॥ ৮ ॥ পাণীতি । পাণ্যাতিষু পঞ্চস্থ স্থানেষু দীৰ্ঘতা । বাসুদেবস্য পাণিপাদাদয়ো দীৰ্ঘাইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ গ্রীবায়ামিতি । গ্রীবায়াং গলদেশে মধ্যদেশে কট্যাং জজ্জ্বায়াং দন্তে কুন্তলে কেশেচ সূক্ষ্মতা বিজ্ঞেয়া জানীয়াৎ ॥ ১০ ॥ পাদয়োৰিতি পাদদ্বয়ে কর্ণদ্বয়ে নাভৌ

পাদয়োঃ কর্ণয়োর্নাভৌ বক্ত্রে নাসা পুটদ্বয়ে ।
 নেত্রয়োঃ কর্ণয়োশ্চৈব হরেঃ সপ্তসু রক্তিমা ॥১১॥
 নাসাগ্রীবাস্কন্ধ বক্ষঃ শিরঃ কটিষু পার্শ্বতি ।
 ভুঙ্গদ্বং বাসুদেবস্য দ্বাত্রিংশৎকায় লক্ষণং ।
 শরীরং পরমেশানি এতল্ললক্ষণ সংযুতং ॥ ১২ ॥
 এতৎ সর্বং বরারোহে স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরী ।
 বাসুদেবো মহাবিষ্ণুঃ প্রদীপ কালিকা ইব ।
 ইদং শরীর মাশ্রিত্য নানালক্ষণ সংযুতং ॥১৩॥
 বিষ্ণুস্ত সপ্তগোভূত্বা নিগুণোপি শুচিস্মিতে ।

ভাষা ।

পাদ, কর্ণ নাভি বক্র, নাসিকা নেত্র কর্ণ বাসুদেবের এই
 সপ্ত স্থানে রক্তিমা প্রকাশিত হয় ॥ ১১ ॥

নাসা, গ্রীবা, স্কন্ধ, বক্ষ, মস্তক, ও নিতম্ব হে পার্শ্বতি !
 বাসুদেবের এই কয়েকটি স্থান উচ্চ । হে পরমেশানি ! দ্বাত্রিংশৎ
 সৎ চিহ্ন লক্ষিত বাসুদেব শরীর জগৎ কারণ ॥ ১২ ॥

হে সুন্দরি ! এই সকলই স্বয়ং প্রকৃতি । মহাবিষ্ণু বাসুদেব
 প্রদীপ কালিকার শরীর আশ্রয় করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

অর্থঃ ।

বক্ত্রে নাসিকাষ্টয়ে নেত্রদ্বয়ে কর্ণদ্বয়েচ এতেষু সপ্তসু স্থানেষু রক্ত-
 বর্ণত্বং ॥ ১১ ॥ নাসেতি । হে পার্শ্বতি বাসুদেবস্য নাসাদিষট্শু
 স্থানেষু ভুঙ্গদ্বং উচ্চত্বা । কৃষ্ণশরীর মেঘদ্বাত্রিংশৎলক্ষণ সংযুতং
 বিজ্ঞেয়ং ॥ ১২ ॥ জ্ঞেয়মিতি । এতৎ সর্বং বাসুদেবস্য শরীরাদিকং
 স্বয়ং প্রকৃতিঃ মহাবিষ্ণু বাসুদেবঃ স্বয়ং নিঃশরীরঃ প্রদীপ কপিকা-
 ইব ॥ ১৩ ॥ বিষ্ণুরিতি । নিগুণো বিষ্ণুঃ সপ্তগো ভূত্বৈব কর্মকর্তা

কৰ্মকৰ্ত্তা সদা বিষ্ণু রন্যথা নিশ্চলঃ সদা ।
 শরীরংকালিকাসাক্ষাৎ বাসুদেবস্য নান্যথা ॥ ১৪ ॥
 বৃন্দাবন রহস্যং যৎমহামায়া স্বয়ং প্রিয়ে ।
 শক্তিং বিনা মহেশানি পরং ব্রহ্ম শবাকৃতি ॥ ১৫ ॥
 কৃষ্ণস্য নখচন্দ্রভা কোটিব্রহ্ম সমপ্রভা ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি বাসুদেবস্য কামিনি ॥ ১৬ ॥
 একৈক নখচন্দ্রেষু কোটিব্রহ্ম সমপ্রভং ।
 সৰ্বংহি কৃষ্ণদেবস্য ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

নিগুণ বাসুদেব প্রকৃতির আশ্রয়ে সগুণ হইয়া কৰ্ম কৰ্ত্তা হইয়াছেন । প্রকৃতি সহায় ব্যক্তিরেকে বিষ্ণু নিশ্চল । বিষ্ণু শরীর সাক্ষাৎ কালিকা দেবী ॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবন রহস্য যাহা দেখিতেছ সকলই প্রকৃতির কার্য । প্রকৃতি ব্যতিরেকে পরং ব্রহ্ম শবাকৃতি ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণের নখ চন্দ্রভা কোটি ব্রহ্ম সম । হে কামিনি ! এই ত্রিভুবনে বাসুদেবের কিছুই অসাধ্য নাই ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণের এক এক নখে কোটি ব্রহ্ম সম উজ্জ্বল জ্যোতি । হে দেবি ! কৃষ্ণের এই সকল মাহাত্ম্যই ত্রিপুরা পূজনের ফল ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অন্যথা নিগুণশ্চেৎ নিরঞ্জিয়ঃ ॥ ১৪ ॥ বৃন্দাবনেতি । যৎবৃন্দাবন রহস্যাদিকং তৎস্বয়ং মহামায়া । শক্তিং বিনাপরং ব্রহ্ম শবরমিচ্ছন্তং ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণস্যেতি । কৃষ্ণ নখচন্দ্রদীপ্তয়ঃ কোটিব্রহ্মসমাঃ । হে কামিনি ! বাসুদেবস্য কিমপি না সাধ্যং বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥ একৈকেতি । কৃষ্ণস্যভ্যঙ্গাঙ্গাদ্যাদিকং ত্রিপুরাপদপূজন ফল মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ দেব্যাচ্যেতি ।

দেবুবাচ ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণব তারক ।
 রূপয়া কথ্যতাং দেব পদ্মিনী তত্ত্ব মুত্তমং ।
 কথ্যতাং পদ্মিনী তত্ত্বং রূপয়াপরমেশ্বর ॥১৮॥

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী রাধিকাদূতী ত্রিপুরায়াঃ শুচিস্মিতে ।
 প্রত্যহং কুরুতে দেবি কুলাচারং সুদূর্লভং ॥১৯॥
 নানাতন্ত্রেষু যচ্চোক্তং কুলাচরণ মুত্তমং ।
 তৎসর্বং পরমেশানি পদ্মিনী পরমাদ্ভুতং ॥২০॥

ভাষা ।

পার্বতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে সংসারার্ণবতারক মহাদেব
 কৃপাকরিয়া পদ্মিনী তত্ত্ব আমার নিকট বল ॥ ১৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন; ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী রাধিকা
 রূপে প্রত্যহ অতি গোপনীয় পরম দূর্লভ কুলাচার সাধন
 করেন ॥ ১৯ ॥

যে সকল কুলাচার নানা তন্ত্রে গোপিত হে পরমেশানি !
 পদ্মিণী সেই সকল কুলাচার সাধন করেন ॥ ২০ ॥

অস্যার্থঃ ।

হে মহাদেব কৃপয়া মদনুগ্রহেণ পদ্মিনী তত্ত্বং কথ্যতামিত্যর্থঃ ॥১৮॥ ঈশ্বর
 উবাচেতি । হে পার্বতি ত্রিপুরায়া দূতী পদ্মিনী রাধিকারূপেণাভীর্ণা
 সতী প্রতিদিনং কুলাচার সাধনং কুরুতে ॥ ১৯ ॥ নামেতি । নানা
 তন্ত্রেষু যৎকুলাচার মুক্তং তৎসর্বমেব পদ্মিনী কুরুতে ইতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

বিসৃজ্য বহুধা মূর্তিঃ নায়িকাং পদ্মমালয়া ।
 কোটিশস্ত্র মহেশানি সৃষ্টবৈ পদ্মিনীপ্রিয়ে ॥২১॥
 পদ্মিনী পরমাশ্চর্যা রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী ।
 হেমন্তে প্রথমেমাসি হেমাস্তং নগনন্দিনি ।
 যথেষ্টয়া মহেশানি কুলাচারং করোতিহি ॥২২॥
 কায়ব্যূহং সমাশ্রিত্য পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ ।
 রেমেগোগোপগোপীষুপদ্মিনীসৃষ্টিযুক্রমাৎ ॥২৩॥
 কৃষ্ণেপি বহুধামেনে আত্মানং কুলসাধনে ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! পদ্মিনী পদ্ম মালাতে স্বীয় মূর্তি বিসর্জন
 করিয়া রাধাকপ সৃষ্টিকরিলেন ॥ ২১ ॥

পরমাশ্চর্যা পদ্মিনী কৃষ্ণমোহন রাধা শক্তি ধারণ করিয়া
 হেমন্তের প্রথম মাসে যথেষ্ট কপে কুলাচার সাধন করিতে
 লাগিলেন ॥ ২২ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ বহুরূপ ধারণ করিয়া গোপ ও গোপী গণের
 সহিত বিবিধ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিসৃজ্যেতি । হে প্রিয়ে পার্শ্বতি । পদ্মমালায়ং বহুধা মূর্তিঃ পরিত্যজ্য
 কোটিশো মূর্তিঃ সৃষ্টবৈ উপাদিতা ॥ ২১ ॥ পদ্মিনীতি । কৃষ্ণমোহিনী
 পদ্মিনী হেমন্তে প্রথমে মাসি যথেষ্টয়া কুলাচার সাধনং করোতীতি-
 ভাষা ॥ ২২ ॥ কায়ৈতি । কায় ব্যূহং বহুশরীরং পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ
 সিতপদ্মনেত্রঃ । রেমেক্রীড়তি ॥ ২৩ ॥ কৃষ্ণইতি । যাসুদেবোপি
 কুলাচার সাধনার্থং আত্মানং বহুরূপং বহুধামেনে । পূর্বোক্ত উক্তানু-

বহুকামং সমাশ্রিত্য কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ।
 পূর্বোক্ত তন্ত্রবৎসর্বং কুলাচারং করোতিসঃ ॥২৪॥
 নায়িকাপর মাশ্চার্য্য পীঠাষ্টক সমন্বিতা ।
 নায়িকাপূজনাদেবিকালিকাপূজিতাভবেৎ ॥২৫॥
 সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বাসিদ্ধীশ্বরোহরিঃ ।
 পদ্মিনীং বামভাগেহু সংস্থাপ্য বরবর্গিনি ॥২৬॥
 কামাখ্যাভি মুখোভূত্বা ব্যাপকং ন্যাসমদ্রুতং ।
 পীঠদেবীং প্রপূজ্যথ পদ্মিন্যাং দেহ যক্তিষু ॥২৭॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ কুলাচার সাধনে আত্মাকে নানা রূপ বোধ করিলেন ।
 এবং কমলোচন কৃষ্ণ বহু কাম আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত তন্ত্রানু-
 সারে কুলাচার সাধন করিতেন ॥ ২৪ ॥

পরমাশ্চার্য্য অষ্টকোন পীঠ সমন্বিতা অষ্টনায়িকা পূজা
 করিলেন । অষ্টনায়িকা পূজনে কালিকা পূজিত হন ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণদেব সপ্তপীঠে পদ্মিনীকে বাম ভাগে রাখিয়া সপ্তলক্ষ
 জপ করিয়া সিদ্ধ হইলেন ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর দেহ যষ্টিতে কামাখ্যাভিমুখী হইয়া ব্যাপ-
 কন্যাস করিয়া পীঠদেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

সারেন কুলাচার সাধনং করোতি ॥ ২৪ ॥ নায়িকেতি । অষ্টপীঠ
 হিতানা মষ্টনায়িকানাং পূজনাদেব কালিকাপূজনং ভবেদ্বিতি ভাবঃ ॥২৫॥
 সপ্তেতি । হে বরবর্গিনি পদ্মিনীং বামভাগে সংস্থাপ্য সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং
 জপ্ত্বাসিদ্ধীশ্বরো ভবেদ্বিতি ॥ ২৬ ॥ কামাখ্যেতি । কামাখ্যা যোনি
 পীঠং তদ্বিতি মুখোভূত্বা পদ্মিন্যাঃ শরীরে ব্যাপক ন্যাস মাচরেৎ
 ইতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ যেকিতি । যেন যেন তন্ত্রে যৎকুলাচার সাধন

যেষু যেষুচ তন্ত্ৰেষু যদ্যদুক্তং শুচিস্মিতে ।
 সৎপূজ্য বিধিবদগন্ধৈ রূপচারৈ র্ননোহরৈঃ ।
 ইষ্টদেবীং মহাকালীং সৎপূজ্য বিধিবত্তদা ॥ ২৮
 সৎপূজ্য বিধিবদেবীং পদ্মিন্যা অঙ্গযষ্টিষু ।
 লক্ষ্মকং তত্র জপ্ত্বা ত্ত ওড়্ডিয়ানং ততে বিশেৎ ২২
 তৎপীঠং যোনিমুদ্রাখ্যং সৎপূজ্য প্রজপেদ্ধরিঃ ।
 নিজেষ্ঠদেবীং সৎপূজ্য জপে লক্ষ্যং সমাহিতঃ ॥ ৩০
 ওড়্ডিয়ানঞ্চোক্তযুগং কামাখ্যা যোনিমণ্ডলং ।
 কামরূপং ততো গত্বাতত্র কাত্যায়নীং শিবাং ৥ ৩১

ভাষা ।

যেষে তন্ত্ৰেতে যেষে রূপ কুলাচার সাধন ক্রম বর্ণিত আছে
 হ্রীকেশ সেই সেই বিধানানুসারে গন্ধপুষ্প ধূপ দিপাদি বিবিধ
 উপচারে ইষ্টদেবী মহাকালীর অর্চনা করিলেন ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণদেব বিধানক্রমে পদ্মিনী শরীরে মহাদেবীর অর্চনা
 করিয়া লক্ষসঙ্খ্যক জপ করিলেন তদনন্তর কামরূপে গ্রস্থান
 করিলেন ॥ ২৯ ॥

কামরূপে যে যোনিপীঠ আছে তাহাতে নিজেষ্ঠদেবীর
 অর্চনা করিয়া সমাহিত চিন্তে লক্ষজপ করিলেন ॥ ৩০ ॥

তদনন্তর সিদ্ধক্ষেত্র যোনি মণ্ডলাধিষ্ঠিত কামাখ্যা তীর্থে
 কাত্যায়নীর অর্চনা করিলেন ॥ ৩১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যুক্তং তেষতে নৈব প্রকারেণ গন্ধপুষ্পাদিভি রূপচারৈ র্ননোহরৈঃ দিষ্ট-
 বিদ্যাং জতিতি ॥ ২৮ ॥ সৎপূজ্যেতি । পদ্মিন্যা অঙ্গ যষ্টিষু পদ্মিন্যা
 অষ্ট নায়িকাসু । যোগপীঠং যোগাসনং । অত্র ওড়্ডিয়ানমিতি
 পাঠান্তরং ॥ ২৯ ॥ তদ্বিতি । তৎপীঠং যোগপীঠং । যোনিমুদ্রাখ্যং
 যোনিচক্রাকারং । সমাহিতঃ স্তবঃষডঃ । ৩০ ॥ ওড়্ডিয়ানমিতি ।

কামরূপং মহেশানি ত্রক্ষণো মুখমুচ্যতে ।
 তত্রলক্ষং মহেশানি প্রজপ্য বিধিবদ্ধরিঃ ॥ ৩২ ॥
 ততঃ জালন্ধরং গঙ্গা কৃষ্ণঃ সংপূজ্য ঈশ্বরীং ।
 জালন্ধরং মহেশানি স্তনদ্বয় মুদাহতং ।
 তত্রৈব লক্ষং জপ্ত্বা বৈরুষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ । ৩৩ ।
 ততঃ পূর্ণগিরৌ গঙ্গা চণ্ডীং সংপূজ্য সত্তরং ।
 তত্রলক্ষং হরিজপ্ত্বা মন্তকে বরবর্ণিনি ॥ ৩৪ ॥

ভাষা ।

হে পরমেশ্বর! যোনিমণ্ডল কামাখ্যা অতি মহাতীর্থ
 সেই স্থলে বিধানক্রমে দেবীর পূজা সমাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥

তদনন্তর জালন্ধরে গমন পূর্বক ঈষ্টদেবীর আরাধনা করি-
 লেন । জালন্ধরে ভগবতীর স্তনদ্বয় পতিত হইয়াছিল সেই
 স্থানে কৃষ্ণ লক্ষজপ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর পূর্ণ গিরিতে গমন পূর্বক চণ্ডীর অর্চনা করি-
 লেন । এবং ঐ পর্বতের শিখরদেশে যাইয়া পদ্মিনী মন্তকে
 জপ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

অস্যার্থঃ ।

ওড়্ডিয়ানং সিন্ধুক্ষেত্র বিশেষঃ । কাত্যায়নীং শিবাং জপেদিত্তি
 শেষঃ ॥ ৩১ ॥ কামরূপমিতি । কামরূপং যোনিগীঠং । তত্র কামরূপে
 লক্ষং জপেদিত্তি ভাবঃ । ৩২ ॥ তত ইতি । জালন্ধরং পীঠ বিশেষঃ ।
 তত্র ভগবত্যা স্তনদ্বয়ং পতিত মাসীৎ । তত্রাপি লক্ষং মন্তকে জপেদিত্তি
 ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তত ইতি । পূর্ণ গিরৌ পূর্ণাখ্যে পর্বতে চণ্ডীং সংপূজ্য
 মন্তকে চণ্ডী মন্তকোপরি লক্ষং জপেদিত্তি ভাবঃ । বরবর্ণিনীতি পার্শ্বতা
 ন্যবোধনং ॥ ৩৪ ॥ স্থলেতি । পদ্মিন্যাং দেহ বস্ত্রিণী পদ্মিনীশরীরেণ

মূলদেবীং প্রপূজ্যাত পদ্মিন্যাং দেহ যষ্টিষু ।
 প্রজপ্য পরমেশানি লক্ষং পরম দুর্লভং ॥ ৩৫ ॥
 কামচক্রান্তরে পীঠে বিন্দুচক্রে মনোহরে ।
 যজেদ্দেবীং মহামায়াং সদাদিক্করিবাসিনীং ৩৬
 পীঠেপীঠে মহেশানি জপ্ত্বা কৃষ্ণঃ সমাহিতঃ ।
 সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষং জপ্ত্বা সিদ্ধীশ্বরো হরিঃ ॥ ৩৭ ॥
 এবমেব প্রকারেণ সিদ্ধোভূদ্ধারি রব্যয়ঃ ।
 হেমন্তে ঋতুকালে চ কুলসাধন মাচরেৎ ॥ ৩৮ ॥

ভাষা ।

অনন্তর পদ্মিনীর দেহ যষ্টিতে মূলদেবীর পূজা করিয়া হরি
 একাগ্রচিত্তে লক্ষ জপ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

কামচক্র ও বিন্দুচক্র প্রভৃতি যন্ত্র করিয়া মহামায়া কাত্যায়নীর
 আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

এইকপে নানাপীঠে ও নানা সিদ্ধক্ষেত্রে জপ পূজা সমাধা
 করিয়া সপ্তপীঠে সপ্তলক্ষ জপ করিয়া হরি সিদ্ধ হইলেন ॥ ৩৭ ॥

হরি এই প্রকারে সিদ্ধ হইয়া হেমন্তের প্রথম মাসে কুলা-
 চার সাধনে তৎপর হইলেন ॥ ৩৮ ॥

অস্তুার্থঃ ।

মূলদেবীং ইষ্টবিদ্যাং সংপূজ্য লক্ষং জপেদिति ॥ ৩৫ ॥ কামেতি ।
 কামচক্র মধ্য বিন্দুচক্র মধ্য চ দিক্করি বাসিনীং দিগ্‌দজ্জাধিত্রীং
 মহামায়াং জপেৎ পূজয়েদिति ॥ ৩৬ ॥ পীঠে ইতি । সকল পীঠ এব
 হরিঃ সমাহিতঃ স্তবঃ যতঃ সন্ দেবী মারাধয়েৎ । অপি চ সপ্তপীঠে
 সপ্তলক্ষং জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ এবমিতি । এব যুক্তপ্রকারেণ মহা-
 দেবী মারাধ্য সিদ্ধো ভূঃ । অব্যয়ঃ সনাতনঃ । হেমন্তে ঋতাবেব
 কুলসাধন মাচরেদिति যাবৎ ॥ ৩৮ ॥ হৃদ্যবনে ইতি । কৃতীয়ে কুজে

বৃন্দাবনে মহারণ্যে কুটীরে পল্লবাবৃত্তে ।
 যমুনোপবনে শোকে নবপল্লব শোভিতে ॥ ৩৯ ॥
 হংস কারণ্ডবাকীর্ণে দাত্যুহগণ কুজিতে ।
 ময়ূর কোকিলবৃত্তে নানাপক্ষি সমাবৃত্ত ।
 শরচ্ছন্দ্র সহস্রৈশ শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ॥ ৪০ ॥
 ব্রজভূমিং মহেশানি শ্যামভূমিং সদাপ্রিয়ে ।
 যত্রকালী মহামায়া মহাকালী সদাস্থিতা ।
 তত্রবৃক্ষং মহেশানি স্বয়ং কালীতমালকং ॥ ৪১ ॥

ভাষা ।

মহারণ্য বৃন্দাবনে, নবপল্লবাবৃত্ত কুটীরে অশোকবন শোভিত
 যমুনার উপবনে কুলাচার সাধন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণের কুলাচার সাধন স্থানে হংস কারণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গম-
 গণে সমাকীর্ণ ; জলকাক ও চাকত প্রভৃতি পক্ষীগণের মধুর
 কুজনে পরিপূর্ণ ময়ূর কোকিলাদিবিহগ সমূহে বিভূষিত
 এবং পূর্ণশরচ্ছন্দ্রের চন্দ্রিকায় সমাবৃত্ত ॥ ৪০ ॥

ব্রজভূমি শ্যামশব্দরের অতিপ্রিয় যেখানে মহামায়া কাত্যা-
 যনী সর্বদা বিদ্যমান আছেন এবং স্বয়ং মহাকালীতমাল রূপে
 বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪১ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

পল্লবাবৃত্তে পল্লবশোভিত যমুনায়া উপবনে অশোকবন শোভিতে । ৩৯ ।
 হংসৈঃ । হংসকারণ্ডবৈঃ পক্ষিভিঃ বাকীর্ণে দাত্যুহগণ কুজিতে চাকত-
 দিভিঃ পক্ষিভির্নাদিতে । সহস্রপূর্ণ শরচ্ছন্দ্র শোভিতে ব্রজমণ্ডলে ।
 মহাদেবী মারী ধয়েদিত্যি শেষঃ ॥ ৪০ ॥ ব্রজেতি । ব্রজভূমিং বৃন্দাবন
 স্থানং শ্যামভূমিং কৃষ্ণ প্রিয়স্থানং । যত্র মহামায়া কাত্যায়নী স্থিতা যত্র
 তমাল বৃক্ষঃ স্বয়ং কালী ॥ ৪১ ॥ কদম্বমিতি । ব্রজমণ্ডলে যৎকদম্ব

কদম্বং পরমেশানি ত্রিপুরা ব্রজমণ্ডলে ।
 কল্পবৃক্ষসমং ভদ্রেতমালংহি কদম্বকং ॥ ৪২ ॥
 তবকেশ সমুহেন নির্মিতং ব্রজমণ্ডলং ।
 ব্রজেব্রজমহেশানি পুণ্ডরীক নিভক্ষণঃ ।
 কৃতে সুদুষ্করেদেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গত্যা ৷৪৩৥
 কৃষ্ণস্য মন্ত্রসিদ্ধিহাং পশ্চাদাবিরভূৎপ্রিয়ে ।
 বরং বরয়রেপুত্র যত্তেমনসি বর্ততে ॥ ৪৪ ॥

ভাষা ।

হে পরমেশানি ! ব্রজমণ্ডলে যে কদম্বক তাহা স্বয়ং
 ত্রিপুরা । বৃন্দাবনের তমাল কদম্বাদি তরুগণ কল্পবৃক্ষ তুল্য ॥ ৪২ ॥
 হে দেবি ! তোমার কেশনির্মিত ব্রজমণ্ডলে গমন করিয়া
 পুণ্ডরীকাক নানা প্রকার দুষ্কর তপশ্চরণ করিলে কালী সাক্ষাৎ
 কার-প্রদান করিলেন ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণের মন্ত্র সিদ্ধি প্রভাবে কালী প্রত্যক্ষ হইয়া বলিতেছেন,
 রে পুত্র কৃষ্ণ তোমার মনে যে বরের ইচ্ছা হয় তাহা গ্রহণ
 কর ॥ ৪৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

তৎস্বয়ং ত্রিপুরা । তমালং কদম্বকং কল্প বৃক্ষসমং ॥ ৪২ ॥ তবেতি ।
 ব্রজমণ্ডলং তবকেশ সমুহেন নির্মিতং । হে মহেশানি পুণ্ডরীক নিভক্ষণঃ
 কৃষ্ণঃ ব্রজে বৃন্দাবনে ব্রজন গচ্ছন্ কাত্যায়নী মারাদয়েদিতি শেষঃ ।
 দুষ্করে দুঃসাধ্যে উপদি কৃতে আচরিতে সতি কালী প্রত্যক্ষী
 বভূব ॥ ৪৩ ॥ কৃষ্ণস্যেতি । কৃষ্ণস্য মন্ত্র সিদ্ধ্যানন্তরং আবি রভূক্ষহা-
 নায়েতি শেষঃ । ততো মহামায়া কৃষ্ণ যুবাচ রেপুত্রভেতব মনসি যদ্বর্ততে
 তদ্বরং বরয় গৃহাণ । ৪৪ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মহেশানি যদিহ

কৃষ্ণ উবাচ ।

নমসাক্ষাৎ ন্মহেশানি যদিহ্মং পরমেশ্বরী ।
 নমান্যহং জগন্মাত শ্চরণেতে নতোস্ম্যহং ॥ ৪৫ ॥
 অসাধ্যং নাস্তি দেবেশি মমকিঞ্চিৎ শুচিস্মিতে ।
 সংমুখেসা মহামায়া প্রত্যক্ষা পরমেশ্বরী ॥ ৪৬ ॥
 কলৌতু ভারতেবষে তবকীর্তি ভবিষ্যতি ।
 স্বদগুণোৎ কীর্তনং বৎসপ্রচারিষ্যতি নান্যথা ।
 ইত্যুক্ত্বাসা মহামায়া তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪৭ ॥

ইতি রাধাতন্ত্রে একবিংশতি পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণ বলিতেছেন হে দেবি ! তুমি আমাকে দর্শন দিয়াছ
 অভাব তোমার চরণে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥

তুমি যে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছ তাহাতে এ
 ভুবনে আমার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৪৬ ॥

কলিযুগে ভারতবর্ষে তোমার কীর্তি প্রচারিত হইবে এবং
 লোকে তোমার গুণ কীর্তন করিবে মহামায়া এই বলিয়া অন্ত-
 র্হিতা হইলেন ॥ ৪৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

মম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীভূতা তে তব চরণে নমস্যামি নমস্করোমি ॥ ৪৫ ॥
 অসাধ্যমিতি । স্বয়ি মম সাক্ষাৎপ্রত্যক্ষীভূতাস্যাং সত্যং মম কিমপি অসাধ্যং
 অপ্রাপ্যং নাস্তি । স্বয়ি মৎ সংমুখে স্থিতায়া মহৎ সৰ্ব্বমেব কর্তুং
 সমর্থোমি ॥ ৪৬ ॥ কলৌবিতি । কলিযুগে ভারতবর্ষে তবকীর্তিভবি-
 ষ্যতি উৎপৎস্যতে । হে বৎস বাসুদেব তবগুণ কীর্তনং প্রচারিষ্যতি
 অপঞ্চ ভবিষ্যতি । মহামায়া ইতি উক্ত্বা বাসুদেবমিতি শেষঃ তত্রৈব
 অন্তরধীয়ত অন্তর্হিতাভূৎ ॥ ৪৭ ॥

ইতি একবিংশতি পটলঃ ॥

ততঃকালী মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচহ ।
 তচ্ছৃণু বরারোহে রাধিকা তত্ত্বমুত্তমং ॥ ১ ॥
 শৃণু পদ্মিনি মদ্বাক্যং সাম্প্রতং যদ্রসায়নং ।
 ত্বংহি দূতীপ্রিয়ে শ্রেষ্ঠে কৃষ্ণকার্য্যকরীসদা ॥ ২ ॥
 সদা ত্বং দূতিকে রাধে ব্রজবাসী ভবধু বং ।
 কৃষ্ণগোবিন্দেতি নাম্নো মধ্যৈ শক্তিস্তু মেবাহি ॥ ৩ ॥
 তন্মন্ত্রং পরমেশানি সাবধানা বধারয় ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন তদনন্তর মহামায়া কালী পদ্মিনীকে
 যাহা বলিয়াছেন, হে পার্শ্বতি ! তাহা শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

কালী পদ্মিনীকে বলিতেছেন, হে পদ্মিনি ! অতি রসময়
 আমার বাক্য শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে ! তুমি কৃষ্ণকার্য্য সাধিকা
 দূতী ॥ ২ ॥

হে পদ্মিনি ! তুমি দূতী হইয়া ব্রজবাসিনী হও । কৃষ্ণ ও
 গোবিন্দ এই নাম দ্বয়ের মন্যে তুমি শক্তিরূপ ॥ ৩ ॥

হে পদ্মিনি ! সেই মশক্তিক কৃষ্ণ গোবিন্দ মন্ত্র তোমাকে

অস্যার্থঃ ।

তত ইতি । তদনন্তরং মহামায়া পদ্মিন্যৈ যদুবাচ তৎশৃণু । রাধিকা-
 ত্বং রাধিকারহস্যং ॥ ১ ॥ পদ্মিনীং প্রতি কাল্যুত্তিঃ । হে পদ্মিনি
 মদ্বাক্যং শৃণু । রসায়নং রসযুক্তং । কৃষ্ণকার্য্যকরী কৃষ্ণস্য কুলচাঁচর
 সাধন সম্পাদায়িত্রী ॥ ২ ॥ মদেতি । ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দেতি নামদ্বয়স্য
 শক্তি ভূত্বা ব্রজে গচ্ছতি । ত্বং কৃষ্ণ গোবিন্দ নাম্নোঃ শক্তি রিত্যর্থঃ । ৩ ।
 তদিতি । তন্মন্ত্রং কৃষ্ণ গোবিন্দনামাক্ষক মন্ত্রমিত্যর্থঃ । নবাব মন্ত্রঃ

(৩৫)

(ঔ কৃষ্ণরাধে গোবিন্দ ঔ)

নবাণ নম্রোদেবেশি কথিতঃ কনলেক্ষণে ॥ ৪ ॥
 কৃষ্ণং বা পরমেশানি গোবিন্দং বা বরাননে ।
 সর্বং প্রকৃতিময়ং দেবি নান্যথা তু কদাচন ॥ ৫ ॥
 বাসুদেবস্তু দেবেশি গোপী সর্বস্ব সম্পূৰ্ণতঃ ।
 চিন্তয়ে দনিশং কৃষ্ণোরাধা রাধাপরাঙ্করং ॥ ৬ ॥
 অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ।
 পদ্মিন্যাসহ যোগেন কৃষ্ণোব্রহ্ম ময়োভবেৎ ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

বলিতেছি সাবধানে শ্রবণ কর । ঔ কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ঔ
 এই নবাক্ষর মন্ত্র তোমার নিকট বলিলাম ॥ ৪ ॥

হে সুন্দরি ! কৃষ্ণ ও গোবিন্দনাম যাহা বলিলাম তাহা
 সকলই প্রকৃতিময় । প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় না ॥ ৫ ॥

হে দেবেশি ! গোপীগণের অতি গোপনীয় পরম ধন বাসু-
 দেব সর্বদা রাধা রাধা এই পরাক্ষর চিন্তা করেন ॥ ৬ ॥

সত্ত্বগুণাশ্রয় কৃষ্ণ এই বিধানানুসারে পদ্মিনীর সহযোগে
 ব্রহ্মময় হইলেন ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

নবাক্ষরোমনুঃ বহিত উক্তঃ ॥ ৪ ॥ কৃষ্ণমিতি । কৃষ্ণং কৃষ্ণনাম গোবিন্দং
 গোবিন্দেন্তিনাম সর্বমেব প্রকৃতিময়ং । এতস্যান্যথা কদাপিনেতি
 ভাবঃ ॥ ৫ ॥ বাসুদেব ইতি । গোপী সর্বস্বসম্পূৰ্ণতঃ গোপীনাভাবরূপ
 মধ্যস্থিতং ধনং । রাধা রাধেতি পরাক্ষরং পরম মনুং চিন্তয়েৎ
 প্রজপেৎ ॥ ৬ ॥ অনেনৈবেতি । এবম্প্রকারেন কৃষ্ণঃ পদ্মিনী সাহায্য
 শাস্রিত্য ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৭ ॥ পদ্মিনীতি । সাক্ষাৎক স্বরূপিনী

পদ্মিনী রাধিকাযন্তে সাক্ষাৎ স্বকপিণী ।
 মহাবিদ্যমুপাস্যৈব রাধাকৃষ্ণঃ স্মরেৎ সদা ।
 তদৈব সহসাদেবি সাবিদ্যা সিদ্ধিদাধুবৎ ॥ ৮ ॥
 মহাবিদ্যাং বিনাদেবি যঃ স্মরেৎ কৃষ্ণরাধিকাং ॥
 তস্যতস্যচ দেবেশি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে ॥ ৯ ॥
 মহাবিদ্যাং মহেশানি পূজয়েত্তু প্রযত্নতঃ ।
 গোপনীয়ং মহাবিদ্যাং কুর্যাদেব বরাননে ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

সাক্ষাৎ স্বকপিণী পদ্মিনী রাধা মহাবিদ্যার আরাধনা
 করাতে মহাবিদ্যা সিদ্ধিদায়িনী হইলেন ॥ ৮ ॥

হে দেবি ! মহাবিদ্যা ব্যতিরেকে যে যে ব্যক্তি রাধাকৃষ্ণ
 স্মরণ করে সেই সেই ব্যক্তি পদে পদে ব্রহ্মহত্যার পাপভাগী
 হয় ॥ ৯ ॥

হে মহেশানি ! অতি যত্নপূর্বক মহাবিদ্যার আরাধনা
 করিবে কোন ক্রমেই প্রকাশ করিবে না ॥ ১০ ॥

অস্যার্থঃ ।

পদ্মিনী রাধিকা ভূত্বা কৃষ্ণঃ স্মরেৎ তদৈব কৃষ্ণ স্মরণ কালএব সা পদ্মিনী
 সিদ্ধিদাভিজিতঐদ্যভবেৎ ॥ ৮ ॥ মহাবিদ্যেতি । যে। মহাবিদ্যাং
 বিনাকৃষ্ণ রাধিকাং স্মরেৎ তস্য পদেপদে ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ স ব্রহ্মবধজনিত
 পাপভাগী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ মহেতি । মহাবিদ্যাং যত্নতঃ প্রজপেৎ
 সর্বদৈব গোপয়েচ্চ কদাপি বিদ্যানপ্রকাশ্যা ॥ ১০ ॥ রাধেতি ।
 রাধাকৃষ্ণ স্তদমে গোপনীয়তয়। অনাবশ্যকত্বাৎ একটমেন রাধাকৃষ্ণঃ

রাধাকৃষ্ণং মহেশানি স্মরেতু প্রকটায়বৈ ।
 প্রকটং পরমেশানি রাধাকৃষ্ণ মহর্নিশং ॥ ১১ ॥
 স্মরণং বাসুদেবস্য গোবিন্দস্য যথা তথা ।
 রামস্য কৃষ্ণদেবস্য স্মরণঞ্চ যথা তথা ।
 মহাবিদ্যা মহেশানি ন প্রকাশ্যা কদাচন ॥ ১২ ॥
 ইতি তত্ত্বং মহেশানি অতিগুপ্তং মনোহরং ।
 দমনং কালীয়স্যাপি যমলার্জুন ভঞ্জনং ॥ ১৩ ॥
 ভঞ্জনং শকটস্যাপি তৃণাবর্ত বধস্তথা ।
 বককেশি বিনাশশ্চ পৰ্বতস্যচ ধারণং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

কেবল মহাবিদ্যার উপাসনাই গোপনে করা বিধেয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রকাশ্যভাবে করিলে দোষ নাই ॥ ১১ ॥

বাসুদেব মন্ত্র, গোবিন্দ মন্ত্র, রাম মন্ত্র ও কৃষ্ণ মন্ত্র, যথা তথা স্মরণ করিতে পারে। কিন্তু মহাবিদ্যার মন্ত্র কখনও প্রকাশ করিবে না ॥ ১২ ॥

হে মহেশানি ! কালীয়দমন ও যমলার্জুনভঞ্জনপ্রভৃতি যে কৃষ্ণ লীলাতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও গোপনীয় ॥ ১৩ ॥

শকটাস্ত্র ভঞ্জন, তৃণাবর্তবধ, বক কেশি বিনাশ পৰ্বত

অস্ত্যর্থঃ ।

ভদ্রেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥ স্মরণমিতি । বাসুদেবস্য স্মরণং যথাতথা স্থান
 সময়াদি বিচারোনাস্তীতি ভাবঃ । রামস্য ভঞ্জনমপি তথেষ্ট্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
 তীতি । ইতি তত্ত্বং বাসুদেব পণ্ডিতী রহস্যং । কালীয়স্য কালীয়
 নাগস্য । যমলার্জুন্ ভঞ্জনং যমলার্জুন্ নামাস্ত্রনিপাতনং ॥ ১৩ ॥
 ভঞ্জনমিতি । শকটস্য শকাস্ত্রস্য । তৃণাবর্ত বধাদিবং এতদন্যং কৃষ্ণস্য

দাবানলস্য পানঞ্চ যদ্বন্যং শুচিস্মিতে ।
 কৃষ্ণস্য পরমেশানি যদ্বৎ কৃত্যং বরাননে ।
 তৎসর্বং পরমেশানি কালিকায়াঃ প্রসাদতঃ ॥১৫
 বৎসোৎসবাদিকং দেবি সর্বংকেশবজংপ্রিয়ে ।
 দৃশ্যাদৃশ্যং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং ।
 শক্তিংবিনামহেশানিনিকিঞ্চিদ্বিদ্যতেপ্রিয়ে ॥১৬॥

দেবুবাচ ।

পূর্বং যৎসূচিতং দেব রাধাচন্দ্রাবলীদ্বয়ং ।
 তৎ সর্বং জগদীশান বিস্তার্য কথয় প্রভো ॥১৭॥

ভাষা ।

বিদারণ দাবানল পান এবং অন্যান্য যে সকল কৃষ্ণের কার্য্য তাহা
 সকলই মহাবিদ্যা কালিকা দেবীর প্রসাদ লভ্যফল ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥

বৎসোৎসবাদি যে সকল কেশবের কার্য্য গোচর ও অগো-
 চর আছে তৎসমুদায়ই মহামায়া স্বরূপ হে মহেশানি ! শক্তি
 ভিন্ন আর কিছু নাই, শক্তিই সকলের কারণ ॥ ১৬ ॥

পার্কীতি বলিতেছেন । হে জগদীশ্বর ! তুমি যে আমার
 নিকট রাধা ও চন্দ্রাবলী দুই কৃষ্ণ শক্তির উল্লেখ করিয়াছ তাহা
 বিশেষ রূপে বলুন ॥ ১৭ ॥

অন্তার্থঃ ।

যদ্ যৎকর্ম্ম সর্বমেবকালিকা প্রসাদাৎ সম্পাদ্যতে ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥
 বৎসতি । কৃষ্ণস্য বৎসোৎসবাদিকং দৃশ্যাদৃশ্যং যৎকর্ম্ম তৎসর্বমেব
 শক্তিরিত্যর্থঃ শক্তিং বিনা কিঞ্চিদপি ন বিদ্যতে শক্তিময় মেব জগদীতি
 ভাষঃ ॥ ১৬ ॥ দেবুবাচেতি । হে মহাদেব পূর্বং পূর্বস্মিন্ রাধা
 চন্দ্রাবলীদ্বয় যুক্তং তৎসর্বং তয়োর্বিবরণং বিস্তার রূপেণ কথয় ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

পদ্মিনী ত্রিপুরাদূতী রাধিকা কৃষ্ণমোহিনী ।
 তস্যা দেহ সমুদ্ভূতা রাধা চন্দ্রাবলীতথা ॥ ১৮ ॥
 বৃকভাস্মুত সাক্ষাৎ কমলোৎপলগন্ধিনী ।
 পদ্মিনী সদৃশাকার। রূপলাবণ্য সংযুতা ॥ ১৯ ॥
 সুবেশা পরমাশ্চর্যা ধন্যমানময়ীসদা ।
 কৃষ্ণস্য বামপার্শ্বে স্থা পদ্মিনী পদ্মমালিনী ॥ ২০ ॥
 অন্যাস্তু শৃণুদেবেশি শক্তীঃপরম সুন্দরীঃ ।
 চন্দ্রপ্রভা চন্দ্রবতী চন্দ্রকান্তিঃ শুচিস্মিতে ॥ ২১ ॥
 ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন । হে দেবি ! কৃষ্ণ মোহিনী পদ্মিনী
 ত্রিপুরা দূতী তাঁহার দেহ হইতে রাধা ও চন্দ্রাবলী উদ্ভূতা
 হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥

পদ্মিনীর সদৃশ আকার ও রূপলাবণ্যবতী পদ্মগন্ধিনী রাধা
 বৃকভাস্মু চুহিতা ॥ ১৯ ॥

পদ্মিনীরবেশশোভা অতি সুন্দর তিনি সর্বদা মানময়ী ও
 কৃষ্ণের বামপার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন ॥ ২০ ॥

হে দেবি ! অন্যান্য পরম সুন্দরী কৃষ্ণ সখীগণ বলিতেছি
 শ্রবণ কর । চন্দ্রপ্রভা, চন্দ্রাবতী, চন্দ্রকান্তি ॥ ২১ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনীতি ত্রিপুরাদূতী বা পদ্মিনী তস্যা দেহাদেহ-
 রাধা চন্দ্রাবলীষ্ময় মুৎপন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ বৃকেতি । কমলোৎপল
 গন্ধিনী পদ্ম সৌগন্ধযুতা । রূপলাবণ্যযুতা বিশেষ রূপলাবণ্য-
 বতী ॥ ১৯ ॥ সুবেশেতি । সুবেশা বিবিধ বেশাভরণ শোভিতা ।
 মানময়ী ক্লেশা সহিষ্ণুঃ ঈষৎ ক্লেশেনৈব প্রচুর মানবতী ॥ ২০ ॥
 অন্যাস্তিতি । হে দেবি পার্শ্বতি । অন্যাস্তস্তু প্রভাদিত্যাঃ শক্তীঃ শৃণু ॥ ২১ ॥

চন্দ্রাচন্দ্রকলাদেবি চন্দ্রলেখাচ পার্ৱতি ।
 চন্দ্রাঙ্কিতা মহেশানি রোহিণীচ ধনিষ্ঠিকা ॥ ২২ ॥
 বিশাখা মাধবীচৈব মালতীচ তথাশ্রিয়ে ।
 গোপালী রত্নরেখাচ পারাখ্যাচ বরাননে ॥ ২৩ ॥
 সুভদ্রা ভদ্ররেখাচ সুমুখা সুরতিসুখা ।
 কলহংসী কলাপীচ সমান বয়সঃ সদা ॥ ২৪ ॥
 সমান বয়সঃ সৰ্বা নিত্যনুতন বিগ্রহাঃ ।
 সৰ্বাতরুণ ভূষাচ্য জপমালা বিধারিকাঃ ॥ ২৫ ॥
 অন্যাঃ শ্রেষ্ঠতমানার্য্যস্তুত্রম্যুঃ কোটি কোটিশঃ ॥
 তামাং চিত্তং চরিত্রঞ্চ নজানন্তি বনৌকসঃ ॥ ২৬ ॥

ভাষা ।

চন্দ্রা, চন্দ্রকলা, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রাঙ্কিতা, রোহিণী, ধনিষ্ঠা, বিশাখা, মাধবী, মালতী, গোপালী, রত্নরেখা, পারাখ্যা, সুভদ্রা, ভদ্ররেখা, সুমুখা, সুরতি, কলহংসী ও কপালী ইহারা সকলেই রাধার সমান বয়সী ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

চন্দ্রপ্রভা প্রভৃতি পূৰ্ব্বোক্ত সখীগণ প্রতিদিন নুতন বিগ্রহ ধারণ করেন এবং নানাবেশ ভূষাতে শোভিত, ইহা সকলেই জপমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥ ২৫ ॥

হে'দেবি ! এইরূপ অন্যান্য কোটি কোটি রাধিকার সখী ছিল তাহাদিগের চিত্ত ও চরিত্র বৃন্দাবনবাসীরা জ্ঞাত নহে ॥ ২৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

অন্যাঃ শক্তীরাহচক্ষেতি । শ্লোকদ্বয়েণ তামাং শক্তীনাং নামান্যেব কেহলানি অতঃ সুগমং ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥ সমানেতি । সৰ্ব্বাঃ শক্তয়ঃ এব সমান বয়সঃ রাধিকা সমবয়স্কাঃ । নিত্য নুতন বিগ্রহাঃ বেশভূষাদি পরিবর্তনেন নুতনবৎপ্রতীয়মানাঃ ॥ ২৫ ॥ অন্যাহিতি । অন্যাঃ এতান্যাম পরাঃ শক্তয়ঃ কোটিশোহাস্ত তামাং চিত্ত চরিত্রাদি

প্রস্থয়ন্তে বিলীয়ন্তে সততং নিশিমধ্যতঃ ।
 সর্বাঃপত্রপলাশাক্ষা চন্দ্রাঢ্যা বরবর্ণিনি ॥২৭॥
 পদ্মিনীকণ্ঠ সংস্থায় পদ্মমালা মনোহরা ।
 মালায়াঃ পরমেশানি গুণানবক্তুং নশক্যতে ॥২৮॥
 নিগদানি যথাজ্ঞানং তবশক্ত্যা বরাননে ।
 যথামম মহেশানি জ্ঞানযোগ সমন্বিতং ॥ ২৯ ॥
 যদ্ব্যদুক্তং কুরঙ্গক্ষি ত্রিপুরাপদপূজনাং ।
 কিমসাধ্যং মহেশানি ত্রিপুরায়াঃ প্রসাদতঃ ॥৩০॥
 ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে দ্বাবিংশ পটলঃ ।
 ভাষা ।

হে সুন্দরি ! আর আর কত কত সখী নিশি মধ্যে উৎপন্ন
 হইছে এবং লয় পাইতেছে । রাধিকার সখীগণ সকলেই
 চন্দ্রকান্তির আয় অতি মনোহরা ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! পদ্মিনী কণ্ঠস্থিতা যে পদ্মমালা আছে তাহা অতি
 মনোহর এবং তাহার গুণবর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই ॥ ২৮ ॥

হে সুন্দরি ! যথামতি কিঞ্চিৎ বলিতেছি ; তোমার
 কুপাবলে আমার যতদূর শক্তি হয় বলি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

আমি যে যে রহস্য কথা বলিয়াছি তাহা সকলই ত্রিপুরা
 পাদ পূজনের ফল । ত্রিপুরাদেবীর প্রসাদে এই জগতে কিছুই
 অসাধ্য নাই ॥ ৩০ ॥ ইতি দ্বাবিংশ পটলঃ ।

অম্যার্থঃ ।

বনৌকংসা বনবাসিনঃ নজানন্তি ॥ ২৬ ॥ প্রস্থয়ন্ত ইতি । তাঃ শক্তয়ঃ
 নিশিমধ্যত এব প্রস্থরবন্তে উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে চ । তাঃ সর্বা এব
 চন্দ্রাঢ্যা চন্দ্রবৎ লাবণ্যবতীঃ ॥ ২৭ ॥ পদ্মিনীতি । পদ্মিনী কণ্ঠস্থিতা যা
 মনোহরা মালা তস্য গুণান বক্তুং নশক্যতে , কোপি তদগুণান বক্তুং
 ন সমর্থঃ ॥ ২৮ ॥ নিগদানীতি । যথাজ্ঞানং যথামতি নিগদামি
 কথয়ামি ॥ ২৯ ॥ যদ্ব্যদিত্তি । অয়ং যদ্ব্যদুক্তং তৎকলমেব ত্রিপুরা
 প্রসাদ ফলং । ত্রিপুরা প্রসাদাৎ কিমপি অসাধ্যং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইতি দ্বাবিংশ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

নিগদানি শৃণু শ্রৌতে রহস্য মতি গোপনং ।
 দিবসে দিবসে ক্লৃষে গোপালৈঃ সহ পার্শ্বতি ॥
 কুলাচারং মহৎপুণ্যং মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং ।
 রহস্যং সততং দেবি করোতি হরি রব্যয়ঃ ॥
 নিশি মধ্য মহেশানি নারীভিঃ সহ পার্শ্বতি ।১।
 একদা পরমেশানি হরি ভুবনমোহনঃ ।
 নৌকা মারুহ দেবেশি যমুনায়া বরাননে ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ ।

মহাদেব বলিতেছেন হে স্বন্দরি ! অতি নিগূঢ় কৃষ্ণ রহস্য তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর । হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ দিব্য-
 ভাগে গোপ বালকের সহিত মহৎপুণ্য মন্ত্র সিদ্ধির কারণ কুল-
 চার সাধন করেন । এবং নিশিযোগে গোপনারীগণের সঙ্গে
 কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত থাকেন ॥ ১ ॥

হে পরমেশানি ! ভুবনমোহন কৃষ্ণ একদা যমুনা কুলে
 নৌকারোহণ করিয়া নানাবিধ কুলাচার সাধন করিয়া ছিলেন ॥২॥

টীকা ।

ঈশ্বর উবাচেতি । রহস্যং স্বরূপ তত্ত্বং । দিবসে দিবসে প্রতিদিনং ।
 গোপালৈঃ গোপবালকৈঃ । মন্ত্রসিদ্ধি প্রসাধকং মন্ত্রসিদ্ধি কারণং । নারী-
 ভি গোপনারীভিরিতি ॥ ১ ॥ একদেতি । ভুবনমোহনঃ ত্রিজগন্মোহ-
 নর রূপঃ । নৌকা মারুহ উরদীং ঘটয়িত্বা ॥ ২ ॥ রাজেতি । রাজ-

রাজমার্গে মহাদুর্গে বহুলোক সমাকুলে ।
 হস্ত্যশ্ব রথ পত্তীনাং সংকুলে পথি মধ্যতঃ ৷ ৩ ৷
 যৎকৃতং পরমেশানি কৃষ্ণেন পদ্ম চক্ষুষা ।
 নিগদামি বরারোহে তরিত্ত্বং মনোহরং ॥ ৪ ॥
 অদৃশ্যা সর্ব জন্তুনাং মহামায়া স্বকপিণী ।
 নানা রত্নময়ী শুদ্ধা স্বয়ং প্রকৃতি কপিণী ॥ ৫ ॥
 হংসকারাণ্ডবা কীর্ণা ভ্রমরৈঃ পরিসেবিতা ।
 নানাগন্ধ সুগন্ধেন মোদিতা পরমেশ্বরী ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

কমললোচন কৃষ্ণ রাজমার্গে মহাবনে, লোক সমাজে, ও হস্ত্যশ্ব রথ পদাতি সংকুল পথিমধ্যে নানাপ্রকার কুলাচার সাধন করিতেন ॥ ৩ ॥

হে সুন্দরি ! পদ্মলোচন কৃষ্ণ যে নৌকাখণ্ড রূপ কুলাচার সাধন করিয়া ছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

প্রকৃতি কপিণী যে মহামায়া তিনি সর্ব প্রাণীর অগোচর শুদ্ধ তেজঃ স্বরূপা নানা রত্নময়ী ॥ ৫ ॥

হংসকারাণ্ডব প্রভৃতি বিহঙ্গমগণে সমাকীর্ণ ভ্রমরগণ পরিসেবিত ও নানাপ্রকার সুগন্ধে আমোদিত ॥ ৬ ॥

টীকা ।

মার্গে মথুরা রাজধানী বস্ত্রাণি হস্ত্যশ্ব রথপত্তীনাং হস্তি ঘোটক পদা-
 তীনাং । ৩ ॥ যদিও । পদ্মচক্ষুষা কৃষ্ণেন যৎকৃতং নৌকাখণ্ড
 কেলিঃ কৃতং ৩৭ নিগদামি শৃণু ॥ ৪ ॥ অদৃশ্যেতি । পদ্মিনী সর্ব জন্তু-
 নাং অদৃশ্যা । পদ্মিনী দধি পিক্রমার্থং মথুরাং গচ্ছতি কোপি ন জানা-
 তীতিভাবঃ ॥ ৫ ॥ হংসেতি । হংসকারাণ্ডবাদিভিঃ পক্ষিভিরাকীর্ণা ।
 নানা সুগন্ধেন মৌগন্ধপূর্ণা ॥ ৬ ॥ নানেতি । নানারূপধরা ক্ষণে ক্ষণ

নানাকপ ধরা ভদ্রে দিব্য স্ত্রীগণ বেষ্টিতা ।
 প্রতিক্ষণং মহেশানি নানাকপ ধরা সদা ॥ ৭ ॥
 কদাচিৎ শুক্লবর্ণাভা রক্তবর্ণা কদাপি চ ।
 হরিদ্বর্ণা কদাচিৎ সা চিত্র বর্ণা কদাপিবা ॥ ৮ ॥
 এবং বহুবিধা রূপা নৌকা কালী স্বয়ং প্রিয়ে ।
 এবং ভূতান্ত সা নৌকা স্বয়মাবি রভুৎপ্রিয়ে ॥ ৯ ॥
 পদ্মিনী সহিতঃ কৃষ্ণে রাত্রৌ স্বপ্নং দদর্শহ ।
 আবিভূঁয় মহামায়া রাত্রৌ কিঞ্চিৎ দুবাচহ ॥
 কৃষ্ণায় পরমেশানি রাধিকায়ৈ তথা প্রিয়ে ॥ ১০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

হে দেবি প্রতিক্ষণে নানাপ্রকার রূপধারিণী ও দিব্য স্ত্রীগণ
 পরিবেষ্টিত ॥ ৭ ॥

কখন শুক্লবর্ণা কখন রক্তবর্ণা কখন হরিদ্বর্ণা কখন বা নানা
 রূপ বর্ণময়ী ॥ ৮ ॥

উক্তরূপা ও অবস্থাকার নানা রূপধারিণী স্বয়ং কালিকাদেবী
 নৌকারূপে আবিভূঁতা হইলেন ॥ ৯ ॥

পদ্মিনীর সহিত কৃষ্ণ নিশিযোগে এই স্বপ্ন দেখিলেন যে
 মহামায়া আবিভূঁত হইয়া বলিতেছেন ॥ ১০ ॥

টীকা ।

এবং বেশং পরিবর্ত্তয়ন্তী ॥ ৭ ॥ কদাচিতি । ক্ষণে ক্ষণে এব নানাবর্ণ-
 ধারিণী । কদাচিৎ শুক্লা কদাচিৎ রক্তা ইত্যাদি ॥ ৮ ॥ এবমিতি ।
 এবং প্রকারেণ বিবিধ বর্ণা ভূত্বা স্বয়ং কালী এব নৌকা রূপেণাবি রভু-
 দিত্তিভাবঃ ॥ ৯ ॥ পদ্মিনীতি । পদ্মিনীসহিতঃ পদ্মিনী কৃষ্ণস্ত রাত্রৌ
 স্বপ্নং দদর্শ হৃদ্যদপূরণে । স্বপ্ন বিবরণ মাহ আবিব্রিতি । মহামায়া
 কালী রাত্রৌ আবিভূঁয় সাক্ষাভূত্বা কৃষ্ণায় রাধিকায়ৈ যদুবাচ তৎশৃণু ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ ।

শৃণু বৎস মহাবাহো সিদ্ধোহসি কমলেক্ষণ ।
 নোকাৰপেণ ভো বৎস অহং কালী নচান্যথা ॥ ১১
 যমুনা মধ্যমার্গে তু তিষ্ঠামি ত্রিদিনং সূত ।
 রাধয়া সহ রে পুত্র কুরু ক্রীড়াং জপং কুরু ॥ ১২
 তদা ত্বং সহসা বৎস প্রাপ্নোষি সূখ মুত্তমং ।
 ইত্যুক্তা সহসা যায় কালী বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
 পদ্মিনী সঙ্গমে কালে তত্রৈবা স্তর ধীয়ত ॥ ১৩ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

কৃষ্ণের স্বপ্নাবস্থায় কালিকা বলিতেছেন, হে বৎস কৃষ্ণ !
 আমার বাক্য শ্রবণ কর তুমি সিদ্ধ হইয়াছ আমি কালী তোমার
 নোকারপে আবিভূত হইলাম ॥ ১১ ॥

আমি যমুনা মধ্যমার্গে তিন দিন অবস্থিতি করিব । হে পুত্র
 তুমি রাধিকার সহিত ক্রীড়া ও জপ কর ॥ ১২ ॥

হে বৎস তাহাতে তুমি উত্তম সূখ প্রাপ্ত হইবে । মহামায়া
 বৃন্দাবনেশ্বরী কালিকাদেবী এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৩

টীকা ।

কালিকোবাচেনি । হে বৎস কৃষ্ণ শৃণু ত্বং সিদ্ধোহসি অহং কালী তব
 নোকারপেণ বিভূতা । নচান্যথা এতস্মিন্ সংশযো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥
 যমুনেতি । অহং দিনত্রয়ং ব্যাপ্য যমুনা পশ্চিমধ্যে তিষ্ঠামি । ত্বং রা-
 ধয়া সহ জলক্রীড়াং জপঞ্চ কুর্হিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ তদেতি । তদা জল-
 ক্রীড়ায়াং উত্তমং সূখং প্রাপ্নোষি ; বৃন্দাবনেশ্বরী কালী ইতি উক্তা ত-

ততঃ কৃষ্ণে মহা বাহু রাশ্রিতো হন্যৎ শরীরকং
নন্দ গোপগৃহে চান্যৎ সৃষ্ণুত্ত প্রযযৌ হরিঃ ॥ ১৪
সত্ত্বরং প্রযযৌ দেবি কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
কালীকপাং মহা নৌকাং রাজমার্গে সমীপগাং ১৫
সত্ত্বরং তত্র গত্ত্বাবৈ পুণ্ডরীক নিভেক্ষণঃ ।
নমস্কৃত্য মহা নৌকাং শ্রীদামাদি ভিরন্বিতঃ ।
আরুহ পরমেশানি ইষ্ট বিদ্যাং জপেদ্ধরিঃ ১৬

অন্ত্যর্থঃ ।

তদনন্তর কৃষ্ণ নন্দ গোপগৃহে এক কৃত্রিম কপ রাখিয়া স্বয়ং
পদ্মিনী সঙ্গম লাভ মানসে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

পদ্ম দলেক্ষণ কৃষ্ণ যে রাজমার্গে নৌকাকপা মহাকালী আ-
ছেন তথায় দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ সত্ত্বর গমনে নৌকা সমীপে উপস্থিত হই-
য়া শ্রীদামাদি বয়স্য বর্গের সহিত নৌকারোহণ পূর্বক ইষ্ট বিদ্যা
জপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

টীকা ।

টীকা অন্তর্দধৌ ॥ ১৩ ॥ তত ইতি । ততঃ কৃষ্ণঃ নন্দ গোপগৃহে অন্যৎ
শরীরং আশ্রিতঃ একং শরীরং নন্দ গোপগৃহে স্থাপয়িত্ব প্রযযৌ গত-
বান্ ॥ ১৪ ॥ সত্ত্বরমিতি । কৃষ্ণঃ সত্ত্বরং শীঘ্রং কালীকপাং মহানৌকাং
জগাম ইতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ সত্ত্বরমিতি । হরিঃ শ্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ
তত্র নৌকা সমীপে গত্ত্বা কালীকপাং মহানৌকাং আরুহ ইষ্ট বিদ্যাং
জপেৎ ॥ ১৬ ॥ মন্ত্রমিতি । হরিঃ প্রাতিশেষে মন্ত্রং জপ্ত্বা বংশীক বাদ-

মন্ত্রং জপ্ত্ব। রাত্রিশেষে বংশীং বাদয়ন হরিঃ ।
 জগতাং মোহনী বংশী মহাকালী স্বয়ং প্রিয়ে ১৭
 একাক্ষরেণ দেবেশি বাদয়ন্ মধুর ধ্বনিং ।
 একাক্ষরং তূর্য্য বীজং স্ত্রীণাং চিত্ত মনোহরং ১৮
 বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যাং জপেৎ প্রিয়ে ।
 প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য কৃষ্ণঃ স্বয়ং গঠৈর্যুতঃ ১৯
 ইষ্ট বিদ্যাং জপিত্বা বৈ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীং প্রিয়ে ।
 বাদয়ন্ মুরলীং কৃষ্ণঃ শৃঙ্গং বেণুং তথা পরং ২০

অন্ত্যর্থঃ ।

হে প্রিয়ে কৃষ্ণদেব ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া রাত্রিশেষে বংশী-
 বাদন আরম্ভ করিলেন । কৃষ্ণের বংশী জগন্মোহনকারী স্বয়ং
 কালিকাদেবী ॥ ১৭ ॥

একাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক বংশীতে মধুর ধ্বনি করিতে
 লাগিলেন । একাক্ষর তূর্য্যরীজ স্ত্রীদিগের চিত্ত সমাকর্ষণ করে ॥ ১৮ ॥

হে প্রিয়ে ! কৃষ্ণদেব বয়স্ক বর্গের সহিত মুরলী বাদন
 করতঃ প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে প্রবৃত্ত
 হইলেন ॥ ১৯ ॥

হে পার্শ্বতি কৃষ্ণ ইষ্ট বিদ্যার আরাধনা করিয়া পুনর্ব্বার
 মুরলী শৃঙ্গ এবং অন্যান্য বিবিধ বাদ্যবাদনে তৎপর হইলেন ॥ ২০ ॥

টীকা ।

য়ন্ গতঃ । কৃষ্ণস্য বংশী জগতাং মোহনী স্বয়ং প্রকৃতিঃ ॥ ১৭ ॥ একা-
 ক্ষরমিতি । একাক্ষরেণ বংশীবাদয়তি । একাক্ষরো মনুঃস্ত্রীণাং চিত্তা
 কর্ষণ কারণং ॥ ১৮ ॥ বাদয়মিতি । কৃষ্ণঃ স্বগঠৈঃ স্ত্রীদামাদিভিঃ সহিতঃ
 প্রাতঃকৃত্যং সমাসাদ্য সমাপ্য মুরলীং বংশীবাদয়ন্ ইষ্ট বিদ্যাং মহা-
 কালীং জপেদতি ॥ ১৯ ॥ ইষ্টেতি । কৃষ্ণঃ পূর্ণব্রহ্মময়ী মিস্ট বিদ্যাং

কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য হরিঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 খেলয়েদ্বিবিধাংক্রীড়াংতরিজন্যাংবরাননে ॥ ২১ ॥
 এতস্মিন্ সময়ে দেবি রাধা ভুবনমোহিনী ।
 সখীগণেন সহিতা রঙ্গিনী কুসুম প্রভা ॥ ২২ ॥
 নানা কটাক্ষ সংযুক্তা হাস্যযুক্তা বরাননে ।
 সংপূজ্য রত্নভাণ্ডং সা অমৃতৈ র্বর বর্ণিনি ॥ ২৩ ॥
 জগাম যমুনা কূলং গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ ।
 চন্দ্রাবলীং সমাদায় গব্যাদায় সত্বরং ॥ ২৪ ॥

অন্যার্থঃ ।

পদ্মপত্রাক হরি কাত্যায়নীকে নমস্কার করিয়া তরণীর উপ-
 রে বিবিধ প্রকার ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ২১ ॥

এমত সময়ে শতমূলী কুসুমপ্রভা ভুবনমোহিনী রাধা সখী-
 গণ সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার কটাক্ষ পূর্ণ দৃষ্টিপাত পূর্বক রত্ন
 ভাণ্ড সকল, দধি, দুগ্ধ, নবনীত ও ক্ষীরসরে পরিপূর্ণ করিয়া
 সহস্রাবদনে গব্য বিক্রয়ার্থ প্রস্থান করিলেন ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

হে সুন্দরি ! রাধিকা চন্দ্রাবলীকে সঙ্গে করিয়া গব্য বিক্রয়-
 চ্ছলে যমুনাतीরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৪ ॥

টিকা ।

জপিদ্ভা মুরলী শৃঙ্গাদিকং বাদয়তীতি শেষঃ ॥ ২০ ॥ কাত্যায়নোমিতি ।
 কৃষ্ণঃ কাত্যায়নীং নমস্কৃত্য প্রণম্য তরিজন্যাং দৌকান্তবাং বিবিধাং ক্রীড়াং
 খেলয়েৎ ॥ ২১ ॥ এতস্মিন্মিতি । ভুবনমোহিনী ত্রিজগন্মোহন রূপ-
 লাবণ্যবতী । রঙ্গিনী কুসুমপ্রভা শতমূলী কুসুম বদন্তি লোহিতাজী ॥ ২২ ॥
 নানেনিতি । নানা কটাক্ষ সংযুক্তা বিবিধ ভঙ্গি মদ্যক্তিঃ । অমৃতৈঃ ক্ষীর
 শরাদিভিঃ ॥ ২৩ ॥ জগামেতি গব্য বিক্রয়ণ চ্ছলাৎ দধ্যাদি বিক্রয়ণ
 ব্যাজেন যমুনাকূলঃ জগাম গতবতী ॥ ২৪ ॥ বৃকভায়ু গৃহাদিভি বৃক-

বৃকভানু গৃহা দেবি নিগত্য পদ্মিনী ততঃ ।
 অন্য্যভি গোপ কন্যাভির্বেক্ষিতা রাধিকা সদা ।
 ॥ ২৫ ॥

সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্য। স্ফুর চকিত লোচনা ।
 মুখারবিন্দ গন্ধেন তাসাং দেবি বরাননে ।
 মোদিতাঃ পরমেশানি দেব গন্ধর্ব কিম্বরাঃ ॥ ২৬ ॥
 তচ্চণুষ বরারোহে রহস্য মতি গোপনং ।
 নৌকা সমিধি মাগত্য কুম্ভায় যদুবাচসা ॥ ২৭ ॥
 ইতি রাধাতন্ত্রে ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

তদনন্তর পদ্মিনী বৃকভানু গৃহ হইতে নিগত হইয়া অন্যান্য
 সখীগণ সঙ্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

রাধিকা সমস্ত শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণে ভূষিত হইয়া চলি-
 লেন । তাহাদের মুখারবিন্দমোরভে দেব, কিম্বর ও গন্ধর্বগণ
 মোহিত হইল ॥ ২৬ ॥

হে পার্শ্বভি ! পদ্মিনী নৌকা সমীপে উপস্থিত হইয়া কুম্ভ-
 দেবকে যাহা বলিয়া ছিলেন সেই রহস্য কথা শ্রবণ কর ॥ ২৭ ॥

ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

টীকা ।

ভানোঃ পিতৃগৃহাৎ । অন্য্যভি শৃঙ্গারবলী প্রভৃতিভি গোপকন্যাভিঃ
 সহিতেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ সর্কেতি । সর্ব শৃঙ্গার বেশাঢ্য। শৃঙ্গারোচিত
 বেশাভরণ ভূষিত। তাসাং গোপীনাং মুখ স্পর্শেন দেবা দয়োপি
 মুহুর্ভীতিভাবঃ ॥ ২৬ ॥ তদ্বিতি । সারাধা নৌকা সমীপং গম্বা কুম্ভায়
 যদুবাচ তদ্রহস্যং শৃণু ॥ ২৭ ॥ ইতি ত্রয়োবিংশ পটলঃ ।

পার্কৃত্যবাচ ।

এতদ্রহস্যং পরমং কুলসাধনমুত্তমং ।

রূপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে ॥ ১ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু পার্শ্বতি বক্ষ্যামি পদ্মিনী তত্ত্বমুত্তমং ।

অতি গুপ্তং মহৎপুণ্যমপ্রকাশ্যং কদাচন ॥ ২ ॥

এতৎ সর্বং মহেশানি তবলীলা দুরত্যয়া ।

তবলীলা দুরাধর্ষা কৃষ্ণপ্রেম বিবর্জিনী ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

পার্কৃতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে দয়ানিধে মহাদেব !

কৃপা করিয়া এই কুল সাধন রহস্য আমার নিকট বল ॥ ১ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্কৃতি ! সর্বোত্তম পদ্মিনী তত্ত্ব

তোমার নিকট বলিতেছি । এই পদ্মিনী অতিগুপ্ত, পুণ্য জনক

ও অতি অপ্রকাশ্য ॥ ২ ॥

হে মহেশ্বর ! এই সকলই দুরধিগম্য তব লীলা সাধারণের

বুদ্ধির অগম্য ও কৃষ্ণের প্রেম বৃদ্ধি করী ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পার্কৃত্যবাচেতি । হে দয়ানিধে ! কৃপাময় এতদ্রহস্যং নৌকাখণ্ড

বৃত্তান্তং রূপয়া মহানুগ্রহেণ কথয় ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । হে পার্কৃতি !

অতি গোপ্যং পদ্মিনী তত্ত্বং বক্ষ্যামি শৃণু তুমিতি শেষঃ । এতদ্রহস্যং

কদাপি ন প্রকাশনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ এতদ্বিতি । এতৎসর্বমেব তব-

লীলা । দুরত্যয়া দুর্জয় । কৃষ্ণপ্রেম বিবর্জিনী কৃষ্ণপ্রেম সম্পাদি-

কেতি ॥ ৩ ॥ রাখিকেতি । যা রাখিকা সা কৃষ্ণ বাগ্ভব পদ্মিনী । যঃ

রাধিকা পদ্মিনী যাসা কৃষ্ণ দেবস্য বাগ্ধবা ।
 বাসুদেবাংশ সন্তুতঃ কৃষ্ণঃ পদ্মদক্ষেণঃ ॥ ৪ ॥
 পদ্মিনী সততং তস্য কৃষ্ণস্য বাগ্ধবাশ্রয়ে ।
 আগত্য সত্ত্বরং তত্র পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ॥ ৫ ॥
 কাত্যায়ন্যাঃ প্রসাদেন ব্রজবাসিন্য এবহি ।
 প্রজ্ঞেপু রনিশং কূৰ্চং চতুৰ্ভগ প্রদায়কং ॥ ৬ ॥
 রাজমার্গে মহেশানি নানারত্ন বিভূষিতে ।
 কদম্ব পাদপচ্ছায়া তমাল বনশোভিতে ॥ ৭ ॥

ভাষা ।

যিনি পদ্মিনী তিনিই রাধিকা আর কৃষ্ণ বাসুদেবের অংশ ॥ ৪ ॥
 কৃষ্ণমোহিনী গন্ধগন্ধিনী পদ্মিনী সত্ত্বর নোকা সমীপে উপ-
 স্থিত হইয়া কূৰ্চবীজ রূপ একাক্ষর ইষ্ট বিদ্যা জপ করিতে
 লাগিলেন ॥ ৫ ॥

কাত্যায়নীর প্রসাদে ব্রজ বাসিনী যুবতিগণ সকলেই চতুৰ্ভগ
 প্রদ কূৰ্চাখ্য একাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬ ॥

হে মহেশানি ! নানারত্ন বিভূষিত কদম্বাদি পাদপচ্ছায়া
 শোভিত যমুনাজমার্গে পদ্মগন্ধিনী পদ্মিনী রত্ন বিভূষিতা
 নোকা দেখিতে পাইলেন ॥ ৭ ॥ ৮ ॥

অস্ম্যর্থঃ ।

কৃষ্ণঃ স বাসুদেবস্য অংশোৎপন্ন ইতি ॥ ৪ ॥ পদ্মিনীতি । কৃষ্ণস্য বাগ্-
 ধবা কৃষ্ণ বাগ্ধবপদ্মা । পদ্মগন্ধিনী পদ্মমৌগন্ধপূৰ্ণা । কূৰ্চাখ্যং হু-
 মিত্যেকাক্ষরং মন্ত্রং জপেদিত্যেবম্ ॥ কৃষ্ণমোহিনী কৃষ্ণবশীকরণ সা-
 ধিনী ॥ ৫ ॥ কাত্যায়ন্যা ইতি । ব্রজবাসিন্যশ্চজ্ঞাবলী অভূতয়োনার্যঃ
 কূৰ্চবীজঃ প্রজ্ঞেপুরিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ রাজেতি রাজমার্গে রাজপথি নানারত্ন
 বিভূষিতে স্তবর্গাদি খচিতৈঃ ॥ ৭ ॥ কালিন্দীতি । পদ্মিনী । রাজ-

কালিন্দী রাজমার্গেতু পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 যত্রাপশ্যাম্বেশানি নৌকাং রত্ন বিভূষিতাং । ৮।
 প্রণম্য মনসা নৌকাং নাম্না ব্রহ্ম প্রবাহিনীং ।
 জপেৎ কূর্চং মহাবীজ মনিশং কমলেক্ষণে । ৯।
 এতস্মিন্ সময়ে দেবে জগন্মাতা জন্ময়ী ।
 ততান মোহিনীং মায়াং প্রাকৃতস্যেব পার্শ্বতি । ১০।

পদ্মিনীম্ব্যবাচ ।

তো কৃষ্ণ নন্দ পুত্রস্ত্বং সত্ত্বরং শৃণু মদ্বচঃ ।
 আগতাহং মহাবাহো গোকুলাদেবকীমুত ।
 পারং পারয় ভদ্রং তে শীঘ্রং মে গোপনন্দন । ১১।

ভাষা ।

হে কমলাক্ষি ! পদ্মিনী সেই ব্রহ্মস্বরূপিণী নৌকা মানসে
 প্রণাম করিয়া সর্বদা মহামন্ত্র কূর্চবীজ জপ করিতে লাগিলেন । ৯
 এমত সময়ে জগন্মাতা জগন্ময়ী মহামায়া প্রাকৃতের স্তায়
 এক মোহিনী মায়া বিস্তার করিলেন ॥ ১০ ॥

পদ্মিনী বলিলেন হে নন্দনন্দন মহাবাহু কৃষ্ণ ! আমার বাক্য
 শ্রবণ কর ; আমি গোকুল হইতে আসিয়াছি । হে দেবকীনন্দন !
 আমাকে শীঘ্র যমুনা পারে নয়ন কর ॥ ১১ ॥

অস্তুার্থঃ ।

মার্গে রত্নবিভূষিতাং নৌকাং অপশ্যৎ দদর্শেত্যর্থঃ । ৮ ॥ প্রণমেতি ।
 নাম্না ব্রহ্মস্বরূপিণীং নৌকাং মনসা প্রণম্য মহাবীজং কূর্চং জপেৎ ॥ ৯ ॥
 এতস্মিন্মিতি । এতস্মিন্ সময়ে পদ্মিনী জপকালে জগন্মাতা মহামায়া
 মোহিনীং মায়াং ততান প্রকাশয়ামাস । প্রাকৃতোক্তনো যথা মুহুতি তথা
 পদ্মিনী মহামায়া মায়ায়া মুহুতীতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ পদ্মিনীম্ব্যবাচেতি ।
 তো নন্দস্ত্বত মদ্বচঃ শৃণু অহং গোকুলাদাগতা শীঘ্রং পারং পারয় মাং

কৃষ্ণ উবাচ ।

আগচ্ছ মৃগশাবাক্ষি কুত্র বাস্যসি তদ্বদ ।
 রত্ন ভাণ্ডেষু কিং দ্রব্যং দধি দুগ্ধং সূতন্তথা ॥ ১২ ॥
 তদ্ভুক্ত্বা সত্ত্বরং কৃষ্ণে রাধামাক্রুয পার্শ্বতি ।
 ততঃ কৃষ্ণে মহাবাহু স্তা স্তাঃ সর্বাশ্চ গোপিকাঃ
 নৌকায়াং প্রাবিশন্তু নৃংরাধিকাং কন্যলেক্ষণে ॥ ১৩ ॥
 শৃণু প্রাজ্ঞে মম বচো দানং দেহি ময়ি প্রিয়ে ।
 দানং বিনা কদাচিত্তু নহি পারং করোম্যহং ॥ ১৪ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ বলিলেন, হে মৃগশাবাক্ষি ! আগমন কর এবং কোথায়
 বাইবে বল । তোমাদের রত্ন ভাণ্ডে দধি দুগ্ধাদি দেখিতেছি
 কেন ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া রাধাকে আকর্ষণ পূর্বক দধি দুগ্ধাদি
 ভক্ষণ করিয়া সমস্ত গোপীগণ ও রাধিকাকে নৌকায় আরোহণ
 করাইলেন ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে ! আমার কথা শ্রবণ কর শীঘ্র তরপণ্য প্রদান কর
 দান প্রদান ব্যতিরেকে কোন প্রকারেও পার গমন করিতে
 পারিবা না ॥ ১৪ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

যদুনা পারং নয়ৈত্ব্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মৃগশাবলোচনে !
 আগচ্ছকুত্র বাস্যসি রত্নভাণ্ডেষু কিং দ্রব্যমসি তদ্বদ ॥ ১২ ॥ তদ্বিতি ।
 কৃষ্ণঃ তত্ত্ব ভাণ্ডেষু দধি দুগ্ধাদিকং ভুক্ত্বা রাধিকাং অন্যান্য গোপীগণানপি
 আকৃষ্য নৌকাং প্রাবিশৎ নৌকামারোহয়ামাস ॥ ১৩ ॥ শৃণুতি ।
 দানং পারগমন পণ্যং । দানং পণ্যং বিনাকথমপি পারং ন করোমি ॥ ১৪ ॥

স্বাধীকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো কস্যদানং বদস্বমে ।
নায়কত্বং কদাপ্রাপ্তং কস্মাদ্বা কলেক্ষণ । ১৫ ।

কৃষ্ণ উবাচ ।

নায়কত্বং বদাপ্রাপ্তং কস্মাদ্বা তবতেন কিং ।
নৃপতেঃ কংসরাজস্য অহংদানী স্মৃনিশ্চিতং ১৬
অতএব কুরঙ্গাক্ষি অহং দানী নচান্যথা ।
ক্রয় বিক্রয়ণৈচৈব গমনাগমনে তথা ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! কাহাকে দান দিতে
হইবে এবং তুমি কাহার কর গ্রহণে নিযুক্ত হইয়াছ তাহা বল ॥ ১৫
হে যুগলোচনে ! ক্রয় বিক্রয়ে ও গমনাগমনে আমি কংস-
রাজের কর গ্রহণ করিয়া থাকি । আমি ভিন্ন আর করগ্রাহী
কেহ নাই ॥ ১৭ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বাধীকোবাচেতি । কস্যদানং কোদানং গৃহীষ্যতীত্যর্থঃ । ত্বং কস্য
নায়কঃ দানাদান কর্মণি নিযুক্তঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । অহং কস্য-
দানী কদাপাদানীত্বং প্রাপ্তবামিতি তেন তবকিং কিমপি প্রয়োজনং
নাশ্চীত্যর্থঃ । অহং কংসরাজস্য দানী ॥ ১৬ ॥ অতএবেতি । নহং
দানমদ্বা কোপি ক্রয়বিক্রয়ণং গমনাগমনঞ্চ কর্তৃত্বং ন শাক্যতীতিভাষঃ ॥
১৭ ॥ যদ্বনেতি । যদ্বনাঙ্গলগানেচ অহং দানী যোপি যদ্বনাঙ্গল

যমুনাজল পানেচ পারে বা রোহণে তথা ।
 অহং দানী সদাতদ্রে যৌবনস্য তথা প্রিয়ে ১৮
 সামান্য যৌবনেচৈব কোটিস্বৰ্গং হরাম্যহং ।
 যৌবনং তত্র যদৃক্ষ্যং ত্রৈলোক্যেচাতি দুর্লভং ১৯

চন্দ্রাবল্যুবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো পারং কুরু যথোচিতং ।
 দানং নাস্তি ব্রজে গোপনন্দ গোপস্য শাসনাৎ ২০

ভাষা ।

যে কেহ এখানে যমুনার জলপান করে কিম্বা পার গমন
 করিয়া থাকে তাহার কর দিতে হয় । আমি যৌবন ভিন্ন অন্য
 দান গ্রহণ করি না ॥ ১৮ ॥

তুমি যদি আমাকে এই সামান্য যৌবন কর প্রদান কর তবে
 আমার কোটি স্বর্গলাভ হইবে । তোমার এই যৌবন দেখিতেছি
 ইহা ত্রিভুবনের দুর্লভ পদার্থ ॥ ১৯ ॥

চন্দ্রাবলী বলিতেছেন হে কৃষ্ণ ! নন্দগোপের শাসনে ব্রজ-
 পুরে করদানের বিধি নাই তথাপি আমরা তোমাকে যথোচিত
 কর দিতেছি তুমি আমাদের পার কর ॥ ২০ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

পানং করোতি সোপি মম্বং দানং দদাতীত্যর্থঃ । অহং তব যৌবনস্য-
 দানী নচার্থাদেঃ ॥ ১৮ ॥ সামান্যেতি । তব সামান্য যৌবনে কোটি-
 স্বৰ্গং হরামি তবযং যৌবনং দৃক্ষ্যং ত্রিভুবন দুর্লভং ॥ ১৯ ॥ চন্দ্রাবল্যু-
 বাচেতি । হে কৃষ্ণ ! পারং কুরু নন্দগোপস্য শাসনাৎ বৃন্দাবনে
 দানং নাস্তি ॥ ২০ ॥ নন্দ ইতি । তব পিতানন্দঃ ধর্মাত্মা সত্য

নন্দোমহাত্মাগোপাল পিতাতে শ্যাম সুন্দর ।
 ধর্মাত্মা সত্যবাদীচ সর্ব ধর্মেষু তৎপরঃ ॥ ২১ ॥
 তবমাতা যশোদাচ এতচ্ছ্র স্বাবচ স্তব ।
 প্রহারৈঃ করজ্ঞনৈশ্চ ক্লৃষ্ণস্বাং তাড়য়িষ্যতি ।
 পারংকুরুত্বমস্মান্ ভো যদিচ্ছেঃ ক্ষেমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
 কৃষ্ণ উবাচ ।

দানং দেহি কুরঙ্গাক্ষি গোরসস্য জনে জনে ।
 যৌবনস্যতথাদানং দ্রুতং দেহি পৃথকপৃথক ২৩

ভাষা ।

হে গোপাল ! তোমার পিতা নন্দরাজ অতি মহাত্মা,
 সত্যবাদী ও সর্ব ধর্মে তৎপর ॥ ২১ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার মাতা যশোদা এই রূপ বাক্য শুনিলে
 তোমাকে করপ্রহারে তাড়ন করিবে । হে শ্যামসুন্দর ! যদি
 আপনার ভাল ইচ্ছা কর তবে আমাদিগকে পার কর ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গনয়নে ! তোমরা প্রত্যেকে
 দধি দুগ্ধাদির কর প্রদান কর এবং শীঘ্র যৌবন প্রদান করিয়া
 রাজদান হইতে নিষ্কৃতি লাভ কর ॥ ২৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বাদীচ । সনৈতদৌরাভ্যুমাচিকীর্ষভীতিভাবঃ ॥ ২১ ॥ তবেতি তব মাতা
 যশোদা তব এতদানগ্রহণং শ্রদ্ধা করজ্ঞনৈঃ প্রহারৈঃ স্বাং তাড়য়িষ্যতি ।
 যদি আত্মনঃ ক্ষেমং শুভং ইচ্ছেঃ তদাশীস্তং পারং কুরু ॥ ২২ ॥ কৃষ্ণ উবা-
 চেতি । গোরসস্য দুগ্ধস্য । অহমন্যদর্শাদিকং ন গ্রহীষ্যামি । মত্বংপৃথকপৃথক
 য যৌবনদানং দেহীতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥ অন্যান্যোক্তি । তব হৃদি বন্ধনি

অন্যানি গুহ্যরত্নানি বর্ত্ততে হৃদি যন্তব ।
 চৌরাসিদ্ধং কুরঙ্গাক্ষি কুতো যাস্যসি মৎপুরঃ ।
 কস্যাহত্য ধনং ভদ্রে বহুমূল্যং মনোহরং ॥২৪॥
 মনোমে দূয়তে ভদ্রে দৃষ্টৌ হৃদয় সংস্থিতং ।
 হৃদয়ে তব যন্তদ্রে রত্নং ত্রৈলোক্য মোহনং ।
 এতদ্রত্নং সমালোক্য কস্যচিভ্যং ন দূয়তে ॥২৫॥
 হৃদি যদ্বিদ্যতে ভদ্রে পদ্মরাগ সমপ্রভং ।
 এতদ্রত্নং কুতোলক্খামথুরাং যাস্যসিপ্রিয়ে ॥২৬॥

ভাষা ।

হে প্রিয়ে ! তোমাদের হৃদয়োপরি অন্যান্য গুপ্ত রত্ন আছে
 তোমরা ঐ সকল রত্ন চুরি করিয়া কি প্রকারে পার গমন করিবে ।
 তোমরা কাহার এই মনোহর রত্ন অপহরণ করিয়া যাইতেছ ॥২৪॥

তোমাদের হৃদয়স্থ রত্ন দেখিয়া আমার লাভিশয় মানসিক
 ক্লেশ হইতেছে । এই ত্রিভুবন মোহন রত্ন দেখিলে কাহার চিত্তে
 না ব্যথা জন্মে ॥ ২৫ ॥

হে কুরঙ্গাক্ষি ! তোমার হৃদয়ে যে পদ্ম সম প্রভ রত্ন দেখি-
 তেছি ইহা কোথা হইতে লাভ করিয়া মথুরায় যাইবে ॥ ২৬ ॥

অর্থার্থঃ ।

অন্যানি স্তনরূপানি যানিবর্ত্তন্তে তান্যপিমেহি । মৎপুরঃ মৎসমীপে
 ত্বং কস্য রত্নমাহত্য যাস্যসি । ত্বং চৌরাসি চৌরকর্ম্মরত্নাসি ॥ ২৪ ॥
 মন ইতি । তে তব হৃদয়স্থিতং রত্নং । মে মম মনঃ দূয়তে পরিভ্রষ্টোভবতি ।
 এতদ্রত্নং দৃষ্টৌ কস্যচেভ্যো ন দূয়তেভ্যপ্যতি ॥ ২৫ ॥ হৃদীতি । তব হৃদিপদ্ম
 রাগ সমপ্রভং যত্রত্নং বিদ্যতে এতদ্রত্নং কুতঃ কস্মাক্ষক্খামথুরাং যাস্যসি ॥
 ২৬ ॥ যত্রত্নমিতি । পদ্মরাগাদিরত্নং গন্ধহীনং তবহৃদিস্থিতং যত্রত্নং

ষড়্ভ্রং পদ্মরাগাদি গন্ধহীনং সদাস্থি ।
 মহদগন্ধযুতং রত্নং হৃদয়ে তব সংস্থিতং ॥ ২৭ ॥
 কামসন্দীপনং নাম রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং ।
 নানাপুষ্প স্নগন্ধেন মোদিতং তব স্নন্দরি ॥ ২৮ ॥
 কদম্ব কোরকাকারং হৃদয়ে তব বর্ততে ।
 আচ্ছাদ্য বহু যত্নেন সংপুটং দৃঢ় বন্ধনৈঃ ॥ ২৯ ॥
 কুতোলঙ্ঘ্যসি কস্যাপি চৌরাতে নিশ্চিতামতিঃ ।
 অদ্য সর্বং প্রণেষ্যামি বহুরত্নাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

পদ্ম রাগাদিরত্ন গন্ধ বিহীন । তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন
 সদা সদ্গন্ধ পূর্ণ ॥ ২৭ ॥

হে স্নন্দরি তোমার হৃদয়স্থিত এই রত্ন কাম সন্দীপনকারী
 ত্রৈলোক্যমোহন ও নানা পুষ্পের সৌরভে পরিপূর্ণ ॥ ২৮ ॥

তোমরা কদম্ব কোরকাকার এই রত্নকে হৃদয়োপরি বহু যত্নে
 কর পুটে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছ ॥ ২৯ ॥

হে প্রিয়ে ! তুমি কোথা হইতে এই রত্ন লাভ করিয়াছ ।
 নিশ্চয় তোমার চোর বুদ্ধি দেখিতেছি ; অদ্য তোমার এই সমস্ত
 রত্ন আমি হরণ করিব ॥ ৩০ ॥

অস্বার্থঃ ।

৩০ সদ্গন্ধযুতং । এতস্য গন্ধেনাহং মোহিতোহস্মি ॥ ২৭ ॥ কামেতি ।
 এতদ্ভ্রং কামসন্দীপনং কামোদ্দীপকং । নানাপুষ্প স্নগন্ধেন মোদিতং
 সদ্গন্ধযুতং । ২৮ ॥ কদম্বেতি । কদম্ব কলিকাবদতি বর্জুলং । সং-
 পুটে রাবরণে রিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । কুতোলঙ্ঘ্যসি এত-
 ত্ভ্রমিতি শেষঃ । চৌরা চৌরকর্মোচিতঃ । অদ্য সর্বং রত্নাদিকং
 প্রণেষ্যামি গৃহীষ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ চৌরেতি । সর্বা এব চৌর প্রায়া

চৌরপ্রায়। নিরীক্ষ্যন্তে এতাঃ সর্বাশ্চ যোষিতঃ ।
 এতচ্ছ্রী বচস্তস্য পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 সন্দর্শ্যৈষ্ঠপুটা ক্রুদ্ভা কিমদ্বাক্য মুবাচহ ॥৩১॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে চতুর্বিংশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

ভোমাদিগের সকলকে চৌরপ্রায় দেখিতেছি এই কথা
 শুনিয়া পদ্মিনী ক্রোধ ভরে ওষ্ঠ দংশন করত বলিতে
 লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্বিংশ পটল ।

অন্যার্থঃ ।

চৌরকর্ম রতা নিরীক্ষ্যন্তে দৃশ্যন্তে । যোষিতঃ নার্যঃ । সন্দর্শ্যৈষ্ঠপুটা
 কোপেন সন্দর্শ্যৈষ্ঠাধরা ॥ ৩১ ॥

ইতি চতুর্বিংশ পটলঃ ।

পার্কৃত্যবাচ ।

কৃষ্ণস্যোক্তিং ততঃ শ্রদ্ধা পদ্মিনীকিমকরোত্তদা ।
এতৎ স্মৃতিক্লং দেবেশ রহস্যং রূপয়াবদ ॥১৥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু পার্শ্বতি বক্ষ্যামি যদুক্তং পদ্মিনী পুরা ।
কৃষ্ণায় নিষ্ঠুরং বাক্যং লোলমধ্যে বরাননে ॥২॥

পদ্মিন্যবাচ ।

শৃণু পুত্রনন্দসুনো যশোদানন্দ বর্দ্ধন ।
স্ত্রীহীনঃ সততং ত্বংহি জন্ম গোপ গৃহে যতঃ ॥৩॥

ভাষা ।

পার্কর্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন; হে মহাদেব পদ্মিনী কৃষ্ণের
এইরূপ দুর্ভাক্য শুনিয়া কি করিলেন তাহা বল । ১ ।

মহাদেব বলিতেছেন হে পার্কর্তি ! পদ্মিনী কৃষ্ণের নিষ্ঠুর
বাক্য শুনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । ২ ।

পদ্মিনী বলিতেছেন । হে নন্দপুত্র যশোদানন্দবর্দ্ধন ! শ্রবণ
কর ; তুমি গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছ অতএব তোমার
শ্রী বিনষ্ট হইয়াছে ॥ ৩ ॥

অন্তার্থঃ ।

পার্কর্ত্য বাচোতি । কৃষ্ণবচনমাকর্ণ্য পদ্মিনী কিমকরোদাচচার এতদ্র-
হস্যং বদ ॥ ১ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । পদ্মিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ ওষক্ষ্যামি
শৃণু । নিষ্ঠুরং পরুষং । লোলমধ্যে কৃশ মধ্যে এতদুপার্কর্তী সম্বো-
ধনং ॥ ২ ॥ পদ্মিন্য বাচেতি । হে নন্দ সুনোশৃণু যদন্তব গোপগৃহে জন্ম
অতন্ত্বং শ্রীহীনঃ সৌভাগ্য বর্জিতঃ ॥ ৩ ॥ নন্দস্যোক্তি । ত্বং নন্দস্য

নন্দস্য পোষ্য পুত্রস্তুং গব্যচৌরো ভবান্ সদা ।
 বিনানন্দং সদা ত্বংহি সৎকৰ্ম্ম রহিতঃ সদা ॥৪॥
 ন মাতা ন পিতা বন্ধুঃ স্বকীয়ং পরমেববা ।
 আদ্যন্ত রহিতস্যাপি ন লজ্জা তব বিদ্যতে ॥৫॥
 নির্লজ্জস্তুং সদামুচ পরাশ্রয় পরঃ সদা ।
 পরদাররত স্তুংহি পরদ্রব্য পরায়ণঃ ।
 পরদ্রোহী সদাগোপ পরবেশ যুতঃ সদা ॥৬॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! তুমি নন্দরাজের পোষ্যপুত্র ইহীয়া গব্য চুরি করিয়া
 ভক্ষণ কর । তুমি সর্বদা কেবল আমোদে কাল কৰ্ত্তন করিতেছ ।
 তোমার কোন সৎকৰ্ম্ম নাই ॥ ৪ ॥

তোমার মাতা নাই, পিতা নাই, বন্ধু বান্ধব নাই, কুল নাই
 তথাপি তোমার লজ্জা হয় না ॥ ৫ ॥

হে নির্লজ্জ ! তুমি সদা পরাশ্রয়ে বাস কর পরদাররত ও
 পরদ্রব্যভিলাষী পরদ্রোহ তোমার নিত্য ব্যবসায় সদা পরবেশে
 ভ্রমণ কর ॥ ৬ ॥

অশ্রুার্থঃ ।

পোষ্যপুত্রঃ পাল্যপুত্রঃ গব্যচৌরঃ সশৈব দধি দুগ্ধাদিকংচোরয়নীত্যর্থঃ ।
 সৎকৰ্ম্ম রহিতঃ কুৎসিতঃ ॥ ৪ ॥ নমাতেতি । তব মাতাপিতা বন্ধুশ্চ
 কোপি নান্তি । তব লজ্জান বিদ্যতে ॥ ৫ ॥ নির্লজ্জোতি । ত্বংনির্লজ্জঃ
 লজ্জাহীনঃ । পরাশ্রয় পরঃ পরভাগ্য জীবী । পরদাররতঃ পরনারী-
 বিহারী । পরদ্রব্য পরায়ণঃ পরদ্রব্যচৌরঃ । পরদ্রোহী পরহিংসবঃ ॥৬॥

গোপ্রচারী সদাগোপী সঙ্গত স্ত্বংহি শাস্বতঃ ।
 গোদোহনরতো নিত্যংগব্যচৌরো ভবান্ধতঃ । ৭।
 গোহস্তা পক্ষিহস্তাচ স্ত্রীঘাতী অনুপাতকী ।
 গোপালোহি যত স্ত্বংহিবহু কিং কথ্যামিতে । ৮

কৃষ্ণ উবাচ ।

যৎকথয়সি তৎসত্যং নান্যথা বচনং তব ।
 দানং দেহি কুরঙ্গাঙ্গি নত্যজামি কদাচন ॥ ৯ ॥

ভাষা ।

তুমি সদা গোচারণ কর, এবং গোপ স্ত্রী হরণ তোমার নিয়ত
 কার্য গোদোহন করিয়া গব্য চুরি তোমার জীবিকা ॥ ৭ ॥

তুমি গোহস্তা, পক্ষিহস্তা, স্ত্রীঘাতী সন্থ পাতকী অতএব
 তোমাকে আর কি বলিব ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, তুমি যাহা যাহা বলিলে তাহা সকলই সত্য
 কিছুই মিথ্যা নহে ; এইক্ষণ আমাকে দান দেও আমি তোমার
 কোন কথায় ভুলিয়া দান পরিত্যাগ করিব না ॥ ৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গোপ্রচারীতি । গোপ্রচারী গোচারণ শীলঃ । গোপীসঙ্গতঃ গোপনারী
 সঙ্গং প্রাপ্তঃ । গোদহন রতঃ । গভী দোহনকারী ॥ ৭ ॥ গোহস্তেতি ।
 স্ত্বং গোহস্তা । গোঘাতী পক্ষি হস্তা । পক্ষি ঘাতী । অনুপাতকী মহৎপাপকর্ম
 রতঃ । যত স্ত্বং গোপালঃ অতঃ কিং বহু কথ্যামি ॥ ৮ ॥ কৃষ্ণউবাচেতি ।
 হে যুবতি ত্বং যৎসত্যং কথয়সি তৎসত্যং দানং দেহি । অহং
 তব কথয়া দানং নত্যজামি ॥ ৯ ॥ পশ্বিনুবাচেতি । অস্মিন দেশে

পদ্মিন্যুবাচ ।

অগ্নিন্ দেশে মহীপালঃ কংসঃ সত্য পরায়ণঃ ।
 বিদ্যমানে মহীপালে কংসে সত্য পরাক্রমে ।
 কদাচিদপি কস্মৈচিৎ দানং প্রদদাবহং ॥১০॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

চক্রবর্তী নৃপশ্রেষ্ঠঃ কংসঃ সর্ব গুণাশ্রয়ঃ ।
 তস্যাধিকারে সতত মহৎদানী স্ননিশ্চিতঃ ॥ ১১ ॥
 হৃদিতে মৃগশাবাক্ষি স্থির সৌদামিনীপ্রভং ।
 পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্ত্বরং ॥১২॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! এই দেশের অধীশ্বর রাজা
 কংস বিদ্যমানে আমরা কখন কাহাকে দান প্রদান করি
 নাই ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, কংস মহারাজ সমাগরা ধরার অদ্বিতীয়
 অধীশ্বর আমি তাঁহার নিযুক্তরূপে দান আদায় করি ॥ ১১ ॥

হে স্নন্দরি ! তোমার হৃদয়ে যে স্থির সৌদামিনীপ্রভ রত্ন
 দেখিতেছি তাহা শীঘ্র আমাকে দান কর ॥ ১২ ॥

অশ্বার্থঃ ।

কংসঃ মহীপালঃ রাজা । কংসেরাজি মহীপালসতি কদাচিদপি দানং
 নদদৌ ॥ ১০ ॥ কৃষ্ণ উবাচৈতি । চক্রবর্তী সমাগরা ধরায়াদ্বিতীয়ো-
 ধীশ্বরঃ কংসঃ তস্যাধিকারে অহং দানী দান গ্রহণ নিয়োগী ॥ ১১ ॥
 হৃদীতি । স্থিরসৌদামিনীপ্রভং তড়িৎপুঞ্জ বদন্ত্যঙ্কলং । হৃদিত্বিত্ত্বন্তন
 রত্নমেবদানং দেহীতিভাবঃ ॥ ১২ ॥ দানমিতি । দানংদত্ত্বা মথুরং

দানং দত্ত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি ।
অন্যথা সংহরিষ্যামি রত্নঞ্চ সপরিচ্ছদং ॥১৩॥

রাধিকোবাচ ।

গোপাল বহবো দোষা বিদ্যন্তে সততং তব ।
শৃণু গোপাল বৃত্তান্তং মম রত্নস্য সাম্প্রতং ॥১৪॥
হৃদয়স্থং যদেতত্তু রত্নং ত্রৈলোক্যমোহনং ।
স্তনস্ত্ব স্তবকাকারং পরং ব্রহ্ম স্বরূপিতং ॥১৫॥

ভাষা ।

হে কুরঙ্গাক্ষি ! দান প্রদান করিয়া মথুরাতে গমন কর
অন্যথা তোমাদের সমস্ত পরিচ্ছদ ও রত্ন অপহরণ করিব ॥ ১৩ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে গোপাল ! তুমি বহু দোষাকর ইহা
আমাদের বিলক্ষণ জানা আছে ; এইক্ষণ এই রত্ন বৃত্তান্ত বলি-
তেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমাদের হৃদয়ে যে ত্রৈলোক্যমোহন রত্ন দেখি-
তেছ ইহা স্তন রূপি পূর্ণ ব্রহ্ম ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

গচ্ছ যদিযচ্ছসি তদা তব সৰ্ব্বং ধনং বন্ধাদিকঞ্চ হরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
রাধিকোবাচেতি । হে গোপাল শ্রয়ি বহবো দোষাবিদ্যন্তে মমরত্নস্য
বৃত্তান্তং শৃণুত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ নমহৃদয়স্থং ত্রৈলোক্য মোহনং যত্রত্নং
দৃশ্যতে তত্রস্ত্বং ব্রহ্মস্বরূপি । স্তবকাকারং কুটিলমদৃশং ॥ ১৫ ॥ নাসেতি ।

নাসাং মমগোপাল মৌক্তিকং যচ্চ কৌস্তভং ।
 হৃদয়ে মমগোপাল যদ্বং পশ্যসি তচ্ছৃণু ॥১৬॥
 শৃণু কৃষ্ণ মহামূঢ় পদ্মিনী রাধিকা স্বয়ং ।
 এতস্যাঃ কণ্ঠ সংস্থায়া মালানাম্না কলাবতী ॥১৮
 এতাঃ সৰ্বাগোপকন্যাঃ কুমার্যাঃ পরিচারিকাঃ ।
 আত্মানং নৈব জানাসি অতস্তে চপলামতিঃ ॥১৯

ভাষা ।

এবং নাসাং যে মৌক্তিক ও হৃদয়ে কৌস্তভমনি দেখিতেছ
 ইহার বিবরণ শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার হৃদয়স্থ রত্ন মুক্তা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে
 এই মুক্তাফল স্বয়ং চিত্রিণী নায়িকা ॥ ১৭ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি সকলই বিস্মৃত হইয়াছ রাধিকা স্বয়ং পদ্মিনী
 ইহার কণ্ঠস্থিত হে মালা তাহার নাম কলাবতী ॥ ১৮ ॥

এই যে সকল গোপকন্যা ইহারা কুমারীর পরিচারিকা । তুমি
 আত্মা বিস্মৃত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মমনাসাং যে মৌক্তিকং হৃদয়েচ যৎকৌস্তভং মুক্তাবিশেষঃ পশ্যসি
 তদ্ব্যস্তমপি শ্রুত্বার্থঃ ॥ ১৬ ॥ যদিতি । মমহৃদয়ে যদ্বৎ তদপি
 মৌক্তি কাঙ্ক্ষায়তে । এত মুক্তাফলমপি ন সামান্যং কিন্তু চিত্রিণী নাম
 নায়িকা ॥ ১৭ ॥ শ্রুতি । হে মূঢ়শৃণু । পদ্মিনী এব রাধাতম্যাঃ
 কণ্ঠস্থিতা যামালা সা কলাবতী ॥ ১৮ ॥ এতাইতি । এতা যানার্যো
 দৃশ্যন্তে তাঃ সৰ্ব্বা এব কুমার্যা রাধায়াঃ পরিচারিকাঃ । স্বমাত্মানমেব
 ন জানাসি অতস্তে মতিশ্চপলা ॥ ১৯ ॥ চপলেতি । চপলশব্দকলমতিঃ ।

চপলস্তুংসদা কৃষ্ণ পর নারীরতঃ সদা ।

এতামুতা মন্দভাগ্যা স্তব সঙ্গরতাঃ সদা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

পদ্মনেত্রে স্মিতমুখি একং প্রচ্ছামি পদ্মিনি ।

নাসাগ্রসংস্থিতাং মুক্তাং স্থির সৌদামিনীপ্রভাং

কামসন্দীপনীং মুক্তাং নাসায়্যাং তবতিষ্ঠতি ॥ ২১ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে পঞ্চবিংশ

পটলঃ ।

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! তুমি অতি চপল ও সর্বদা পরনারীতে আশক্ত
আছ, এবং এই সকল ভাগ্যহীন নারীগণ তোমার সঙ্গরত ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে পদ্মিনি ! তোমার নাসাগ্রস্থিত যে স্থির
সৌদামিনী প্রভ মুক্তা দেখিতেছি তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা
করিতেছি বল ॥ ২১ ॥

ইতি পঞ্চবিংশ পটলঃ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

পরনারীরতঃ পরস্মী সঙ্গামাভিলাষী ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি । প্রচ্ছামি
জ্ঞাছুমিচ্ছামি । স্থির সৌদামিনীপ্রভাং স্থিরানিশ্চলায়া সৌদামিনী
তড়িলতা তৎপ্রভাং ওদুদুঙ্কলাং । কামসন্দীপনীং কামদেগ বর্ধিনীং ॥ ২১ ॥

ইতি পঞ্চবিংশ পটলঃ ।

রাধিকোবাচ ।

মুক্তাফলমিদং কৃষ্ণং ত্রৈলোক্য বীজরূপকং ।
 মুক্তাফলস্য মাহাত্ম্যং বর্ণিত্বং নহি শক্যতে ॥১॥
 ইদং মুক্তাফলং কৃষ্ণং মহামায়া স্বকপিণী ।
 অস্মিন্মুক্তাফলেবিশ্বং তিষ্ঠন্তি কোটিকোটিশঃ ॥২॥
 বহুভাগ্যেন গোপেন্দ্র লব্ধং মুক্তাফলং হরে ।
 মুক্তাফলং ময়ালব্ধং ত্রিপুরা পদপূজনাং ॥৩॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

রাধিকে শৃণু মদ্বাক্যং রূপয়াবদ কামিনি ।
 ইদং মুক্তাফলং ভদ্রে মদনস্যচ মন্দিরং ॥ ৪ ॥

ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ! এই মুক্তাফল ত্রিভুবনের
 কারণ ইহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে আমার শক্তি নাই ॥ ১ ॥

এই মুক্তাফল স্বয়ং মহামায়া; ইহাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্য-
 মান আছে ॥ ২ ॥

হে গোপেন্দ্র! আমি বহু ভাগ্যবলে ত্রিপুরা পদপূজা করিয়া
 এই মুক্তাফল লাভ করিয়াছি ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে রাধিকে আমার বাক্য শ্রবণ কর;
 তোমার এই যে মুক্তাফল তাহা কামদেবের মন্দির, তোমার
 অস্ত্যর্থঃ ।

রাধিকোবাচেতি । ত্রৈলোক্য বীজরূপকং ত্রিভুবন কারণং । অস্য
 মাহাত্ম্যং বর্ণনানর্থ মিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ইদমিতি । এতন্মুক্তাফলং স্বয়ং
 মহামায়া! অস্মিন্মুক্তাফলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডাঃ সম্ভূত্যাঃ ॥ ২ ॥ বহু-
 ইতি । ময়! বহুভাগ্যেন ত্রিপুরাপদং সংপূজ্য মুক্তাফলং মেতল্লবমিতি ॥৩॥
 কৃষ্ণ উবাচেতি । মদনস্য মন্দিরং কামাগার স্বরূপং এতন্মুক্তাফলং মদন-
 মাত্রেণৈব কামসম্পাদনং ভবেদিতি ॥ ৪ ॥ তবেতি ইমুধিকোবাচঃ ।

তবনাসা বরারোহে মদনস্যেযুধিঃ সদা ।
 স্মৃতীক্লং তব নেত্রাস্তং মম কৰ্ম্ম নিকৃন্তনং ॥৫॥
 তবাজ্জ দৰ্শনং ভদ্রে সৰ্বব্যাদি বিনাশনং ।
 স্মৃধারস সমং ভদ্রে বিগ্রহং কাম বৰ্দ্ধনং ॥৬॥
 নখচন্দ্র প্রভাভদ্রে পূৰ্ণচন্দ্র সমাতব ।
 আলিঙ্গনং দেহিভদ্রে পতিতং মাংসমুদ্ধর ।
 পাপার্ণবা ব্রাহ্মিভদ্রে দাসোহং তব সুন্দরি ॥৭॥

ভাষা ।

নাসিকা মদনের তুণ আর তোমার কটাক্ষ আমার কৰ্ম্মহেদী
মদনশর ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

তোমার অঙ্গ দর্শনে সৰ্ব ব্যাধি প্রশান্ত হয় ; তোমার শরীর
স্মৃধারস পূৰ্ণ ও কাম সন্দীপন ॥ ৬ ॥

তোমার নখচন্দ্র প্রভা পূৰ্ণচন্দ্র প্রভা তুল্য । হে সুন্দরি !
আলিঙ্গন প্রদান করিয়া এই পতিতকে পাপার্ণব হইতে উদ্ধার
কর ; আমি তোমার শরণাগত দাস ॥ ৭ ॥

অস্যার্থঃ ।

স্মৃতীক্লং খরতরং । কৰ্ম্মনিকৃন্তনং কৰ্ম্মছেদকমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তবেতি ।
ভবশরীর দর্শনে নৈব ব্যাধয়ঃ শাম্যন্তি । কামবৰ্দ্ধনং কামসন্দীপনমিত্যর্থঃ ।
॥ ৬ ॥ নখেতি । পূৰ্ণচন্দ্র প্রভা সমাতব নখপ্রভতি । পতিতং কামা-
ৰ্ণবে নিমগ্নং । পাপার্ণবাং ব্রাহ্মিক । অহং তব দাসঃ ॥ ৭ ॥ রাধিকৈ-
বাচেতি । হে কৃষ্ণ ! শিবার্চনং কুরু কাষ্ঠাযনীং পুঙ্খ তদন্তে ইতিবিদ্যাং

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বচনং মম সুন্দর ।
 শিবার্চনং কুরুক্ষিত্রং তথা কাত্যায়নীংশিবাং ।
 তদন্তে পুরুষশ্রেষ্ঠ ইষ্ট বিদ্যাং সনাতনীং ।
 পূর্ণকপাং মহাকালীং ধ্যাভ্বা সিদ্ধি মবাংস্যসি ॥ ৮ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 সংপূজ্যপার্শ্বিবাংলিঙ্গং ততঃ কাত্যায়নীং যজ্ঞে ৭ ৯
 অথ প্রসন্না সা দেবী জগন্মাতা জগন্ময়ী ।
 আবিরাসীং স্বয়ং দেবী কৃষ্ণস্য হিতকারিণী ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ আমার বচন শ্রবণ করণ তুমি
 অগ্রে শিবার্চন কর তদন্তে ইষ্ট বিদ্যা মহাকালীর ধ্যান করিলেই
 তোমার কার্য সিদ্ধি হইবে ॥ ৮ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, কৃষ্ণ তাহার সেই বাক্য শুনিয়া
 পার্শ্বিবাংলিঙ্গ পূজানন্তর কাত্যায়নীর অর্চনা করিলেন ॥ ৯ ॥

অনন্তর জগন্মাতা কাত্যায়নী প্রসন্না হইয়া কৃষ্ণের হিত
 সাধন মানসে স্বয়ং আবিরূতা হইলেন ॥ ১০ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

মহাকালীং ধ্যাভ্বা সিদ্ধিমবাংস্যসীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । কৃষ্ণঃ
 পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা শিবার্চনং কৃত্বা কাত্যায়নী মন্ত্রজং ॥ ৯ ॥ অর্থোক্তি ।
 অথ শিবার্চন কাত্যায়নী পূজনাদেব কাত্যায়নী প্রসন্নাসতী আবিরাসীং
 প্রত্যক্ষী বভূবত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ কাত্যায়ন্যুবাচেতি । কাত্যায়নী সাক্ষা-

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহোবরং বরয় রেমুত ।
বরং দদামিতে ভদ্রং ভবিষ্যতি স্তুনিশ্চিতং ॥১১॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

বরং দেহি মহামায়ে নমস্তে শঙ্কর প্রিয়ে ।
মনঃ সিদ্ধিং দেহি দেবি কালি ব্রহ্মময়ি সদা ॥১২॥

কাত্যায়ন্যুবাচ ।

এবমেব ভবেৎ কৃষ্ণ রাধাসঙ্গ মবাপ্নু হি ।
বহু যত্নেন ভো কৃষ্ণ রাধাবাক্যং সমাচর ॥১৩॥

ভাষা ।

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে বৎস ! বর প্রার্থনা কর ; আমি তোমার অভিশ্রুত বর দিতেছি ইহাতে তোমার কার্য সিদ্ধি হইবে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন হে হরপ্রিয়ে ! হে কালি ! হে দেবি ব্রহ্ম-ময়ি ! তোমাকে নমস্কার করি ; আমার মানস সিদ্ধি বর দান কর ॥ ১২ ॥

কাত্যায়নী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তোমার মনঃ সিদ্ধি বর প্রদান করিলাম তুমি রাধাসঙ্গ লাভ কর এবং যত্ন পূর্বক রাধা বাক্য আচরণ কর ॥ ১৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

স্বপ্না কৃষ্ণমুবাচ । হে স্তুত ! বরং অভিশ্রুতং বরয় গৃহাণ ॥ ১১ ॥
কৃষ্ণ উবাচেতি । হে মাতঃ ! মম মনঃ সিদ্ধিং ব্রতং দেহি ॥ ১২ ॥
কাত্যায়ন্যুবাচেতি । হে কৃষ্ণ ! স্বং মম্বাক্যং সমাচর তেনৈব তব রাধাসঙ্গে
ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ রাধেতি । ॥রাধাসঙ্গেন কুণ্ডং গোষ্ঠং

রাধাসঙ্গেন ভো কৃষ্ণ পুষ্পমুৎপাদয় ধুবৎ ।
 পুষ্পঞ্চ ত্রিবিধং কৃষ্ণ কুণ্ডগোলং পরাৎপরং !
 স্বয়ম্ভুঞ্চ তথারন্যং নানাসুখ বিবৰ্জনং ॥ ১৪ ॥
 ধৰ্ম্মদং কামদধৈব অথদং মোক্ষদন্তথা ।
 চতুৰ্ভগপ্রদং পুষ্পং রাধাসঙ্গেন জায়তে ॥ ১৫ ॥
 তেন পুষ্পেণ হে কৃষ্ণ জপ পূজাং সমাচর ।
 ইচ্ছদেব্যাঃ সুরশ্রেষ্ঠ সততং রাধয়াসহ ॥ ১৬ ॥
 এতদ্রহস্যং পরমং ব্রহ্মাদীনাং গোচরং ।
 যদযদন্যম্ মহাবাহো শৃণোতু পদ্মিনী মুখাৎ ॥ ১৭ ॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! রাধাসঙ্গে কুণ্ড গোল ও স্বয়ম্ভু এই ত্রিবিধ পুষ্প উৎপাদন কর ঐ মনোহর পুষ্পে নানাপ্রকার সুখ বৃদ্ধি হইবে ॥ ১৪ ॥

রাধাসঙ্গে ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাত্মক চতুৰ্ভগপ্রদ পুষ্প উৎপন্ন হইবে । হে কৃষ্ণ ! সেই পুষ্পদ্বারা সর্বদা ইষ্ট বিদ্যার পূজা করিয়া জপ করিবে ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

হে মহাবাহো ! ব্রহ্মাদির অগোচর এই পরম রহস্য তোমাকে বলিলাম ; তোমার আর যাহা যাহা শ্রোতব্য থাকে পদ্মিনীর নিকট শুনিতে পাইবে ॥ ১৭ ॥

অস্তুার্থঃ ।

স্বয়ম্ভুঞ্চ ত্রিবিধং পুষ্পমুৎপাদয় জন্মেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মদমিতি । রাধ-
 সঙ্গেন ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাত্মক চতুৰ্ভগপ্রদং পুষ্পং জায়তে ॥ ১৫ ॥
 তেনেতি । তেন রাধাসঙ্গাদুৎপন্নেন পুষ্পেণ জপপূজাং সমাচর মাধয় ॥ ১৬ ॥
 এতদিতি । এতদ্রহস্যং ব্রহ্মাদয়োপি নজানন্তি । অন্যদ্ব্যস্তং পদ্মিনী

কুলত্রতং বিনাচৈতমহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
ইত্যুক্ত্বা সা মহামায়া তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ॥ ১৮ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ষড়্বিংশ
পটলঃ ।

ভাষা ।

কুলাচার ব্যতিরেকে এই রূপ সিদ্ধি কখনই হয় না মহামায়া
এই বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ১৮ ॥

ইতি ষড়্বিংশ পটলঃ ।

অর্থঃ ।

মুখাৎ শৃণোত্ব ॥ ১৭ ॥ কুলেতি । কুলাচারং বিনা নহি সিদ্ধি
ভবিষ্যতি । মহামায়া ইত্যুক্ত্বা তত্রৈবাস্তুরধী ॥ ১৮ ॥

ইতি ষড়্বিংশ পটলঃ ।

পাণ্ডিত্যবাচ ।

গোবেশ ধরঃ কৃষ্ণ শৃণু বাক্যং মহৎপদং ।
 ইদং শ্যাম শরীরংহি সর্বাভরণ সংযুতং ।
 কুতোলকং মহাবাহো বদ সত্যংহি কেশব ॥১॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

শৃণু রাধে কুরঙ্গাক্ষি বাক্যং পরম কারণং ।
 শরীরং মমচার্ষস্মি সর্ববেশ বিভূষিতং ।
 দলিতাঞ্জন পুঞ্জাভং যদেতদ্বিভ্রমং মম ।
 এতৎ সর্বং কুরঙ্গাক্ষি ত্রিপুরাপদ পূজনাং ॥২॥

ভাষা ।

পাণ্ডিনী বলিতেছেন, হে গোপবেশধারী কৃষ্ণ ! আমার এই
 সারভর বাক্য শ্রবণ কর ; তুমি সর্বাভরণ ভূষিত এই শ্যাম
 শরীর কোথায় পাইয়াছ তাহা আমার নিকট স্বার্থ বল ॥ ১ ॥

কৃষ্ণ বলিতেছেন, হে কুরঙ্গাক্ষি রাধে ! আমার বাক্য শ্রবণ
 কর । হে সুন্দরি ! আমার এই সর্ববেশ বিভূষিত যে শ্যাম শরীর
 দেখিতেছ ; তাহা আমি ত্রিপুরাদেবীর পদার্চন প্রভাবে প্রাপ্ত
 হইয়াছি ॥ ২ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

পাণ্ডিত্যবাচেতি । হে কেশব ! ইদং শ্যাম শরীরং কুতোলকং তৎ-
 সত্যং বদ গোপবেশধরঃ গোপরূপেনাবতীর্ণঃ ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ উবাচেতি ।
 মমাক্যং শৃণু ত্রিপুরাপ্রসাদত এব এতৎশ্যাম শরীরাদিকং লক্ষমিত্যর্থঃ ॥
 ১ ২ ॥ এষ ইতি । এষ মে মম বিগ্রহঃ শরীরং সাক্ষাৎকালিকাদেবী ।

এষমে বিগ্রহঃ সাক্ষাৎ কালীশব্দ স্বকপিণী ।
 শরীরং হি বিনাভদ্রে পরং ব্রহ্ম শাবাকৃতি ৷ ৩ ৷
 ত্রিপুরা পূজনাত্ত্যক্ত্যা শরীরং প্রাপ্নুয়ামিদং ।
 অসাধ্যং নাস্তি কিঞ্চিন্মে ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ৷ ৪ ৷
 শরীরস্থং যদেতচ্চধ্বজ বজ্রাক্ষুশাদিকং ।
 এতৎ সর্বং বরারোহে মহামায়া স্বরূপকং ।
 চুড়াচ কুণ্ডলকৈব নাসাগ্র মৰ্ষ্যমৌক্তিকং ।
 কেশুর মঙ্গদং হারং মুরলী বেণু মেবচ ॥ ৬ ॥

ভাষা ।

আমার এই শরীর স্বয়ং কালী , শরীর ব্যতিরেকে পরং
 ব্রহ্মও শববৎ নিষ্পন্দ ॥ ৩ ॥

ভক্তি পূর্বক ত্রিপুরা পদপূজন করিয়া আনি এই শরীর
 পাইয়াছি । ত্রিপুরার পদার্চন প্রভাবে এই ভূতলে আমার
 অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৪ ॥

আর আমার এই শরীরস্থ যে ধ্বজ বজ্রাক্ষুশ চিহ্ন দেখিতেছ
 তাহা মহামায়ার স্বরূপ ॥ ৫ ॥

আমার চুড়া, কুণ্ডল, মুক্তা, কেশুর, বলয়, হার, মুরলী ও

অন্ত্যর্থঃ ।

শরীরং বিনাপরং ব্রহ্মাপি শববৎ ॥ ৩ ॥ ত্রিপুরেতি অহং ত্রিপুরাপদং
 সম্পূজ্য ইদং শরীরং প্রাপ্নুয়াম্ । তস্যাতঃ প্রসাদাভো মম ভূতলে কিঞ্চিদ-
 সাধ্যং নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৪ ॥ শরীরেতি । শরীরস্থং যৎস্বজাদিকং
 দৃষ্টং তদপি মহামায়া ॥ ৫ ॥ চুড়তি । মৌক্তিকং মুক্তা মঙ্গদং বলয়ঃ ।
 কেশুরং তারকমুগলং ॥ ৬ ॥ এতদিতি । মম শরীরাদিকং

এতৎ সৰ্বং কুরঙ্গাক্ষি মহামায়া জগন্ময়ী ।
 অহমেব কুরঙ্গাক্ষি সদা ইন্দ্রিয় বজ্জিতঃ ॥ ৭ ॥
 এতদ্রূপং কুরঙ্গাক্ষি প্রকৃতিঃ পরমেশ্বরী ।
 আলিঙ্গনং দেহি তদ্রে মমথেনা কুলস্তৃহং ॥ ৮ ॥

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো গোপাল নররূপ ধৃক ।
 নররূপেণ মে সঙ্গো নহিযাতি কদাচন ॥ ৯ ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

রহস্যং পরমং গুহ্যং কৃষ্ণায় যদু বাচসা ।
 তৎ শৃণু মহাভাগে সাবধানাবধারয় ॥ ১০ ॥

ভাষা ।

বেণু ইত্যাদি যত কিছু আমার আভরণ সকলই জগন্ময়ী মহামায়া ;
 আমি ইন্দ্রিয় বিহীন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

হে কুরঙ্গাক্ষি আমার এই রূপ প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছুই
 নহে । আমি কামবাণে নিভান্ত কাতর হইয়াছি শীঘ্র আমাকে
 আলিঙ্গন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি নররূপ ধারণ করিয়াছ ।
 নররূপে আমার সঙ্গ লাভ হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! পদ্মিনী কৃষ্ণকে যে যে
 কথা বলিয়াছিলেন এই পরম রহস্য তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ১০ ॥

অন্যার্থঃ ।

যদ্যুতং তৎসৰ্বমেব মহামায়া অহং ইন্দ্রিয় বজ্জিতঃ ॥ ৭ ॥ এত-
 দ্ভিত্তি । মম এতদ্রূপং প্রকৃতিঃ । মমথেন মদনেন । আকুলঃ ক্লেশিতঃ ॥ ৮ ॥
 রাধিকোবাচেতি । হে কৃষ্ণ ! তু মধুনানররূপধারী নররূপেণ মমসঙ্গে
 নহিযাতি ॥ ৯ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । সাপগিনী কৃষ্ণায় যদুবাচ তজ্জহম-
 নতি গোপ্যং সাবধান মাকর্যয়েতি ভাষঃ ॥ ১০ ॥ অমৃতমিতি । রত্ন-

অমৃতং রত্নপাত্রস্থং পানং কুরু মহামতে ।
 অমৃতং হি বিনাক্ষং যোজ্যপেং কালিকাং পরাং ।
 তস্য সর্বার্থহানিঃ স্যাত্তদন্তে কুপিতো মনুঃ ॥ ১১ ॥
 পশ্য ক্ষং মহাবাহো দানীশত্বং গতোধুনা ।
 মম মুক্তা প্রভাবঞ্চ পশ্য হে কমলেক্ষণ ॥ ১২ ॥
 এতস্মিন্ সময়ে রাধা পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 প্রণম্য শিরসা কালীং সুন্দরীং ব্রহ্মমাতৃকাং ।
 জপ্ত্বাস্তু য়া মোক্ষদাত্রীং সুন্দরীং ক্ষমাতরং ॥ ১৩ ॥

ভাষা ।

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! এই রত্ন ভাণ্ডস্থ অমৃত পান কর । অমৃত ব্যতিরেকে যে মহাবিদ্যার আরাধনা করে তাহার সর্বার্থ নষ্ট হয় এবং অন্তে স্বীয় দেবতা কুপিতা হন ॥ ১১ ॥

হে কৃষ্ণ ! তুমি এইক্ষণ দান গ্রহণে অধিকার পাইয়াছ ; সম্প্রতি আমার মুক্তার প্রভাব দেখ ॥ ১২ ॥

এই সময়ে পদ্মগন্ধিনী রাধিকা অবনত মস্তকে মোক্ষপ্রদা মহাকালীর চরণে নমস্কার, স্তুতি পাঠ ও মন্ত্র জপ ইত্যাদি আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

অর্থার্থঃ ।

ভাণ্ডে ন অমৃতপানং কুরু । সর্বার্থহানিঃ সকল কার্য্য অংশঃ । মনু-
 র্ম্মশঃ ॥ ১১ ॥ পশ্যতি । দানীশত্বং যমুনা পারপণ্য গ্রহণাধী-
 শত্বং । মম মুক্তা প্রভাবং পশ্য ॥ ১২ ॥ এতস্মিন্মতি । শিরসা
 প্রণম্য তুমৌ দত্ত বসনকৃত্য । মোক্ষদাত্রীং মুক্তি প্রদায়িনীং ॥ ১৩ ॥

পশ্য পশ্য মহাবাহো মুক্তায়াঃ পরমং পদং ।
 তস্মিন্‌ডিম্বে মহেশানি কোটিশঃ কৃষ্ণরাশয়ঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা পরমেশানি কৃষ্ণে বিস্ময় মাগতঃ ॥ ১৪ ॥
 পদ্মিনীতু ততো দেবী তং ডিম্বং তৎক্ষণং প্রিয়ে ।
 সংহার্য বিশ্বংসারাধা মুক্তায়াঞ্চ বিলীয়তে ॥ ১৫ ॥
 এবমেব প্রকারেণ কোটি ডিম্বং বরাননে ।
 দর্শয়ামাস কৃষ্ণায় ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥ ১৬ ॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! আমার এই মুক্তার প্রভাব দেখ এই মুক্তা ডিম্বে
 কোটি কোটি কৃষ্ণ রহিয়াছে । হে পরমেশানি ! কৃষ্ণ ইহা দেখিয়া
 বিস্ময়াব্বিত হইলেন ॥ ১৪ ॥

পদ্মিনী সেই ডিম্ব বিস্ফারিত করিয়া সমস্ত বিশ্ব প্রদর্শন
 করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহাতে লীন করিলেন ॥ ১৫ ॥

পদ্মিনী এই প্রকার ত্রিপুরা পদার্চন প্রভাবে কৃষ্ণকে কোটি
 কোটি ব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন ॥ ১৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পশ্যেতি । এতস্মিন্‌ মৌক্তিক ডিম্বে কোটিশঃ কৃষ্ণ রাশয়ঃ সঙ্গীতি
 শেষঃ । পশ্য অবলোকয় । তস্মিন্‌ ডিম্বে কোটি কৃষ্ণরাশিঃ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো-
 ভূঃ ॥ ১৪ ॥ পদ্মিনীতি । সংহার্য্য বিনিবার্য্য । বিলীয়তে অন্তর্গত
 মকল্পেতি ॥ ১৫ ॥ এবমেবেতি । এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কৃষ্ণায়
 কোটি ডিম্বং দর্শয়ামাস ॥ ১৬ ॥ অপশ্যেতি । ইতি মৌক্তিকে অন্যদ্য-

অপশ্যাদন্যদাশ্চর্য্যং মুক্তায়াম্ তৎক্ষণং হরিঃ ।
 কোটিমুক্তাকলং তত্র জায়তে তৎক্ষণাৎ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥
 দৃষ্টাশ্চর্য্যং মহাদ্ভুতং কৃষ্ণস্ত বরবার্গনি ।
 আত্মানং দর্শয়ামাস হরিঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্টাশ্চর্য্য ময়ং দেবি কৃষ্ণ উদ্বিগ্নতামিমাং ।
 আত্মানং গর্হয়ামাস দৃষ্টাশ্চর্য্য মনুভূমং ॥ ১৯ ॥
 প্রজপেৎ পরমাং বিদ্যাং মহাকালীং মনোহরাং ।
 নিরীক্ষ্য রাধিকাবক্ত্রং প্রজপেৎ কালিকাতন্ত্রং ॥ ২০ ॥
 ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে সপ্তবিংশ
 পটলঃ ।

ভাষা ।

হরি সেই মুক্তা ভিষে বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দর্শন
 করিলেন । তৎক্ষণাৎ সেই মুক্তা ভিষে হইতে কোটি কোটি
 মুক্তা জন্মিল ॥ ১৭ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনী প্রদর্শিত মুক্তাতে আশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিয়া
 স্বীয়রূপ পদ্মিনীকে দেখাইলেন ॥ ১৮ ॥

হরি সেই মুক্তাতে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য রূপ দেখিয়া
 আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণ রাধিকার মুখ নিরীক্ষণ করতঃ মহাবিদ্যা মহাকালীর মন্ত্র
 জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২০ ॥

সপ্তবিংশ পটলঃ ।

অন্ব্যর্থঃ ।

শ্চর্য্য মন্নিবৃণশ্যতি তত্র মুক্তায়াম্ কোটি মুক্তাকলং জায়তে লীয়েতে ॥ ১৭ ॥
 দৃষ্টেতি । আত্মানং স্বরূপং দর্শয়ামাস পদ্মিনী ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥
 দৃষ্টেতি । উদ্বিগ্নতা মুৎকণাং ইয়াং আপুয়াং । গর্হয়ামাস নিমিন্দ ॥ ১৯ ॥
 প্রজপে দিতি । রাধিকা মুখং দৃষ্ট্বা কালিকা মনুং প্রজপেদি ভাবঃ ॥ ২০ ॥
 ইতি সপ্তবিংশতি পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অনেনৈব বিধানেন কৃষ্ণস্য কুল সাধনং ।
 কুণ্ডগোলক পুষ্পস্য সাধনায় শুচিস্মিতে ।
 যদুক্তা পদ্মিনী রাধা কৃষ্ণায় নিগদামিতে ॥১।

রাধিকোবাচ ।

শৃণু কৃষ্ণমহাবাহো বচনং হিত কারণং ।
 বাসুদেব পরং ব্রহ্ম মম জ্ঞানেন যুজ্যতে ॥২॥
 বাসুদেব শরীরং হুং শক্লোষি যদিচেদ্ধরে ।
 মহতীচ তদা কৃষ্ণ মমপ্রীতির্হিজায়তে ॥ ৩ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্শ্বতি ! এই প্রকারে কৃষ্ণ কুল
 সাধন করিয়াছিলেন । পদ্মিনী কুণ্ড গোলক পুষ্প সাধনার্থ
 কৃষ্ণকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ১ ॥

রাধিকা বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! হিত সাধন আমার বাক্য
 শ্রবণ কর । বাসুদেব হইতে পরংব্রহ্ম আর কেহ নাই ইহাই
 আমার বোধ গম্য ॥ ২ ॥

হে হরি ! তুমি যদি বাসুদেব শরীর ধারণে শক্ত হও তবে
 আমার কার্য্য সিদ্ধি হইবে । ঐ বাসুদেব শরীরে আমার নিরতি-
 শয় প্রীতি আছে ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচেতি । এবং প্রকারেণ পদ্মিনী কুণ্ডগোলক পুষ্পস্য সাধ-
 নার্থং কৃষ্ণায় যদুবাচ তৎ শৃণু ॥ ১ ॥ রাধিকোবাচেতি । হিত কারণং
 মঙ্গল জনকং । বাসুদেবাৎ পরং বাসুদেবাদিনঃ ॥ ২ ॥ বাসুদেবেতি ।
 হে কৃষ্ণ ! তব বাসুদেব শরীরে মম মহতী প্রীতি রম্যতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

তদৈব সহসা কৃষ্ণ শৃঙ্গারং প্রদদাম্যহং ।
 অন্যথা পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্য স্তুংহি মে বতিঃ ॥৪॥
 মনুষ্যেষু বরাকেষু নাস্তি সঙ্গঃ কদাচন ।
 যদি মে পুণ্ডরীকাক্ষ মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেৎ ॥৫॥
 তদৈব সহসা ক্রুদ্ধা ত্রিপুরা মাতৃকা তব ।
 ভস্মসাৎ তৎ কণাৎ কৃষ্ণমাংকরিস্যাতি নান্যথা ॥৬॥
 এতচ্ছ্রদ্ধা বচস্তস্যাঃ কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 মনোনিবেশ্য দেবেশি কালিকাপদ পঙ্কজে ।
 প্রজপ্য পরমাং বিদ্যাং নিজরূপ মবাপ্নুয়াৎ ॥৭॥

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ ! বাসুদেব শরীরে আমি শৃঙ্গার প্রদান করিব
 অন্যথা তুমি মনুষ্য ; মনুষ্য শরীরে আমার আশক্তি নাই ॥ ৪ ॥

মনুষ্য শরীরে কখনও আমার সঙ্গ নাই । হে পুণ্ডরীকাক্ষ !
 যদি আমি মনুষ্যে সঙ্গতা হই তবে ত্রিপুরা কুপিতা হইয়া তৎ-
 কণাৎ আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন ॥ ৫ ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণ পদ্মিনীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কালিকা পদার্চনে
 মনো নিবেশ পূর্বক পরমা বিদ্যা মহাকালীর আরাধনা করিয়া
 নিজ রূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

অর্থঃ ।

তদৈবেতি । তদা বাসুদেব শরীরে শৃঙ্গারং রতিং । অন্যথা বাসুদেবা-
 দন্য স্তুং মনুষ্য এবেতি ॥ ৪ ॥ মনুষ্যেতি । বরাকেষু ক্ষুদ্রেষু ।
 সঙ্গতা শক্তা ॥ ৫ ॥ তদৈবেতি । যদিহং মনুষ্যে সঙ্গতা ভবেয়ং তদা
 তৎ কণাদেব ত্রিপুরা মাং ভস্মী করোতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥ এতদ্বিতি ।
 কৃষ্ণঃ পদ্মিনী বাক্যং শ্রুত্ব । কালিকা পদে মনো নিবেশ্য ওয়ম্ভং প্রজপ্য
 নিজ রূপং প্রাপ্ত যাদ্বিতি ॥ ৭ ॥ বাসুদেব উবাচেতি । যঃ কৃষ্ণঃ স এব

বাসুদেব উবাচ ।

শূণু পদ্মিনি মদ্যাক্যং তব যৎকথয়াম্যহং ।
 যঃ কৃষ্ণেণ বাসুদেবোহহং মহাবিকুরহংপ্রিয়ে । ৮
 সঙ্কোপনার্থং চার্বাকি দ্বিভুজোহহং নচান্যথা ।
 স্বদর্থং হি মহেশানি তপস্তপ্তং সুদারুণং ॥ ৯ ॥
 তেন সত্যেন ধর্মেণ পদ্মিনী সঙ্গ মেবচ ।
 তব সঙ্গং বিনারাধে বিদ্যাসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ।
 আজ্ঞাং দেহি পুনভদ্রে নরদেহং ব্রজাম্যহং । ১০

ভাষা ।

বাসুদেব বলিতেছেন, হে রাধে ! আমি তোমাকে যাহা
 বলিতেছি শ্রবণ কর । আমি মহাবিকুর বাসুদেব কৃষ্ণরূপে অব-
 তীর্ণ হইয়াছি ॥ ৮ ॥

হে সুন্দরি ! আমি লোক সঙ্কোপনার্থ দ্বিভুজ মূর্ত্তি হইয়া
 তোমার সঙ্গলাভ মানসে এই স্বদাক্ষণ তপস্তা করিতেছি ॥ ৯ ॥

আমার এই তপো ধর্মেই পদ্মিনী সঙ্গলাভ হইবে পদ্মিনী
 সঙ্গ ব্যতিরেকে বিদ্যাসিদ্ধি হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

অন্যার্থঃ ।

মহাবিকুরঃ সৰ্ব্ব এবাহমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ সঙ্কোপনার্থ মিতি । নিজরূপ
 প্রসাদনার্থ মহং দ্বিভুজঃ । তব সঙ্গ লাভার্থ মেব ময়াতপ তপ্তং । ৯ ।
 তেনেতি । এতেন সত্যেন পদ্মিনীসঙ্গং লভ্য বানিতি শেষঃ । বিদ্যাসিদ্ধিঃ
 কুলচীর সাধনং । আজ্ঞাং দেহি পুন নরদেহং ব্রজামি ॥ ১০ ॥ পদ্মিন্যু-

, পদ্মিন্যবাচ ।

বাসুদেব মহাবাহো মনুষ্যত্বং ব্রজাধুনা ।
 প্রসন্নাহং তব বিভো পশ্যামি তপসঃ ফলং ।
 তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মনুষ্যত্বং গতৌ হরিঃ ॥১১॥
 শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো বাসুদেব ত্বমেব চ ।
 শিবস্তে নিশ্চয়ং দেব শ্যামসুন্দর দেহতাক্ ॥১২॥
 যস্তে শ্যামল দেহস্ত তদেব কালিকাতমুঃ ।
 শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো রহস্য মতি গোপনং ॥১৩॥

ভাষা ।

পদ্মিনী বলিতেছেন, হে বাসুদেব ! তুমি এইকণ মনুষ্যত্ব
 প্রাপ্ত হও । আমি তোমার তপস্তার ফল দেখিয়া প্রসন্না হইয়া
 নরদেহ ধারণ করিতেছি । কৃষ্ণ পদ্মিনীর এইবাক্য শুনিয়া নরদেহ
 ধারণ করিলেন ॥ ১১ ॥

হে শ্যামাঙ্গ কৃষ্ণ ! আমার বাক্য শ্রবণ কর তুমি বাসুদেব,
 তোমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইবে ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ তোমাকে অতি রহস্য কথা বলিতেছি তোমার যে
 শ্যামদেহ তাহা কালিকা শরীর ॥ ১৩ ॥

অন্তার্থঃ ।

বাচ্যেতি । মনুষ্যত্বং মানবত্বং ব্রজ প্রাপ্তুং । প্রসন্না অনুকম্পাবতী ।
 এতৎ পদ্মিন্যা বচনং শ্রুত্বা হরিঃ মনুষ্যত্বং গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
 শৃণুতি । শিবং মঙ্গলং । তবিস্যভীতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ যইতি ।
 তে তব য শ্যামল দেহঃ তৈব কালমুরিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ ত্রিপুরায় ইতি ।

ত্রিপুরায়াঃ সদা দূতী পদ্মিনী পরমা কলা ।
 সদা মেপুগুরীকাক্ষ যোনিষ্ঠাক্ষত কাঁপণী ॥১৪॥
 মমযোনৌ মহাবাহো রেতঃ পাতং নচাচরেঃ ।
 তস্যাস্তু বচনং শ্রদ্ধা তুচ্ছা সা পদ্মিনী পরা । ১৫
 কৃষ্ণস্য বাম পাশ্বস্থা পৌর্ণমাস্যা নিশামুচা ১৬
 কার্তিক্যাং যমুনাকূলে পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী ।
 নানাশৃঙ্গার বেশাঢ্যা রতি কপা মনোহরা । ১৭ ।

ভাষা ।

আমি ত্রিপুরাদূতী পদ্মিনী তাহার পরমাকলা আমার অক্ষত
 কপা যোনি ॥ ১৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! আমার যোনিতে রেতঃ পাত করিও না । কৃষ্ণ
 পদ্মিনীর এই বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন, হে স্তম্ভরি !
 আমি তোমার শরণাগত দাস ॥ ১৫ ॥

পদ্মিনী কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে
 যমুনাকূলে নানাপ্রকার শৃঙ্গার বেশে ভূষিত হইয়া কৃষ্ণের বাম-
 পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

রাধা ত্রিপুরায়াঃ দূতী পদ্মিনী রাধা সাএব অক্ষতরূপা মমযোনিঃ ॥ ১৪ ॥
 মমেতি । মমযোনৌরেতঃ পাতং শৃঙ্গাকরণং নচ আচরেঃ ন কুর্য্যাঃ
 ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ কৃষ্ণস্যেতি । পদ্মিনী কৃষ্ণস্য বচনং শ্রদ্ধা তুচ্ছা
 অন্তর্মমিতি ॥ ১৬ ॥ কার্তিক্যামিতি । কার্তিক্যাং কার্তিকী পৌর্ণ-
 মাস্যাং । রতিরূপা শৃঙ্গারোচিত বেশাভরণা ॥ ১৭ ॥ রাধেতি ।

রাধা পরম বৈদগ্ধা শৃঙ্গাররণ পণ্ডিতা ।
 কন্দপ সদৃশঃ কৃষ্ণে বাসুদেবশ্চ পার্শ্বতি ।
 উভয়োর্মেলনং দেবি শৃঙ্গে সৌদামিনী যথা ১৮।
 উভয়োর্মেলনং দেবি ঘন সৌদামিনী সমং ।
 কৃষ্ণে মরকতঃ শৈলো রাধাস্থির তড়িৎ প্রভা ১৯।
 পৌর্ণ মাস্যা নিশামধ্যে কার্তিক্যাং তরি মধ্যতঃ ।
 সংপূজ্যবিবিধৈর্ভোগৈঃ কালীং ভববিমোচনীং ২০।

ভাষা ।

হে পার্শ্বতি ! রাধা অতি রতি পণ্ডিতা, কৃষ্ণ কন্দর্প সদৃশ
 রতি চতুর, উভয়ের মেলন শৃঙ্গে সৌদামিনী সমাগমের ন্যায়
 শোভিত হইল ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ মরকত পর্বতের ন্যায়, রাধা তড়িৎসম প্রভাবতী, অত-
 এব উভয়ের মেলন ঘন সৌদামিনী সমাগমের ন্যায় হইল ॥ ১৯ ॥

কার্তিকী পৌর্ণমাসীর নিশামধ্যে তরুণীর উপরি বিবিধ
 উপচারে মহাকালীর অর্চনা করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা কৃষ্ণের
 মৌভাগ্য বর্ধন রাধার যোনিদেশে পূজা করতঃ কৃষ্ণ রাধার

অন্ত্যর্থঃ ।

বৈদগ্ধ্যরতি পণ্ডিতা । কন্দর্প সদৃশঃ কামবদতি স্কন্ধরঃ । রাধাকৃষ্ণো-
 র্মেলনং পর্বত শৃঙ্গে বিদ্যুৎসমাগম ইবেতি ॥ ১৮ ॥ উভয়োরিতি ।
 উভরোঃ কৃষ্ণরাধয়োঃ মেলনং সমাগমঃ ঘনসৌদামিনী সমং মেঘবিদ্যুৎ
 সমাগমতুল্যং ॥ ১৯ ॥ পৌর্ণমাস্যামিতি । তরিমধ্যতঃ নৌকোপরি
 বিবিধৈর্ভোগৈঃ নানাবিধোপহাটেরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ প্রজপেতি

প্রজপ্য মনসা বিদ্যাং শৃঙ্গার রস পুরিতাং ।
 আলিঙ্গনাদিকং সর্বং তস্ত্রোক্তং কনলেক্ষণে ২১
 সংপূজ্য মদনাগারং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ প্রিয়ে ।
 রাধায়া মদনাগারং ক্লৃণু সৌভাগ্য বর্দ্ধনং ২২
 সমারভ্য নিশীথেথ রাত্রিশেষে পরিত্যজেৎ ।
 ততস্তপদ্মিনী রাধা তত্রৈবাস্তুরধীয়ত ।
 প্রণস্য মনসাকালীং স্বস্থানং সহসাগতা ২৩ ।
 এতস্মিন্ সময়ে দেবী কালী প্রত্যক্ষতাং গতা ।
 ক্লৃণুয় পরমেশানি মহামায়া জগন্ময়ী ॥ ২৪ ॥

ভাষা ।

সহিত নিশীথ সময়ে কুলাচার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন ; রাত্রি
 শেষে সমাপন করিলেন । তদনন্তর পদ্মিনী, মানসে মহাকালীকে
 নমস্কার করিয়া তথাতে অন্তর্ধ্যান পূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করি-
 লেন ॥ ২০ ॥ ২১ ॥ ২২ ॥ ২৩ ॥

এই সময়ে মহামায়া জগন্ময়ীকালী কক্ষের প্রত্যক্ষগোচর হই-
 লেন ॥ ২৪ ॥

অন্ত্যার্থঃ ।

শৃঙ্গাররসপুরিতাং রতিরসপূর্বামিত্যর্থঃ । আলিঙ্গনাদিকং আলিঙ্গনাদি-
 পর্ধ্যভ্যং ॥ ২১ ॥ সংপূজ্যেতি । মদনাগারং ভগস্থানং ॥ ২২ ॥
 সমারভ্যেতি নিশীথে মধ্যরাত্রি সময়ে । পদ্মিনী এবং প্রকারেন ক্লৃণু-
 মনোভিলাসং পুরয়িত্বা তত্রৈবাস্তুরধৌ ॥ ২৩ ॥ এতস্মিন্মতি । -
 এতস্মিন্ সময়ে রাধাক্ষয়োক্টিহারকালে । কালীপ্রত্যক্ষতাং গতা

কালিকোবাচ ।

শূনু কৃষ্ণ মহাবাহোসিক্কোসি বহু যত্নতঃ ।
 পদ্মিনী পরমা ধন্যা ত্রিপুরাপদ পূজনাৎ ॥ ২৫ ॥
 কুণ্ডসিদ্ধিং যোনি সিদ্ধিং স্বয়ম্ভুং তথাস্মৃত ।
 সর্বং প্রাপ্তং স্মৃত শ্রেষ্ঠ বহু যত্নেন ভাস্মত ॥ ২৬ ॥
 শেষং বিলাসং রেপুত্র গোপিত্তিঃ সহসাম্পুতং ।
 কুরুত্বং বিবিধা লাপং মন সেচ্ছা বিহারিণং ।
 ইত্যুক্তা নামহা মায়ী তত্রৈবাস্তুর ধীয়ত ॥ ২৭ ॥
 ইতি রাধাতন্ত্রে অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ভাষা ।

কালিকাদেবী বলিতেছেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি বহু যত্নে কার্য্য
 সিদ্ধ করিয়াছ রাধাও ত্রিপুরাপদার্চন প্রভাবে ধন্যা হইলেন ॥ ২৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার কুণ্ড সিদ্ধি, যোনি সিদ্ধি ও স্বয়ম্ভু সিদ্ধি
 ইত্যাদি সকল প্রকার সিদ্ধি হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

হে কৃষ্ণ ! আর তোমার বাহা বিলাসভিলাষ থাকে তাহা
 সম্প্রতি গোপীগণের সহিত সম্পন্ন কর ; মহামায়ী এই বলিয়া
 তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ২৭ ॥

ইতি অষ্টাদশ পটলঃ ।

অন্বার্থঃ ।

সাক্ষাৎসুত ॥ ২৪ ॥ কালিকোবাচেতি সিক্কোসি পূর্বকামোসি ॥ ২৫ ॥
 কুণ্ডেতি । কুণ্ডসিদ্ধিং গোলসিদ্ধিং স্বয়ম্ভুসিদ্ধিক এতন্মিত্যং সিদ্ধিং
 প্রাপ্তোহসি ॥ ২৬ ॥ শেষমিতি । শেষং অবশিষ্টং বিলাসং তদ্-
 গোপীতিঃ সহকুরু । মহামায়াকালী ইতি কথ্যিত্বা অন্তর্দধৌ ॥ ২৭ ॥

ইতি অষ্টাদশঃ পটলঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু হৃষ্টো গোপ গৃহং গতঃ ।
 সংহত্য বহুকায়াংশ্চ স্বয়মেব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ১ ॥
 দিনে দিনে মহেশানি কৈশোর জনিতাংশ্চতান্ ।
 আলিঙ্গনং তথা হাস্যং যোনি তাড়ন মেবচ ॥ ২ ॥
 সৰ্বাভি গোপনারীভিঃ সহ ক্রীড়াং বরাননে ।
 দিবসে দিবসে কৃষ্ণঃ কুরুতে স্মজনৈঃ সহ ॥ ৩ ॥
 কালিন্দীতীরে নাসাদ্য কৃষ্ণঃ পদ্মদলেক্ষণঃ ।
 শৃঙ্গবেণুং তথা বংশীং বাসুদেবঃ স্বয়ং হরিঃ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন, তদনন্তর কৃষ্ণ গোপগৃহে বসতি পূৰ্ব্বক
 হৃষ্ট মনে নানাপ্রকার ক্রীড়া পরতন্ত্র হইয়া বহু কাল যাপন করি-
 লেন ॥ ১ ॥

হে দেবি ! কৃষ্ণ যৌবন সময় সাধ্য আলিঙ্গনাদি বিবিধ
 আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

হে পার্শ্বতি ! কৃষ্ণ প্রতি দিবস গোপনারীদিগের সহিত
 নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতুক আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

বাসুদেব কালিন্দী তীরে গমন করিয়া শৃঙ্গ, বেণু ও বংশী
 বাদন করত সমস্ত ব্রজমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন ।

অস্বার্থঃ ।

ঈশ্বর উবাচোতি । কৃষ্ণঃ পূৰ্ব্বকামদ্যাংশ্চাপ্ত সন্তোষঃ ॥ ১ ॥ দিনে
 ইতি । কৈশোর জনিতান্ । কৈশোর কালোচ্চিভাহ । যোনি তাড়নং
 ভগমর্দনং ॥ ২ ॥ সৰ্বাভিরিতি । সৰ্বাভিগোপনারীভিঃ সহ কৃষ্ণঃ
 রতিক্রীড়াদিকং চকারেতি ॥ ৩ ॥ কালিন্দীতি । যমুনাকূলে শৃঙ্গবেণু

আপূৰ্ণ্য ধরণীং কৃষ্ণেণ রাধা রাধেতি বাদয়ন্ ।
 কৃগতাসি প্রিয়ে রাধে ভৰ্ত্তাহং তব সুন্দরি । ৪ ।
 দৃষ্টিং দেহি পুনৰ্ভদ্রে নীরজায়ত লোচনে ।
 কাম সন্দীপনে বহ্নৌ নিমজ্য কৃগতাপ্রিয়ে । ৫ ।
 বহ্নি সাগরয়োর্মধ্যে নাং নিঃক্ষিপ্য কুতোগতা ।
 এবং বহু বিধালপৈঃ স্বজনৈঃ সহ কেশবঃ । ৬ ।
 যমুনোপবনেঃশোক নব পল্লব খণ্ডিতে ।
 কৃষ্ণঃ পদ্মপলাশাক্ষৌ ব্যহরদ্ভুজ মণ্ডলে । ৭ ।

ভাষা ।

হে প্রিয়ে রাধে ! তুমি কোথায় গিয়াছ আমি তোমার ভৰ্ত্তা
 ইত্যাদি প্রকার বংশীতে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

হে পদ্ম পত্রাক্ষি দর্শন দেও এই কামাগ্নিমধ্যে আমাকে
 নিক্ষিপ্ত করিয়া তুমি কোথায় গিয়াছ ॥ ৫ ॥

কামাগ্নি ও শোক সাগরমধ্যে আমাকে রাখিয়া তুমি কোথায়
 গেলে । কৃষ্ণ স্বজনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া এই রূপ বিলাপ
 করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

নব পল্লব ভূষিত যমুনার উপবনে নিকুঞ্জে ও অশোকবনে
 কৃষ্ণ এই রূপে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

অভূতান্ বাদয়ন্ হে প্রিয়ে রাধে ! স্বং কুত্র গতাসি ইতি বংশিনা বাদ-
 যতি ॥ ৪ ॥ দৃষ্টিমিতি । দৃষ্টিংদেহি দর্শনং দেহি । নীরজায়ত
 লোচনে কমলাক্ষি । কামাগ্নৌমাং নিক্ষিপ্য কুত্রগতেতি ॥ ৫ ॥ বহ্নি
 সাগরয়োর্মিতি । বহ্নি সাগরয়োঃ কামাগ্নি সমুদ্রয়োঃ ॥ ৬ ॥ বহু-
 নেতি । অশোক নবপল্লব মণ্ডিতে অশোক পল্লব ভূষিতে । ব্যহরৎ

নিহত্য দৈত্যান্ কংসাদীন্ মথুরায়াং বরাননে ।
 ততো দ্বারা বতীং দেবি স্বয়ং মহিষ মর্দিনীং । ৮
 শত যোজন বিস্তীর্ণাং পুরীং কাঞ্চন নির্মিতাং ।
 সমুদ্র পরিখা যত্র সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী স্বয়ং । ৯
 নবলক্ষ গ্রহং যত্র স্বর্ণ হীরক চিত্রিতং ।
 নবরত্ন প্রভাকারা পুরী সর্ব সুশোভনা ॥ ১০ ॥
 প্রাচীরশতশোযুক্তা শুদ্ধ হাটক নির্মিতা ।
 অঙ্গসরোভিঃ সমাকীর্ণা দেবগন্ধর্ব সেবিতা ॥ ১১ ॥

ভাষা ।

কৃষ্ণ এই রূপে ব্রজ লীলা সমাপন করিয়া মথুরাতে কংসাদি-
 দৈত্য বিনাশপূর্ব্বক স্বয়ং শক্তিরূপা দ্বারাবতীতে গমন করি-
 লেন ॥ ৮ ॥

দ্বারাবতী পুরী শতযোজন বিস্তীর্ণা কাঞ্চনির্মিতা সমুদ্রকূপা
 কুণ্ডলিনী শক্তি তাহার পরিখারূপে বেষ্টিত করিয়াছেন ॥ ৯ ॥

সেই পুরী নবরত্নপ্রভাবিশিষ্ট ও নবলক্ষগ্রহ হীরক চিত্রের
 স্তায় সজ্জিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণ নির্মিত শত শত প্রাচীরে বেষ্টিত ও দেব অঙ্গর
 গন্ধর্ব্বগণে সদা সেবা করিতেছে ॥ ১১ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বক্রাম ॥ ৭ ॥ নিহত্যেতি । দৈত্যান্ বকাসুরাদীন্ নিহত্য বিনাশ্য ।
 ॥ ৮ ॥ শতেতি । শতযোজন বিস্তীর্ণাং যোজন শতায়ত্নাং । সমুদ্র
 পরিখা সমুদ্ররূপা পরিখা বাগী পরিবেষ্টনং ॥ ৯ ॥ নবেতি । নবলক্ষ-
 গ্রহেইশ্বরহীরকবচচিত্রিতা । সর্ব সুশোভনা সর্বাবয়ব সুন্দরী ॥ ১০ ॥
 প্রাচীরেতি । শত প্রাচীরযুক্তা শুদ্ধহাটক নির্মিতা বিশুদ্ধ স্বর্ণ গঠিতা ॥ ১১ ॥

তত্রতিষ্ঠতি দেবেশি দ্বারিকায়াং শুচিন্মিতে ।
 সর্বশক্তি ময়ী দেবি পুরী দ্বারাবতী শুভা ॥১২॥
 প্রাচীর শত মধ্যোক্ত পুরী গন্ধবিলাসিনী ।
 দশযোজন বিস্তীর্ণা নানাগন্ধ বিলাসিনী ॥১৩॥
 তন্মধ্যে পরমেশানি পঞ্চযোজন মুত্তমং ।
 তন্মধ্যেতু মহেশানি যোজন ত্রয় মুত্তমং । ১৪ ।
 পদ্মরাগমণিপ্রখ্যং নানাচিত্র বিচিত্রিতং ।
 তন্মধ্যে পরমেশানি চন্দ্র চন্দ্রাতপং প্রিয়ে ॥১৫॥

ভাষা ।

সেই দ্বারকামধ্যে সর্বশক্তিময়ী দ্বারাবতী নামে পুরী
 আছে ॥ ১২ ॥

ঐ পুরী শত প্রাচীর মধ্যে দশ যোজন বিস্তীর্ণ সর্বদা
 সৌগন্ধ পরিপূর্ণ ॥ ১৩ ॥

হে পরমেশানি ! ঐ দশ যোজন মধ্যে পঞ্চ যোজন অতি
 মাহাত্ম্য বিশিষ্ট, এবং তন্মধ্যে যোজনত্রয় অতিউত্তম স্থান ॥১৪॥

ঐ স্থান পদ্মরাগ মণি নির্মিত তাহাতে নানা চিত্র স্বশো-
 ভিত চন্দ্রাতপ আছে ॥ ১৫ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

উক্তেতি । সর্বশক্তিময়ী সর্বশক্তিধরপা শুভা শুভপ্রদা ॥ ১২ ॥

প্রাচীরেতি । গন্ধবিলাসিনী সঙ্গন্ধাধোদিতা ॥ ১৩ ॥ উন্মধ্যেইতি ।

পঞ্চযোজন মুত্তমং দশযোজন মধ্যোপি পঞ্চযোজন মুত্তমং জ্যেষ্ঠং ॥ ১৪ ॥

পজ্যেতি । পদ্মরাগমণি প্রখ্যং পদ্মরাগমণি খচিতং । চন্দ্র চন্দ্রাতপং

চন্দ্রবদুজ্জ্বল বিভানং ॥ ১৫ ॥ চন্দ্রাতপেতি । চন্দ্রাতপস্য চতুর্দিকুলস্থান

চন্দ্রাতপং বররোহে মুক্তাদাম বিভূষিতং !
 শ্বেতচামরসংযুক্তং চতুর্দিক্ষু সহস্রশঃ ।
 চন্দ্রাতপং মহেশানি কোটিচন্দ্রাংশু সংযুতং ॥ ১৬ ॥
 যোজনত্রয় মধ্যোত্তু যোজনৈকং মহৎপদং ।
 নিত্যানন্দ ময়ং তত্ত্ব শিবশক্তি যুতং সদা ॥ ১৭ ॥
 তত্রতিষ্ঠসি ভো কৃষ্ণ নানাতরণ ভূষিতঃ ।
 কৌস্তভোহি মণিঃ কৃষ্ণ হৃদয়ে তব শোভতে ॥ ১৮ ॥
 চূড়ামনো হরা রম্যা নাগরী চিত্র কর্ণণী ।
 মহাবিদ্যা মূর্ত্তিময়ী চূড়া বা তবতিষ্ঠতি ॥ ১৯ ॥

ভাষা ।

হে সুন্দরি ! ঐ চন্দ্রাতপ মুক্তাদামে বিভূষিত । চতুর্দিকে
 শ্বেত রক্ত চামর, দোছল্য মান হইতেছে ঐ চন্দ্রাতপ জ্যোতি
 কোটি চন্দ্রকিরণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ॥ ১৬ ॥

যোজন এয় মধ্যে এক যোজন অতি মহাক্সম নিত্যানন্দ
 ময় শিবশক্তি যুক্ত ॥ ১৭ ॥

সেই স্থানে কৃষ্ণ নানাতরণে ভূষিত হইয়া অধিষ্ঠিত আছেন ।
 কৌস্তভ মণি কৃষ্ণ হৃদয়ে শোভা পাইতেছে ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের শিরোপরি মহাবিদ্যার মূর্ত্তি স্বরূপা নাগরী চিত্র-
 কর্ণণী মনো হরা চূড়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

অর্থার্থঃ ।

মৌক্তিকং ॥ ১৬ ॥ যোজনত্রয়েতি । মহৎপদং মহাক্সম । নিত্যানন্দ-
 ময়ং সদানন্দপূর্ণং ॥ ১৭ ॥ তত্রৈতি । তত্র হারিকাপুরে তিষ্ঠসি । তব
 হৃদয়ে বক্ষসি কৌস্তভোমণিঃ শোভতে ॥ ১৮ ॥ চূড়ৈতি । নাগরীচিত্র
 কর্ণণী যুবতি লন মনোহারিণী । মূর্ত্তিময়ী বিগ্রহধারিণী ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠস্য পুচ্ছেন শোভিতং পরমাদ্ভুতং ।
 চূড়ায় বন্ধনং রজ্জুঃ স্থির সৌদামিনী স্বয়ং ॥ ২০ ॥
 নীলকণ্ঠ পুচ্ছ মধ্যে নাগরী মোহিনী প্রভা ।
 যোনি রূপা মহায়া প্রকৃতিঃ পরমা কলা ॥ ২১ ॥
 এবমুতো মহাবিশু দ্বারি কায়্য মুবাসহ ।
 সর্বাভরণ বেশাঢ্যঃ সর্বনারী ময়ঃ সদা ॥ ২২ ॥
 এতন্মিস্তুরে দেবি রাধা রাধেতি বীণয়া ।
 গীয়মানো মুনি শ্রেষ্ঠো নারদঃ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

ভাষা ।

চূড়া বন্ধন ময়ুর পুচ্ছে শোভিত । বন্ধন রজ্জু স্থির সৌদা-
 মিনীর ন্যায় উজ্জ্বল ॥ ২০ ॥

ময়ুর পুচ্ছ মধ্যে নাগরী মনোমোহিনী পরমাকলাপ্রকৃতি
 আছেন ॥ ২১ ॥

এই প্রকারে কৃষ্ণ সর্বাভরণে ভূষিত ও নাগরীগণে বেষ্টিত
 হইয়া দ্বারকাতে বাস করিতেছেন ॥ ২২ ॥

এমত সময়ে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদ বীণাতে রাধা রাধা এই শব্দ
 গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

অন্তর্থাৎ ।

নীলেতি । নীলকণ্ঠস্য ময়ুরস্য । স্থির সৌদামিনী অচঞ্চল বিদ্যুৎ ॥ ২০ ॥
 নীলকণ্ঠেতি । তব চূড়াস্থিত ময়ুরপুচ্ছমধ্যে পরমা কলা প্রকৃতি রজ্জ্বাতি
 শেষঃ ॥ ২১ ॥ এবমিতি । উবাস বসতিকক্ষে । সর্বনারীময়ঃ সর্বদা
 নারী মধাগতঃ ॥ ২২ ॥ এতন্মিস্তি ইত্যবসরে নারদোমুনিঃ বীণয়া
 রাধা রাধেতি গীয়মানঃ সন্ সমুপাগতঃ সমুপস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ অন্ত্যম্যেতি

প্রণম্য শিরসাদেবং পপ্রচ্ছ দ্বিজ সন্তমঃ ।
 যৎ প্রশ্নং দেব দেবেশ বৃহি ত্বং জগদীশ্বর ॥২৪॥
 এতচ্চূড়া কুতোলকা বিশ্বস্য মোহিনী সদা ।
 সর্বাভিব্র জনারীতিঃকিশোরীতিঃসুশোভিত ২৫
 কুণ্ডলং শ্রবণো পেতং তব যদৃশ্যতে হরে ।
 এতন্তু পরমাশ্চর্য্যং কুণ্ডলী বিগ্রহং প্রভো ॥২৬॥
 নাসাগ্রসংস্থিতা মুক্তা তড়িৎ পুঞ্জ সমপ্রভা ।
 নাসাগ্র সংস্থিতা যন্তে কলা সাবন মোহিনী ২৭

ভাষা ।

অনন্তর কৃষ্ণ দেবকে প্রণাম করিয়া নারদ জিজ্ঞাসা করি-
 তেছেন ॥ ২৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! সমস্ত ব্রজ নারী শোভিত এই মোহিনী চূড়া
 তুমি কোথায় লাভ করিয়াছ ॥ ২৫ ॥

হে হরে ! তোমার শ্রবণে যে কুণ্ডল দেখিতেছি তাহা
 পরমাশ্চর্য্য ও কুণ্ডলী বিগ্রহ ॥ ২৬ ॥

তড়িৎ পুঞ্জ সমপ্রভ নাসাগ্রে যে মৌক্তিক দেখিতেছি ইহা
 প্রকৃতির মোহিনী কলা কোথা হইতে পাইয়াছ ॥ ২৭ ॥

অর্থঃ ।

দ্বিজসন্তমঃ দ্বিজ শ্রেষ্ঠঃ । দেবং বাসুদেবং । পপ্রচ্ছ প্রস্তাবান্ । ক্রহি
 কথয় ॥ ২৪ ॥ এতদিতি । এষা তবশিরঃ স্থিতা চূড়া কুতো লকা প্রাপ্তা ।
 ॥ ২৫ ॥ কুণ্ডলমিতি । শ্রবণো পেতং কর্ণ সম্বলিতং । কুণ্ডলীবিগ্রহং
 কুলকুণ্ডলিনী স্বরূপং ॥ ২৬ ॥ নাসেতি । তড়িৎপুঞ্জ সমপ্রভ বিদ্যুৎসমূহ
 সমুজ্জ্বলা । বনমোহিনী । অতি মনোরমা ॥ ২৭ ॥ অজদমিতি ।

অঙ্গদং বলয়ং কৃষ্ণ হৃপুৰং লক্ৰবান্ কুতঃ ।
 বেণু শৃঙ্গে কুতো নক্রে কস্তুরী তিলকং কুতঃ ।
 রক্তিমং সপ্তধা কৃষ্ণ অত্যন্ত জন মোহনং ॥২৮॥
 এষা পীতধটী কৃষ্ণ কুণ্ডলী প্রকৃতিঃ পরা ।
 কিক্কিনী বর সংযুক্তা বিচিত্রা মণি নির্মিতা ॥২৯॥
 এতৎশ্যাম শরীরংহি ধ্বজবজ্রাদি সংযুতং ।
 কুতোলকং যদুশ্ৰেষ্ঠ সদা বিগ্রহ বর্জিত ॥ ৩০ ॥

ভাষা ।

এবং অঙ্গদ, বলয়, হৃপুৰ, বেণু, শৃঙ্গ ও কস্তুরী তিলক এই সকল জন মোহন দ্রব্য তুমি কোথায় পাইলে ॥ ২৮ ॥

এই যে তোমার কটা দেশে কিক্কিনী যুক্ত চিত্রনির্মিত পীত ধরা দেখিতেছি তাহা স্বয়ং প্রকৃতি ॥ ২৯ ॥

হে যদু বর ! তুমি সর্বদা বিগ্রহ বর্জিত ; তবে এই ধ্বজ বজ্রাদি চিহ্নিত শ্যাম শরীর কোথায় পাইলে বল ॥ ৩০ ॥

অস্ফাৰ্ধঃ ।

অঙ্গদং ভাঙ্ক যুগলং । হে কৃষ্ণ ! এতৎ সমস্তং কুতো লক্ৰ কন্দাং প্রাপ্তং
 জ্ঞায়েতি শেখঃ ॥ ২৮ ॥ এষাতি । পীতধরাপরিধেয় পীত বস্ত্রং । কিক্কিনী
 সূত্রধটিকা ॥ ২৯ ॥ এতদ্বিতি । বিগ্রহবর্জিত নির্দেহ । যদুশ্ৰেষ্ঠ বানব
 প্রধান ॥ ৩০ ॥ মণিতেতি । চিকুরং কুণ্ডলং বিগ্রহঃ শরীরং । যদুবহ

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাতং চিকুরং বিশ্বমোহনং ।
 যত্রষ বিগ্রহঃ ক্লৃষ্ণ স্বয়ং কালী যদুদ্বহ ।
 যতো নিরঞ্জন স্ত্বংহি তৎকথং স্ত্রীময়ঃ সদা ॥ ৩১ ॥
 জ্ঞাতং সমাগতোনাথ কুলা চারঞ্চ শাস্বতং ।
 কুলাচারং বিনাদেব ব্রহ্মত্বং নহি জায়তে ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণ উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেন্দ্র বক্ষ্যামি যদুক্রুং মম সন্নিধৌ ।
 যন্তুয়া দ্বিজ শার্দূল দৃষ্টং মে বিগ্রহং কিল ।
 সর্বংহি প্রকৃতিং বিদ্ধি নান্যথা দ্বিজনন্দন ॥ ৩৩ ॥

ভাষা ।

দলিতাঞ্জন পুঞ্জাত তোমার কেশ বিশ্বমোহন । হে যদুবর !
 তোমার শরীর স্বয়ং কালী তুমি সদা নিরঞ্জন ; তবে কেন তোমাকে
 স্ত্রীময় দেখিতে পাই ॥ ৩১ ॥

হে দেব ! আমি কুলাচার পরিজ্ঞানার্থ আসিয়াছি কুলাচার
 ব্যতিরেকে ব্রহ্মত্ব হয় না ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন । হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ নারদ ! তুমি আমার
 নিকট যাহা বলিলে তাহা সত্য । আমার যে শরীর দেখিতেছ
 তাহা প্রকৃতি ॥ ৩৩ ॥

অন্ব্যর্থঃ ।

যদুকুল যুবকর । ত্বং নিরঞ্জনঃ নির্জিকার [স্ত্রীময়ঃ] ॥ ৩১ ॥
 জ্ঞাতমিতি । কুলাচারং জ্ঞাত মহামগতঃ কুলাচার ব্যতিরেকেণ ব্রহ্ম
 ত্বং ন জায়তে । ব্রহ্মজ্ঞানং বলততে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ উবাচেতি ।
 বিপ্রেন্দ্র নারদ । মম বংশশরীরাদিকং দৃষ্টং তৎপ্রকৃতিং বিদ্ধি নান্যথা ॥

ততো বহু বিধৈঃ পুষ্পৈর্যাত গন্ধৈশ্চনোহরৈঃ ।
 অতিপ্রযত্নতোভক্ত্যা পূজয়ামাস কালিকাং ॥ ৩৪ ॥
 ততস্তুষ্টামহা মায়াম্বয়ং মহিষমর্দিনী ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ॥ ৩৫ ॥
 নৃত্যং কুত্র পশ্যামি কুলাচার প্রভাবতঃ ।
 গচ্ছ কৃষ্ণ মহাবাহো সত্ত্বরং রত্ন মন্দিরং ।
 মন্দিরস্য প্রভাবেন সর্বংতব ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥

ভাষা ।

তদনন্তর বহুবিধ স্নগন্ধ মনোহার পুষ্প দ্বারা কালিকার
 অর্চনা করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তাহাতে মহামায়া মহিষ মর্দিনী কালী তুষ্টা হইয়া কৃষ্ণকে
 বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে কৃষ্ণ ! কুলাচার প্রভাবে তোমার কুত্রাপি ও ভয় নাই।
 তুমি শীঘ্র রত্ন মন্দিরে গমন কর মন্দির প্রভাবে তোমার সর্ব
 কার্য সিদ্ধি হইবে ॥ ৩৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

॥ ৩৩ ॥ ওত ইতি । বহুবিধৈঃ নানাঅকাটরঃ ॥ ৩৪ ॥ ওত ইতি ।
 ওতঃ প্রসন্ন্য মহিষমর্দিনী মহিষাসুরঘাতিনী ॥ ৩৫ ॥ নেতি । কুলাচার
 প্রভাবাতব ভয়ং কুত্রাপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ অপর্য্যতি । পুরং দ্বারক-

প্রণম্য শিরসা দেবীং প্রবিবেশ পুরং ততঃ ।
 দূর্ক্য পুরং মহাদ্রম্যং সমুদ্র পরিখাবৃতং ।
 নবরত্ন সমূহেন পূরিতং সর্বতো গৃহং ॥ ৩৭ ॥
 ততঃকতি দিনা দূর্ক্যং রুক্মিণ্যাদ্যা বরস্ত্রিয়ঃ ।
 বিবাহ মকরোং কৃষ্ণে রুক্মিণী প্রভৃতি স্ত্রিয়ঃ ৩৮।
 অতি গুহ্যং শৃণু প্রৌঢ়ে হৃদিস্থং নগনন্দিনি ।
 যেনকৃষ্ণে মহাবাহুঃসিদ্ধোহুভুংকনলেক্ষণঃ ৩৯

ভাষা ।

কৃষ্ণ মহাকালীকে নমস্কার করিয়া পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন
 সেই পুরী চতুর্দিকে সমুদ্র পরিখা বেষ্টিত ; গৃহ সকল নানা রত্নে
 পরি পূরিত ॥ ৩৭ ॥

তদনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যে কৃষ্ণ ককিণী প্রভৃতি প্রধানা
 যুবতিগণকে বিবাহ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

হে নগ নন্দিনি ! কৃষ্ণ যে রূপে সিদ্ধ হইলেন সেই অতি
 গুহ্য কথা প্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥

অর্থঃ ।

পুরং প্রবিবেশ লগাম । সর্বতঃ সর্বাস্থদিকু গৃহং রত্ননির্মিত মিত্যর্থঃ ৩৭।
 তত ইতি । যারকায়ঃ কতিপয়দিনানি হিত্ব। রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ । বিবাহ
 মকরোং ॥ ৩৮ ॥ অভীতি । নগনন্দিনি পার্শ্বতি ; যেন কৃষ্ণঃ সিদ্ধোহু-
 ভুভুত্বস্যং শৃণু ॥ ৩৯ ॥ উপর উবাচেতি । রুক্মিণ্যাদ্যা অকৌমার্যঃ

ঈশ্বর উবাচ ।

রুক্মিণী সত্যভামাচ সৈব্যা জাম্বুবতী তথা ।
 কালিন্দী লক্ষণা জ্যেষ্ঠা মিত্র বিষ্ণাচ সপ্তমী ।
 নাগ্রজিত্যা মহেশানি অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ স্মৃতাঃ ৪০
 ততঃ কৃষ্ণে মহাবাহু রুদ্ৰাহ মকরোৎ প্রভুঃ ।
 রুদ্ৰা বিবাহ মে তাসাং বহু যত্নেন মাধবঃ ।
 অন্যানিচ মহেশানি সহস্রাণিচ ষোড়শ ।
 স্ত্রীণাং শতানি চার্বজি নানা কপাস্বিতানি চ ৪১।
 এতাঃ কৃষ্ণস্য দেবেশি ভার্য্যাঃ সার বিলোচনাঃ ।
 প্রধানা স্তা নহিষ্যোষ্টৌ রুক্মিণাদ্যা বরাননে ৪২

ভাষা ।

মহাদেব বলিছেন । কাক্মিণী, সত্যভামা, সৈব্যা, জাম্বুবতী, কালিন্দী, লক্ষণা মিত্রবিষ্ণ্যাও নাগ্রজিত্যা কৃষ্ণের এই অষ্ট প্রকৃতি ছিল ॥ ৪০ ॥

অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ ইহাদিগকে বিবাহ করিলেন বহু যত্নে উক্ত অষ্ট যুবতীর বিবাহকার্য সম্পন্ন হইলে বহুকপ সম্পন্ন অন্য ষোড়শ সহস্র নারী বিবাহ করিলেন ॥ ৪১ ॥

এই ষোড়শ সহস্র অষ্ট রমণী কৃষ্ণের ভার্য্যা ছিল, তন্মধ্যে কাক্মিণী প্রভৃতি অষ্ট রমণী প্রধানা ॥ ৪২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বিবাহেনাগ্রহীদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ তত ইতি । উদাহঃ বিবাহঃ । অন্যানি রুক্মিণাদ্যষ্টমগরী স্ত্রীমানি । নানারূপধরানি বিবিধবেশভূষণ শোভিতানীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ এতাইতি । রুক্মিণাদিত্যাঃ কৃষ্ণস্য বহুতরামহিষ্য আসন্ তাসাং রুক্মিণাদ্যা অষ্টৌ প্রধানাঃ ॥ ৪২ ॥ পূৰ্ব্বোক্তমিতি ।

পূর্বোক্তঞ্চ মহেশানি কথয়ামাস তদ্রতঃ ।

কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা বিস্ময়ং গতবান্ দ্বিজঃ ॥ ৪৩ ॥

নারদ উবাচ ।

নমস্করোগ্যহং দেবীং প্রকৃতিং পরমেশ্বরীং ।

যস্যঃ কটাক্ষ মাত্রেণ নিগুণো হপি গুণী ভবেৎ

॥ ৪৪ ॥

শৃণু কৃষ্ণ মহাবাহো মথুরাং গচ্ছ সত্বরং !

বৈকুণ্ঠ সদৃশাকারাং রত্নমালা বিভূষিতাং ॥ ৪৫ ॥

দ্বারকা প্রকৃতি স্মায়া মহাসিদ্ধি প্রদায়িনী ।

তব যোগ্যা যদু শ্রেষ্ঠ নান্যথা কমলেক্ষণ ।

অষ্টাভি নায়িকাভিশ্চ সহিতা সর্বদা বিভো ॥ ৪৬ ॥

ভাষা ।

অনন্তর কৃষ্ণ পূর্বোক্ত কথা সকল নারদের নিকট বলিলেন,
নারদ তাহা শুনিয়া বিস্ময়াস্থিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

নারদ বলিছেন । আমি প্রকৃতি দেবীকে প্রণাম করি ;
যাহার কটাক্ষমাত্রে নিগুণ সগুণ হয় ॥ ৪৪ ॥

হে কৃষ্ণ অবল কর তুমি শীঘ্র মথুরাতে গমন কর । মথুরা
পুরী বৈকুণ্ঠ সদৃশ ॥ ৪৫ ॥

হে যদুবর মহামায়া প্রকৃতিময়ী মহাসিদ্ধি প্রদায়িনী দ্বারকা
পুরী তোমার যোগ্য; এখানে অষ্টনায়িকা সदा বিদ্যমান আছে ॥ ৪৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

পূর্বোক্তং পূর্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস কৃষ্ণ ইতি শেষঃ । দ্বিজঃ নারদঃ ॥ ৪৩ ॥
নারদউবাচেতি । প্রকৃতিং দেবীং নমস্করোমি নমস্যাণি দ্বিগুণং গুণাভীভঃ
॥ ৪৪ ॥ শৃণুতি । বৈকুণ্ঠসদৃশাকারাং বৈকুণ্ঠভূম্যাং ॥ ৪৫ ॥ দ্বারকেতি ।
মহাসিদ্ধিপ্রদায়িনী মনোভিলাষ সিদ্ধিকরী । অষ্টাভিনায়িকাভিঃ সহিতা

গচ্ছ গচ্ছ মহাবাহো সত্তরং মথুরাপুরীং ।
 তবযোগ্যং ন পশ্যামি স্থান মন্যদ্বদৃদ্বহ ৷ ৪৭ ৷
 তত্র গত্বা মহাদেবী মীশ্বরীং তবনাশিনীং ।
 সংপূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা উপচারৈ স্মনোহরৈঃ ।
 তদৈব সহসা কৃষ্ণ নিশ্চিন্তাং সিদ্ধি মাগ্নুয়াঃ ৷ ৪৮ ৷
 ক্রতং গচ্ছ মহাবাহো দ্বারকাং প্রকৃতিং পরাং ।
 ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রঃ সদা সেচ্ছাময়ো দ্বিজঃ ৷ ৪৯ ৷

ভাষা ।

হে কৃষ্ণ তুমি মথুরাতে গমন কর তোমার যোগ্য স্থান অন্য
 দেখিতে পাইনা ॥ ৪৭ ॥

মথুরাতে গমন করিয়া বিবিধ উপচারে ভক্তিপূর্বক মহাদেবী
 নগনন্দিনীর অর্চনা করিলেই তুমি সিদ্ধিলাভ করিতে পা-
 রিবে ॥ ৪৮ ॥

হে কৃষ্ণ তুমি শীঘ্র গমন কর এই বলিয়া কামচারী নারদ
 তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৯ ॥

অর্থার্থঃ ।

মথুরাপুরীতি শেষঃ । মথুরায়াং সদৈব অষ্টনায়িকা বিদ্যাতে ইতি
 ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ গচ্ছতি যদুদ্বহ যদুকুললেভে । মথুরাতিস্থং তবযোগ্যমন্যং
 স্থানং ন পশ্যামিভ্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ তত্রৈতি তবনাশিনীং পুনরুৎপত্তি বিনা-
 শিনীং মোক্ষকরী মিত্যর্থঃ । সিদ্ধিমাগ্নুয়াঃ অভিলষিতং ফলং প্রাপ্তো-
 য়ীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ ক্রতমিতি । সেচ্ছাময়ঃ কামচরঃ । কৃষ্ণায় ইত্যুক্ত্বা
 প্রযযৌ গত্যবান ॥ ৪৯ ॥ দৈবরউবাচেতি । কৃষ্ণে ন মথুরাং গত্বা বংসাদীন

ঈশ্বর উবাচ ।

ততঃ কৃষ্ণো মহাবাহু বহুনা দায় সত্বরং ।
 নিহত্য অসুরান্ কৃষ্ণ কংসাদীন্ বরবর্ষিনি ।
 দ্বারকাং প্রযযৌ শীঘ্রং যত্রাস্তে পরমেশ্বরী ॥ ৫০ ॥
 যত্রাস্তে মহতী মায়্যা যোগনিদ্রাং সনাতনীং ।
 প্রণম্য শিরসা দেবীং স্তম্বা যুক্তেন যোষিতা ॥ ৫১ ॥
 বন্ধুভিঃ সহ চার্বাঙ্গি কৃষ্ণস্ত তগবান্ স্বয়ং ।
 পূজয়ন্ বিবিধৈর্ভোগৈঃ সর্ব ব্রতপরায়ণঃ ॥ ৫২ ॥

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন । অনন্তর মহাত্মা কৃষ্ণ উক্তবাদি সমভি-
 ব্যাহারে মথুরাতে গমন করিলেন তথ্যতে কংসাদি দৈত্য বিনাশ
 করিয়া পুনর্বার দ্বারকাতে আসিলেন ॥ ৫০ ॥

যথায় যোগ নিদ্রাকুপা সনাতনী মহামায়া বিদ্যমান আছেন,
 কৃষ্ণ জীগণের সহিত মহামায়াকে নমস্কার করিলেন ॥ ৫১ ॥

হে কমলাঙ্গি প্রতিদিবস নিশীথ সময়ে কৃষ্ণ অষ্টপ্রকৃতির
 সহিত রত্নমন্দির মধ্যবর্তী হইয়া স্নানোত্তর পরমায় প্রভৃতি নানা-

অর্থার্থঃ ।

দৈত্যান্ নিহত্যপুনর্বারকায়ং প্রযযৌ ॥ ৫০ ॥ যত্রৈতি । মহতীমায়্যা
 মহামায়া প্রকৃতি রিত্যর্থঃ । যত্র দ্বারকায়ং ॥ ৫১ ॥ বন্ধুভিরিতি ।
 বন্ধুভিঃ স্নানোত্তরিত্যর্থঃ । সর্বব্রতপরায়ণঃ চাক্ষরাদি কঠোর ব্রতমাচর
 তিত্যর্থঃ । ৫২ ॥ দিবসেইতি । নিশীথে অর্করাত্রি সময়ে । অষ্টপ্রকৃতিভিঃ

দিবসে দিবসে রাত্রে নিশীথে কমলেক্ষণে ।
 রত্নমন্দিরগঃ কৃষ্ণ স্তম্ভ প্রকৃতিভিঃ সহ । ৫৩ ।
 পূজয়ন বিবিধৈর্ভোগৈঃ পরমামৈঃ সুশোভনৈঃ
 অষ্ট তণ্ডুল দুর্বাভিঃ পূজয়ন পরমেশ্বরীং ।
 দশাক্ষরীং মহাবিদ্যাং প্রজপেৎ সততং হরিঃ ৫৪
 এবং নিত্য ক্রিয়াং কৃত্বা দ্বারকায়াং যদুদ্বহঃ ।
 অনিমাধ্যষ্ট সিদ্ধীনাং সিদ্ধো ২ ভুঙ্করিরীশ্বরঃ ৫৫
 ইত্যেতৎ কথিতং তত্ত্বং কেশবস্য বরাননে ।
 এতত্ত্ব কেশবং তত্ত্বং সর্বতত্ত্বোত্তমোত্তমং । ৫৬ ।

ভাষা ।

বিধ উপহারে ও অষ্ট তণ্ডুল দুর্বাদ্বারা মহাকালীর অর্চনা করতঃ
 সর্বদা মহাবিদ্যার দশাক্ষরী মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥
 ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

যত্নকুল ধুরন্ধর কৃষ্ণ এইরূপে নিত্যক্রিয়া করিয়া অনিমাদি
 অষ্টবিদ্যা সিদ্ধি করিলেন ॥ ৫৫ ॥

হে সুন্দরি এই তোমাকে কেশবতত্ত্ব বলিলাম । এই কেশব-
 তত্ত্ব সর্ব তত্ত্বোত্তম ॥ ৫৬ ॥

অন্তার্থঃ ।

অষ্টনাগিকান্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ পূজয়তি । অষ্টতণ্ডুল দুর্বাভিঃ যব-
 গোমুখ ভিলপ্রভৃতিভিঃ দুর্বাভিঃ মহামায়াং পূজয়ন দশাক্ষরীবিদ্যাং
 মনুং প্রজপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ এবমিতি । এবমুক্তপ্রকারেণ । যদুদ্বহ
 যদুজ্যেষ্ঠ । সিদ্ধঃ পূর্ণকায়ঃ ॥ ৫৫ ॥ ইত্যেদিত্তি । কেশব তত্ত্বং বাসুদেব

অজ্ঞাত্বা কেশবং তত্ত্বং পূজয়েদ্যন্ত পার্ধতি ।
 বিষ্ণুং বা পূজয়েদ্যন্ত রূপং বা পরমেশ্বরীং ।
 সর্বং তস্য বৃথা দেবিত্ত্বানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরং । ৫৭
 অতি গুহ্যং বরারোহে শৃণু তত্ত্বং মনোহরং ।
 রাধাকৃষ্ণস্য তত্ত্বং শ্রুত্বা গুরু মুখাং প্রিয়ে । ৫৮

পার্কৃত্যবাচ ।

যদুক্তং মন্দিরং দেব বিস্তার্য কথয় প্রভো ।
 রূপয়া কথয়েশান মৃত্যুঞ্জয় সনাতন । ৫৯ ।

ভাষা ।

হে পার্ধতি যে ব্যক্তি কেশব তত্ত্ব না জানিয়া বিষ্ণুর কিংবা
 মহাবিদ্যার আরাধনা করে তাহার সর্বার্থ হানি হয় ॥ ৫৭ ॥

হে সুন্দরি অতি গোপনীয় মনোহর রাধা কৃষ্ণ তত্ত্ব গুরু
 নিকট শ্রবণ করিবে ॥ ৫৮ ॥

পার্কর্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন । হে সনাতন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব
 তুমি যে মন্দিরের বিষয় উল্লেখ করিলে তাহা সবিস্তর বর্ণন
 কর ॥ ৫৯ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

বৃহস্পত্যং ॥ ৫৬ ॥ অজ্ঞাত্বাচেতি । রাধাকৃষ্ণেব তত্ত্বং মজ্ঞাত্বা ॥ ৫৭ ॥ কেশবং পূজয়েৎ
 কিংবা প্রকৃতিং দেবীং চিত্তয়েৎ তস্য সর্বং বৃথাভবেদিত্তি ॥ ৫৭ ॥ অতীতি ।
 অতিগুহ্যং অতি গোপনীয়ং । ৫৮ । পার্কৃত্যবাচেতি । হে দেব বসুদেবমুক্তং
 তবিত্যর্থ্য রাধাকৃষ্ণস্য কথয় ॥ ৫৯ ॥ ইত্যুত্তরাচেতি । সর্বস্যবিনির্দিষ্টং

ঈশ্বর উবাচ ।

মন্দিরং পরমেশানি সৰ্ব রত্ন বিনির্মিতং ।
 ষড়্ বর্গ সংযুতং দেবি নিত্যকপ মকুত্ৰিমং । ৩০ ।
 যত্র কুণ্ডলিনী দেবী কৌলিকী নিত্য মুদ্রমা ।
 জননীং কল্পবৃক্ষস্য দেব মাতৃ স্বরূপিনী । ৩১ ।
 কদাপি শুক্লবর্ণা সা কদচিত্তকৃত্যং ব্রজেৎ ।
 ক্রমেণ ধত্তে ষড়্ বর্গং ভদ্রে পরম সুন্দরং ।
 সহস্র সূর্য্যসঙ্কাশং মণিনা নির্মিতং সদা । ৩২ ।

ভাষা ।

মহাদেব বলিতেছেন হে পার্শ্বতি এই মন্দির ষড়্ বর্গ সংযুত,
 রত্ন নির্মিত, নিত্য ও অকৃত্রিম । যেখানে কল্পবৃক্ষজননী দেব
 মাতৃ স্বরূপা কুলদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তি বিদ্যমান আছেন ।
 ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ঐ মন্দির কখন শুক্লবর্ণ কখন বা রক্তবর্ণ এইরূপে ষড়্ বর্গ
 ধারণ করে । ইহা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিমান ও মণি
 নির্মিত ॥ ৩২ ॥

অন্তার্থঃ ।

সর্বরত্ন খচিতং । অকৃত্রিমং অসাধারণং ॥ ৩০ ॥ ব্রজেতে । কৌলিকী
 কুলদেবতা । কল্পবৃক্ষস্য জননী অতিমহিমান্বিতা ॥ ৩১ ॥ কদাপীতি ।
 কদাচিত্ত শুক্লবর্ণা কদাচিত্তকৃত্যং এবং ক্রমেণ ষড়্ বর্গ ধারিণী কুণ্ডলিনী শক্তি
 রিত্যর্থঃ । মন্দিরং সহস্রসূর্য্য সঙ্কাশং সহস্রাদিত্য বদতি ভেদবাক্যং ॥ ৩২ ॥

ঋতবঃ পরমেশানি বসন্তাদ্যাশ্চ পার্শ্বতি ।
 তত্র সন্তি বরারোহে সদা বিগ্রহ ধারিণঃ । ৬৩ ।
 অষ্টদ্বার সমায়ুক্ত মণিমাди স্নুসেবিতং ।
 অঙ্গনা যত্র বিদ্যন্তে সতং কোটি কোটিশঃ ।
 শ্বেতচামর হস্তাভি রীজ্যতে মন্দিরং সদা । ৬৪ ।
 গৃহস্য তস্য দশসু সন্তি দিক্সু বরাননে ।
 দিক্‌পালাঃ পরমেশানি স্তম্ভ রূপা ইব প্রিয়ে ৬৫

ভাষা ।

ঐ মন্দিরে সর্বদা বসন্তাদি ছয় ঋতু সশরীরে বর্তমান
আছে ॥ ৬৩ ॥

ঐ মন্দিরের অষ্টদিকে অষ্টদ্বার আছে তাহা অনিমাди অষ্ট-
সিক্ধি দ্বারা পরিসেবিত । এবং কোটি কোটি যুবতীগণ সতত
শ্বেতচামর হস্তে করিয়া ব্যঞ্জন করিতেছে ॥ ৬৪ ॥

ঐ গৃহের দশদিকে দশ দিকপাল স্তম্ভরূপে বিদ্যান
আছে ॥ ৬৫ ॥

অন্যার্থঃ ।

ঋতবহিতি । বসন্তাদ্যাশ্চতবঃ সতৈবতত্র সন্তীত্যর্থঃ । বিগ্রহধারিণঃ দেহ-
বস্ত্রঃ ॥ ৬৩ ॥ অষ্টেতি । অষ্টদ্বারযুক্তং অনিমাди অষ্টৈশ্চর্য্য যুক্তঞ্চ ।
অঙ্গনা যুবতয়ঃ । শ্বেতচামর হস্তাভি রঞ্জনাভিরিতি শেষঃ । রীজ্যতে বায়ু-
সঞ্চারণঃ ক্রিয়তে ॥ ৬৪ ॥ গৃহস্যেতি । দশসু দিক্সু ইজাম্য দশদিকপালা
স্তম্ভরূপেণ সন্তি বিদ্যন্তে ॥ ৬৫ ॥ বহরূপেতি । বহরূপং বিবিধাকারং ।

বহুৰূপ মিবা ভাতি মন্দিরং নগনন্দিনি ।
 সৰ্বগং সৰ্বদং দেবি চতুৰ্ভগশ্চ মূৰ্ত্তিমান্ ।
 কৈবল্যং পরমেশানি সদা ব্রহ্ম সুখান্শ্রদং ॥ ৬৩ ॥
 বহুনা কিমিহোক্তেন সৰ্বেদেবাঃ সবাসবাঃ ।
 সহস্র বক্তে ॥ ব্রহ্মাচ যত্রাস্তে নগনন্দিনি । ৬৭ ॥
 যস্মিন্ গেহে মহেশানি কোটিশো হুণ্ড রাশয়ঃ ।
 তিষ্ঠন্তি সততং দেবি তস্য কা গণনা প্রিয়ে ॥ ৬৮ ॥

ভাষা ।

হে নগনন্দিনি ! উহা নানা রূপধারি, সৰ্বগ, সৰ্বপ্রদ,
 ও মূৰ্ত্তিমান্ চতুৰ্ভগ । উহা কৈবল্যপ্রদ সৰ্বদা নিত্য সুখা-
 লয় ॥ ৬৩ ॥

হে নগনন্দিনি ! এই মন্দিরের বিষয় অধিক কি বলিব,
 এখানে সৰ্বদা ব্রহ্মা, অনন্ত ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিদ্যমান
 আছেন ॥ ৬৭ ॥

হে মহেশানি ! ঐ গৃহেতে কোটি কোটি ডিম্ব রাশি আছে
 তাহার গণনা করা অসাধ্য ॥ ৬৮ ॥

অস্তুার্থঃ ।

মূৰ্ত্তিমান্ সশরীরঃ । চতুৰ্ভগঃ ধৰ্ম্মার্থ কামমোক্ষ বরুণঃ । কৈবল্যং
 মুক্তিঃ । ব্রহ্মসুখান্শ্রদং নিত্যসুখহানং ॥ ৬৩ ॥ বহুনেতি । বহুনা উক্তেন
 কিং প্রতি ব্যক্তি ভেদ বর্ণনয়াকিং কলং । সবাসবাঃ সশব্দাঃ । সহস্রবক্তৃঃ
 অনন্তঃ ॥ ৬৭ ॥ যস্মিন্মিতি । অণ্ডরাশয়ঃ ব্রহ্মাণ্ডানি । কাগণনা কা-
 লংখ্যা ॥ ৬৮ ॥ ব্রহ্মেতি । যত্র কোটি কোটি ব্রহ্মবিম্ব মহেশ্বরঃ সত্তী-

ত্রক্ষা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যত্রাস্তে কোটি কোটিশঃ ।
 সৰ্বতীৰ্থময়ং দেবি পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং ৷ ৬৯ ৷
 ত্রিপুরা মন্দিরং কৃষ্ণে দৃষ্টা মোহ মবাপ্নুয়াৎ ।
 যত্নু শ্রীমন্দিরং ভদ্রে স্বয়ং ত্রিপুর সুন্দরী ৷ ৭০ ৷
 এবং মুক্তি গ্রহং প্রাপ্য কৃষ্ণঃ পদ্ম দলেক্ষণঃ ।
 নসাধয়েৎ কিং দেবেশিত্রিপুরাপদপূজনাৎ ৷ ৭১ ৷
 কৃষ্ণে মোক্ষ গৃহং প্রাপ্য ষোড়শ স্ত্রী সহস্রকং ।
 শত মফৌত্তর ঠৈব রেমে পরম যত্নতঃ ৷ ৭২ ৷

ভাষা ।

যেখানে কোটি কোটি ত্রক্ষা বিষ্ণু ও রুদ্র আছেন। এবং উহা
 সৰ্বতীৰ্থময় পঞ্চাশৎ পীঠ সংযুক্ত ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণ এইকপ ত্রিপুরা মন্দির দেখিয়া বিস্মিত হইলেন । ঐ
 শ্রীমন্দির সাক্ষাৎ ত্রিপুরা সুন্দরী স্বরূপ ॥ ৭০ ॥

হে দেবেশি ! কৃষ্ণ এইকপ মন্দির পাইয়া ত্রিপুরা পদার্চন
 প্রভাবে কোন্ কার্য্য না সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৭১ ॥

ত্রিপুরাদেবীর পদার্চন প্রভাবে কৃষ্ণ প্রতিকল্পে এইকপ মন্দির
 লাভ করিয়া ছিলেন ॥ ৭২ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

ত্যাৰ্থঃ । পঞ্চাশৎ পীঠসংযুতং পঞ্চাশৎ পীঠস্থান ভূত্যাং ॥ ৬৯ ॥
 ত্রিপুরেতি । কৃষ্ণত্রিপুরা মন্দিরং দৃষ্টা মোহিতো ভবতীত্যর্থঃ । বন্দ্যম্দিরং
 সৈব স্বয়ং ত্রিপুরাসুন্দরীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ এবমিতি । মুক্তি গৃহং ঠৈবল্য
 নিকটনং । কিং ন সাধয়েৎ অপিত সৰ্ব্বান সাধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥
 কৃষ্ণইতি । ষোড়শ স্ত্রীসহস্রকং ষোড়শ সহস্র যুবতী বৃন্দং । রেমে ক্রৌড়তি

কৃষ্ণসৈবং মহেশানি ত্রিপুরা পদ পূজনাং ।
প্রতিকল্পে ভবেদেবি দ্বারকা মন্দিরং প্রিয়ে ৷৭৩৷

ইতি বামুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

ভাষা ।

কৃষ্ণ এই প্রকার মোক্ষ গৃহ পাইয়া ষোড়শ শত অষ্ট রমণীর
সহিত বিহার আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৩ ॥

ইতি উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

অন্যার্থঃ ।

৷৭২৷ কৃষ্ণস্যতি । প্রতিকল্পে কল্পে কল্পান্তরে । উক্ত প্রকারেণ
কৃষ্ণলীলা ভবেদিতি ॥ ৭৩ ॥

ইতি উনত্রিংশৎ পটলঃ ।

দেবুবাচ ।

কিঞ্চিদন্য মহেশান প্রচ্ছামি যদি রোচতে ।
 পদ্মিন্যাঃ পরমেশান যদ্যস্তি পূজনে বিধিঃ । ১ ।
 কুপয়া পরমেশান শূলপাণে পিনাক ধৃক্ ।
 যদিহো কথ্যতে দেব বিমুঞ্চামি তদা তনুং । ২ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

উপবিদ্যা মহেশানি পদ্মিনী রাধিকা প্রিয়ে ।
 উপবিদ্যা ক্রমেণৈব কথয়ামি বরাননে । ৩ ।

ভাষা ।

পার্কীতী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে মহাদেব ! পদ্মিনীর পূ-
 জনে যে বিধি আছে তাহা যদি অভিকর্ষ হয় বল ॥ ১ ॥

হে শূলপাণে ! তুমি কৃপা করিয়া আমার প্রার্থিত বিষয়
 বল ; নচেৎ আমি তোমার নিকট তনু ত্যাগ করিব ॥ ২ ॥

মহাদেব বলিতেছেন, হে পার্কীতি ! পদ্মিনী রাধিকা উপ-
 বিদ্যা । উপবিদ্যাক্রমে তোমার নিকট বলিতেছি ॥ ৩ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

দেবুবাচেতি । অন্যৎ কিঞ্চিৎ প্রচ্ছামি । পদ্মিন্যাঃ পূজনে যবিধি-
 রস্তি উদ্ঘোষ্যার্থঃ ॥ ১ ॥ কুপয়েতি । যদিহো কথ্যতে বর্ণ্যতে তদাতনুং
 দেহং বিমুঞ্চামি ত্যজামি ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি পদ্মিনী উপবিদ্যা
 অতঃ উপবিদ্যা ক্রমেণ উপবিদ্যা পদ্ধত্যনুসারেণ কথয়ামি ॥ ৩ ॥ বধেতি ।

যথাচ বিজয়া মন্ত্রং জয়া মন্ত্রং তথা প্রিয়ে ।
 যথা পরাজিতা মন্ত্রং যথা তাম পরাজিতাম্ ।
 রাধাতন্ত্রং তথা দেবি কবচেন যুতং সদা । ৪ ।
 স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং রাধায়া নিগদামিতে ।
 ন্যাসাদি রহিতং তন্ত্রং সাবধানা বধায়য় । ৫ ।
 আদৌ ছন্দ স্ততো মন্ত্রং কবচস্ত ততঃ শৃণু ।
 শৃণু মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি রাধিকায়। বরাননে । ৬ ।

ভাষা ।

যেকপ জয়া মন্ত্র, বিজয়া মন্ত্র ও অপরাজিতা মন্ত্র সেইকপ
 কবচযুক্ত রাধা মন্ত্র ॥ ৪ ॥

রাধার সহস্রনামাখ্য স্তোত্র তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ
 কর ॥ ৫ ॥

আদিতে ছন্দঃ তৎপরে মন্ত্র তদনন্তর কবচ পাঠ করিবে ।
 হে স্তম্ভরি ! রাধিকার মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥

অন্ত্যর্থঃ ।

জয়াবিজয়াদি মন্ত্রঃ যথা তথা তসং রাধামন্ত্রঃ কবচেন যুতং পদ্মিনীকবচ
 সহস্রনামাদি সংযুতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ স্তোত্রমিতি । ন্যাসাদি রহিতং
 ন্যাসাদিকং বিনা কেবলং রাধায়াঃ সহস্রনাম স্তোত্রং নিগদামি ॥ ৫ ॥
 আদাবিতি । আদৌ ছন্দস্ততো মন্ত্রং জপ্ত্বা কবচক পঠিত্বা সহস্রনাম
 স্তোত্রং পঠেদিতি ॥ ৬ ॥ মন্তোক্তার সাহ কামবীজমিতি । কামবীজং ককার
 লকার দৌর্ধসিকার বিন্দুযুতং বাগ্ভবং সাবিন্দু দশমম্বরঃ । এতদনন্তী ৬

কামবীজং সমুদ্ভূত্যা বাগ্ধবং তদনন্তরং ।
 রাধাপদং চতুর্থ্যন্ত মুদ্বরে দ্বরবর্ণিনি ।
 পূর্ববীজদ্বয়ং ভদ্রে যত্নতঃ পুনরুদ্ধরেৎ ॥ ৭ ॥
 ইদ মর্চাক্ষরং প্রোক্তং রাধায়াঃ কনলেক্ষণে ।
 শৃণু দেবেশি রাধায়া নম্রমেকাক্ষরং পরং ॥ ৮ ॥
 রঙ্গিনী বীজ মুদ্ভূত্যা বনবীজযুতং কুরু ।
 বিষ্ণুর্দ্ধ সংযুতং কৃৎস্না পরমেকাক্ষরী প্রিয়ে ॥ ৯ ॥
 ইয় মেকাক্ষরী বিদ্যা রাধা হৃদয় সংস্থিতা ।
 পরমেকং মহেশানি রাধামন্ত্রং শৃণু প্রিয়ে ॥ ১০ ॥
 নম্রথ দ্বয়ং মুদ্ভূত্যা বাগ্ধব দ্বয় মুদ্বরেৎ ।
 নারায়ণ সমুদ্ভূত্যা রাধা শব্দঞ্চ ও যুতং ।
 পূর্ব বীজানি চোদ্ধৃত্যকিশোরীষোড়শীপ্রিয়ে ॥ ১১ ॥
 প্রণবং পূর্ব মুদ্ভূত্যা রাধাচ ও যুতং সদা ।
 অন্তে নারায়ণ সমাদায় ষড়ক্ষর গিদং প্রিয়ে ॥ ১২ ॥

অস্ত্যর্থঃ ।

রাধিকায়ৈ ক্লী ঐ ইতি মর্চাক্ষরে ভাবেৎ ॥ ৭ ॥ ইদমিতি । ইদং মর্চাক্ষর মুক্তং পুনরুদ্ধাক্ষরং কথয় মি শৃণু ॥ ৮ ॥ রঙ্গিনীতি । রঙ্গিনী বীজং বন বীজং মেলয়িত্বা নামবিষ্ণুঃ যোজয়েৎ এতেন ক্লী ইতি একাক্ষরো মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ৯ ॥ ইয়মিতি । ইয়মেকাক্ষরী বিদ্যা উক্তা পরমন্যং মন্ত্রং শৃণু ॥ ১০ ॥ নম্রথেনিতি এতেন ক্লী ক্লী ঐ ঐ ক্লী ক্লী রাধিকায়ৈ ক্লী ক্লী ঐ ঐ ক্লী ক্লী ঐ ঐ ষোড়শাক্ষর মন্ত্রঃ উক্তঃ । প্রণবেনিতি । এতেন ও রাধিকায়ৈ ক্লী ইতি ষড়ক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১২ ॥ প্রণবেনিতি । এতেন

প্রণবং পূর্ব মুদ্ধত্য কূর্চবীজদ্বয়ং ততঃ ।
রাধা শব্দং ও যুতঞ্চ পূর্ববীজানি চোদ্ধরেৎ ।
এষা দশাক্ষরী বিদ্যা পদ্মিন্যাঃ কমলেক্ষণে ৷ ১৩ ৷

দেবুবাচ ।

শূণ পার্শ্বতি বক্ষ্যামি জয়া মন্ত্রং বরাননে ।
প্রসঙ্গাৎ পরমেশানি কথ্যামি তবানঘে । ১৫ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

বাগ্ধবং বীজ মুদ্ধত্য মায়া বীজং সমুদ্ধরেৎ ।
জয়া শব্দং চতুর্থান্তং পূর্ববীজং সমুদ্ধরেৎ ।
এষা অষ্টাক্ষরী বিদ্যা জয়ায়াঃ কমলেক্ষণে ৷ ১৬ ৷
শিবা বীজং সমুদ্ধত্য বনবীজযুতং কুরু ।
বিস্কৃষ্ট চন্দ্রযুক্ত মেকাক্ষর মিদং স্মৃতং ৷ ১৭ ৷
প্রণব দ্বয় মুদ্ধত্য জয়া শব্দং ততঃ পরং ।
ও যুতং কুরু যত্নেন পুনঃ প্রণব মুদ্ধরেৎ ।
এষা ষড়াক্ষরী বিদ্যা জয়ায়া নগনন্দিনি ৷ ১৮ ৷

অন্ত্যার্থঃ ।

ওঁ হঁ হঁ রাধিকায়ৈ ওঁ হঁ হঁ ইতি দশাক্ষর মন্ত্রঃ কথিতঃ ॥ ১৩ ॥
দেবুবাচেতি । রাধামন্ত্রঃ ময়া কৃতঃ ইদানীং জয়ামন্ত্রং প্রোক্তমিচ্ছামি তথা
দেভ্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ ঈশ্বর উবাচেতি । প্রসঙ্গাৎ রাধিকা প্রকরণাৎ ॥ ১৫ ॥
বাগ্ধবমিতি । এতেন ঐ'হ্রী' জয়াদেবৈ ঐ'হ্রী' ইত্যষ্টাক্ষরে মন্ত্রঃ
কথিতঃ ॥ ১৬ ॥ শিবেতি । শিববীজং হকারঃ বনবীজ মুকারঃ তেন হঁ ইতি
একাক্ষরোমন্ত্রো ভবতীতি ॥ ১৭ ॥ প্রণবেতি । এতেন ওঁ জয়াদেবৈ
ওঁ ইতি ষড়াক্ষরোমন্ত্রো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ মায়াধ্বমিতি । এতেন হ্রী'

মায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চ যুগ্ম মতঃ পরং ।
 বাগ্ধবঞ্চ ততো দেবি যুগলক্షোদ্ধরেৎ প্রিয়ে ।
 চতুর্থান্তং জয়া শব্দং কুরু যত্নেন যোগিনি ।
 পূর্ববীজানি চোদ্ধৃত্য অস্ত্রে প্রণব মুদ্ধরেৎ ।
 ষোড়শী পরমেশানি কালী ভুবননোহিনী ।
 এষান্ত ষোড়শী বিদ্যা কিশোরী বয়সী তব । ১৯।
 নায়াদ্বয়ং সমুদ্ধৃত্য জয়া শব্দং তথা প্রিয়ে ।
 চতুর্থান্তং ততঃ কৃৎস্বা বীজদ্বয় মতঃ পরং ।
 ইয় মর্চাকরী বিদ্যা সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা । ২০।
 আদ্যন্ত্রে প্রণবং দত্ত্বা দশাক্ষর মিদং স্মৃতং ।
 অনেনৈব বিধানেন বিজয়াদিষু কাষিনি । ২১।
 পদ্মাসু পরমেশানি তথা পদ্মাবতীষু চ ।
 আদ্যন্ত্রে বীজ মুদ্ধৃত্য নানানি ঙে যুতানি চ । ২২।
 এতন্ত্রে কথিতং তত্ত্বং দূতী তত্ত্বং শুচিস্মিতে ।
 দূতী তত্ত্বং বিনা দেবি পূজয়েদ্যন্ত পাবতি ।
 বিফলা তস্য সা পূজা সফলা ন কদাচন । ২৩।

অস্ত্যর্থঃ ।

হ্রী' হ্র' হ্র' ঐ' ঐ' জয়াটয় হ্রী' হ্রী' হ্র' হ্র' ঐ' ঐ' ও' ইতি জয়ায়াঃ ষোড়-
 শাক্ষর মন্ত্রঃ ॥ ১৯ ॥ মায়েতি । এতেন হ্রী' হ্রী' জয়াদেবে্য হ্রী' হ্রী'
 ইত্যক্ষাক্ষর মন্ত্রঃ ॥ ২০ ॥ আদ্যন্ত্ৰ ইতি । পূর্বমর্চাক্ষর মন্ত্রস্যাদ্যন্ত্রে প্রণব
 যোগেন দশাক্ষর মন্ত্রো ভবতীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥ পদ্মাবতি । পদ্মায়াঃ
 পদ্মাবত্যাশ্চ চতুর্থান্তনামঃ প্রাক্ প্রণব যোগেনৈব মন্ত্রো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ।
 ॥ ২২ ॥ এতদ্বিতি । এতদ্বতী তত্ত্বং বিনা জগ পূজা দিকং বিফলং ভবে-

পদ্মিন্যাদিষু দেবেশি ন্যাসাদি নৈব কারয়েৎ ।
 উপবিদ্যাসু সৰ্বাসু ন্যাসো নাস্তি বরাননে । ২৪ ।
 ভূতশুদ্ধিং বিধায়াত্ম মাতৃকান্যাস পূৰ্ব্বকং ।
 ধ্যানং কুর্যাত্ততোদেবি কৃৎস্নাচ্ছন্দোবরাননে । ২৫ ।
 ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবেশি রাধায়াঃ শৃণু সাদরং ।
 উপবিদ্যা ক্রমেণৈব নিগদামি বরাননে । ২৬ ।
 রক্ষিনী কুম্ভাকাৰা পদ্মিনী পরমা কলা ।
 চমরী বালকুটীলা নিৰ্ম্মল শ্যামকেশিনী । ২৭ ।
 সূৰ্য্যকান্তেন্দু কান্তাত্য স্পর্শাস্য কণ্ঠভূষণা ।
 বীজপূর ক্ষুরদ্বীজ দন্তপঙ্ক্তি রমুত্তমা ।
 কাম কোদণ্ডকা ভূগ্ন ব্রুকটাক্ষ প্রবর্ষিণী । ২৮ ।
 মাতঙ্গ কুম্ভ বক্ষোজা লসৎকোকনদেক্ষণা ।
 মনোজ্ঞ স্কন্ধলী কর্ণা হংসী গতি বিড়ম্বিনী । ২৯ ।

অন্ত্যর্থঃ ।

দ্বিতি ত্যঃ ॥ ২০ ॥ পদ্মিন্যাদিবিতি । পদ্মিন্যাং দেবতায় ন্যাসো
 নাস্তি উপবিদ্যাসু উপবিদ্যাসু ন্যাসো নাস্তি তিতি ॥ ২৪ ॥ ভূত-
 তি । কৃৎস্নাচ্ছন্দোবরাননে ॥ ২৫ ॥ ধ্যানবিতি । পদ্মিনী উপবিদ্যা অত
 উপবিদ্যা ক্রমেণ ধ্যানং বক্ষ্যামি শৃণু ॥ ২৬ ॥ রক্ষিনীতি । রক্ষিনী কুম্ভা-
 কারা শতমূলী পুষ্পাতা । চমরীবাং কুটিল নিৰ্ম্মল শ্যামকেশা ॥ ২৭ ॥
 সূৰ্য্যকান্তেন্দু কান্তাত্যেন্দু কান্তাত্যেন্দু কান্তাত্যেন্দু কান্তাত্যেন্দু ॥
 বীজপূর বীজপূর বীজপূর বীজপূর ॥ ২৮ ॥ মাতঙ্গতি । মাতঙ্গকুম্ভবাং
 ত্যঃ ॥ ২৯ ॥

নানা মণি পরিচ্ছন্ন বস্ত্র কাঞ্চন কঙ্কণ ।
 নাগেন্দ্র দত্ত মিশ্রাণ বলয়াঙ্কিত পানিনী । ৩০ ।
 পীতকপা কদাচিৎসা কদাচিৎ কৃষ্ণকপিনী ।
 শ্বেতকপা কদাচিৎসা কদাচিদ্রক্তকপিনী । ৩১ ।
 কপূঁরা গুরু কস্তুরী কুঙ্কুম দ্রবলেপিতা ।
 বহুকপনয়ী রাধা প্রহরে প্রহরে প্রিয়ে । ৩২ ।
 এবং ধ্যানা যজ্ঞেদেবীং চতুর্ভগ প্রদায়িনীং ।
 সততং পদ্মিনী রাধা ত্রিপুরা নিকটে স্থিতা । ৩৩ ।
 এতত্তে কথিতং দেবি ধ্যান তত্ত্বং মনোহরং ।
 অপরঞ্চ প্রবক্ষ্যামি কবচং রাধিকা মতং । ৩৪ ।
 যমোক্তং সর্ব তন্ত্বেষু উপবিদ্যাসু পার্শ্বতি ।
 ইদানীং পরমেশানি কবচং নিগদামিতে ।
 ত্রৈলোক্যমোহনং নাম কবচং মনু খোদিতং । ৩৫

অন্ত্যর্থঃ ।

ব্রজোৎপলে ইব আকর্ষণী যস্যাস্তি মা । সুন্দরী কর্ণচিহ্নঃ । হংসীবগতি
 লীলেভ্যর্থঃ ॥ ২২ ॥ নানেতি । নানামনিখচিত বস্ত্রা স্বর্ণকঙ্কণাঙ্কিত হস্তা ।
 গজদন্তনির্মিত বলয় ভূষিতা ॥ ৩০ ॥ পীতেতি । কদাচিৎ পীতবর্ণা কদা-
 চিচ্ছা গুরুবর্ণা ইত্যাদি বহুবর্ণ শোভিতভ্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ কপূঁরেতি ।
 কপূঁরা গুরু কস্তুরী প্রভৃতিভিঃ প্রলেপন দ্রব্যে লিপ্তগাত্রা প্রহরেপ্রহরে
 বাসাস্তর এব রূপবেশ পরিবর্তনবতী । ৩২ ॥ এবমিতি । এব যুক্তরূপাং
 রাধাং চিত্তয়িত্বা যজ্ঞে পূজয়েৎ ॥ ৩৩ ॥ এতদিতি । ধ্যানতত্ত্বং স্বরূপ
 মাধার্য্যং । অপরঞ্চ অতঃপরং রাধিকা কবচং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
 যমেতি । উপবিদ্যায়াঃ কবচং কুত্রাপি তন্ত্বে ন দৃশ্যতে তৎ তব কথয়ামি

কবচং পরমেশানি পদ্মিনী বশকারকং ।
 এতত্ত্ব কবচং দোর্দ্র উপবিদ্যাসু দুর্লভং । ৩৬ ।
 যত্র যত্র বিনির্দিষ্টা উপবিদ্যা বরাননে ।
 তাস্তাঃ সৰ্বা মহেশানি কবচে নচ বজ্জিতাঃ । ৩৭ ।

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে
 ত্রিংশৎ পটলঃ ।

অস্ত্যর্থঃ ।

ইতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ কবচমিতি । এতৎ কচ পাঠে নৈব পদ্মিনী বশ্য ।
 ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ যত্রৈতি । যেসু যেসু ভজেসু উপবিদ্যাঃ প্রক-
 টিতাঃ কুত্রাপি কবচং নাস্তীতিভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি ত্রিংশৎ পটলঃ ।

অথ রাধিকা কবচং ।

দেব্যাচ ।

দেব দেব মহাদেব সৃষ্টি স্থিতিশান্ত কারক ।

রাধিকা কবচং দেব কথয়স্ব দয়ানিধে ॥

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণু দেবি বরারোহে কবচং জন মোহনং ।

গোপিতং সৰ্ব্বতন্ত্রেষু ইদানীং প্রকটীকৃতং ॥

যারাধা ত্রিপুরাদুর্ভী উপবিদ্যা সদান্তসা ।

উপবিদ্যা ক্রমা দেবি কবচং শৃণু পার্শ্বতি ॥

জপ পূজা বিধানস্ত কলং সৰ্ব্বস্য সিদ্ধিদং ।

যত্র তত্রন বক্তব্যং কবচং গোপিতং মহৎ ॥

ভক্তি হীনায় দেবেশি দ্বিজ নিন্দা পরায়চ ।

নশুদ্র যাজি বিপ্রায় বক্তব্যং পরমেশ্বরি ॥

শিষ্যায় ভক্তি যুক্তায় শক্তি দীক্ষা রতায়চ ।

বৈষ্ণবায় বিশেষেণ গুরু ভক্তি পরায়চ ॥

বক্তব্যং পরমেশানি মম বাক্যং নচান্যথা ।

অস্ত্র শ্রীরাধা ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচস্ত গোপিকা ঋষি-
 রনুষ্ঠুপছন্দঃ শ্রীরাধিকা দেবতা মহাবিদ্যা সাধন গোপ্যার্থে
 বিনিয়োগঃ । ওঁ পূর্বে চ পাতসা দেবী ক্লিষ্টা শুভদা-
 য়িনী । হ্রীং পশ্চিমে পাতসত্যা সৰ্ব্বকাম প্রপূরিণী ।
 যাম্যাং হ্রীং জাম্ববতী পাত সৰ্ব্বকাম ফলপ্রদা । উত্তরে
 পাতভদ্রা হ্রীং ভদ্র শক্তি সমন্বিতা । উর্ধ্বেপাত মহাদেবী
 ক্লীং কৃষ্ণপ্রিয়া যশস্বিনী ॥ অধশ্চ পাতমাং দেবী ঐং পা-

তাল তলবাসিনী ।* অধরে রাধিকা পাত্ত এং পাত্ত হৃদয়ং
মম । নমঃ পাত্তচ সৰ্ব্বাকং ও যুতাচ পুনঃ পুনঃ । সৰ্ব্বত্র
পাত্তমে দেবী কেশরী ভুবনেশ্বরী । এং হ্রীং-রাধিকায়ৈ
হ্রীং এং শিরঃ পাত্তমাং । ক্লীং ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং ক্লীং
দক্ষবাহুং রক্ষত মম । হ্রীং হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং
বামাকং রক্ষত পদ্মিনী পদ্মগন্ধিনী । এং হ্রীং রাধি-
কায়ৈ এং এং দক্ষপাদং রক্ষত মম । ক্লীং ক্লীং এং
এং রাধিকায়ৈ হ্রীং হ্রীং এং এং ক্লীং ক্লীং ও সৰ্ব্বাকং
মম রক্ষত । ক্লীং রাধিকায়ৈ ক্লীং বামপাদং রক্ষত সদা
পদ্মিনী । হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং অক্ষিযুগ্মং রক্ষত মম । এং
রাধিকায়ৈ এং কর্ণযুগ্মং সদা রক্ষত মম । হ্রীং রাধিকায়ৈ
হ্রীং নাসাযুগ্মং সদা রক্ষত মম । ও হ্রীং রাধিকায়ৈ হ্রীং
ও দন্তপঙ্ক্তিং সদা পাত্ত সরস্বতী । হ্রীং ভুবনেশ্বরী ল-
লাটং পাত্ত হ্রীং কালী মে মুখমণ্ডলং সদা পাত্ত । হ্রীং
হ্রীং হ্রীং মহিষমৰ্দ্দিন্যৈ হ্রীং হ্রীং মহিষমৰ্দ্দিনী দ্বারকাবা-
সিনী মহাস্তারং রক্ষত সদা মম । এং হ্রীং এং মাতঙ্গী
হৃদয়ং সদা মম রক্ষত । হ্রীং এং হ্রীং উগ্রতারো নাভিপদ্মং
সদা রক্ষত মম । ক্লীং এং ক্লীং সুন্দরী ক্লীং এং ক্লীং স্বাধি-
ষ্ঠানং লিঙ্গমূলং রক্ষত মম । লং এং লং পৃথিবী গুদ-
মণ্ডলং রক্ষত মম । এং এং এং বগলা এং এং এং
স্তনদ্বয়ং রক্ষত মম । হেসোঃ ভৈরবী সেহোঃ কঙ্কদ্বয়ং
রক্ষত মম । হ্রীং অন্নপূর্ণা হ্রীং ঘাটাং রক্ষত মম । এং
হ্রীং এং বীজত্রয়ং সদাপাত্ত পৃষ্ঠদেশং মম । ও মহাদেবঃ
পাত্ত সৰ্ব্বাকং মে ও নারায়ণঃ পাত্ত সৰ্ব্বাকং সদামম । ও
ও কৃষ্ণঃ পাত্ত সদাগোত্রং রুক্মিণীনাথঃ । রুক্মিণী সত্য-

ভামাচ সৈব্যা জাম্বুবতী তথা । লক্ষণা মিত্রবিক্রাচ ভদ্রা-
নাগ্রজিতা তথা । এতাঃ সৰ্ব্বায়ুবতয়ঃ শোভনাশ্চ। সুলো-
চনাঃ । রক্ষয়ুর্নামস্ত দিকু সততং শুভদর্শনাঃ । ও
নারায়ণশ্চ গোবিন্দঃ শিরঃপদ্ম দলেক্ষণঃ । সৰ্ব্বাক্ষং মে
সদারক্ষেৎ কেশবঃ কেশিহা হরিঃ । ইতীদং কবচং ভজে
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং শুভং । পদ্মিন্যাঃ পুরমেশানি উপবিদ্যা
সুসদ্রতং । যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি সততং ভক্তি তৎপরঃ ।
নিরাহারো জলত্যাগী অযুতং বৎসরে যদা । তদৈব পর-
মেশানি পদ্মিনী বশতামিয়াৎ । এতন্তে কথিতং দেবি-
কবচং ভুবিচুলভং । কলমূল জলংত্যক্তা পঠেৎ সংবৎ-
সরং যদি । পদ্মিনী বশমায়ীতি তদৈব নগনন্দিনি ।
অনেনৈব বিধানেন যঃ পঠেৎ কবচং পরং । বিষ্ণুলোক
মবাপ্নোতি নান্যথা বচনং মম । সংগোপ্য পূজয়েদ্বিদ্যাং
মহাবিদ্যাং বরাননে । প্রকটার্থ মিদং দেবিকবচং প্রপঠেৎ
সদা । মহাবিদ্যাং বিনাভজে যঃ পঠেৎ কবচং প্রিয়ে ।
তদৈব সহস্রভজে কুন্তীপাকে ত্রজেৎ প্রিয়ে ॥

ইতি বাসুদেবরহস্যে রাধাতন্ত্রে হরপার্বতী সংবাদে

ত্রৈলোক্যমোহনং নামকবচং সমাপ্ত

মেকত্রিশং পটলঃ ।

অথ রাধিকা সহস্র নাম স্তোত্রং ।

ঈশ্বর উবাচ । ইতিতে কথিতং দেবি কিমন্যং কথয়ামিতে । শ্রোত্রোহং পরমেশানি অহং বক্তাচ সাম্বতঃ । দেবুবাচ । কিয়দন্যম্বাহাদেব প্রচ্ছামি যদিরোচতে । হৃদয়ে তব দেবেশ নানাতন্ত্রাণি সন্তিবৈ নানাতন্ত্রাণি মন্ত্রাণি রহস্তানি পৃথক্ পৃথক্ । বহুনি তব দেবেশ হৃদয়ে দেব স্তুতত । রূপয়া পরমেশান কথয়স্ব দয়ানিধে । ইশ্বর উবাচ । পদ্মিন্যাঃ পরমেশানি রহস্তং নাস্তি স্তুন্দরি । ত্বমি সৰ্ব্বং মহেশানি কথিতং পরমেশ্বরি । কিঞ্চিদন্যম্বাহেশানি নাস্তি মে গোচরে প্রিয়ে । যদ্বদন্তি মহেশানি রহস্তং কথিতং ময়া । দেবুবাচ । পদ্মিন্যাঃ পরমেশান রহস্তং কথয় প্রভো । যদিহো কথ্যতে দেব ত্যজামি বিগ্রহং তদা । ঈশ্বর উবাচ । শৃণু প্রিয়ে কুরঙ্গাক্ষি এতং শ্রোতং কথং তব । শ্রোত্বং যদি চার্কজি রহস্তং কথয়ামিতে । রহস্তং শৃণু চার্কজি স্তোত্রং পরমতুল্যং । স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং উপবিদ্যা স্তুস্মতং । উপবিদ্যাসু দেবেশি অতি গুপ্তং মনোহরং । এতং স্তোত্রং মহেশানি পদ্মিনী স্মতং সদা । এতত্তু পদ্মিনী স্তোত্র মাশ্চর্য্যং পরমাদুতং । যম্মোক্তং সৰ্ব্বতন্ত্রেষু তব ভক্ত্যা প্রকাশিতং । অশ্রুতী পদ্মিনী সহস্রনাম স্তোত্রজা ত্রীকৃষ্ণ ঋষিঃ মহিষমর্দিন্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা গায়ত্রী-চ্ছন্দো মহাবিদ্যাসিদ্ধার্থে বিনিয়োগঃ । ওঁ হ্রীঁ ঐঁ পদ্মিনৌ রাধিকাটৈ । রাধারমণীকপা নিরুপম কপতী কপধানা বশ্য-বামা রক্তোক্তা । রক্তাজী রক্তপুষ্পাভারাধ্যারাস পরা-য়ণা । রক্তাবতী কপশীলা রক্তনী রক্তনৌ রতিঃ । রতিপ্রিয়া

রমণীয়া রসপুণ্ডা রসায়না । রাসমধ্যে রাসরূপা রসবেশা
 রসোৎসুকা । রসবতী রসোল্লাসা রসিকা রসভূষণা ।
 রসমালাধরী রঙ্গী রক্তপটুপরিচ্ছদা । কমলা কম্পলতিকা
 কুলত্রত পরায়ণা । কামিনী কমলাকুন্তী কলিকল্লোল
 নাশিনী । কুলিনা কুলবতীকামী কামসন্দীপনী তথা ।
 কৌমারী কৃষ্ণবনিতা কামার্ভা কামরূপিণী । কামুকী
 কল্পবক্ষী কুলজা কুলপাণ্ডিতা । কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণাঙ্গীচ কৃষ্ণ-
 বস্ত্র পরিচ্ছদা । কান্তাকাম স্বরূপাচ কামরূপা রূপাবতী ।
 ক্ষেমা ক্ষমাবতীচৈব খেলৎখঞ্জন গামিনী । ঋস্থা ঋগা
 ঋগস্থাঙ্গী ঋগগম্ভা বিহারিণী । গরিষ্ঠা গরিমা গঙ্গা গয়া
 গোদাবরী গতিঃ । গাঙ্গারী গুণিনী গৌরী গঙ্গা গোকুল-
 বাসিনী । গাঙ্গারী গানকুশলা গুণাগুণ বিলাসিনী । ঘর্ষমা
 ঘর্ষমা ঘনস্থা ঘনবাসিনী । হৃণা হৃণাবতী ঘোরা ঘোর
 কর্ম বিবর্তিতা চন্দ্রাচন্দ্র প্রভাটৈব চন্দ্রমূর্তি পরিচ্ছদা ।
 চন্দ্ররূপাচ চন্দ্রাখ্যা চঞ্চলা চারুভূষণা । চতুরা চারুশীলাচ
 চম্পা চম্পাবতী তথা । চন্দ্রেখা চন্দ্রকলা চারবেশা
 বিনোদিনী । চন্দ্রচন্দন ভূষাঙ্গী চার্বঙ্গী চন্দ্রভূষণা ।
 চিত্রিণী চিত্ররূপাচ চিত্রমূর্তিধরা সদা । ছদ্মরূপা ছদ্ম-
 বেশী শ্বেতছত্র বিধারিণী । ছত্রাত পাচ ছত্রাঙ্গী ছত্রঙ্গী
 ছত্রপালিনী । ছুরিতামৃত ধারোষা ছদ্মবেশ নিবাসিনী ।
 ছটীকৃত মরালোষা ছটীকৃত নিজামৃত । জয়ন্তীচ জগ-
 ন্নাতা জননী জয়দায়িনী । জয়া জেত্রীচ জরতী জীবনী
 জগদম্বিকা । জীবাজীব স্বরূপাচ জাড্য বিধ্বংসকারিণী ।
 জগজ্জানির্জন শ্রেষ্ঠা জগদ্ধেত্তজগন্ময়ী । জগদানন্দ জননী
 জনয়িত্রী জনসম্পদাং । ঝঙ্কার বাহিনী ঝঞ্জা ঝঙ্কার নির্ব-

রাবতী । টঙ্কার টঙ্কিনী টঙ্কাটঙ্কিতা টঙ্করুপিণী । উয়রা
 উন্তুরা উয়া উম উয়াচ উয়ুরা । চৌকিতাশেষ নির্ঘোষা
 চলচেলিত লোচনা । তপিনী ত্রিপথা তীর্থবাসিনী ত্রিদ-
 শেশ্বরী । ত্রৈলোক্যত্রয়ী ত্রৈলোক্যতরণী তরণে তরুঃ । তাপ-
 হত্নী তপাতাপা তপনীয়্য তপাবতী । তাপিনী ত্রিপুরাদেবী
 ত্রিপুরাজ্জাকরীসদা । ত্রিলক্ষা তারিণীতারা তারানায়ক
 মোহিনী । ত্রৈলোক্যগমনা তীর্ণা তুষ্টিতা ত্বরিতা ত্বরা ।
 তুষা তরঙ্গিনীতীর্থা ত্রিবিক্রম বিহারিণী । তমোময়ী তামসীচ-
 তপস্তা তপসঃ ফলা । ত্রৈলোক্য বাপিনী তুষ্টি তুষ্টিস্তুত্যা
 ত্বলাতথা । ত্রৈলোক্যমোহিনী তুর্ণা ত্রৈলোক্য বিভব প্রদা ।
 ত্রিপদীচ তথা তথ্যা তিমির ধংস চল্লিকা । তোজোরুপা
 তপঃ পারা ত্রিপুরা ত্রিপদাহিতা । ত্রয়ীতম্নী তাপহরা তপ-
 নাজ্জ বাহিনী । তরিস্তরগি তারুণ্যা তপিতা তরণী
 প্রিয়া । তীত্রপাপহরা ত্বল্যা ত্বনপাপ তনুনপাৎ । দারিদ্র্য
 নাশিনীদাত্রী দক্ষাদেয় দয়াবতী । দিব্যাদিব্য স্বরূপাচ দীক্ষা
 দক্ষা দয়া দ্রবা । দিব্যরূপা দিব্যমূর্তি দৈত্যেন্দ্র প্রাণনা-
 শিনী । দ্রুতাচ দ্রুতরূপাচ দন্দশূক বিনাশিনী । দুর্বারা
 দময়াদ্যাচ দেবকার্য্য করী সদা । দেবপ্রিয়া দেবযাজ্যা
 দৈবা দৈবধিয়া সদা । দিক্‌পাল পদদাত্রীচ দীর্ঘাদ্যা দীর্ঘ-
 লোচনা । দুষ্কদেষ কামদুবা দোক্ষী দুষণ বর্জিতা । দুক্ষা
 দুস দৃশাতাষা দিব্যাদিব্য গতি প্রিয়া । দু্যনদী দীন শরণা
 দিব্যা দেহবিহারিণী । দুর্গমা দরিয়া দামা দূরস্বী দূরবা-
 সিনী । দুর্বিগাদ্যা দয়াধারা দূরসন্তাপ নাশিনী । দুরাশয়া
 দুরাধারা দ্রাবিণী দ্রুহিনঃ স্তুতা । দৈত্যশুদ্ধিকরী দেবী
 সদাদানব সিদ্ধিদা । দুর্ভুক্ষি নাশিনী দেবী সততং দান

দায়িনী । দানদাত্রীচ দেবেশী দ্যাবাভূমি বিগাহিনী । দৃষ্টিদা
 দৃষ্টিকলদা দেবতা গৃহসংস্থিতা । দীর্ঘত্রতকরী দীর্ঘা দীর্ঘ
 ঘর্মা দয়াবতী । দণ্ডিনী দণ্ডনীতিশ্চ দীপ্তদণ্ড ধরার্চিতা ।
 দানার্চিতা দ্রবদ্রব্যে দ্রবৈক নিয়মা পরা । দুষ্ট সম্ভাপ
 শাম্যেচ দাত্রী দবধু রোধিনী । দেবী দিব্যবলবতী দান্তাদান্ত
 জন প্রিয় । দারিদ্র্যাদ্রি তটাজুর্গা দুর্গাদন্য প্রচারিণী ।
 ধর্মরূপা ধর্মধুরা ধেনুরূপা ধৃতিঃ ধ্রুবা । ধেনুদানা ধ্রু-
 বস্পর্শা ধর্মকামার্থ মোক্ষদা । ধর্মিণী ধর্মমাতাচ ধর্মধাত্রী
 ধনুর্জরা । ধাত্রী ধেনু ধরা ধোয়ী ধারিণী ধৃতকল্মসী
 ধনদা ধর্মদা ধন্যা ধানাদা ধন্যদা ধনা । ধন্যা ধান্যাধি
 রূপাচ ধরিত্রী ধনপূরিতা । ধারণা ধনরূপাচ ধর্মধর্ম
 প্রচারিণী । ধর্মিণী ধর্মতন্ত্রাত্মা ধর্মিণী মল কেশিনী ।
 ধর্ম প্রচার নিরতা ধর্মরূপা ধুরন্ধরী । ধনুর্বিদ্যাধরী ধাত্রী
 ধনুর্বিদ্যা বিশারদা । নিরানন্দা নিরাহাচ নির্বাণ দ্বার
 সংস্থিতা । নির্বাণ পদবী দাত্রী নন্দিনী নাকনাগ্নিকা ।
 নারায়ণী নিষিদ্ধস্বী নিজরূপ প্রকাশিনী । নমস্ত্যা নিদ্বয়া
 নন্দনতা নুতন রূপিণী । নির্মলা নির্মলাভাষা নিরখ্যা
 নিরপত্রপা নিত্যানন্দ ময়ী নিত্য নিত্য নুতন বিগ্রহা ।
 নিষিদ্ধা নীতিধৈর্য্যাচ নির্বাণ পদদীপিকা । নিঃশঙ্কাচ
 নিরাতঙ্কা নির্মাশিত মহামনাঃ । নির্মলা নন্দজননী নি-
 র্মল শ্যামবেশিনী । নিরবদ্য কুলশ্রেষ্ঠা নিত্যানন্দ স্বরূ-
 পিণী । নির্ণয়া নির্ণয় পিতা নিষিদ্ধ কর্ম বর্জিতা ।
 নিত্যোৎসব নিত্যতপ্তা নমস্কার্যা নিরঞ্জনা । নিষ্ঠাবতী
 নিরাতঙ্কা নির্লেপা নিশ্চলাগ্নিকা । নিরবদ্যা নিরীশাচ
 নিরঞ্জন পুরস্থিতা পুণ্যপ্রদা পুণ্যকরী পুণ্যগর্ভা পুরাতনী ।

পুণ্যকপা পুণ্যদেহা পুণ্যগীতাচ পাবনী । পূজাপচিত্রা
 পরমাপরা পুণ্য বিভূষণা । পুণ্যদাত্রী পুণ্যধরা পুণ্যাপুণ্য
 প্রবাহিনী । পুণ্যদেহা পুণ্যবতী পূর্ণিমা পূর্ণচন্দ্রমা । পৌর্ণ-
 মাসী পরাপদ্মা পথজ্ঞা পদ্মগন্ধিনী । পদ্মিনী পদ্মবস্ত্রাচ
 পদ্মমালা ধরা সদা । পদ্মোদ্ভবা পরখ্যাচ পরমানন্দ
 কপিণী । প্রকাশ্য পরমাশ্চর্যা পদ্মগর্ভ নিবাসিনী । পাব-
 নীচ তথা পূতা পবিত্রা পরমাকলা । পদ্মার্চিতা পদ্ম সংস্থা
 পদ্মমাতা পুরাতনী । পদ্মাসন গতা নিত্য পদ্মাসন পরি-
 ছদা । শুক্লপদ্মাসন গতা রক্তপদ্মাসনা তথা । পীতপদ্মা-
 সন গতা কৃষ্ণ পদ্ম স্থিতা তথা । পদার্থ দায়িনী পদ্মাবন
 বাস পরায়ণা । প্রকাশিনী প্রগস্তাচ পুণ্যল্লোকাচ পাবনী ।
 ফলহস্তা ফলহরা ফলিনী ফলকপিণী । ফুল্লেন্দী লোচনা
 ফুল্লা ফুল্লকোরক গন্ধিনী । ফলিনী ফালিনী ফেনা কুল্ল-
 ছাটিত পাতকা । বিশ্বমাতাচ বিশ্বেশী বিশ্বাবিশ্ব বর
 প্রিয়া । ব্রহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মী ব্রহ্মজ্ঞা বিমল মলা ।
 বহুলা বাহুলা বল্লীবল্লরী বনদায়িনী । বিক্রান্তা বিক্রমা
 মালা বহুভাগ্য বিলোচনা । বিশ্বাবিত্রা বিষ্ণুমথী বৈষ্ণবী
 বিষ্ণু বল্লভা । বিকপাক্ষ প্রিয়া দেবী বিভূতির্বিশ্বতো
 মুখী । বেদবেদ রতা বাণী বেদাক্ষর সমন্বিতা । বিদ্যা বিদ্যা-
 বতী বন্দ্যা বৃহতী ব্রহ্মবাদিনী । বরদা বিপ্র হৃদাচ বরিষ্ঠাচ
 বিশোধিনী । বিদ্যাধরী বসুমতী বিপ্ররূক্ষা বিশোধিতা ।
 ব্যোমস্থানবতী বামা বিধাত্রী বিবুধ প্রিয়া । বুদ্ধির্কিনা-
 শিনী বিত্তা ব্রহ্মরূপবরাননা । বাসিনী ব্রহ্মজননী ব্রহ্ম-
 হত্যাপহারিণী । ব্রহ্ম বিষ্ণু স্বরূপাচ সদাবিভববর্দ্ধিনী ।
 বিভাবিণী ব্যাপিনীচ ব্যাপিকা পরিচারিকা । বিপন্নার্তিহরা-

বেদী বিনয় ত্রতচারিণী । বিপন্নশোক সংহতী বিপঙ্কী বাদ্য-
 তৎপর।। বেণুবাদ্যপরা দেবী বেণুশ্রুতি পরায়ণা । বর্চাস্বনী
 বলকরী বলমূল্য বিবস্বতী । বিপাপু্য বিশিখা চৈব বিকম্প-
 পরিবর্জিতা । বুদ্ধিদা বৃহতীদেবী বিধি বিচ্ছিন্ন সংশয়া ।
 বিচিত্রাক্ষী বিচিত্রাভা বিজ্ঞা বিভব বর্জিনী । বিগয়া বিনয়া
 বন্দ্য বামদেবী বরপ্রদা । বিষয়ীচ বিশালাক্ষী বিজ্ঞান
 বিক্ষম্যানিনী । ভদ্রা ভোগবতী ভব্যভবানী ভয় বাসি-
 নী । ভূতধাত্রী ভয়হরী ভক্ত বশ্যভয়া পহা । ভক্তিদা
 ভয়হা ভেরী ভক্ত দুর্গপ্রদায়িনী । ভাগীরথী ভানুমতী
 ভাগ্যদা ভগনিহিতা । ভবপ্রিয়া ভূতভূমী ভূতিদা ভূত-
 ভূষণা । ভোগোবতী ভূতিমতী ভব্যরূপা ভ্রমি ভ্রমা ।
 ভূরিদা ভক্তিসুলভা ভাগ্য বুদ্ধিকরী সদা । ভিকুমাতা
 ভিকু নিয়া ভব্যভব স্বরূপিণী । মহামায়া মাতৃপ্রিয়া মহা-
 নন্দা মহোদরী । মতিশ্রু ক্তিশ্রমোজ্জাচ মহা মঙ্গলদায়িনী ।
 মহাপুণ্য মহাদাত্রী মৈথুন প্রিয়লালসী । মনোজ্ঞা
 মালিনী মান্যা মণি মাণিক্য ধারিণী । মুনিমুতা মোহকরী
 মোহহন্ত্রী মদোৎকর্ষা । মধুপানরতা মদ্যা মদা মূর্ণিত
 লোচনা । মধুপান প্রমত্তাচ মধুলুকা মধুব্রতা । মাধবী
 মালিনী মান্যা মনোরথ পথ্যতিগা । মোক্ষেশ্বর্য প্রদা-
 মর্ত্যা মহাপদ্ম বনাপ্রিতা । মহাপ্রভাব মহতী মৃগাক্ষী
 মীনলোচনা । মহাকাঠিন্য সম্পূর্ণা মহাক্ষী মহতী কলা ।
 মুক্তিরূপা মহামুক্তা মণিমাণিক্য ভূষণা । মুক্তাকল বিচি-
 ত্রাক্ষী মুক্তারঞ্জিত নাসিকা । মহাপাতক রাশিঘ্নী মনো-
 নয়ন নন্দিনী । মহামাণিক্য রচিতা মহাভূষণ ভূষিতা ।
 মায়াবতী মোহহন্ত্রী মহাবিদ্যাবিধারিণী । মহা মেধা মহা-

ভূতি স্মাহামায়্য প্রিয়া সখী । মনোধরী মহোপায়্য মহা-
 মণি বিভূষণ । মহামোহপ্রণয়িনী মহামঞ্জলদায়িনী । যশ-
 স্বিনী যশোদাচ যমুনা বারিহারিণী । যোগসিদ্ধিকরী যজ্ঞা
 যজ্ঞেশ বন্দিতপ্রিয়া । যজ্ঞেশী যজ্ঞ ফলদা যজ্ঞনীয়া যশ-
 করী । যোগযোনী যোগসিদ্ধা যোগিনী যোগবুদ্ধিদা ।
 যোগযুক্তা যমাদাক্ট সিদ্ধি যজ্ঞৈক-ধারিণী । যমুনা জল
 সেবাচ যমুনা জলবিহারিণী । যামিনী যমুনা বাম্যা যম-
 লোক নিবাসিনী । লোলালোক বিলাসাচ লোলং কল্লোল
 মালিকা । লোলাক্ষী লোক মুতাচ লোকানন্দ প্রদায়িনী ।
 লোকবন্ধু লোকধাত্রী লোকালোক নিবাসিনী । লোকত্রয়
 নিবাসাচ লক্ষলক্ষণ লক্ষিতা । লীলালোকাচ লাবন্যা
 লব্ধিমা কমলেক্ষণা । বাঙ্কদেব প্রিয়া বামা বসন্ত সময়
 প্রিয়া । বাসন্তী বসুদা বজ্রা বেণুবাদপরায়ণা । বীণাবাদ্য
 প্রমত্তাচ বীণানাদ বিভূষণা । বেণুবাদ্যরতা চৈব বংশীনাদ
 বিভূষণা । শুভাশুভরতিঃ শান্তিঃ শৈশবা শান্তি বিগ্রহা ।
 শীতলাশোধিতা শোভা শুভদা শুভদায়িনী । শিবপ্রিয়া
 শিবানন্দা শিবপূজাসু তৎপর । শিবভৃত্যা শিব সত্য
 শিবনিত্য পরায়ণা । শ্রীমতী শ্রীনিবাসাচ ক্রান্তি রূপা শুভ-
 ত্রতা । শুদ্ধ বিদ্যা জপকরী শুভকরী শুভাশয়া । ক্রতানন্দা
 ক্রতিঃ শ্রোত্রী শিবপ্রেম পরায়ণা । শোষণী শুভবার্তাচ ।
 শালিনী শিবমর্তকী ষড়গুণা সুপদাক্রান্তা ষড়ক্রান্তি-
 রূপিণী । সরস্যা সুপুতা সিদ্ধা সিদ্ধিসিদ্ধি পুদায়িনী । সেব্যা-
 সক্রা সতি স্মৃতি স্মৃতিরূপা মদপ্রিয়া । সম্পৎ পুদাক্রান্তিঃ
 স্তুত্যা স্তবনীয়া স্তবপ্রিয়া । সৈর্যাদা সৈর্য্যাগা সৌখ্যা-
 স্ত্রেনসৌভাগ্য দায়িনী । সূক্ষ্মা সূক্ষ্মা স্বধা স্বাহা স্বধাশ্রেণ

প্রমোদিনী। স্বর্গপ্ৰিয়া সমুদ্রাভা সৰ্ব পাতকনাশিনী।
 সংসার বারিণী রাধা সৌভাগ্য বর্দ্ধিনী সদা। হরপ্রিয়া
 হিরণ্যভা হরিলক্ষ্মী হিরন্ময়ী। হংসরূপা হরিদ্রাভা
 হরিদ্বর্ণাশুচিস্মিতে। ক্ষেমদা ক্ষালিতা কোমা কুদ্র ঘণ্টা
 বিধারিণী। অপরৈকং শৃণু প্রোচে স্বরাক্ষর সমন্বিতং।
 স্তোত্রং সহস্র নামাখ্যং স্বরবাজ্ঞন সংযুতং অজরা
 অতুলা নস্তা অনন্তামৃতদায়িনী। অন্নদারা অশোকাচ
 অলকা অমৃতপ্রবা। অনাথ বল্লভা অন্তা অঘোনি সন্তবা
 প্রিয়ে। অব্যাকুলক্ষণা কুপ্লা বিচ্ছিন্না চাপরাজিতা। অনা
 থানা মন্ডোষ্ঠার্থ সিদ্ধিদানন্দবর্দ্ধিনী। অনিমাди গুণাধারা
 অগণ্যালিক হারিণী। অচিন্ত্য শক্তি বলয়াদ্যুত রূপাচ
 হারিণী। অঁদ্ররাজ সূতাদূতী ভূকটযোগসমন্বিতা। অচ্যুতা
 অনবচ্ছিন্না অক্ষুণ্ণশক্তি ধারিণী। অনন্ততীর্থরূপাচ অনন্তা-
 মৃত কপিণী। অনন্তমহিমাপারা অনন্ত সুখদায়িনী।
 অর্থদা অন্নদা অর্থা সদা অমৃত বর্ষিণী॥ অবিদ্যা জাল
 শমনী অপ্রতর্কগতি প্রদা। অশেষ বিষয় সংহন্ত্রী অশেষ গুণ
 গুক্ষিতা। অজ্ঞান নাশিনী দেবী অনন্ত সিদ্ধিদায়িনী।
 অশেষ পাপসংহন্ত্রী। অশেষ দেবতাময়ী। অঘোরা
 অমৃতাদেবী অজ্ঞান তিমির প্রদা। অনুগ্রহ পরাদেবী
 অভিরাম বিনোদিনী। অনবদ্য পরিচ্ছিন্না অত্যনন্ত কল-
 ক্ষিণী। আরোগ্য দাত্রী আনন্দা অপরণার্থি বিনাশিনী।
 আশ্চর্য্য রূপা আদ্যস্থা আগুবিদ্যা সদা প্রিয়া। আপ্যা-
 য়িনীচ আলম্বা আপদাহা বৃতপ্রদা। ইক্টারতি রিক্টি-
 দাত্রী ইক্টাপন্ন ফলপ্রদা। ইতিহাস স্মৃতি শ্বেতা ইহামুহ
 ফলপ্রদা। ইক্টাচ ইক্টরূপাচ ইত্যাদি পরিবন্দিতা। ই-

ন্দ্রিরা রচিতাক্ষীচ ইলঙ্কার ইধারিণী । ইন্দ্রাণী সেবিত
 পদা ইন্দ্রিয় প্রীতিদায়িনী । ঈশ্বরী ঈশজননী ঈশ ঐশ্বর্য্য
 দায়িনী । উতক শক্তিসংযুক্তা উপমান বিবর্জিতা ।
 উত্তম শ্লোক সংসেবা উত্তমোত্তম রূপিণী । উক্সা উষা
 উধারাধা উর্জিলাচ শুচিস্মিতে । উহা উহ বিতর্কাচ উদ্ধ-
 ধারাচ উদ্ধগা । উদ্ধধারা উদ্ধযোনি উপপাপ বিনাশিনী ।
 ঋষিবৃন্দ স্তুতাঋদ্ধি করুণত্রয় নাশিনী । ঋতম্ভবা ঋদ্ধিদাত্রী
 ঋক্ধা ঋকস্বরূপিণী । ঋতুপ্রিয়া ঋক্ষমাতা ঋক্ষার্চি ঋক্ষ
 মার্গগা । ঋতুলক্ষণরূপাচ ঋতুমার্গ প্রদর্শিনী । এষিতা খিল
 সর্ব্বস্বা একৈকায়ুত দায়িনী । ঐশ্বর্য্য ঔপা রূপাচ ঐতি
 রৈন্দ্র শিরোমণিঃ । ওজস্বিনী ওষধীচ ওজোনাদৌ জদা-
 য়িনী । ওঁকার জননী দেবী ওঁকার প্রতিপাদিতা । ওঁদার্য্য
 প্রকরা ভদ্রে ওঁপেন্দ্রৌষধি বিগ্রহা । অশ্ববস্থাচ অমৃত্য
 অম্বা অম্বালিকা তথা । অম্বুজাক্ষীচ অক্ষানা অম্বু স্নিগ্ধাসু-
 জাননা । অংশুমালী অংশুমতি অংশীত্যংশাংশ সন্তবা ।
 অক্ষতা মিশ্রহাভদ্রে অত্যন্ত শোভন স্বরা । অর্থেশা অর্থ-
 দাত্রীচ অর্থরূপা অনাহতা । শৃণু নামান্তরং ভদ্রে ককা-
 রাদি বরাননে । অত্যন্ত সুন্দরং শুদ্ধং নির্মলোৎপল
 গন্ধিনী । কুটম্বা করুণা কান্তা কর্ম্মজাল বিনাশিনী ।
 কমলা কম্পলতিকা কলি কলুষনাশিনী । কমনীয় কলা-
 কণা কপর্দি পূজন প্রিয়া । কদম্ব কুমুমভাষা সদা কোক-
 নদেক্ষণা । কালিন্দী কেলিকলিতা কনা কাদম্ব মালিকা ।
 কান্তালো কত্রয়া কন্থা কন্থরূপা মনোহরা । খড়্গিনী
 খড়্গধারাতা খগা খগেন্দ্রু ধারিণী । খেখেল গামিনী
 খড়্গা খড়্গেন্দ্রু তলকান্তিতা । খেচরী খেচরী বিদ্যা খ-

গতিঃ খ্যাতিদায়িনী । খণ্ডিতাশেষ পাপৌষা খলরুদ্ধি
 বিনাশিনী । খাতেন কন্দ সন্দৌহাখড়্গ খট্টাধারিণী ।
 খর সন্তাপশমনী খরমন্ত নিকুন্তনী । গুহাগঙ্গগতি গৌরী
 গঙ্কার নগরপ্রিয়া । গূঢ়রূপা গুণবতী গুর্জীগৌরব রঞ্জনী ।
 এইপীড়াহরা গুপ্তাগদ স্নিগ্ধমনা প্রিয়া । চাম্পেয় লোচনা
 চারু চার্বকী চারুৰূপিণী । চন্দ্র চন্দন সিন্ধুজী চৰ্ব্বনীয়া
 চিরস্থিতা । চারু চম্পক মালাঢ্যা চলিতা শেষ দুষ্কৃতা ।
 চারিতা শেষ বজ্রিলা চারুতাশেষ মন্তুলা । রক্তচন্দন
 সিন্ধুজী রক্তজী রক্তমালিকা । শুক্ল চন্দন সিন্ধুজী শু-
 ক্লজী শুক্লমালিকা । পীতচন্দন সিন্ধুজী পীতজী পীত-
 মালিকা । কৃষ্ণচন্দন সিন্ধুজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণমালিকা ।
 শুক্লবস্ত্র পরিধানা শুক্লবস্ত্র পরীয়ণী । রক্তবস্ত্র পরিধানা
 রক্তবস্ত্রোত্তরায়ণী । পীতবস্ত্র পরিধানা পীতবস্ত্রোত্তরায়-
 যণী । কৃষ্ণপট পরিধানা কৃষ্ণপটোত্তরীয়ণী । বৃন্দাবনে-
 শ্বরী রাধাকৃষ্ণ কার্য প্রকাশিনী । পদ্মিনী নাগরী গোপী
 কালিন্দী অবগাহিনী । গোপীশ্বর প্রিয়া ভূত্যা সদা নগর
 মোহিনী । ত্রিপুরা ত্রিপুরাদেবী ত্রিপুরাজ্ঞা করী সদা । ত্রি-
 পুরা সন্মিকর্ষহা ত্রিপুরা অমুচারিকা । ত্রিপুরা পুর সং-
 স্থাত্ত যা রাধা পদ্মিনী পরা । নানা সৌভাগ্য সম্পন্না নানা-
 • ভরণ ভূষিতা । স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং কথিতং তব ভ-
 ক্তিতঃ । এতং স্তোত্রঞ্চ মন্ত্রঞ্চ কবচঞ্চ বরারনে । কল্পে
 কল্পেচ দেবেশি প্রপঠেদ্যদি মানবঃ । উপাস্ত রাধিকাং
 বিদ্যাং কেবলং কমলেক্ষণে । বহুকালেন দেবেশি উপ-
 বিদ্যাপি সিদ্ধতি । পদ্মিনী রাধিকা বিদ্যা উপবিদ্যাসু নি-
 শ্চিতা । মহাবিদ্যাং মহেশানি উপাস্ত যত্নতঃ স্বয়ং ।

প্রকটং পরমেশানি রাধামন্ত্রেণ স্তুন্দরি । শূণ্যম সহ-
 ত্রাণি প্রকটে যন্তু শস্ত্রেতে । কৃষ্ণস্ত কালিকা সাক্ষাৎ রাধা
 প্রকৃতি পদ্মিনী । কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ ইদমুচ্যে যত্নতঃ ।
 সদাগৌ বৈষ্ণবো দেবী সর্বত্রৈব প্রকাশ্যতে । গোবিন্দো
 যন্তু দেবেশি স্তন্যং ত্রিপুরসুন্দরী । বিনা মন্ত্রং বিনা হোমং
 বিনা পূজাং বিনা বলিং । বিনা গন্ধং বিনা পুষ্পং বিনা
 নিত্যোদিতাং ক্রিয়াং । প্রাণায়ামং বিনা ধ্যানং বিনা
 ভূত বিশোধনং । বিনা জাপং বিনা দানং যেন রাধা
 প্রসীদতি । রাধা সহস্রনামাখ্য স্তোত্র মার্গেন পার্শ্বতি ।
 ষোড়শপদৈকবং মন্ত্রং রাধিকা মন্ত্র মেব চ । সপতেন্নরকে
 ঘোরে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ । শ্রুত্বা গুরুমুখাশ্রয়ং বৈষ্ণবং
 ভক্তি তৎপরঃ । ততঃ পুরশ্চরীং কুর্যাদেক বিংশতি সংখ্য-
 কং । পূর্ণাভিষেক সিক্তস্ত ততো গুরু পদাচীনং । বিনা
 পূর্ণাভিষেকঞ্চ ভবাকোঃ পারমিচ্ছতি । অজ্ঞস্ত তস্ত দুর্ক্স-
 ক্তে নিরয়ে পতনং ভবেৎ । সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং
 সত্যং বদাম্যহং । ভবাক্তি তরণং নাস্তি বিনা পূর্ণাভিষে-
 চনং । নানাগম পুরাণানি বেদবেদাঙ্গ শাস্ত্রতঃ । ময়ো-
 ক্তং মহেশানি সারং পূর্ণাভিষেচনং । তস্মাৎ সর্ব প্র-
 ত্নেন কুর্য্যাৎ পূর্ণাভিষেচনং । কৃত্বা পূর্ণাভিষেকঞ্চ পঠেৎ
 রাধাস্তবং প্রিয়ে । স্তব পাঠা মহেশানি সত্তবেত্তবনন্দনং ।
 স্তোত্রং সহস্রনামাখ্যং ন যন্ত জপতো মনুং । রাধাকৃষ্ণস্ত
 দেবেশি তন্ত পাপ ফলং শূণ্ । কুস্তীপাকে সপচ্যেত যাব-
 দ্বত্রক্লণঃ শতং । বিমগ্নানাং যথাপ্রোষ্ঠা ভবেদ্ভাগী রথী
 প্রিয়ে । বৈষ্ণবানাং যথা শঙ্কুঃ প্রকৃতীনাং যথা মতী ।
 গুরুবাণাং যথা বিষ্ণু নক্ষত্রাণাং যথা শশী । স্তবানাঞ্চ

তথা ঐষ্ঠং রাধাস্তোত্র মিদং প্রিয়ে । জপ পূজাদিকং
ষদ্বদ্বলি হোমাদিকন্তথা । শ্রীরাধাস্তোত্র পাঠস্ত কলাং
নাহঁতি ষোড়শীং ।

ইতি বাসুদেব রহস্ত্রে রাধাতন্ত্রে সহস্র নাম স্তোত্র ।

মেকত্রিংশং পটলঃ ।

দেবুবাচ । ভূয় এব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ ।
 হরিনাম মহাদেব বিশেষেণ বদপ্রভো ॥ ১ ॥ পূৰ্ব্বং যৎ
 স্মৃতিতং দেব হরিনাম সদাশিব । তৎসৰ্বং পরমেশান
 বিস্তরাঙ্কদশকর ॥ ২ ॥ ঈশ্বর উবাচ । হরিনামদ্বিধাদেবি
 বৃহৎ সামান্যমেবচ । সামান্যং ভারতে শস্তং বৃহন্মাম
 বরাননে । স্বর্গে মর্ত্যেচ পাতালে সৰ্বত্রৈব প্রশস্ততে ॥ ৩ ॥
 যদুক্তং বাসুদেবায় ত্রিপুরা জগদীশ্বরী । সামান্যং ভারতে
 শস্তং তেনৈব স্মৃত্যতে নরঃ ॥ বৃহন্মাম মহেশানি সৰ্বশক্তি
 সমন্বিতং ॥ ৪ ॥ ওঁ নমঃ শিবরামঃ শিবরামঃ শিবঃ
 শিবঃ । ঐ ক্লীঁ হ্রীঁ শিবঃ শিবঃ কৃষ্ণ কৃষ্ণ শিবোরাম
 হরিঃ দ্বাত্রিংশদক্ষরং মন্ত্রং হরিনাম প্রকীর্তিতং ॥ ৫ ॥
 ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে বৈশ্বে সৰ্বদেবে স্মসঙ্গতং । এতন্মাম
 মহেশানি প্রথমং কর্ণশুদ্ধিদং ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপকং নাম
 হরিনাম মনোহরং । দ্বাত্রিংশদক্ষরং নৈব পাষণ্ডায় প্রশ-
 স্ততে ॥ ৭ ॥ আদ্যন্তে প্রণবং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাদি ত্রয়েশুভে ।
 নশুদ্রস্ত মহেশানি মন্ত্রমেত ছুদীরয়েৎ ॥ ৮ ॥ হরিনাম
 জপেদেবি দশধা দশধাসদা । কর্ণশ্চ বিশুদ্ধ্যর্থং সামান্যং
 ষোড়শাশ্রয়ং ॥ ৯ ॥ দেবুবাচ । সামান্যং পরমেশান
 দোষদং হরিনামচেৎ । তৎকথং ত্রিপুরাদেবী বাসুদেবায়
 শূলভূৎ । ইদমুক্তং মহাবাহো রূপয়া বদশকর ॥ ১০ ॥
 ঈশ্বর উবাচ । হরিনাম রহস্ত্যঃ সৰ্বশক্তি যুতং সদা ।
 ত্রিপুরা বাসুদেবায় বৃহন্মাম বরাননে । অত্রবীৎ প্রথমং
 ভদ্রে পশ্চাত্তু ষোড়শাশ্রয়ং ॥ ১১ ॥ প্রণবেত্ত ত্রয়োদেবা
 ব্রহ্ম বিষ্ণু পিতামহাঃ । শিবস্ত কালিকা সাক্ষাৎ রাম
 ত্রিপুর ভৈরবী ॥ ১২ ॥ মহাকালী মহামায়া দ্বয়ং কৃষ্ণস্বক-

পিনী । বিজ্ঞেয়া দশনামান্তে শক্তয়ঃ ত্রিবিধাঃ পরাঃ ॥ ১৩ ॥
 ভৈরবীচ তথা কালী মহাকালী বরাননে । সৰ্বশক্তি ময়ং
 নাম হরেন্দ্রহিবমর্দিনী ॥ ১৪ ॥ যন্মাম পরমেশানি
 সামান্যং বোড়শাশ্রয়ং । সূতকল্পয় সংযুক্তং শৃঙ্গবর্গে
 প্রশস্ততে । অধমেষুচ শূদ্রেষু সামান্যং শস্ততে সদা ॥ ১৫ ॥
 রাম নাম মহেশানি ধনুঃশক্তি যুতং সদা । কৃষ্ণ নাম মহে-
 শানি সৰ্বশক্তি যুতং প্রিয়ে ॥ ১৬ ॥ অপটৈকং বৃহন্নাম
 সাবধানা বধারয় । ওঁ হরেকৃষ্ণ গোবিন্দ ওঁ হ্রীঁ জনার্দন
 হ্রীকেশ হ্রীং ওঁ ॥ ১৭ ॥ এতন্তে কথিতং দেবি হরিনাম
 স্মরণেন ॥ এতন্মাম বরারোহে সদাবিভব বর্দ্ধনং ॥ ১৮ ॥
 অনেনৈব বিধানেন গুহ্যং যঃকারয়েৎ সদা । তস্মৈ তস্মৈ
 দেবেশি মহাবিদ্যাং সিদ্ধ্যতি ॥ ১৯ ॥

ইতি বাসুদেব রহস্যে রাধাতন্ত্রে ।

দ্বাত্রিংশৎ পটলঃ ।

সমাপ্তঃ ।



12
64